তৌহিদের মূল সূত্রাবলী

(আল্লাহর এককত্বের দর্শন)

মূল ঃ ডক্টর আবু আমিনাহ বিলাল ফিলিপস
ভাষান্তর ঃ মুহাম্মদ আবূ হেনা

প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল ২০০১ ইংরেজী
মুহাররম ১৪২২ হিজরী
বৈশাখ ১৪০৮ বাংলা

দ্বিতীয় প্রকাশ
জুলাই ২০০৪ ইংরেজী
জামাদিউল আওয়াল ১৪২৫ হিজরী
আষাঢ় ১৪১১ বাংলা

তৃতীয় প্রকাশ
অক্টোবর ২০০৫ ইংরেজী
রামাযান ১৪২৬ হিজরী
কার্তিক ১৪১২ বাংলা

দারুস সালাম কম্পিউটার
৩০ মালিটোলা রোড ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৫৯৭৩৮

মূল্য : ৭৫.০০ (পঁচাত্তর) টাকা
Price : Taka 75.00 U.S. Dollar 5.00

তৌহিদের মূল সূত্রাবলী

(আল্লাহ্‌র এককত্বের দর্শন)

মূলঃ ডক্টর আবু আমিনাহ বিলাল ফিলিপস্‌
ভাষান্তর ঃ মুহাম্মদ আবু হেনা

The Fundamentals of

TAWHEED

(ISLAMIC MONOTHEISM)

By : Dr. Abu Ameenah Bilal Philips
Rendered into Bangla by : Muhammad Abu Hena

প্রকাশক

হেড কোয়ার্টার
দারুস সালাম
পোঃ বক্সঃ ২২৭৪৩, রিয়াদঃ ১১৪১৬, সৌদি আরব
ফোনঃ ০০৯৬৬-১-৪০৩৩৯৬২-৪০৪৩৪৩২
ফ্যাক্সঃ ০০৯৬৬-১-৪০২ ১৬৫৯
বিক্রয় ক্রেন্দ্র ঃ ফোন ও ফ্যাক্স ঃ ০০৯৬৬--১-৪৬১৪৪৮৩
শাখাসমূহ ঃ
দারুস সালাম
৫০, লোয়ারমল, লাহোর, পাকিস্তান
ফোনঃ ০০৯২-৪২-৭২৪ ০০২৪, ৭২৩২৪০০
ফ্যাক্স ঃ ০০৯২-৪২-৭৩৫ ৪০৭২
দারুস সালাম পাবলিকেশন্স
পোঃ বক্স ৭৯১৯৪, হিউস্টন, টি এক্স ৭৭২৭৯, যুক্তরাষ্ট্র
ফোন ঃ ০০১-৭১৩-৭২২ ০৪১৯, ফ্যাক্স ঃ ০০১-৭১৩-৭২২ ০৪৩১
দারুস সালাম
নিউইয়র্ক, ৫৭২-আটলান্টিক এভিনিউ, ব্রুকলীন, ১১২১৭ যুক্তরাষ্ট্র
ফোনঃ ০০১-৭১৮-৬২৫ ৫৯২৫
আল হিদায়াহ্ পাবলিশিং এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন
৪৩৬ কভেন্ট্রি রোড, বারমিংহাম বি ১০ ও ইউ জি, যুক্তরাজ্য
ফোনঃ ০০৪৪-১২১-৭৫৩ ১৮৮৯, ফ্যাক্স ঃ ০০৪৪-১২১-৭৫৩ ২৪২২
দারুস সালাম পাবলিকেশন্স
৩০ মালিটোলা রোড, ঢাকা-১১০০ বাংলাদেশ
ফোন ঃ ০০৮৮-০২-৯৫৫৭২১৪, ফ্যাক্স ঃ ০০৮৮-০২-৯৫৫৯৭৩৮

অনুবাদকের নিবেদন

ইসলাম হল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া-তায়ালা প্রদত্ত দ্বীন ও জীবন ব্যবস্থা। **তৌহিদ** ইসলামের ভিত্তি যা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু (অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নেই) এই বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা হয়। কিন্তু এই ব্যাক্যের ব্যাখ্যা ও পটভূমি বিশাল।

ইসলামের সব নিয়ম-কানুন চর্চা করলেও কোন মুসলমান যদি তৌহিদের মূল সূত্রাবলী না বুঝেন অথবা না মানেন তবে তার ইসলাম পূর্ণতা লাভ করে না। বহু-ঈশ্বরবাদ তত্ত্বের ডামাডোলের মধ্যে বাস করে এবং তৌহিদ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে বর্তমানে বহু মুসলমান কোরআন ও সুন্নাহ নির্দেশিত শরীয়াহ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। তাই তৌহিদ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দেবার জন্য এবং মুসলমানদেরকে সত্যিকার ইসলামের পথে সুপ্রতিষ্ঠিত করার আন্তরিক প্রচেষ্টার ফসল হচ্ছে এই গ্রন্থ।

এই গ্রন্থটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামি চিন্তাবিদ, গবেষক ও শিক্ষক এবং অসংখ্য গবেষণা ও বিশ্লেষণধর্মী ইসলামি গ্রন্থের প্রণেতা ডক্টর আবু আমিনাহ বিলাল ফিলিপস-এর "The Fundamentals of Tawheed" (Islamic Monotheism) গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ। গ্রন্থটি সারা দুনিয়ার ইসলামি মনীষীগণ কর্তৃক বিশেষভাবে সমাদৃত। এ গ্রন্থে আলোচিত বিষয়গুলি ইনশাআল্লাহ মুসলমান এবং অমুসলমান পাঠকদের ইসলামি বিশ্বাসের ভিত্তি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দেবে।

এই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটি অনুবাদের সুযোগ দান করার জন্য মহান আল্লাহর (সুবঃ) শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। আমার এই কঠিন কাজে বহু দিনের বন্ধু ও এক সময়ের সহকর্মী জনাব কাজী হাবিবর রহমান এবং জনাব এন.এ. হোসেন এ.টি সহযোগিতা করেছেন; প্রবাসে বসবাসরত বাংলাদেশী রায়হানউদ্দিন কামাল, মোহাম্মদ রাশিদুল হাসান, জাভেদ এমদাদ এবং আবু সাঈদ পান্ডুলিপি সম্পাদনা করা সহ বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন এবং জনাব সিদ্দিকুর রহমান অক্লান্ত পরিশ্রম করে কম্পিউটারে টাইপ করেছেন। এদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

বাংলা ভাষায় গ্রন্থখানের প্রথম প্রকাশ বের হবার পর পাঠকসমাজে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হওয়ায় এবং পুনঃমুদ্রণের বহু অনুরোধ পাওয়ায় প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় প্রকাশ বের করা হল। হাফেজ আবু আহমদ এবং সাজিদুর রহমান প্রথম

প্রকাশের ভ্রমপ্রমাদ আন্তরিকতার সাথে সংশোধন করে দ্বিতীয় প্রকাশ বের করতে সহায়তা করায় আমি তাঁদের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। এই সংশোধনের পরও যদি কোন ভুলত্রুটি থেকে থাকে তাহলে আমাদেরকে জানালে পরবর্তী মুদ্রণের সময় তা সংশোধন করতে সচেষ্ট হব, ইনশাআল্লাহ।

আমি মোনাজাত করি আল্লাহ পাক যেন এই গ্রন্থটির মাধ্যমে আমাদের এবং যারা এই গ্রন্থটি পড়বেন তাদের সকলকে সহজ সরল হেদায়াতের পথ দেখান এবং আমাদের সকলের নেক প্রচেষ্টা কবুল করেন। এই সঙ্গে কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করছি এই কাজের প্রাথমিক উদ্যোক্তা মরহুম আলহাজ্জ খন্দকার শাহীন হাসানকে যাঁর আন্তরিক উদ্যোগ ও অনুপ্রেরণায় প্রবাসী কয়েকজন বাংলাদেশী কোরআন এবং সুন্নাহ অনুযায়ী ইসলামের চর্চা এবং দাওয়াহ এর কাজে নিয়োজিত হয়। তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং আল্লাহ যেন তাঁকে শহীদের দরজা প্রদান করেন এই মোনাজাত করছি। আমিন।

প্রকাশনা ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও পাঠকবর্গের কাছে সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে গ্রন্থখানির দাম অপরিবর্তিত রাখা হল।

আল্লাহ হাফেজ

০১ জুলাই, ২০০৪

মুহাম্মাদ আবু হেনা

ঢাকা

সূচীপত্র

ভূমিকা

তৌহিদ হল ইসলাম ধর্মের ভিত্তি। "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" (আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই) বলতে বুঝায় যে একটি মাত্র সত্যিকার উপাস্য আছেন এবং একমাত্র তিনিই ইবাদতযোগ্য । এটাই তৌহিদের প্রকৃত অর্থ। ইসলামের তত্ত্ব (কোরআন এবং সহীহ সুন্নাহ) অনুযায়ী তৌহিদের এই সহজ সংজ্ঞা ঈমান (আল্লাহর উপর সত্যিকার বিশ্বাস) এবং কুফ্র (অবিশ্বাস) এর মধ্যে ভেদ রেখা টেনে দিয়েছে। তৌহিদের এই তত্ত্বের কারণে এক আল্লাহর উপর ইসলামি বিশ্বাসকে এককত্বের দর্শন এবং ইসলামকে ইহুদি এবং খৃস্টীয় ধর্মের পাশাপাশি পৃথিবীর একেশ্বরবাদ ধর্মগুলোর মধ্যে গণ্য করা হয়। আবার ইসলামের এককত্বের দর্শনের (তৌহিদ) মতানুসারে, খৃষ্টীয় ধর্মকে বহু-ঈশ্বরবাদ এবং ইহুদী ধর্মকে সূক্ষ্ম পৌত্তলিকতা হিসাবে গণ্য করা হয়।

সুতরাং তৌহিদের তত্ত্ব বেশ নিগুঢ় এবং এমনকি মুসলমানদের কাছেও ব্যাখ্যার প্রয়োজন। তৌহিদ ব্যাখ্যা করার এই গুরুতর প্রয়োজনীয়তা আরও বোধ হয় যখন আমরা দেখি ইব্নে আরাবীর[১] মত মুসলমানগণ তৌহিদ বলতে বুঝেছে যে আল্লাহ-ই সব এবং সবই আল্লাহ, একটাই অস্তিত্ব এবং তা হ'ল আল্লাহ। কিন্তু ইসলামের মূল শিক্ষা মতে এই ধরনের বিশ্বাস সর্বেশ্বরবাদ (অর্থাৎ ঈশ্বর সব কিছুতে আছেন এবং সব কিছুই ঈশ্বর) এবং সেই কারণে এটা কুফর।

অন্যান্য মুসলমানগণ যথা মুতাজিলাহ[২] মনে করে যে তৌহিদ অর্থ আল্লাহর সকল গুণাবলী মোচন করা এবং ঘোষণা করা যে তিনি সকল স্থানে এবং সব কিছুর মধ্যে বিদ্যমান। তবুও এই সব মতবাদ প্রকৃত ইসলাম কর্তৃকও বাতিল

---

১ মোহাম্মদ ইব্নে আলী ইব্নে আরাবী ১১৬৫ খৃষ্টাব্দে স্পেনে জন্ম গ্রহণ করে এবং ১২৪০ খৃষ্টাব্দে দামেস্কে ইন্তেকাল করে। এই ব্যক্তি অন্তরের আলোর এবং আল্লাহর সবচেয়ে বড় নাম সম্বন্ধে জ্ঞানের অধিকারী ছিল বলে দাবি করে এবং নিজেকে পবিত্রতার মোহর (seal of sainthood) হিসাবে উল্লেখ করে এবং পরোক্ষভাবে নিজেকে নবীর থেকেও উচ্চ পদমর্যদার বলে প্রকাশ করে। তার মৃত্যুর পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে তার অনুসারীগণ তাকে ওলি পদ মর্যাদায় উন্নীত করে এবং তাকে আশ-শেইখ আল্ আকবর (সবচেয়ে বড় সর্দার) উপাধিতে ভূষিত করে। কিন্তু বেশীরভাগ মুসলমান আইনজ্ঞ পন্ডিতগণ তাকে খারেজি বলে গণ্য করতেন। তার প্রধান বই দুটি হল 'আল্-ফুতুহাত আল-মাক্কীয়া এবং ফুসুস্ আল-হিকাম (H.A.R. Gibb and J. H. Kramers, Shorter Encyclopedia of Islam, (Ithaca, New York, Cornell University Press, 1953, pp 146-7)]

২ ওয়াছিল ইব্নে আতা এবং আম্র ইব্নে উবাইদ কর্তৃক (উমায়্যা বংশধরদের রাজত্বকালে অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকে) প্রতিষ্ঠিত একটি যুক্তিবাদী দর্শন ভিত্তিক স্কুল। প্রায় একশ বৎসর ধরে এই

করা হয়েছে এবং খারিজ বলে গণ্য করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে রসূলের (স:) সময় হ'তে আজ পর্যন্ত, প্রায় সকল খারিজ সম্প্রদায় ইসলামের প্রধান অংশ হ'তে বিচ্ছিন্ন হয়েছে কারণ তারা তৌহিদকে নিজেদের মত করে ব্যাখ্যা করেছে।

যারা ইসলামকে ধ্বংস করার এবং মুসলমানদের ভুল পথে চালানোর জন্য কাজ করেছিল তারা তৌহিদের তত্ত্বকে নিষ্ক্রিয় করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিল। কারণ তৌহিদ সকল নবীগণ কর্তৃক আনীত ইসলামের স্বর্গীয় বার্তার সারাংশ। তারা আল্লাহ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারণা চালু করেছে, যে সকল ধারণা মানুষকে এক আল্লাহর ইবাদত থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। একবার আল্লাহ সম্বন্ধে এই পৌত্তলিক দর্শন গ্রহণ করলে, মানুষ সহজেই বিপুল সংখ্যক অন্যান্য বিপথগামী ধারণায় প্রভাবান্বিত হতে পারে। পরিণামে, ঐসব মানুষ নিজেদের অজান্তে সৃষ্ট বস্তুরই উপাসনা করে এই ভেবে যে তারা আদতে এক আল্লাহর প্রকৃত ইবাদতে লিপ্ত।

রাসূল (সঃ) তাঁর সাহাবাদের বিস্তারিতভাবে এসব বিচ্যুতি থেকে সাবধান করে দিয়েছিলেন কারণ এই সকল বিচ্যুতির কারণে পূর্বের জাতিগুলো বিপথে গিয়েছিল। তিনি যে পথে চলেছেন, সেই পথ ঘনিষ্ঠভাবে আঁকড়ে রাখার জন্য তাঁদের উৎসাহিত করেছেন। *একদিন তিনি তাঁর সাহাবাগণের মধ্যে বসেছিলেন। নবীজী মাটির উপর একটি সরলরেখা টানলেন। অতঃপর তিনি এই সরল রেখার দুই ধারে অনেকগুলি শাখা লাইন টানলেন। সাহাবীগণ এর মানে জানতে চাইলে তিনি শাখা লাইনগুলি দেখিয়ে বললেন যে, ওগুলি এই জীবনের বিভিন্ন ভুল পথের নির্দেশক। অতঃপর তিনি বললেন যে, প্রতিটি পথের শীর্ষে বসে থাকা একটি করে শয়তান লোকদের এই পথে আমন্ত্রণ করে। এরপর তিনি মধ্যখানের সরলরেখার প্রতি দৃষ্টি আর্কষণ করে বললেন যে, এটা আল্লাহর পথের প্রতিনিধিত্ব করে। যখন সাহাবগণ আরও ব্যাখ্যা চাইলেন তখন তিনি তাদের বললেন যে, এটা তাঁর পথ এবং তিনি নিম্নলিখিত আয়াত আবৃত্তি করলেনঃ*

﴿ وَأَنَّ هٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ج وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾

স্কুল আব্বাসীয় রাজ্যে প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে এবং ১২শত শতাব্দী পর্যন্ত ইসলামি চিন্তাধারায় প্রভাব বিস্তার করতে থাকে (Shorter Encyclopedia of Islam, pp 421-6).

"এবং এই পথই আমার সরল পথ, সুতরাং ইহারই অনুসরণ করিবে এবং ভিন্ন পথ অনুসরণ করিবে না, করিলে উহা তোমাদিগকে তাঁহার (আল্লাহর) পথ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবে।" (সূরা আল আন্'আম ৬ঃ১৫৩)[৩]

অতএব রাসূল (সঃ) যে ভাবে শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং সাহাবীগণ যে ভাবে বুঝেছিলেন সেই ভাবে পরিষ্কার করে তৌহিদ বুঝতে হবে। নতুবা তৌহিদ দাবী করে ইবাদত করা, জাকাত[৪] আদায় করা, রোজা রাখা এবং হজ্জ সম্পন্ন করার পরও একজন সহজেই ঐ সকল ভুল পথের একটিতে পৌছাতে পারে। সর্ব জ্ঞানের অধিকারী আল্লাহ্ এই ব্যাপারে দৃষ্টি আর্কষণ করে কোরআনে উল্লেখ করেছেন ঃ

﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴾

"তাহাদিগের অধিকাংশ আল্লাহতে বিশ্বাস করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহারা শির্ক্ (শরীক) করে।" (সূরা য়ূসুফ ১২ঃ১০৬)

কিন্তু আদতে দেখা যায় যে, ইংরেজী ভাষায় সালাত, জাকাত, সওম, হজ্জ বা ইসলামি অর্থনীতি এবং রাজনীতি সম্পর্কে যত বই লেখা হয়েছে তার তুলনায় তৌহিদ সম্পর্কে খুব কমই বই লেখা হয়েছে। ফলে, একজন ইংরেজী পাঠক ভুলবশতঃ ভেবে বসতে পারেন যে তৌহিদ এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ নয়। এই ভুল ধারণা আরও দৃঢ় হয় যখন ইসলাম সম্পর্কিত বই পড়তে গিয়ে দেখেন যে ইসলামের অন্যান্য স্তম্ভ সম্পর্কে ব্যাপক বিশ্লেষণ থাকলেও তৌহিদ সম্পর্কে কেবল অর্ধেক পৃষ্ঠা আলোচনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, ইসলামের সকল স্তম্ভ এবং তত্ত্ব একমাত্র তৌহিদের ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। যদি কারোর তৌহিদ সুপ্রতিষ্ঠিত না হয় তাহলে প্রকৃতপক্ষে তার ইসলাম পালন ধারাবাহিকভাবে পালিত পৌত্তলিক ধর্মীয় আচারে পরিণত হয়।

মুসলমান এবং অমুসলমান উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান সকল প্রকার ভ্রান্ত বিশ্বাস দূর করার জন্য নিঃসন্দেহ তৌহিদ সম্বন্ধে আরও অনেক অনুবাদ ও লেখার প্রয়োজন রয়েছে। এই বইটি তৌহিদ বিষয়ক আরবী পুস্তকাবলীর অন্যতম 'আল-আকীদাহ্ আত-তাহা-ওইয়্যার'[৫] আলোকে লেখা। পাঠকদের অন্য

---

৩ ইব্‌নে মাসুদ কর্তৃক রিপোর্টকৃত এবং আন্-নাসাই, আহমদ্ এবং আদ্-দারীমি কর্তৃক সংগৃহীত।
৪ বাৎসরিক বাধ্যতামূলক দান

বইটি সহজবোধ্য করার প্রয়াসে বিভিন্ন ধর্মীয় তত্ত্বের বিশদ ব্যাখ্যা স্বেচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে গিয়েছি।

মানারত আর-রিয়াদ ইংরেজী মাধ্যম ইসলামী স্কুলে সপ্তম হতে দ্বাদশ গ্রেড পর্যন্ত পড়াতে গিয়ে তৌহিদের উপর যে সব পাঠ প্রণয়ন করেছিলাম, এই বই-এর বেশীরভাগ উপকরণ তা হতেই সংগৃহীত; তাই এর ভাষা ইচ্ছাকৃত ভাবেই জটিলতামুক্ত। এই সব পাঠের অনেকগুলি এবং ফিকাহ (ইসলামিক আইন কানুন), হাদীস (রাসূলের বাণী এবং কর্ম) এবং তাফসির (ব্যাখ্যা) এর উপর প্রণীত পাঠ যুক্তরাজ্য ও ওয়েষ্ট ইন্ডিজে বসবাসরত মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। এই ধরনের পাঠ্য বিষয়বস্তুর উপর নিশ্চিত সাড়া ও চাহিদার ভিত্তিতে আমি এই বইয়ে পুনঃপরীক্ষাপূর্বক তৌহিদ পাঠগুলি এবং আরও কতিপয় প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি সংযোজন করতে মনস্থ করি। আমি মোনাজাত করি আল্লাহ যেন আমার এই প্রচেষ্টাকে গ্রহণ করেন এবং যাঁরা এই বই পড়বেন তাঁরা যেন সত্যিকার অর্থে উপকৃত হন। কারণ সর্বশেষে আল্লাহর স্বীকৃতিই গণ্য এবং কৃতকার্যতা তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।

আবু আমিনাহ বিলাল ফিলিপস্
রমজান ১৯৮২
রিয়াদ, সৌদি-আরব[৬]

---

৫. ইব্নে আবিল আল্-হানাফী, শারহ্ আল্ আকী'দাহ আত্-তাহাইয়াহ (Beirut; al-Maktab al-islamee, 8th ed, 1984).

৬. কতিপয় আর্থ-সামাজিক কারণে, আমি ১৯৮৯ সালের আগে এই পুস্তক প্রকাশ করতে পারিনি। যাহোক ছাপানোর জন্য পান্ডুলিপি প্রণয়ন করতে যেয়ে আরও পরিবর্তন ও উৎকর্ষ সাধন করা হয়েছে, যা আল্লাহ ইচ্ছা করলে এই কাজের মান বৃদ্ধি করবে।

প্রথম অধ্যায় ঃ তৌহিদের শ্রেণী

তৌহিদের আক্ষরিক অর্থ একীকরণ (কোন কিছু এক করা) অথবা দৃঢ়ভাবে এককত্ব ঘোষণা করা এবং এটার উৎপত্তি আরবী 'ওয়াহ্হাদা' শব্দ হতে যার অর্থ এক করা, ঐক্যবদ্ধ করা অথবা সংহত হওয়া।[৭] কিন্তু যখন তৌহিদ শব্দটি আল্লাহর (অর্থাৎ তৌহিদুল্লাহ)[৮] সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয় তখন আল্লাহ সম্পর্কিত মানুষের সকল পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ কর্মকান্ডে আল্লাহর এককত্ব উপলব্ধি করা ও তা নিরবচ্ছিন্নভাবে অক্ষুণ্ন রাখা বুঝায়। আল্লাহ এক, তাঁর আধিপত্যে এবং তাঁর কর্মকান্ডে (রাবুবিয়াহ) কোন শরীক বা অংশীদার নেই। এটাই বিশ্বাস যে, আল্লাহ একক, তাঁর রাজত্বে এবং কর্মে কোন শরীক নেই (রবুবিয়াহ)। তিনি তাঁর মৌলিকত্বে ও গুণাবলীতে অতুলনীয় (আসমা ওয়াস সিফাত) এবং উপাস্যরূপে চির অপ্রতিদ্বিন্দ্বী (উলুহিয়াহ/ইবাদাহ)। এই তিনটি বিষয়কে ভিত্তি করে তৌহিদ বিজ্ঞানের শ্রেণী বিন্যাস করা হয়েছে। এই শ্রেণী তিনটি পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং একটির সঙ্গে অপরটি এতই অবিচ্ছেদ্য যে, কেউ যদি একটি বিষয় বাদ দেন তাহলে তিনি তৌহিদের শর্ত পূরণে ব্যর্থ হবেন। উপরে বর্ণিত তৌহিদের যে কোন একটি বিষয় বাদ দেয়াকে "শিরক" (অংশীদারী) বলে; আল্লাহকে অংশীদারদের সঙ্গে সংযুক্ত করা, যা ইসলামী অর্থে প্রকৃতপক্ষে পৌত্তলিকতা।

তৌহিদের তিন শ্রেণীকে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত শিরোনামে উল্লেখ করা হয়ে থাকে ঃ

---

৭. J.M.Cowan, The Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic (Spoken Language Services Inc, New York, 3rd. ed, 1976), p 1055.

৮. প্রকৃতপক্ষে তৌহিদ শব্দটি কোরআনে অথবা রাসূল (সঃ) এর বাণীর (হাদীস) কোথাও উল্লেখ নেই। তা সত্ত্বেও ,নবম হিজরী সনে রাসূল (সঃ) যখন মুআয ইবনে যাবালকে ইয়েমেনে গভর্ণর করে পাঠালেন তখন তিনি তাঁকে বলেছিলেন, *" আপনি খৃষ্টান ও ইহুদী (আহল আল্-কিতাব)দের কাছে যাবেন, কাজেই আপনি প্রথমেই তাদের আল্লাহ-এর এককত্ব দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করবেন (ইউওয়াহহিদু আল্লাহ)."* ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত এবং আল-বুখারী কর্তৃক সংগৃহীত (Muhammad Muhsin Khan, Sahih Al-Bukhari, (Arabic-English), (Riyadh:: Maktabah ar-Riyaad al-Hadeetah, 1981),8Vol,9, pp 348-9, no.469) and Muslim (Abdul Hamid Siddiq, Sahih Muslim (English Trans), (Lahore; Sh. Muhammad Ashraf Publishers, 1987) Vol. 1, pp 14-5, no. 27). এই হাদীসে নবী (সঃ) যে ক্রিয়ার বর্তমান কাল রূপ ব্যবহার করেছেন, সেই ক্রিয়ার বিশেষ্য হতে 'তৌহিদ' শব্দটির উৎপত্তি।

(১) তৌহিদ আর-রুবুবিয়াহ্ (প্রতিপালকের এককত্ব অক্ষুণ্ন রাখা)

(২) তৌহিদ আল্-আছ্মা ওয়াছ ছিফাত (আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর এককত্ব বজায় রাখা)

(৩) তৌহিদ আল্-ইবাদাহ (আল্লাহর ইবাদতের এককত্ব বজায় রাখা) [৯]

রাসূল (সঃ) এর সময় তৌহিদের মূল তত্ত্বগুলি এমনভাবে বিশ্লেষণের প্রয়োজন ছিল না বিধায় রাসূল (সঃ) অথবা তাঁর সাহাবাগণ কর্তৃক তৌহিদকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়নি। তা সত্ত্বেও, কোরআনের আয়াত এবং রাসূল (সঃ) ও তাঁর সাহাবাগণের ব্যাখ্যামূলক বক্তব্যের মাধ্যমে তৌহিদের শ্রেণীগুলির ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে।

এই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে যখন প্রত্যেকটি শ্রেণী বিশদভাবে আলোচিত হবে তখন পাঠকগণের কাছে এই বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

যখন ইসলাম মিশর, বাইজেন্টাইন, পারস্য এবং ভারতে প্রসার লাভ করে এবং এই সব এলাকার সংস্কৃতি আত্মস্থ করে তখন তৌহিদের তত্ত্বগুলি বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এটা আশা করা স্বাভাবিক যে যখন এই সব এলাকার জনগণ ইসলামের ছায়াতলে প্রবেশ করেছে তখন তারা তাদের পূর্ব বিশ্বাসের কিছু অংশ তাদের সঙ্গে বহন করেছে। এই সব নতুন ধর্মান্তরিত ব্যক্তিগণের মধ্য হ'তে কতিপয় ব্যক্তি যখন তাদের লেখায় এবং আলাপ-আলোচনায় স্রষ্টা সম্বন্ধে নিজস্ব দার্শনিক ধ্যান ধারণা প্রকাশ করতে শুরু করে তখনই বিভ্রান্তি শুরু হয় এবং ইসলামের সহজ সরল বিশুদ্ধ এককত্বের বিশ্বাস হুমকির সম্মুখীন হয়। এছাড়াও কতিপয় ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করে গোপনে ইসলামকে ধ্বংস করার কাজে লিপ্ত হয় যেহেতু তারা সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে ইসলামের প্রসারকে বাধা দিতে পারে নাই। এই গোষ্ঠী ঈমানের প্রথম ভিত্তিকে (বিশ্বাস) এবং তার সাথে ইসলামকেই ছিন্ন করে ফেলার জন্য গোপনে জনগণের মধ্যে আল্লাহ সম্পর্কে বিকৃত চিন্তাভাবনা ছড়াতে থাকে।

মুসলমান ঐতিহাসিকগণের মতে, সাওসান নামে খৃস্টান ধর্ম হ'তে ধর্মান্তরিত একজন ইরাকী লোকই প্রথম মুসলমান যিনি মানুষের স্বাধীন-ইচ্ছাশক্তি এবং ভাগ্যের অনুপস্থিতি (কদ্‌র) সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করেন।

৯. ইবনে আবিল-এজ্জ আল্-হানাফী, শার-আল-আকীদাহ আত- তাহাউইয়্যাহ, পৃষ্ঠা ৭৮।

পরবর্তীতে সাওসান খৃস্টান ধর্মে প্রত্যাগমন করেন। কিন্তু তার আগেই সাওসান তার শক্তিমান ছাত্র মা'বাদ ইব্‌নে খালিদ আল্-য়ুহানীকে (বসরা নগরীর) প্রভাবান্বিত করে যান। মা'বাদ তার শিক্ষকের বিকৃত মতবাদ প্রচার করতে থাকে। কিন্তু, ৭০০ খৃস্টাব্দে[১০] উমাইয়া খলীফা আব্দুল-মালিক ইবনে মারওয়ান (৬৮৫-৭৫৫ খৃস্টাব্দ) মা'বাদকে গ্রেফতার করেন এবং মৃত্যুদন্ড দেন। তরুণ সাহাবাগণ (রাসূল (সঃ) এর সহচরগণ) যেমন আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (মৃত্যু ৬৯৪ খৃঃ) এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আবিহ আওফা' (মৃত্যু ৭০৫ খৃঃ) যারা ঐ সময় জীবিত ছিলেন, তাঁরা মুসলমানদেরকে ভাগ্য অস্বীকারকারীদের সালাম দেয়া এবং তাদের জানাযা পড়া থেকে বিরত থাকতে পরামর্শ দেন। অর্থাৎ তাঁরা ঐ সব লোকদের কাফের বলে ঘোষণা করেন। [১১] তথাপি স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধীয় খৃস্টীয় দার্শনিক যুক্তি নতুন সমর্থক পেতে থাকে। খলীফা উমর ইব্‌নে আব্দুল-আজিজের (৭১৭-৭২০ খৃঃ) সম্মুখে হাজির করানোর পূর্ব পর্যন্ত মা'বাদের ছাত্র (দামেস্ক শহরের) ঘাইলান ইব্‌নে মুসলিম স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির বিষয় সমর্থন করে যাচ্ছিল। সে তার মতামত ত্যাগ করেছে বলে প্রকাশ্যে বিবৃতি দিলেও খলিফার মৃত্যুর পর পুনরায় স্বাধীন-ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে শিক্ষকতা শুরু করে। পরবর্তী খলিফা হিসাম ইব্‌নে আব্দুল-মালিক (৭২৪-৭৪৩খৃঃ) তাকে বন্দী করে বিচার করে মৃত্যুদন্ড প্রদান করেন[১২]। এই বিতর্কে আর একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হল আল্-যা'দ ইব্‌নে দিরহাম, যে স্বাধীন-ইচ্ছাশক্তি সম্পর্কিত দর্শন শুধু সমর্থনই করেনি বরং নব্য নিস্কাম প্রেমের দর্শনের (neo-platonic philosophy) আলোকে আল্লাহর গুণাবলী সম্বলিত কোরআনের আয়াতগুলির পুনঃব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা করে। সে উমাইয়াদ যুবরাজ মারওয়া'ন ইব্‌নে মুহাম্মদের (যিনি পরবর্তীতে চতুর্দশ খলিফা (৭৪৪-৭৫০ খৃঃ) হয়েছিলেন)

---

১০. ইব্‌নে হাজর, Tahdheeb at-Tahdheeb (Hyderabad, 1325-7, vol. 10, p.225)

১১. আব্দুল-কা' হির ইব্‌নে তা'হির আল্-বাগদাদী, (Al-Farq bain al-Firaq, Beirut : Daar al-Maírifah, pp 19-20).

১২. Muhammad ibn, Abdul-Kareem ash-Shahrastaanee, Al-Milal wan-Nihal,Beirut : Daar al-Mairifah, 2nd ed, 1975, vol. 1, p. 30.

গৃহশিক্ষকও ছিল। যতদিন না উমাইয়া গভর্ণর তাকে বহিস্কার করেন ততদিন দামেস্কে বক্তৃতা করার সময় আল-যাদ আল্লাহর কতিপয় গুণাবলীকে (যেমন দেখা, শোনা ইত্যাদি) প্রকাশ্যে অস্বীকার করতে থাকে।[১৩] আল যাদ এরপর কুফা নগরীতে পালিয়ে যায় এবং সেখানে তার নাস্তিক মতবাদ ব্যাপকভাবে প্রচার করতে থাকে এবং সমর্থক জড়ো করতে থাকে। কিন্তু উমাইয়াদ গভর্ণর খালিদ ইবনে আবদিল্লাহ ৭৩৬ খৃঃ প্রকাশ্যে আল যাদের মৃত্যুদন্ড প্রদান করেন। যাহোক, তাঁর প্রধান শিষ্য (যাহম ইবনে ছাফফান) তিরমিজ এবং বলখের দার্শনিক মহলে তাঁর ওস্তাদের মতবাদ সমর্থন করতে থাকে। তাঁর নব্যতন্ত্রের প্রচার বহু বিস্তৃতি লাভ করলে ৭৪৩ খৃস্টাব্দে[১৪] উমাইয়া গভর্ণর নাছের ইবনে ছাইইয়ার তাকে মৃত্যুদন্ড প্রদান করেন। প্রথম দিকে খলিফাগণ ও তাদের গর্ভণরগণ ইসলামি মতাদর্শের কাছাকাছি ছিলেন এবং রাসূলের (সাঃ) সাহাবিগণ ও তাঁদের ছাত্রদের উপস্থিতির জন্য জনগণের মধ্যে সচেতনতা বেশী ছিল। এই কারণে, প্রত্যক্ষ নাস্তিকদের নির্মূল করার দাবি সম্বন্ধে শাসকদের নিকট হ'তে তাৎক্ষণিক সাড়া পাওয়া যেত। কিন্তু পরবর্তীকালের উমাইয়া খলিফাগণ অপেক্ষাকৃতভাবে বেশী দুর্নীতিপরায়ণ ছিলেন বিধায় এই ধরনের ধর্মীয় বিষয়াদি সম্বন্ধে খুব কমই পরোয়া করতেন। জনগণও ইসলামিভাবে কম সচেতন ছিল এবং এই জন্য তারা ভিন্ন বিকৃত মতবাদের সম্পর্কে অধিকতর সংবেদনশীল ছিল। যতই অধিক সংখ্যক লোক ইসলামে দাখিল হ'ল এবং যতই অধিক সংখ্যক পরাজিত জাতি সমূহের শিক্ষাদীক্ষা আত্মভূত হ'ল, ভিন্নমতাবলম্বীদের সংখ্যা বৃদ্ধির জোয়ার প্রতিহত করতে ধর্মত্যাগীদের আর প্রাণদন্ড করা হ'ত না। ভিন্ন এবং বিকৃত মতের লোকদের বৃদ্ধি প্রতিহত করার দায়িত্ব তখন ঐ সময়কার মুসলমান পন্ডিত অথবা আলেমদের উপর পড়ে- যারা তাদের ধীশক্তি এবং জ্ঞান দিয়ে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা মোকাবিলায় প্রস্তুত হলেন। তারা পরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন বিজাতীয় দর্শন ও মতবাদের বিরোধিতা করেন এবং কোরআন ও সুন্নাহ প্রণীত বিধিবিধানের মাধ্যমে পাল্টা জবাব দেন। এই ধরনের আত্মরক্ষার মাধ্যমেই বিভিন্ন শ্রেণী ও অংশসহ তৌহিদ বিজ্ঞানের আত্মপ্রকাশ হয়। বিশেষজ্ঞতা অর্জনের এই প্রক্রিয়া একই সাথে ইসলামি জ্ঞানের অন্যান্য

---

১৩. Ahmad ibn Hanbal, Ar-Raddalaa al-Jahmeeya, Riyadh : Daar al-Liwaa, 1st ed. 1977, pp 41-43.

১৪. Muhammad ibn. Abdul-Kareem ash-Shahrastaanee, Al Milal wan Nihl, vol. 1, p. 46.

সকল ক্ষেত্রেও হয়েছিল যে ভাবে অধুনা ধর্ম নিরপেক্ষতা বিষয়ে আলোকপাত করা হচ্ছে। সুতরাং তৌহিদের শ্রেণী বিন্যাস যখন আলাদাভাবে এবং আরও গভীরভাবে পড়া হয় তখন ভুললে চলবে না যে এগুলি সেই অঙ্গের অংশ যা নিজেই একটি বৃহত্তর সমষ্টি - স্বয়ং ইসলামের ভিত্তি।

তৌহিদ আর-রবুবিয়াহ্ (প্রতিপালকের এককত্ব অক্ষুণ্ন রাখা)

এই দর্শনের ভিত্তি হচ্ছে যে যখন কিছুই ছিল না তখন আল্লাহ একাই সকল সৃষ্টিকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দেন; সৃষ্টি থেকে অথবা সৃষ্টির জন্য কোন প্রয়োজন মেটানোর কারণ ব্যতিরেকেই আল্লাহ সৃষ্ট জগৎ প্রতিপালন করেন। তিনি সমগ্র বিশ্ব ও এর অধিবাসীদের একমাত্র প্রভু এবং তাঁর সার্বভৌমত্বের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। আরবী ভাষায় "রবুবিয়াহ" শব্দটির মূল ধাতু হচ্ছে "রব" (প্রতিপালক) যা একই সাথে সৃষ্টি ক্ষমতা এবং প্রতিপালন উভয় গুণের পরিচয় বহন করে।

এই শ্রেণী বিন্যাস অনুযায়ী আল্লাহই একমাত্র সত্যিকার শক্তি, তিনিই সকল বস্তুর চলাফেরা ও পরিবর্তনের ক্ষমতা দিয়েছেন। তিনি যেটুকু ঘটনা ঘটতে দেন সেটুকু ব্যতীত সৃষ্টি জগতে কিছুই ঘটে না। এই বাস্তবতার স্বীকৃতি স্বরূপ রাসূল মুহাম্মদ (সঃ) প্রায়ই " লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" (আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কোন বিচলন অথবা ক্ষমতা নেই) বলে বিস্ময়সূচক উক্তি করতেন।

কোরআনের বহু আয়াতে রবুবিয়াহ আকীদার ভিত্তি পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ, আল্লাহ বলেছেনঃ

০ الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل ০

" আল্লাহ সমস্ত কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সমস্ত কিছুর নিয়ন্তা।"

(সূরা আয-যুমার ৩৯:৬২)

০ والله خلقكم وما تعملون ০

" প্রকৃত পক্ষে আল্লাই সৃষ্টি করিয়াছেন তোমাদিগকে এবং তোমরা যাহা কর তাহাও।"

(সূরা আছ-ছাফফাত, ৩৭ : ৯৬)

০ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ০

"এবং তুমি যখন নিক্ষেপ করিয়াছিলে তখন তুমি নিক্ষেপ কর নাই, আল্লাহই নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।" (সূরা আল্-আনফা'ল ৮ : ১৭) [১৫]

﴿ مَآاَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِـاِذْنِ اللّٰهِ ﴾

"আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে কোন বিপদই আপতিত হয় না।" (সূরা আত্- তাগাবুন ৬৪ : ১১)

রাসূল (সঃ) এই ধারণার আরও বিশদ ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, "*সাবধান, যদি সমস্ত মানব জাতি তোমাকে সাহায্য করার জন্য কিছু করতে চায়, তারা শুধু অতটুকুই করতে সক্ষম হবে যতুটুকু আল্লাহ তোমার জন্য আগেই লিখে রেখেছেন। অনুরূপ, যদি সমস্ত মানব জাতি ক্ষতি করার জন্য একত্রিত হয়, তারা শুধু ততটুকুই ক্ষতি করতে সক্ষম হবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য আগেই লিখে রেখেছেন।*" [১৬]

কাজেই, মানুষ যা সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য বলে ধারণা করে তা শুধুমাত্র এই জীবনের পূর্ব নির্ধারিত পরীক্ষার অংশ। আল্লাহ যে ভাবে নির্ধারণ করে রেখেছেন সেই ভাবেই ঘটনাসমূহ সংঘটিত হয়। আল্লাহ কোরআনে উল্লেখ করেছেন,

﴿ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ ﴾

"হে মু'মিনগণ ! তোমাদিগের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে তোমাদিগের (কিছু) শত্রু রহিয়াছে ; অতএব তাহাদিগের সম্পর্কে তোমরা সর্তক থাকিও।" (সূরা আত্-তাগা'বুন ৬৪ : ১৪)

অর্থাৎ মানুষের জীবনের ভাল জিনিষের মধ্যেও আল্লাহর উপর বিশ্বাসের কঠিন পরীক্ষা নিহিত আছে। অনুরূপভাবে, জীবনের কঠিন ও ভয়াবহ

---

১৫. এটি একটি অলৌকিক ঘটনার সূত্র যা ঘটেছিল যখন রাসূল (সঃ) হাতে কিছু ধূলা নিয়ে শত্রুদের দিকে নিক্ষেপ করেছিলেন (বদরের যুদ্ধের প্রথম দিকে)। শত্রুদের অবস্থান বহুদূরে থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ সেই ধূলি তাদের মুখমন্ডলে পৌঁছে দেন।

১৬. ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত এবং আত্-তিরমিজী কর্তৃক সংগৃহীত। দেখুন Ezzeddin Ibrahim and Denys Johnson-Davies, An-Nawawiis Forty Hadith, (English Trans) (Damascus, Syria : The Holy Koran Publishing House, 1976), p 68, no. 19.

ঘটনাবলীতেও পরীক্ষা নিহিত রয়েছে; যেমন আয়াতে উল্লেখ হয়েছে ঃ

﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴾

"নিশ্চয়ই আমি তোমাদিগকে ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে পরীক্ষা করিব। তুমি ধৈর্যশীলগণকে শুভ সংবাদ দাও।

(সূরা আল্- বাকারা ২ ঃ ১৫৫)

কখনও কখনও জীবনের ঘটনাগুলো উপলব্ধি ও ব্যাখ্যা করা সহজ যখন কার্য্যকারণ অনুযায়ী ফলাফল ঘটে। আবার কখনও উপলব্ধি করা কঠিন যখন আপাতঃ দৃষ্টিতে মন্দ কাজের সুফল অথবা ভাল কাজ থেকে খারাপ ফল আসে। আল্লাহ উল্লেখ করেছেন যে, সীমিত জ্ঞানের জন্যে এই ধরনের আপাতঃ অনিয়মের পেছনে কি বিজ্ঞতা রয়েছে তা মানুষের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বাইরে।

﴿ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

" কিন্তু তোমরা যাহা পছন্দ কর না সম্ভবত তাহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং যাহা পছন্দ কর সম্ভবত তাহা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর।"

(সূরা আল-বাকারা ২ঃ২১৬)

মানুষের জীবনে আপাতঃ অকল্যাণকর ঘটনা কখনো শেষ পর্যন্ত কল্যাণকর বলে প্রমাণিত হয় এবং আপাতঃ কল্যাণকর জিনিষ যা মানুষ পছন্দ করে তা শেষ পর্যন্ত অকল্যাণকর হয়। জীবনে যে সব সুযোগ আসে তা থেকে পছন্দ করে জীবন গড়ার মধ্যেই মানুষের প্রভাব সীমাবদ্ধ- সুযোগের প্রকৃত ফলাফলের উপর মানুষের কোন ক্ষমতা নেই । অন্য কথায় "মানুষ প্রস্তাব করে, স্রষ্টা নিষ্পত্তি করে।" "সৌভাগ্য" এবং "দুর্ভাগ্য" (সবই আল্লাহ্ প্রদত্ত এবং বিভিন্ন তাবিজ-কবচ ও কুসংস্কার (যেমন, খরগোশের পা, এক বোঁটায় চার পাতা বিশিষ্ট ছোট গাছ, ইচ্ছা পূরণ করার হাড়, ভাগ্যবান সংখ্যা, রাশিচক্র ইত্যাদি) অথবা অশুভ সংকেত (যেমন, তের তারিখের শুক্রবার, আয়না ভাঙ্গা, কালো বিড়াল) দ্বারা এসব সংঘটিত হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে যাদু এবং শুভ-অশুভ সংকেতে বিশ্বাস করা শিরক (তৌহিদ আররবুবিয়াহর পরিপন্থী) এবং একটি

কঠিন গুনাহ। উকাবাহ নামে রাসূল (সঃ) এর একজন সাহাবী বলেন যে, *একদিন একদল লোক আনুগত্য প্রকাশের জন্য আল্লাহর রাসূলের কাছে আগমন করলে তিনি একজন বাদে অপর নয়জনের শপথ গ্রহণ করলেন। যখন তারা জিজ্ঞাসা করল কেন তিনি তাদের সঙ্গীর শপথ গ্রহণ করলেন না, তখন তিনি উত্তর দিলেন, " যথার্থই, সে মন্ত্রপূত কবচ (এক ধরনের তাবিজ) পরে আছে।[১৭] যে লোকটি মন্ত্রপূত কবচ পরে ছিল সে তার আলখাল্লার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে কবচটি বের করে ভেঙ্গে ফেলল এবং তারপর শপথ পড়ল। রাসূল (সঃ) তখন বললেন " যে কেউ মন্ত্রপূত কবচ পরবে সে শিরক করবে।"* [১৮]

কোরআনকে মন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা অথবা শয়তানকে সরিয়ে রাখার জন্য অথবা সৌভাগ্য আনার জন্য তাবিজ হিসাবে কোরআনের আয়াত গলার হারে পরা অথবা থলির মধ্যে রাখার প্রথা এবং পৌত্তলিক প্রথার মধ্যে খুব কমই পার্থক্য বিদ্যমান। রাসূল (সঃ) কিংবা তাঁর সাহাবাগণ কোরআনকে এভাবে ব্যবহার করেননি এবং রাসূল (সঃ) বলেছেন, *" যে কেউ ইসলামের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন নতুন কিছু প্রচলন করবে, তা বাতিল বলে গণ্য হবে।"*[১৯] এটা সত্যি যে কোরআনের আন্-না'স এবং আল-ফালাক সূরা দুটি নির্দ্দিষ্ট ভাবে জাদুর প্রভাব দূর (অর্থাৎ মন্দ জাদুমন্ত্র দূর) করার জন্য নাজিল হয়েছিল, কিন্তু সঠিক কি পদ্ধতিতে সেগুলি ব্যবহার করতে হবে তা রাসূল (সঃ) দেখিয়ে গেছেন। একদা রাসূল (সঃ) -এর উপর বাণ মারা হলে তিনি আলী ইব্‌নে আবু' তালিবকে এই দু'টি সূরার প্রতিটি আয়াত পড়তে বলেছিলেন এবং তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে নিজের উপর সেগুলি নিজে পড়তেন।[২০] তিনি সূরাগুলি লিখে তাঁর গলায় ঝুলাননি, হাতে অথবা কোমরে বাঁধেননি অথবা তিনি অন্য কাউকে এসব করতে বলেননি।

---

১৭. সৌভাগ্য আনা অথবা দূর্ভাগ্য এড়াবার জন্য পরিহিত একটি মন্ত্রপূত কবচ।

১৮. আহমদ কর্তৃক সংগৃহীত।

১৯. আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত এবং আল-বুখারী কর্তৃক সংগৃহীত (Sahih Al-Bukhari) (Arabic English) vol. 3, p 535, no. 861), Muslim (Sahih Muslim (English Trans) vol. 3, p 931, no. 4266 and no. 4267) and Abu Daawood (Ahmad Hasan, Sunan Abu Dawud, (English Trans), (Lahore Sh Muhammad Asr Publishers, 1st ed, 1984), vol 3, p 1294).

২০. আয়েশা হতে বর্ণিত এবং আল-বুখারী কর্তৃক সংগৃহীত (Sahih Al-Bukhari, Arabic-English, vol6, p495o, 535 and Sahih Muslim, English Trans, vol 3, p. 1195, no. 5439 and 5440)

তৌহিদ আল্-আছ্মা ওয়াছ ছিফাত (আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর এককত্ব বজায় রাখা)।

এই শ্রেণীর তৌহিদের পাঁচটি প্রধান রূপ আছে ঃ

১। আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর এককত্ব বজায় রাখার প্রথম শর্ত হ'ল, কোরআন এবং হাদিসে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সঃ) আল্লাহর যেভাবে বর্ণনা দিয়েছেন সেভাবে ছাড়া আর কোনভাবে আল্লাহর নাম এবং গুণাবলীর বর্ণনা দেয়া যাবে না। তিনি বলেন,

ويعذب المنفقين والمنفقت والمشركين والمشركت الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساءت مصيرا

"এবং মুনাফিক পুরুষ ও নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও নারী যাহারা আল্লাহ সম্বন্ধে মন্দ ধারণা পোষণ করে তাহাদিগকে তিনি শাস্তি দিবেন। উহাদিগের চারিদিকে অমংগল চক্র, আল্লাহ উহাদিগের প্রতি রাগ করিয়াছেন, উহাদিগকে অভিশপ্ত করিয়াছেন এবং উহাদিগের জন্য অমংগল পরিণতি প্রস্তুত রাখিয়াছেন।" (সূরা আল্‌ফাত্‌হ্ ৪৮ঃ৬)

কাজেই ক্রোধ আল্লাহর গুণাবলীর একটি। এটা বলা ভুল হবে যে, যেহেতু ক্রোধ মানুষের মধ্যে একটি দূর্বলতার চিহ্ন যা আল্লাহর জন্য শোভন নয় সেহেতু আল্লাহর ক্রোধ অবশ্যই তাঁর শাস্তি বুঝায়। " কোন কিছুই তাঁহার সদৃশ নহে" (সূরা আশ-শূরা ৪২ ঃ ১১) আল্লাহর এই ঘোষণার ভিত্তিতে আল্লাহর ক্রোধ যে মানুষের ক্রোধের মত নয় তা গ্রহণ করতে হবে। তথাকথিত "বিজ্ঞতাপূর্ণ" (rational interpretation) ব্যাখ্যা অনুযায়ী যখন যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় তখন তা নাস্তিকতার জন্ম দেয়। (অনুবাদকের মতামত ঃ "rational interpretation" দ্বারা খুব সম্ভবত লেখক আবু আমিনাহ এটাই বলতে চেয়েছেন যে যেহেতু "কোন কিছুই তাঁহার সদৃশ নহে" (৪২ঃ১১) কাজেই আল্লাহ্ মানুষের মত নয় এবং যেহেতু মানুষের প্রাণ আছে কাজেই আল্লাহর প্রাণ থাকতে পারে না। এই যুক্তির ফলেই একজন নাস্তিকতায় উপনীত হয়। কিন্তু এটা শুধু শব্দের মারপ্যাচের মাধ্যমে সত্যের অপব্যাখ্যা) কারণ আল্লাহ নিজেকে জীবন্ত বলে উল্লেখ করেছেন, সুতরাং যুক্তিবাদী বিচার অনুযায়ী

স্রষ্টা নিষ্প্রাণ এবং অস্তিত্বহীন নয়। প্রকৃত ব্যাপার হ'ল আল্লাহর গুণাবলীর সঙ্গে মানুষের সাদৃশ্য শুধুমাত্র নামে, মাত্রায় নয়। যখন স্রষ্টাকে উদ্দেশ্য করে গুণাবলি ব্যবহৃত হয় তখন সেগুলি সার্বভৌম অর্থে গ্রহণ করতে হবে এবং বুঝতে হবে যে সেগুলি মানব সুলভ অসম্পূর্ণতা মুক্ত।

২। তৌহিদ আল্-আছ্মা ওয়াছ-ছিফাত এর দ্বিতীয় রূপ হ'ল আল্লাহর উপর কোন নতুন নাম ও গুণাবলি আরোপ না করে তিনি নিজেকে যে ভাবে উল্লেখ করেছেন সে ভাবেই তাঁকে উল্লেখ করা। উদাহরণ স্বরূপ, যদিও তিনি বলেছেন যে তিনি রাগ করেন তথাপি তাঁর নাম আল্-গাদিব (রাগী জন) দেয়া যাবে না কারণ আল্লাহ বা তাঁর রাসূল (সঃ) কেউ এই নাম ব্যবহার করেননি। এটা একটি ক্ষুদ্র বিষয় মনে হ'তে পারে, কিন্তু আল্লাহর অসত্য বা ভূল বর্ণনা রোধ করার জন্য তৌহিদ আল্-আছ্মা ওয়াছ ছিফাত অবশ্যই বজায় রাখতে হবে। অর্থাৎ সসীম মানুষের পক্ষে কখনোই অসীম স্রষ্টার সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়।

৩। তৌহিদ আল্-আছ্মা ওয়াছ-ছিফাত এর তৃতীয় শর্ত অনুযায়ী আল্লাহকে কখনোই তাঁর সৃষ্টির গুণাবলি দেয়া যাবে না। উদাহরণ স্বরূপ, বাইবেল ও তৌরাতে দাবি করা হয় যে আল্লাহ ছয় দিনে বিশ্ব সৃষ্টি করেন এবং তারপর সপ্তম দিনে নিদ্রা যান। এই কারণে ইহুদি ও খৃস্টানগণ হয় শনিবার নতুবা রবিবারকে বিশ্রামের দিন হিসাবে নেয় এবং ঐ দিন কাজ করাকে পাপ বলে গণ্য করে। এই ধরনের দাবি স্রষ্টার উপর তাঁর সৃষ্টির গুণাবলী আরোপ করে। মানুষই গুরুভার কাজের পর ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং সবলতা পুনরুদ্ধারের জন্য তাদের ঘুমের প্রয়োজন হয়।[২১] বাইবেল ও তৌরাতের অন্য জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে যে মানুষ যেমন তার ভুল উপলব্ধি করে অনুতপ্ত হয় তেমনি স্রষ্টাও তাঁর খারাপ চিন্তার জন্য অনুতপ্ত হন।[২২] অনুরূপভাবে স্রষ্টা একটি আত্মা অথবা তাঁর একটি আত্মা আছে বলে দাবি করা তৌহিদ আল-আছমা ওয়াছ ছিফাতকে সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংস করে দেয়। আল্লাহ কোরআনের কোন জায়গায় নিজেকে আত্মা বলে উল্লেখ করেননি অথবা তাঁর রাসূল (সঃ) হাদিসে ঐ ধরনের কোন বক্তব্য প্রদান

---

২১. এর বিপরীতে আল্লাহ কোরানে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছেন, " তাঁহাকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না।"(সূরা -আল-বাকারা ২ঃ২৫৫) .

২২. Exodus 32 : 14, i And the Lord repented of the evil which he thought to do to his people. (এবং প্রভু অনুতপ্ত হলেন মানুষের অমঙ্গল করার চিন্তা করার জন্য।) (Holy Bible, Revised Standard Version).

করেননি। প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহ্ আত্মাকে তাঁর সৃষ্টির একটি অংশ হিসাবে উল্লেখ করেছেন।২৩

আল্লাহর গুণাবলী উল্লেখ করতে কোরআনের আয়াতকে মৌলিক নিয়ম হিসাবে অনুসরণ করতে হবে,

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾

"কোন কিছুই তাঁহার সদৃশ নহে, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"

(সূরা আশ-শূরা ৪২ঃ১১)

শ্রবন ও দর্শন মানুষের গুণাবলী কিন্তু যখন স্রষ্টার উপর আরোপিত করা হয় তখন সেগুলি তুলনাবিহীন এবং ক্রটি মুক্ত। যাহোক এই গুণাবলী মানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে চোখ ও কান অপরিহার্য, যা স্রষ্টার জন্য প্রযোজ্য নয়। স্রষ্টা সম্বন্ধে মানুষ কেবলমাত্র ততটুকুই জ্ঞাত যতটুকু তিনি তাঁর পয়গম্বরদের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। সুতরাং, মানুষ এই সংকীর্ণ গন্ডির মধ্যে অবস্থান করতে বাধ্য। মানুষ যদি স্রষ্টার বর্ণনা দিতে লাগামহীন বুদ্ধি প্রয়োগ করে তাহলে আল্লাহকে তাঁর সৃষ্টির গুণাবলীর সঙ্গে সম্পৃক্ত করার মত ভুলের সম্ভাবনা থেকে যায়।

কল্পিত চিত্রের প্রতি আসক্তির কারণে খৃস্টানরা মানুষ সদৃশ অগণিত চিত্র অঙ্কন, খোদাই এবং ঢালাই করে সেগুলিকে স্রষ্টার প্রতিচ্ছবি নাম দিয়েছে। এইগুলি জনগণের মধ্যে যিশুখৃস্টের দেবত্বের স্বীকৃতি আদায় করতে সাহায্য করেছে। স্রষ্টা মানুষের মত, একবার এই কল্পনা গ্রহণযোগ্য হলে, যিশুখৃস্টকে স্রষ্টা হিসাবে গ্রহণ করতে সত্যিকার কোন সমস্যা দেখা দেয় না।

৪। তৌহিদ আল্-আছমা ওয়াছ-ছিফাতের চতুর্থ রূপের জন্য প্রয়োজন মানুষের উপর আল্লাহর গুণাবলী আরোপ না করা। যেমন, বাইবেলের নতুন সংস্করণে (New Testament) পলকে (Paul) তৌরাতে (Genesis 14 : 18-20) বর্ণিত সালেমের রাজা মেলচ্জিদেকের রূপে দেখান হয়েছে এবং তার ও যিশুখৃস্টের কোনো আদি বা অন্ত নেই। এই বলে স্বর্গীয় গুণে গুণান্বিত করা হয়েছে ঃ

---

২৩. আল্লাহ স্পষ্টভাবে এই আয়াতে উল্লেখ [illegible] ঃ তারা আপনাকে (মুহাম্মদকে) আত্মা সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। বলে দেন (তাদের) যে, আমার স্রষ্টার আদেশে আত্মা (বিদ্যমান)।" (সূরা-আল্ ইছ্রা' ১৭ঃ৮৫)

"১ স্রষ্টার প্রধান পুরোহিত, সালেমের রাজা মেলচিজদেক রাজাদের বধ করার পর প্রত্যাগত আব্রাহামের সঙ্গে সাক্ষাত করলেন এবং তাকে আর্শীবাদ করলেন, ২ এবং আব্রাহাম তাকে সব কিছুর এক দশমাংশ বিলি করে দিলেন। তাঁর নামের অর্থ হিসাবে তিনিই প্রথম ন্যায়নিষ্ঠার রাজা এবং সালেমেরও রাজা, অর্থাৎ শান্তির রাজা। ৩ তিনি পিতা অথবা মাতা অথবা বংশবৃত্তান্ত এবং আদি অন্ত বিহীন; কিন্তু স্রষ্টার পুত্রের সদৃশ হয়ে চিরদিন পুরোহিত হিসাবে বহাল থাকবেন।"২৪ "৫ সুতরাং যিশুখৃস্টও নিজেকে প্রধান পুরোহিত পদে পদোন্নতি দেননি কিন্তু তাঁর দ্বারা নিয়োজিত হয়েছিলেন যিনি তাঁকে বললেন, " তুমি আমার পুত্র, আজ আমি তোমাকে জন্মদান করলাম;" ৬ যেমন তিনি অন্যখানেও বলেন, "মেলচিজদেকের পরে তুমি চিরদিনের জন্য পুরোহিত"।২৫ বেশীর ভাগ শিয়া সম্প্রদায় (ইয়েমেনের যাইদাইদরা ছাড়া) তাদের ইমামগণকে সম্পূর্ণভাবে ভুলভ্রান্তির উর্ধ্বে (মাসুম),২৬ অতীত, ভবিষ্যত ও অদৃশ্য সম্বন্ধে জ্ঞানী, ভাগ্য পরিবর্তনে সক্ষম২৭ এবং সৃষ্টির অনুপরমাণু নিয়ন্ত্রণকারী২৮ হিসাবে স্বর্গীয় গুণে গুণান্বিত করেছে। এটা করতে যেয়ে তারা সেই সব প্রতিদ্বন্দ্বী সৃষ্টি করেছে যারা স্রষ্টার অদ্বিতীয় গুণাবলির অংশীদার এবং আল্লাহর সম সাময়িক।

---

২৪. Hebrews 7: 1-3 (Holy Bible, Revised Standard Version)

২৫. Hebrews 5: 5- 6 (Holy Bible, Revised Standard Version).

২৬. মুহাম্মদ রিদা আল-মুজাফফর তাঁর Faith of Shi'a Islam (U.S.A) Muhammadi Trust of Great Britain and Northern Ireland, 2nd ed. 1983). শীর্ষক বইতে উল্লেখ করেছেন, " আমরা বিশ্বাস করি যে, রাসূলের মত, একজন ইমাম অবশ্যই ভুলভ্রান্তির উর্দ্ধে অর্থাৎ জন্ম হ'তে মৃত্যু পর্যন্ত, প্রকাশ্যে অথবা অপ্রকাশ্যে, পরিকল্পিত ভাবে অথবা অপরিকল্পিতভাবে ভুল করা অথবা অন্যায় করায় অক্ষম কারণ ইমামগণ ইসলামের সংরক্ষক এবং এটা তাঁদের অধীনে সুরক্ষিত।" (পৃ.৩২) আরও দেখুন Islam, (Teheran : A Group of Muslim Brothers, 1973), p. 35, by Sayed Saeed Akhtar Rizvi.

২৭. আল-মুজাফফর আরও উল্লেখ করেছেন, " আমরা বিশ্বাস করি যে ইমামগণের অনুপ্রেরণা পাবার ক্ষমতা উৎকর্ষতার চূড়ান্ত শিখরে পৌছেছে এবং আমরা এটাকে স্বর্গীয়ভাবে প্রদত্ত ক্ষমতা বলি। এই ক্ষমতা বলে ইমাম সুশৃংখল যুক্তিতর্ক অথবা কোন শিক্ষকের পথনির্দেশ ছাড়াই যে কোন স্থানে এবং যে কোন সময়ে যে কোন বিষয়ের সংবাদ তাৎক্ষণিকভাবে বুঝতে সক্ষম।"

২৮. আল-খোমেনী বলেন " নিশ্চয়ই ইমামের একটি সম্মানজনক অবস্থান, সুউচ্চ পদমর্যাদা, সৃজনশীল খেলাফত এবং সৃষ্টির সকল পরমাণুর উপর সার্বভৌম ক্ষমতা ও প্রাধান্য রয়েছে।" (Aayatullah Musavi al-Khomeini, al Hukoomah al-Islaameyah, Beirut: at-Taleeiah Press, Arabic ed. 1979, p. 52.)

শিয়া সম্প্রদায়

৫। আল্লাহর নামের এককত্ব বজায় রাখার আরও অর্থ হ'ল যদি নামের আগে 'আবদ' (অর্থ ভৃত্য অথবা বান্দা) সংযোজিত না করা হয় তাহলে তার সৃষ্টিকে আল্লাহর কোন নামে নামকরণ করা যাবে না। কিন্তু "রাউফ" এবং "রহিম" এর মত বহু স্বর্গীয় নাম মানুষের নাম হিসাবে অনুমোদিত কারণ রাসূল (সঃ)-কে উল্লেখ করতে যেয়ে আল্লাহ এই ধরনের কিছু নাম ব্যবহার করেছেনঃ

لقد جاء كم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم

"তোমাদিগের মধ্য হইতেই তোমাদিগের নিকট এক রাসূল আসিয়াছে। তোমাদিগকে যাহা বিপন্ন করে উহা তাঁহার জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদিগের মঙ্গলকামী, মু'মিনদের প্রতি সে দরদী (রাউফ) ও পরম দয়ালু (রহিম)।"
(সূরা আত-তওবা ৯ঃ১২৮)

কিন্ত "আর-রাউফ" (যিনি সবচেয়ে সমবেদনায় ভরপুর) এবং "আর-রহিম" (সবচেয়ে ক্ষমাশীল) মানুষের ব্যাপারে তখনই ব্যবহার করা যাবে যখন নামের আগে আবদ ব্যবহার করা হবে, যেমন, আব্দুর-রাউফ অথবা আব্দুর রহিম। আর রাউফ এবং আর রহিম এমন এক পূর্ণতার প্রতিনিধিত্ব করে যা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই প্রযোজ্য। তেমনি ভাবে, আব্দুর-রাসূল (বার্তাবাহকের গোলাম), আব্দুন-নবী (রাসূলের গোলাম), আবদুল-হুসাইন (হুসাইনের গোলাম) ইত্যাদি নামগুলি নিষিদ্ধ, কারণ এখানে মানুষ নিজেদেরকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের গোলাম হিসাবে ঘোষণা করেছে। এই মতবাদের ভিত্তিতে, *রাসূল (সঃ) মুসলমানদের তাদের অধীনস্থদের "আবদী" (আমার গোলাম) অথবা "আমাতী" (আমার বাঁদী) বলে উল্লেখ করতে নিষেধ করেছেন।*[২৯]

তৌহিদ আল্-ইবাদাহ্ (আল্লার ইবাদতের এককত্ব বজায় রাখা)

প্রথম দুই শ্রেণীর তৌহিদের ব্যাপক গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা থাকলেও শুধুমাত্র সেগুলির উপর দৃঢ় বিশ্বাসই তৌহিদের ইসলামি প্রয়োজনীয়তা পরিপূরণে যথেষ্ট নয়। ইসলামি মতে তৌহিদকে পরিপূর্ণতা দেয়ার জন্য তৌহিদ আর-রুবুবিয়াহ এবং আল্-আছমা ওয়াছ-ছিফাত অবশ্যই এদের পরিপূরক তৌহিদ আল্-ইবাদাহ্-র সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে হবে। এই বিষয়টি যে ঘটনা দ্বারা

---

২৯ Sunan Abu Dawud. (English Trans). Vol. 3. pp 1385. no. 4957.

প্রমাণিত তা'হল আল্লাহ নিজেই পরিষ্কার ভাষায় উল্লেখ করেছেন যে রাসুলের সময়কার মুশরিকগণ (পৌত্তলিকগণ) তৌহিদের প্রথম দুই শ্রেণীর বহু বিষয় সত্য বলে স্বীকার করেছিল। কোরআনে আল্লাহ রাসূল (সঃ)-কে পৌত্তলিকদের বলতে বলেছেন,

﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ﴾

"বল কে তোমাদিগকে আকাশ ও পৃথিবী হইতে জীবনোপকরণ সরবরাহ করে অথবা শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি কাহার কর্তৃত্বাধীন, কে জীবিতকে মৃত হইতে নির্গত করে এবং কে মৃতকে জীবিত হইতে নির্গত করে এবং কে সকল বিষয় নিয়ন্ত্রিত করে? তখন তাহারা বলিবে, আল্লাহ।" (সূরা ইউনুছ ১০ ঃ ৩১)

﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾

"যদি তুমি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, কে উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছে, উহারা অবশ্যই বলিবে, 'আল্লাহ্'।" (সুরা আয্-যুখ্রুফ ৪৩ঃ৮৭)

﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾

"যদি তুমি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, ভূমি মৃত হইবার পর আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করিয়া কে উহাকে সঞ্জীবিত করে? উহারা অবশ্যই বলিবে, 'আল্লাহ্'।" (সূরা আল্-আন্‌কাবূত ২৯ঃ৬৩)

মক্কার পৌত্তলিকরা সবাই জানতো যে আল্লাহ হ'ল তাদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, তাদের প্রভু এবং মালিক তবুও আল্লাহর কাছে ঐ জ্ঞান তাদের মুসলমান বানাতে পারেনি। আল্লাহ বলেছেন ঃ

﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾

" তাহাদিগের অধিকাংশ আল্লাহ বিশ্বাস করে কিন্তু তাঁহাকে শরীক করিয়া।" (সূরা ইউসুফ ১২ঃ১০৬)

এই আয়াতের উপর, মুজাহিদের[৩০] ভাষ্য হলঃ আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন, আমাদের প্রতিপালন করেন এবং আমাদের জীবন নেন এই বক্তব্যের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের ঘোষণা তাদেরকে আল্লাহর পাশাপাশি অন্যান্য দেব দেবতার উপাসনা হ'তে বিরত করে নি।[৩১] পূর্বে উল্লেখকৃত আয়াতে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কাফেররা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, রাজত্ব ও ক্ষমতা সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিল। প্রকৃতপক্ষে, ভীষণ প্রয়োজন এবং দুর্যোগের সময় তারা বিশ্বস্ততার সঙ্গে হজ্জ, দান, পশু বলি, মানত এমনকি উপাসনাও করত। এমনকি তারা ইব্রাহিমের ধর্ম অনুসরণ করছে বলেও দাবি করত। ঐ ধরণের দাবির কারণে আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করলেন ঃ

﴿ مَا كَانَ إِبْرٰهِيمُ يَهُودِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَلٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾

"ইব্রাহিম ইয়াহুদীও ছিল না, খৃস্টানও ছিল না, সে ছিল একনিষ্ঠ আত্ম সমর্পণকারী এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।"

(সূরা আলে-ইমরান ৩ঃ৬৭)

কিছু পৌত্তলিক মক্কাবাসী এমনকি পুনরুত্থান, শেষ বিচার এবং পূর্ব নির্ধারিত ভাগ্য (কদ্‌র) বিশ্বাস করত। প্রাক-ইসলামি কবিতায় তাদের এই বিশ্বাসের প্রচুর সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন, কবি যুহাইর (Zuhayr) বলেছিলেন ঃ

" হয় ইহা স্থগিত করা হইয়াছিল, একটি পুস্তকে রক্ষিত হইয়াছিল এবং শেষ বিচার দিনের জন্য রক্ষা করা হইয়াছিল নতুবা ত্বরান্বিত করা হইয়াছিল এবং প্রতিশোধ লওয়া হইয়াছিল।"

---

৩০. মুজাহিদ ইব্‌নে যুবায়ের আল্‌-মাক্কী, ইব্‌নে' আব্বাস' এর অতি বিশিষ্ট ছাত্র ছিলেন। তাঁর কোরআনের তাফসিরের (বিবরণী) বর্ণনা আবদুর রহমান আত্‌-তাহির কর্তৃক সংকলিত হয়েছে এবং " তাফসির মুজাহিদ" শীর্ষক শিরোনামে (Islamabad: Majma al-Buhooth) দুই খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

৩১. ইব্‌নে যারীর আত্‌-তাবারী কর্তৃক সংগৃহীত।

আন্তারা (Antarah) বলেছেন বলে উদ্ধৃত আছে ঃ

"ওহে এবিল মৃত্যু হইতে তুমি কোথায় পালাইয়া যাইবে, যদি আসমানস্থিত আমার স্রষ্টা তোমার ভাগ্যে তা লিখিয়া থাকে ?" ৩২

মক্কাবাসীদের তৌহিদ সম্পর্কে স্বীকারোক্তি এবং আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের পাশাপাশি তারা অন্যান্য দেবদেবীর উপাসনা করার কারণে আল্লাহ তাদেরকে নাস্তিক (কাফের) এবং পৌত্তলিক (মুশরিক) হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন।

ফলে তৌহিদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হ'ল তৌহিদ আল্-ইবাদাহ্ অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদতে এককত্ব বজায় রাখা। যেহেতু একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত প্রাপ্য এবং মানুষের ইবাদতের ফল হিসাবে একমাত্র তিনিই মঙ্গল মঞ্জুরী করতে পারেন, সেজন্য সকল প্রকার ইবাদত একমাত্র আল্লাহকে উদ্দেশ্য করেই করতে হবে। অধিকন্তু, মানুষ এবং স্রষ্টার মধ্যে যে কোন ধরনের মধ্যস্থতাকারী অথবা যোগাযোগকারীর প্রয়োজন নেই। আল্লাহ একমাত্র তাঁকে উদ্দেশ্য করেই ইবাদতের গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং এটাই সকল পয়গম্বর কর্তৃক প্রচারিত বার্তার সারমর্ম। আল্লাহ বলেছেন ঃ

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون

"আমি সৃষ্টি করিয়াছি জিন এবং মানুষকে এই জন্য যে, তাহারা আমারই ইবাদত করিবে।" (সূরা আয্-যারিয়াত, ৫১ঃ৫৬)

ولقد بعثنا فى كل امة رسولا ان اعبد والله واجتنبوا الطغوت

"আল্লাহর ইবাদত করিবার ও তাগূতকে (মিথ্যা দেবদেবীকে) বর্জন করিবার নির্দ্দেশ দিবার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠাইয়াছি।" (সূরা আন্-নাহল ১৬ ঃ ৩৬)

সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা মানুষের সহজাত ক্ষমতার ঊর্দ্ধে। মানুষ একটি সসীম সৃষ্টিকর্ম এবং তার নিকট হতে অসীম স্রষ্টার ক্রিয়াকান্ড সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গতভাবে উপলব্ধি করা আশা করা যায় না। এই কারণে স্রষ্টা

---

৩২ সুলাইমান ইবনে আবদুল ওয়াহহাব এর (Tayseer al-Azeez al-Hameed, (Beirut: Maktab al Islamee, 2nd, 1970), p. 34 পুস্তকে উদ্ধৃত আছে

তাঁকে ইবাদত করা মানুষের স্বভাবের একটি অংশ হিসাবে তৈরী করেছেন। সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পরিষ্কার করে বুঝানোর জন্য তিনি পয়গম্বরদের এবং মানসিক ক্ষমতার বোধগম্য কিতাবসমূহ প্রেরণ করেছিলেন। স্রষ্টার ইবাদত (ইবাদাহ) করাই সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং পয়গম্বরদের প্রধান বার্তা ছিল একমাত্র স্রষ্টাকে ইবাদত করা, তৌহিদ আল-ইবাদাহ্। এর কারণে, আল্লাহ ছাড়া অথবা আল্লাহসহ অন্যকে ইবাদত করা কঠিন গুনাহ, শির্‌ক। যে সূরা আল-ফাতিহা, মুসলমান নরনারীদের নামাজে প্রতিদিন অন্ততপক্ষে সতেরবার পড়তে হয় সেই সূরার চতুর্থ আয়াত উল্লেখ করে, " আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং একমাত্র তোমার কাছেই আমরা সাহায্য চাহি।" এই বিবৃতি থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়, সকল প্রকার ইবাদত আল্লাহকে উদ্দেশ্য করে করতে হবে যিনি সাড়া দিতে পারেন। রাসূল (সঃ) ইবাদতে এককত্বের দর্শন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে বলেছেনঃ "*তুমি যদি ইবাদতে কিছু চাও তাহ'লে শুধু আল্লাহর নিকট চাও এবং তুমি যদি সাহায্য চাও তাহলে শুধু আল্লাহর নিকট চাও।*"[৩৩] কোন মধ্যস্থতাকারীর অপ্রয়োজনীয়তা এবং আল্লাহর নিকটবর্তীতা আরও দৃঢ়ভাবে প্রকাশ পায় কোরআনের বহু আয়াতে। উদাহরণস্বরূপঃ

۞ واذاسألك عبادیْ عنی فانی قریبٌ أجیبُ دعوة الداع اذادعان٧
فلیستجیبوا لیْ ولیؤمنوابیْ لعلهم یرشدوْن ۞

"আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্বন্ধে আপনাকে প্রশ্ন করে, আমিতো নিকটেই। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহবান করে আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই। সুতরাং তাহারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমাতে বিশ্বাস স্থাপন করুক যাহাতে তাহারা ঠিক পথে চলিতে পারে।"

(সূরা আল বাকারা ২ঃ ১৮৬)

۞ ولقد خلقنا الإنسن ونعلم ماتوسوس به نفسهٗ ونحن اقرب الیه
من حبل الورید ۞

---

৩৩ ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত এবং আত-তিরমীজি কর্তৃক সংগৃহীত। An-Nawawi's Forty Hadith Trans), p. 68 দেখুন

" আমিই মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তাহার প্রবৃত্তি তাহাকে কুমন্ত্রণা দেয় তাহা আমি জানি। আমি তাহার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর।"
(সূরা ক্বাফ ৫০ ঃ ১৬)

তৌহিদ আল্-ইবাদাহ্ এর স্বীকৃতি, বিপরীতভাবে সকল প্রকার মধ্যস্থতাকারী অথবা আল্লাহর সঙ্গে অংশীদারের সম্পৃক্ততার অস্বীকৃতি অপরিহার্য করে তোলে। যদি কেউ জীবিত ব্যক্তিদের জীবনের উপর অথবা যারা মারা গিয়েছে তাদের আত্মার উপর প্রভাব বিস্তারের জন্য মৃতের কাছে প্রার্থনা করে, তারা আল্লাহর সঙ্গে একজন অংশীদার যুক্ত করে। এই ধরনের প্রার্থনা আল্লাহর পাশাপাশি অন্যের উপাসনা করার মত। রাসূল (সঃ) সুস্পষ্টভাবে বলেছেন," **প্রার্থনাই ইবাদত** ।" [৩৪] এবং আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং মহিমান্বিত বলেছেন ঃ

﴿ أَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَالَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَّلَا يَضُرُّكُمْ ﴾

" আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত কর না যাহা তোমাদিগের কোন উপকার করিতে পারে না, ক্ষতিও করিতে পারে না।"
(সূরা আল্-আম্বিয়া ২১ঃ ৬৬)

﴿ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ ﴾

" আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাহাদিগকে আহবান কর তাহারা তো তোমাদিগেরই মত বান্দা।" (সূরা আল- আ'রাফ ৭ ঃ ১৯৪)

যদি কেউ রাসূল (সঃ), অথবা তথাকথিত আউলিয়া, জিন অথবা ফেরেশ্তাগণের নিকট সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করে অথবা প্রার্থনাকারীর পক্ষ হয়ে এদেরকে আল্লাহর কাছে সাহায্য করতে অনুরোধ করে তাহ'লে তারাও শিরক্ করে। মূর্খ লোকেরা যখন আব্দুল কাদের জিলানীকে[৩৫] "গাওছি-আজম"

---

৩৪. Sunan Abu Dawud, vol 1, p. 387, no 1474.

৩৫. আবদুল কা'দির (১০৭৭-১১৬৬) বাগদাদের হানাফি আইনের স্কুল ও একটি মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ছিলেন। যদিও তিনি কোরআনের কিছু আয়াতের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তবুও তার ধর্মোপদেশ কঠোরভাবে সনাতনী ছিল (আল্-ফাত-হ্ আর্-রব্বানী, কায়রো, ১৩০২ পুস্তকে সংগৃহীত)। ইব্নে আরাবী (জন্ম১১৬৫) তাঁকে (জামানার কুতুব হিসাবে ঘোষণা দেন এবং তাঁকে আল্লাহ ব্যতীত সকল বস্তুর উর্দ্ধে স্থান দেন। আলী ইব্নে ইউসুফ আশ্-শাওনাফী (মৃত ১৩১৪খৃ) বাহযাত্ আল-আশরার (কায়রো, ১৩০৪) নামে লিখিত একটি পুস্তকে আবদুল কাদির এর উপর বহু অলৌকিক ঘটনা আরোপিত করেন। তাঁর নামানুসারে কাদেরীয়া সূফী প্রথার নামকরণ করা হয় এবং এর আধ্যাত্মিক অনুশীলন ও বিধিবিধানের আদি উৎস তাঁর উপর আরোপ করা হয়। (Shorter Encyclopedia of Islam, pp. 5-7 and 202-205).

উপাধিতে ভূষিত করে তখন তৌহিদের এই নিয়মে শিরক্ করে। উপাধিটির আক্ষরিক অর্থ, "মুক্তি প্রাপ্তির প্রধান উৎস; এমন একজন যিনি বিপদ হ'তে রক্ষা করার সবচেয়ে উপযুক্ত" -অথচ এই ধরনের বর্ণনা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য। দুর্ঘটনা ঘটলে কেউ কেউ আবদুল কাদিরকে এই উপাধিতে ডেকে তাঁর সাহায্য এবং আত্মরক্ষা কামনা করে, যদিও আল্লাহ আগেই বলেছেন ঃ

﴿ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ﴾

" আল্লাহ তোমাকে ক্লেশ দান করিলে তিনি ব্যতীত উহা মোচনকারী আর কেহ নাই।" (সূরা আল্‌- আন্‌আম৬ঃ১৭)

কোরআনে বর্ণিত হয়েছে, যখন মক্কাবাসীদের তাদের মূর্তিপূজার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হ'ল তারা উত্তর দিল ঃ

﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّٰهِ زُلْفَى ﴾

"আমরা তাদের ইবাদত করি যাহাতে তাহারা আমাদিগকে আল্লাহর কাছাকাছি পৌছায়।" (সূরা আয্‌-যুমার ৩৯ ঃ ৩)

মূর্তিগুলিকে শুধুমাত্র মধ্যস্থতাকারী হিসাবে ব্যবহার করলেও আল্লাহ তাদের আচার-অনুষ্ঠানের কারণে তাদেরকে পৌত্তলিক বলেছেন। মুসলমানদের মধ্যে যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ইবাদত করার প্রতি জোর দেয় তারা ভাল ভাবে এ বিষয়ে চিন্তা করে দেখতে পারেন।

তার্সাস নগরীর সলের (পরবর্তীকালে যাকে পল বলা হত) শিক্ষায় প্রভাবান্বিত হয়ে খৃস্টানগণ পয়গম্বর যিশুখৃস্টের উপর দেবত্ব আরোপ করেছিল এবং তারা যিশুখৃস্ট ও তাঁর মাতাকে উপাসনা করত। খৃস্টানদের মধ্যে ক্যাথোলিকদের (Catholics) প্রতিটি উপলক্ষের জন্য কিছু সাধু (Saint) আছে। ক্যাথোলিকরা সাধুদের কাছে সেই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই প্রার্থনা করে যে এইসব সাধুরা জাগতিক ঘটনাবলিতে সরাসরিভাবে প্রভাব ফেলতে সক্ষম। ক্যাথলিকরা তাদের পুরোহিতদের আল্লাহ এবং তাদের নিজেদের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসাবেও ব্যবহার করে। তারা বিশ্বাস করে যে এই সব পুরোহিতদের কৌমার্য ও ধর্মানুরাগের কারণে আল্লাহ কর্তৃক তাদের কথা শুনার

সম্ভাবনা বেশী। মধ্যস্থতাকারী সম্বন্ধে বিকৃত বিশ্বাসের কারণে শিয়া সম্প্রদায়ের বেশীর ভাগ লোক সপ্তাহের কয়েকটি দিন এবং দিনের কয়েক ঘন্টা আলী, ফাতেমা, হাসান এবং হোসেন-এর প্রতি প্রার্থনার জন্য নির্দ্ধারিত রেখেছে। ৩৬

ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে ইবাদতে (ইবাদাহ্) শুধু রোজা রাখা, যাকাত প্রদান, হজ্জ্ব এবং পশু কোরবানী করা ছাড়াও আরও অনেক কিছু অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে ভালবাসা, বিশ্বাস এবং ভয়ের মত আবেগ অন্তর্ভুক্ত, যেগুলির বিভিন্ন মাত্রা রয়েছে এবং যা শুধুমাত্র স্রষ্টার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হতে হবে। আল্লাহ এই সব আবেগের বাড়াবাড়ি সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়ে উল্লেখ করেছেন ঃ

﴿ ومن النَّاس منْ يَتَّخذُ منْ دُوْن اللّه اَنْدَادًا يُّحبُّوْنهُمْ كَحُبِّ اللّه، والَّذيْن اٰمنُوْآ أشَدُّ حُباً للّٰه ﴾

"তথাপি কেহ কেহ আল্লাহ ছাড়া অপরকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে এবং আল্লাহকে ভালবাসার ন্যায় তাহাদিগকে ভালবাসে; কিন্তু যাহারা ঈমান আনিয়াছে আল্লাহর প্রতি তাহাদের ভালবাসা দৃঢ়তম।"

(সূরা আল-বাকারা, ২ ঃ ১৬৫)

﴿ الاَتُقَاتلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْآ ايْمَانهُمْ وهَمُّوْا باخْرَاج الرَّسُوْل وهُمْ بدءُوْكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ أتَخْشَوْنَهُمْ، فَا اللّهُ أحَقُّ انْ تَخْشَوْهُ إنْ كُنْتُمْ مُّؤْمنيْن ﴾

"তোমরা কি সেই সম্প্রদায়ের সহিত যুদ্ধ করিবে না, যাহারা নিজেদিগের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছে ও রাসূলের বহিষ্করণের জন্য সংকল্প করিয়াছে ? উহারাই প্রথম তোমাদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে। তোমরা কি তাহাদিগকে ভয় কর? মুমিন হইলে আল্লাহকে ভয় করাই তোমাদের পক্ষে সমীচীন। "

(সূরা আত্-তাওবা ৯ ঃ ১৩)

﴿ وَعلَى اللّٰه فَتوَكَّلُوْآ انْ كُنْتُمْ مُّؤْمنيْن ﴾

"আর তোমরা মুমিন হইলে আল্লাহর উপরেই নির্ভর কর।"

(সূরা আল্-মায়িদা. ৫ ঃ ২৩)

---

৩৬. ফাতেমা, রাসূল (সঃ) এর কনিষ্ঠা কন্যা ছিলেন যার রাসূলের চাচাতো ভাই আলী ইব্নে আবু তালিব এর সঙ্গে বিবাহ হয় এবং হাসান ও হোসেন তাঁদের পুত্র ছিলেন।

ইবাদত (ইবাদাহ্) শব্দের অর্থ সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ এবং আল্লাহকে চূড়ান্ত আইনপ্রণেতা হিসাবে গণ্য করা। কাজেই স্বর্গীয় আইনের (শারী'য়াহ) উপর ভিত্তি না করে, ধর্মনিরপেক্ষ (Secular) আইনবিধান বাস্তবায়ন স্বর্গীয় আইনের প্রতি অবিশ্বাস এবং তার শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করার পর্য্যায়ে পড়ে। এই ধরনের বিশ্বাস আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের উপাসনা করার নামান্তর (শিরক্)। আল্লাহ কোরআনে উল্লেখ করেছেনঃ

﴿ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴾

"আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদানুসারে যাহারা বিধান দেয় না, তাহারাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী (কাফিরুন)।" (সূরা আল্-মায়েদা ৫ : ৪৪)

সাহাবী আদি ইবনে হাতিম, যিনি খৃস্টান ধর্ম হ'তে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন, রাসূল (সঃ)-কে কোরআনের আয়াত পড়তে শুনেন " ***তাহারা আল্লাহ ব্যতীত তাহাদিগের পন্ডিতগণকে ও সংসার-ত্যাগীগণকে (rabbis & monasticism) তাহাদিগের প্রভু (আর্‌বাব) রূপে গ্রহণ করিয়াছে।"***

(সূরা আত্-তওবা ৯ : ৩১)

তিনি রাসূল (সঃ)-কে বললেন, " নিশ্চয়ই আমরা তাদের উপাসনা করি না"। রাসূল (সঃ) তার দিকে তাকিয়ে বলেন, " আল্লাহ যা কিছু হালাল করেছেন তারা কি তা হারাম ঘোষণা করে নি এবং তোমরা সকলে তা হারাম কর নি এবং আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা কি তারা হালাল করে নি এবং তোমরা তা হালাল কর নি"? তিনি উত্তরে বলেন "নিশ্চয়ই আমরা তা করেছি"। রাসূল (সঃ) তখন উত্তর দিলেন" ঐ ভাবেই তোমরা তাদের উপাসনা করেছিলে।" [৩৭]

অতএব, তৌহিদ আল-ইবাদাহ্ এর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হ'ল শারী'য়াহ বাস্তবায়ন, বিশেষ করে যে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যা মুসলমান। বহু তথাকথিত মুসলমান দেশ, যেখানে সরকার আমদানিকৃত ধনতান্ত্রিক অথবা সমাজতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত এবং যেখানে স্বর্গীয় আইন সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত অথবা অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ক্ষেত্রে নামিয়ে

৩৭. আত্-তিরমীজি কর্তৃক সংগৃহীত।

দেয়া হয়েছে, সেখানে ইসলামি আইন চালু করতে হবে। অনুরূপভাবে, মুসলমান দেশসমূহ, যেখানে ইসলামি আইনকানুন শুধু পুস্তকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং ধর্মনিরপেক্ষ আইনকানুন চালু রয়েছে, সেখানেও শারী'য়াহ্ আইনকানুন প্রর্বতন করতে হবে কারণ জীবনের সকল ক্ষেত্রে এই আইনকানুন সম্পর্কযুক্ত। মুসলমান দেশে শরী'য়াহ আইনের পরিবর্তে অনৈসলামিক আইনকানুনের স্বীকৃতি হ'ল শিরক্ এবং এটা একটি কুফরী কাজ। যাদের ক্ষমতা আছে তাদের অবশ্যই এই অনৈসলামিক আইনকানুন পরিবর্তন করা উচিত। যাদের সে ক্ষমতা নেই তাদের অবশ্যই কুফ্র এর বিরুদ্ধে এবং শরিয়াহ আইন বাস্তবায়নের জন্য সোচ্চার হওয়া উচিত। যদি এটাও সম্ভব না হয়, তাহলে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও তৌহিদ সমুন্নত রাখার জন্য অনৈসলামিক সরকারকে আন্তরিকভাবে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করতে হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ শিরক্-এর শ্রেণী বিন্যাস

তৌহিদের অনুশীলন সম্পূর্ণ হবে না, যদি এর বিপরীত, শিরক্ সতর্কভাবে এবং গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা না হয়। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে শিরক্ সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করা হয়েছে এবং তৌহিদ কিভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে তা বোঝানোর জন্য শিরক্-এর কিছু উদাহরণ দেয়া হয়েছে। যাহোক, এই অধ্যায়ে শিরক্-কে একটি পৃথক আলোচনার বিষয় বস্তু গণ্য করা হবে, আল্লাহ যার গুরুতর প্রয়োজনীয়তা কোরআনে সাক্ষ্য দিয়েছেন ঃ

﴿ انَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُمَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ﴾

" আল্লাহ তাঁহার শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। ইহা ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।" (সূরা আন্-নিসা, ৪ ঃ ৪৮)

কারণ শিরক্-এর গুনাহ মানুষ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যকেই অস্বীকার করে, এটা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে গুরুতর, ক্ষমার অযোগ্য গুনাহ। আক্ষরিক অর্থে শিরক্ মানে অংশীদারিত্ব, ভাগাভাগি অথবা সম্পৃক্ত করা।[৩৮] কিন্তু ইসলামি দৃষ্টিকোণ হ'তে এটাকে যে কোন প্রকারে হোক আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার সম্পৃক্ত করাকে বুঝায়। তিন শ্রেণীতে বিভক্ত তৌহিদ অনুসারে শিরক্ সম্বন্ধে এই অধ্যায়ে বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হ'ল। সুতরাং, প্রথমে আমরা রবুবিয়াহ-এর ক্ষেত্রে এবং তারপর আছ্‌মা ওয়া-ছিফাত "ঐশ্বরিক নাম ও গুণাবলি" এবং সব শেষে ইবাদাহ্-এর (ইবাদত) ক্ষেত্রে কিভাবে শিরক্ সংঘটিত হয় সে বিষয়ে আলোচনা করব।

রুবুবিয়াহ্-তে শিরক্

এই শ্রেণীর শিরক্ দ্বারা বোঝায় ঃ

১. অন্যেরাও আল্লাহর সমকক্ষ অথবা সমকক্ষের কাছাকাছি এবং তাঁর সৃষ্টির কর্তৃত্বের অংশীদার। ইসলাম ছাড়া অন্য সকল ধর্মীয় মতবাদ রবুবিয়াহ-তে শিরক্ -এর এই রূপের অন্তর্গত।

২. স্রষ্টার আদৌ কোন অস্তিত্ব নেই। কিছু কিছু দার্শনিকগণের দর্শন চর্চায় এই ধরনের নাস্তিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

---

৩৮. The Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic, p. 468

(ক) সম্পৃক্ততার বা অংশীদারিত্বের দ্বারা শিরক্

যে সব বিশ্বাস এই উপশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত তাহ'ল সৃষ্টিজগৎ-এর উপর যে একজন প্রধান স্রষ্টা অথবা সর্বোচ্চ সত্তা বিদ্যমান তা স্বীকৃত, কিন্তু অন্যান্য ক্ষুদ্রতর দেবদেবতা, মানুষ, জ্যোতিষ্কমন্ডলী অথবা পার্থিব সামগ্রীও তাঁর রাজত্বের সঙ্গে অংশীদারিত্ব করে। এই ধরনের বিশ্বাসকে ধর্ম তত্ত্বের বিশেষজ্ঞ এবং দার্শনিকগণ সাধারণভাবে এককত্বের দর্শন (এক স্রষ্টার অস্তিত্ব) অথবা বহু ঈশ্বরবাদে (একের বেশী স্রষ্টার অস্তিত্বে) বিশ্বাসী বলে উল্লেখ করে থাকেন। ইসলামি মতে, এই ধরনের সব বিশ্বাসই বহু-ঈশ্বরবাদ। এই ধরনের বিকৃত বিশ্বাসের অনেকগুলি স্বর্গীয় ভাবে প্রেরিত ধর্ম পদ্ধতির বিভিন্ন মাত্রায় অধঃপতনের প্রতিনিধিত্ব করে, অথচ এই সব বিশ্বাস শুরুতে তৌহিদ ভিত্তিক ছিল। হিন্দু ধর্মের সর্বোচ্চ সত্তা ব্রহ্মাকে অন্তর্যামী, সর্ব-পরিব্যাপক, অপরিবর্তনীয় এবং চিরন্তন, নৈর্ব্যক্তিক অসীমের নির্যাস হিসাবে কল্পনা করা হয় যার মধ্য হ'তে সব কিছুর সূত্রপাত এবং সমাপ্তি। ব্রহ্মা বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা যিনি সংরক্ষক দেবতা বিষ্ণু এবং ধ্বংসের দেবতা শিব-কে নিয়ে ত্রিত্ব (Trinity) গঠন করে।[৩৯] এই ভাবে হিন্দু ধর্মে স্রষ্টার গঠনমূলক, ধ্বংসাত্মক ও সংরক্ষণ ক্ষমতা অন্যান্য দেবদেবতার উপর অর্পণ করে রবুবিয়াহ-তে শিরক্ প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

খৃস্টীয় ধর্ম মতে পিতা, পুত্র (যিশুখৃস্ট) এবং পবিত্র আত্মা এই তিন জনের মাধ্যমে স্রষ্টা নিজেকে প্রকাশ করে। তথাপি এই তিন জনকে একই বস্তুর অংশীদার হিসাবে একক বলে গণ্য করা হয়।[৪০] পয়গম্বর যিশুকে দেবত্বে উন্নীত করা হয়েছে যিনি স্রষ্টার ডান হাতে বসেন এবং পৃথিবীর বিচার কার্য পরিচালনা করেন। হিব্রু বাইবেলে স্রষ্টা পবিত্র আত্মার মাধ্যমে তাঁর সৃজনশীল ক্ষমতা প্রয়োগ করেন এবং খৃস্টীয় মতবাদ হিসাবে তিনি দেবত্বের অংশ। পল (Paul) পবিত্র আত্মাকে (Holy Spirit) খৃস্টের অভিন্ন হৃদয় বন্ধু, পথপ্রদর্শক, খৃস্টানদের সাহায্যকারী হিসেবে ঘোষণা করে এবং পেনিকস্ট (Penecost) এর দিনে এই পবিত্র আত্মা প্রথম আত্মপ্রকাশ করে।[৪১] ফলশ্রুতিতে যিশু এবং

---

৩৯. W L. Recse. Dictionary of Philosophy and Religion, (New Jersey Humanities Press, 1980) pp 66-67 and 586-7. See also John Hinnells, Dictionary of Religion (England: Penguin Books, 1984) pp 67-8.

৪০. Dictionary of Religion, p 337

৪১. Dictionary of Philosophy and Religion, p 231

পবিত্র আত্মা স্রষ্টার সকল আধিপত্যের অংশীদার, যিশু একাই বিশ্বের উপর রায় ঘোষণা করেন এবং খৃস্টানগণ পবিত্র আত্মা দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত এবং পথপ্রদর্শিত হয়। এই সব খৃস্টীয় বিশ্বাসের মাধ্যমে র বুবিয়াহ-তে শিরক্ ঘটে।

পারস্য অগ্নিপূজারীরা (Zoroastrians) তাদের স্রষ্টা " আহুরা মাজ্দা" (Ahura Mazda) সম্বন্ধে এই ধারণা পোষণ করে যে, তিনি যা কিছু ভাল তারই নির্মাতা এবং তিনি একমাত্র প্রকৃত উপাসনার যোগ্য। আহুরা মাজদার সাতটি সৃষ্টির মধ্যে অগ্নি একটি যাকে তার পুত্র অথবা প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য করা হয়। "আংগ্রা মাইনু" (Angra Mainyu) নামে অপর একজন দেবতা, অন্ধকার যার প্রতীক তার দ্বারা শয়তানী, হিংস্রতা এবং মৃত্যু সৃষ্টি হয়েছে। এই ধরনের কল্পনার বশবর্তী হয়ে তারা র বুবিয়াহ-তে শিরক্ করে।[৪২]

কাজেই, মন্দ গুণাবলি স্রষ্টার উপর আরোপ করার মানবিক ইচ্ছার কারণে পাপী আত্মাকে একজন বিরোধী দেবতার পর্যায়ে উন্নীত করে সকল সৃষ্টির উপর স্রষ্টার সার্বভৌম ক্ষমতার (অর্থাৎ তাঁর র বুবিয়াহ-র) অংশীদার করা হয়।

পশ্চিম আফ্রিকায় (প্রধানতঃ নাইজেরিয়া) ইয়োরুবা (Yoruba) ধর্মের অনুসারী এক কোটিরও বেশী লোকদের বিশ্বাস ওলোরিয়াস (Olorius অর্থাৎ স্বর্গের অধিপতি) অথবা ওলোডুমেয়ার (Olodumare) নামে একজন সর্ব-প্রধান স্রষ্টা রয়েছে। তা সত্ত্বেও, বিপুল সংখ্যক 'ওরিশা' (Orisha) উপাসনা দ্বারা আধুনিক ইয়োরুবা ধর্ম চিহ্নিত করা হয়, যার ফলে ইয়োরুবা ধর্ম কট্টর বহু-ঈশ্বরবাদ বলে মনে হয়।[৪৩] কাজেই ছোটখাট দেবতা এবং আত্মাদের উপর স্রষ্টার সকল দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে ইয়োরুবা ধর্ম অনুসারীগণ র বুবিয়াহ-তে শিরক্ করে।

দক্ষিণ আফ্রিকার জুলু সম্প্রদায় এক স্রষ্টায় বিশ্বাসী, যার নাম "আনকুলুনকুলু" (Unkulunkulu) অর্থ প্রাচীন, সর্ব-প্রথম এবং সবচেয়ে সম্মানিত। স্রষ্টার সুনির্দ্দিষ্ট মূখ্য উপাধিগুলি হ'ল এন্কোসী ইয়াপজুলু (Nkosi yaphezulu অর্থ আকাশের স্রষ্টা) এবং আম্ভেলিংকান্কী (uMvelingqanqi অর্থ সর্বপ্রথম আবির্ভূত)। তাদের সর্ব-প্রধান স্রষ্টাকে একজন পুরুষ হিসাবে গণ্য

৪২. Dictionary of Religions, pp 361-2
৪৩. Dictionary of Religions, p 358

করা হয়, যিনি পার্থিব মহিলার সাহায্যে মনুষ্যজগৎ সৃষ্টি করে। জুলু ধর্ম মতে বজ্রপাত এবং বিদ্যুৎ চমকানো স্রষ্টা প্রদত্ত; পক্ষান্তরে, অসুস্থতা এবং জীবনের অন্যান্য বিপদ আপদ ইডলোজী (Idlozi) অথবা আবাপহান্সি (abaphansi অর্থ যেগুলি মাটির নীচে) নামের পূর্বপুরুষ কর্তৃক সংঘটিত হয়। এই সব পূর্বপুরুষগণ জীবিতদের নিরাপত্তা বিধান করে, খাদ্যের জন্য প্রার্থনা করে, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও বলিদানে সন্তুষ্ট হয়, অমনোযোগীদের শাস্তি প্রদান করে এবং জ্যোতিষীদের (in-yanga) নিয়ন্ত্রণে রাখে ।[৪৪] এভাবে, শুধুমাত্র মনুষ্য জগৎ সৃষ্টি সম্বন্ধে তাদের মতবাদের জন্যই নয়, মানুষের জীবনে ভাল মন্দ ঘটা তাদের পূর্বপুরুষদের আত্মার কাজ বলে আরোপিত করার কারণেই জুলু ধর্মে রুবুবিয়াহ-তে শিরক্ সংঘটিত হয়।

কিছু মুসলমানদের মধ্যে রূবুবিয়াহ্তে শিরক্ এই ধরনের বিশ্বাসে প্রকাশিত হয় যে, ওলি আউলিয়া এবং অন্যান্য বুজুর্গ ব্যক্তিগণের আত্মা, এমনকি তাদের মৃত্যুর পরও জাগতিক ঘটনাবলিতে প্রভাব ফেলতে সক্ষম। এটা বিশ্বাস করা হয় যে, এই সব আত্মা একজনের চাহিদা পূরণ করতে, বিপর্যয় দূর করতে এবং যারাই তাদের স্মরণ করবে তাদেরই সাহায্য করতে সক্ষম। সুতরাং, কবর পূজারীগণ এই জীবনের ঘটনাবলি সংঘটিত হবার জন্য মানুষের আত্মার উপর স্বর্গীয় ক্ষমতার উপস্থিতি দর্শায় যা প্রকৃতপক্ষে একমাত্র আল্লাহই ঘটাতে পারেন।

বহু সূফীদের (মরমীবাদী মুসলমান) মধ্যে সাধারণভাবে এই বিশ্বাস প্রচলিত যে " রিজাল্ আল্-গাইব্" [৪৫] দের মধ্যে যিনি প্রধান তিনি "কুতুব" নামক স্তরে অধিষ্ঠিত এবং তাঁর দ্বারা এই পৃথিবীর বিষয়াদি নিয়ন্ত্রিত হয়।[৪৬]

(খ) অস্বীকৃতির দ্বারা শিরক্

বিভিন্ন দর্শন এবং ভাবাদর্শ যেগুলি সুনির্দ্দিষ্টভাবে অথবা ইঙ্গিতে স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে এই উপশ্রেণীতে তারই আলোচনা হবে। অর্থাৎ কতিপয় ক্ষেত্রে স্রষ্টার অনস্তিত্বের (নাস্তিকতা বা Atheism) ঘোষণা দেয়া হয়।

---

৪৪. একই পুস্তকের ৩৬৩ পৃঃ

৪৫. আক্ষরিক অর্থে " অদৃশ্য জগতের মানুষ"। " নিবারিতকারী" (দুর্ঘটনা এড়ানোকারী) সন্তদের বা আউলিয়াদের মধ্যবর্তিতার কারণে এই পৃথিবী টিকে থাকার কথা; এদের সংখ্যা অপরিবর্তিত এবং একজনের মৃত্যুতে তাৎক্ষণিকভাবে আরেকজন দিয়ে তার স্থান পূরণ হয়ে যায়। (Shorter Encyclopedia of Islam. pp. 582

৪৬. Shorter Encyclopedia of Islam. pp. 55

পক্ষান্তরে, কতিপয় ক্ষেত্রে তাঁর অস্তিত্বের দাবি করা হলেও যে ভাবে তাঁকে কল্পনা করা হয় তাতে প্রকৃতপক্ষে তাঁর অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয় (হতাশাবাদ বা Patheism)।

কিছু প্রাচীন ধর্মীয় তন্ত্র আছে যার মধ্যে স্রষ্টার অস্তিত্ব নেই। এদের মধ্যে অন্যতম হ'ল গৌতম বুদ্ধের প্রচারিত আরোপিত তন্ত্র। খৃস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে, বর্ণ প্রথার বিরোধিতাকারী একটি সংস্কারমূলক আন্দোলন হিসাবে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। একই সময়ে জৈন ধর্মেরও প্রচলন শুরু হয়। খৃস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে বৌদ্ধ ধর্ম রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে চালু হয়। অবশেষে এটা হিন্দু ধর্ম কর্তৃক অঙ্গীভূত হয়ে যায় এবং বুদ্ধকে অবতারদের (স্রষ্টার প্রতিমূর্তি) মধ্যে একজন গণ্য করা হয়। ভারতে এই ধর্মের প্রভাব কমে আসলেও চীন এবং অন্যান্য পূর্বের দেশগুলিতে প্রভাবশালী হয়ে পড়ে। গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুর পর বৌদ্ধ ধর্মের দু' ধরনের ব্যাখ্যার উৎপত্তি হয়। ঐ দুই ব্যাখ্যার মধ্যে প্রাচীনতর হিনায়ানা (Hinayana) বৌদ্ধ ধর্ম (৪০০-২৫০ খৃঃপূ.) পরিষ্কার করে দেয় যে, স্রষ্টা বলে কেউ নেই; সেজন্য ব্যক্তি বিশেষের পরিত্রাণ লাভের দায়িত্ব তার নিজের উপর বর্তায়।[৪৭] এই ভাবে বৌদ্ধ ধর্মের প্রাচীন ধারাকে রুবুবিয়াহর শিরক্ এর উদাহরণ হিসাবে শ্রেণীভুক্ত করা যায় যেখানে স্রষ্টার অস্তিত্ব সুনির্দ্দিষ্টভাবে অস্বীকার করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে জৈন ধর্মের শিক্ষক ভারধামানা (Vardhamana) প্রচার করে যে স্রষ্টা বলে কিছু নেই, তবে মুক্ত আত্মা অমরত্ব এবং অসীম জ্ঞানের মধ্য দিয়ে স্রষ্টার পদমর্যাদার কিছু অংশ অর্জন করে। ধর্মীয় সমাজ এমনভাবে এসব তথাকথিত মুক্ত আত্মাদের সঙ্গে আচরণ করে যেন তারা দেবতা সুলভ, তাদের জন্য মন্দির নির্মাণ করে এবং তাদের মূর্তি পূজা করে।[৪৮]

আরেকটি প্রাচীন উদাহরণ হ'ল পয়গম্বর মূসার সময়কার ফেরাউন। আল্লাহ কোরআনে উল্লেখ করেছেন যে, ফেরাউন আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছিল এবং মূসা ও মিশরের জনগণের কাছে দাবী করেছিল যে, সে সকল সৃষ্টির একমাত্র সত্যিকার প্রভু। সে মূসাকে বলেছিল বলে আল্লাহ উল্লেখ করেন, " **তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে ইলাহরূপে গ্রহণ কর আমি তোমাকে অবশ্যই কারারুদ্ধ করিব"** (সূরা আশ-শু'আরা' ২৬-২৯) এবং জনগণকে বলেছিল, **"আমিই তোমাদিগের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক।"** (সূরা আন্-নাযি'আত ৭৯:২৪)

৪৭. Dictionary of Philosophy and Religion. p 72

৪৮. Dictionary of Philosophy and Religion. pp 262-3

উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে কিছু সংখ্যক ইউরোপীয় দার্শনিক স্রষ্টার অস্তিত্বহীনতা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে যা "স্রষ্টা মৃত্যুর দর্শন (death of God philosophy)" নামে পরিচিতি লাভ করে। জার্মান দার্শনিক ফিলিপ মেইনল্যান্ডার (Philipp Mainlander 1841-1876) তাঁর The Philosophy of Redemption, 1876 (প্রায়শ্চিত্ব করার দর্শন) শীর্ষক বইতে উল্লেখ করেছেন যে, যেহেতু বিশ্বের একাধিকত্বে স্রষ্টার এককত্বতার মূল উপাদান ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে এবং পরমানন্দের তত্ত্বকে শাস্তিভোগতত্ত্ব (যা বিশ্বের সর্বত্র বিরাজমান) দিয়ে অস্বীকার করা হয়েছে, সেহেতু স্রষ্টার মৃত্যুর পর বিশ্বের যাত্রা শুরু হয়েছে।[৪৯] প্রুশিয়ার ফ্রেড্রিক নিয্শে (Friedrich Nietzsche, 1844-1900) "স্রষ্টার মৃত্যু" মতবাদ সমর্থন করে উপস্থাপন করেছিলেন যে, স্রষ্টা মানুষের অস্বস্তিকর বিবেকের অভিক্ষেপ (projection) ছাড়া আর কিছুই ছিল না এবং মানুষ অতি মানবের (Superman) সঙ্গে সেতুবন্ধন ছিল (একই পুস্তকের ৩৯১ পৃ.)। বিংশ শতাব্দীর জাঁ পল সাত্রে (Jean Paul Sarte) নামে একজন ফরাসী দার্শনিকও "স্রষ্টার মৃত্যু" চিন্তাধারার প্রতিধ্বনি করেন। তিনি দাবি করেন যে, স্রষ্টা বিদ্যমান থাকতে পারে না কারণ তিনি পরস্পর বিরোধী শব্দ সম্বলিত একটি উক্তি। তার মতে স্রষ্টা শুধু মানুষের কল্পনার তৈরী নিজস্ব অভিক্ষেপ (projection)।[৫০]

মানুষ মহিমান্বিত বানর ছাড়া কিছুই নয়- ডারুইনের (মৃঃ ১৮৮২) এই প্রস্তাব সমাজবিজ্ঞানী এবং দার্শনিকগণ কর্তৃক ব্যপকভাবে গৃহীত হয়েছিল। কারণ এই তত্ত্ব স্রষ্টার অস্তিত্বহীনতার "বৈজ্ঞানিক" ভিত্তি রচনা করে। তাদের মতে, সর্বপ্রাণবাদ (animism) হ'তে একেশ্বরবাদ ধর্মের সূচনা, স্বতন্ত্র ব্যক্তি হতে মানুষের সামাজিক বিবর্তন এবং বানর হতে দৈহিক বিবর্তনের মাধ্যমে মানুষের উৎপত্তি।

কোন কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না এবং অস্তিত্বহীনতা (বা শূন্যতা) থেকে মানুষ সৃষ্টি হয় - এই অমূলক দাবীর মাধ্যমেই তারা সৃষ্টি সম্পর্কিত প্রশ্নাবলী এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে। এই ভাবেই তারা আল্লাহর আদি এবং অন্তহীনতা মানুষের উপর আরোপ করে। আধুনিক কালে এই মতবাদে বিশ্বাসীগণ কার্ল মার্কসের

৪৯. Dictionary of Philosophy and Religion, p 327

৫০. Dictionary of Philosophy and Religion, p p 508-9.

(Karl Marx) অনুসারী সাম্যবাদী ও বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিকগণ। এরা দাবী করে গতিশীল পদার্থই বিদ্যমান সকল বস্তুর উৎস। তারা আরও দাবি করে যে, নির্যাতিত জনগোষ্ঠি যে বাস্তবতার মধ্যে বাস করে তার থেকে তাদের দৃষ্টি অন্য দিকে সরিয়ে নেয়ার জন্য শাসকগোষ্ঠি কর্তৃক মানুষের কল্পনায় স্রষ্টাকে আবিস্কার করা হয়েছে।

কিছু মুসলমানদের মধ্যে এই ধরনের শিরক্-এর একটা উদাহরণ হ'ল ইব্‌নে আরাবীর্ মত বহু সুফী যারা দাবি করে যে, একমাত্র আল্লাহই অস্তিত্বমান (সবই আল্লাহ এবং আল্লাহই সব)। তারা আল্লাহর পৃথক অস্তিত্ব অস্বীকার করে প্রকৃতপক্ষে তাঁর অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ওলন্দাজ ইহুদি দার্শনিক বারুচ স্পিনোজা (Baruch Spinoza) এই ধরনের মতবাদ প্রকাশ করেছিল। তার মতে মানুষসহ বিশ্বের সকল অংশের সমষ্টিই হ'ল স্রষ্টা।

আল্ -আস্‌মা ওয়াস্-সিফাত-এ শিরক্

এই শ্রেণীর শিরক্-এ আল্লাহর উপর তাঁর সৃষ্টির গুণাবলী আরোপ করার সাধারণ পৌত্তলিক প্রথা ও একই সাথে সৃষ্টিকৃত বস্তুর উপর আল্লাহর নাম ও গুণাবলী আরোপ করা-উভয়ই অন্তর্ভুক্ত।

(ক) মানবিকীকরণ দ্বারা শিরক্

আল্-আস্‌মা ওয়াস্-সিফাতের এই শিরক্-এর রূপ হ'ল আল্লাহকে মানুষ ও জন্তুর আকার ও বৈশিষ্ট্য প্রদান করা। পশুর উপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের কারণে মূর্তিপূজারীরা সাধারণভাবে সৃষ্টিতে স্রষ্টার প্রতীক ব্যবহার করতে মানুষের আকার ব্যবহার করে। ফলে প্রায়ই তারা যাদের পূজা করে তাদের শারীরিক বৈশিষ্ট্য বিশিষ্ট মানুষের আকারে স্রষ্টার প্রতিকৃতি অংকণ করে, ছাঁচ এবং খোদাই তৈরী করে। উদাহরণস্বরূপ, হিন্দু ও বৌদ্ধরা এশিয়ার লোক সদৃশ অগণিত মূর্তি পূজা করে এবং এই সব মূর্তিকে সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার প্রকাশ হিসাবে গণ্য করে। আধুনিক খৃস্টানরা বিশ্বাস করে যে, পয়গম্বর যিশু মূর্তিমান স্রষ্টা ছিলেন। স্রষ্টা যে তাঁর নিজের সৃষ্টি এটা সেই ধরনের শিরক্-এর উদাহরণ। তথা কথিত অসংখ্য প্রসিদ্ধ খৃস্টান চিত্রকরদের মধ্যে মাইকেলএ্যন্‌জেলো বিখ্যাত ছিলেন (Michaelangelo, মৃঃ 1565)। তিনি ভ্যাটিক্যানে অবস্থিত সিস্‌টিন গির্জার (Sistine Chapel) ছাদে স্রষ্টাকে এঁকেছিলেন লম্বা ঝুলে পড়া চুল দাড়ি বিশিষ্ট

একজন উলঙ্গ ইউরোপীয় বৃদ্ধ হিসাবে । কালক্রমে এই সব চিত্র খৃস্টান জগতে অত্যন্ত শ্রদ্ধার বস্তু বলে বিবেচিত হয়।

(খ) দেবত্ব আরোপের দ্বারা শিরক্

আল্-আস্মা ওয়াস্-সিফাত এর এই ধরনের শিরক্ এমন বিষয় সম্পর্কিত যেখানে সৃষ্টিকৃত জীবন্ত প্রাণী অথবা বস্তুকে আল্লাহর নাম অথবা তাঁর গুণাবলী আরোপ করা হয়। যেমন, যেসব মূর্তির নাম আল্লাহর নাম থেকে গ্রহণ করা হয়েছিল সে সব মূর্তি পূজা করা প্রাচীন আরবদের প্রথা ছিল। তাদের প্রধান তিন মূর্তি হ'লঃ আল্লাহর নাম আল্-ইলাহ থেকে নেয়া আল্-লাত্, আল্-আযিয থেকে নেয়া আল্-উজ্জাহ এবং আল্-মান্নান থেকে নেয়া আল্-মানাত। পয়গম্বর মুহাম্মদ (সঃ) এর যুগে ইমামাহ এলাকায় একজন মিথ্যা পয়গম্বরও ছিল, যে "রাহমান্" নাম গ্রহণ করেছিল, যে নাম শুধু মাত্র আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য।

সিরিয়ার শিয়া'দের মধ্যে নুসাইরিয়াহ্ (Nusayreeyah) নামের সম্প্রদায় বিশ্বাস করে যে, পয়গম্বর মুহাম্মদ (সঃ) এর চাচাতো ভাই ও জামাতা আলী ইবনে আবি তালিবের মধ্যে আল্লাহর প্রকাশ ছিল এবং তারা তাঁর উপর আল্লাহর অনেক গুণ আরোপিত করেছিল। এদের মধ্যে ইসমাঈলীরা যারা আগাখানি বলেও পরিচিত, তারা তাদের নেতা আগা খানকে স্রষ্টার প্রকাশ বলে মনে করে। লেবাননের দ্রুজরাও এই শ্রেণীভুক্ত, যারা বিশ্বাস করে যে ফাতেমীয় (Faatimid Caliph) খলিফা আল্-হা'কিম বিন্ আম্‌রিল্লাহ মনুষ্য জাতির মধ্যে আল্লাহর শেষ প্রকাশ।

আল্- হাল্লাজের মত সূফীদের (মরমীবাদী মুসলমান) দাবি যে, তারা স্রষ্টার সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছে। সুতরাং স্রষ্টার সৃষ্টির মধ্যে তারা স্রষ্টার প্রকাশ হিসাবে বিরাজ করছে, তাদের এই দাবিও আল্-আস্‌মা ওয়াস্-সিফাত এর শ্রেণীভুক্ত শিরক্ এর অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। আধুনিক দিনের আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসীগণ যেমন শার্লী ম্যাক্‌লিন (Shirley Maclaine), জে, যে, নাইট (J.Z Knight) প্রায়শঃই নিজেদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের উপর দেবত্ব দাবি করে। বহুল পঠিত আইনিষ্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব (E= mc2, শক্তি সমান ভর গুণন আলোর গতির বর্গফল) প্রকৃতপক্ষে আল্-আস্‌মা ওয়াস-সিফাত অন্তর্ভুক্ত শিরক্-এর অভিব্যক্তি। এই তত্ত্ব মতে শক্তি সৃষ্টি বা ধ্বংস কোনটাই করা যায় না। শুধুমাত্র শক্তি পদার্থে রূপান্তরিত হয় অথবা পদার্থ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

যাহোক, পদার্থ এবং শক্তি উভয়ই সৃষ্টিকৃত অস্তিত্ব এবং উভয়কেই ধ্বংস করা হবে বলে আল্লাহ যেমন স্পষ্ট উল্লেখ করেছেনঃ

﴿ اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ وَّكِيْلٌ ﴾

"আল্লাহ সমস্ত কিছুরই স্রষ্টা এবং তিনি সমস্ত কিছুরই বিধায়ক।"

(সূরা আয্-যুমার, ৩৯:৬২)

﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴾

"ভূপৃষ্ঠে যাহা কিছু আছে সমস্তই ধ্বংস হইয়া যাইবে .....।"

(সূরা আর্-রহমান, ৫৫:২৬)

এই তত্ত্বের আরও অর্থ এই যে, পদার্থ এবং শক্তি চিরন্তন যার কোন শুরু অথবা শেষ নেই, যেহেতু এ দু'টির জন্ম নেই এবং একটার থেকে অন্যটায় রূপান্তরিত হয় বলে ধরা হয়। যাহোক, এই স্বাভাবিক গুণ শুধু আল্লাহর এবং তিনি একমাত্র যাঁর শুরু অথবা শেষ নেই।

ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বও স্রষ্টার হস্তক্ষেপ ছাড়াই প্রাণহীন পদার্থ হ'তে প্রাণ এবং এর আকারের বিবর্তন সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দেবার একটি প্রচেষ্টা। এই শতাব্দীর একজন শীর্ষ ডারউইনতাত্ত্বিক, স্যার আলডাস হাক্সলি (Aldous Huxley) তাঁর চিন্তা ধারা নিম্নরূপ ভাবে প্রকাশ করেছেনঃ

"ডারউইনতত্ত্ব, প্রাণী সত্ত্বার সৃষ্টিকর্তা হিসাবে স্রষ্টার ধারণাকে সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রীয় আলোচনার পরিমন্ডল থেকে দূর করে দিয়েছে।"৫১ (অন্য অর্থে, ডারউইনতত্ত্ব স্রষ্টার অস্তিত্বকে মিথ্যা প্রমাণ করেছে।)

আল্-ইবাদহ-তে শিরক্

এই শ্রেণীর শিরক্-এ ইবাদতের অনুষ্ঠানাদি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য করা হয় এবং ইবাদতের পুরস্কার স্রষ্টার নিকট না চেয়ে সৃষ্টির কাছে চাওয়া হয়। পূর্বে বর্ণিত শ্রেণীগুলির মত আল-ইবাদাহ এর শিরক্ এর প্রধান দু'টি রূপ রয়েছে।

---

৫১. Quoted in Francis Hitchingis The Neck of the Giraffe, (New York: Ticknor and Fields, 1982), p. 245 from Tax and Callender, 1960, vol. III, p. 45

(ক) আশ্-শিরক্ আল্-আকবর্ (বৃহৎ শিরক্)

আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করা হ'লে এই ধরনের শিরক্ সংঘটিত হয়। এটা আসলে মূর্তিপূজা (বা ব্যক্তিপূজা) যার থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য আল্লাহ বিশেষ করে পয়গম্বরদের পাঠিয়েছিলেন। কোরআনে বর্ণিত আল্লাহর বক্তব্য থেকে এই মতবাদ সমর্থিত হয়েছেঃ

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾

"আল্লাহর ইবাদত করিবার ও তাগূতকে (মিথ্যা দেবদেবতা) বর্জন করিবার নির্দেশ দিবার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠাইয়াছি।" (সূরা আন্-নাহল, ১৬ঃ৩৬)

তাগূতের প্রকৃত অর্থ হ'ল আল্লাহর পাশাপাশি অথবা আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কিছুর ইবাদত করা। যথা, ভালবাসা এক ধরনের ইবাদত যার উৎকর্ষতা শুধুমাত্র আল্লাহর দিকে পরিচালনা করা উচিত। ইসলামে আল্লাহকে ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ হবে তখনই যখন আল্লাহর সম্পূর্ণ অনুগত হওয়া যাবে। এটা এই ধরনের ভালবাসা নয় যা মানুষ স্বাভাবিকভাবে পিতামাতা, সন্তানসন্তুতি, খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদির প্রতি অনুভব করে। স্রষ্টার প্রতি ঐ ধরনের ভালবাসা পরিচালনা করা মানে তাঁকে তাঁর সৃষ্টিকর্মের পর্যায়ে নামিয়ে আনা যা "আল্-আস্মা ওয়াস-সিফাত" এর "শিরক্"। যে ভালবাসা ইবাদত তা হ'ল স্রষ্টার প্রতি একজনের ইচ্ছাশক্তির সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। ফলে, আল্লাহ রাসূল (সঃ) কে বিশ্বাসীগণদের বলতে বলেছেনঃ

﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ﴾

"বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদিগকে ভালবাসিবেন।" (সূরা আলে-ইমরান ৩ঃ৩১)

রাসূল (সঃ) তাঁর সাহাবিগণকে আরও বলেছিলেন, "*তোমরা কেহই সত্যিকারের ঈমানদার হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের সন্তান, পিতা ও সমগ্র মানবজাতির থেকে আমাকে বেশী ভাল না বাসবে।*"[৫২] রাসূল (সাঃ)-কে

---

৫২. আনাস কর্তৃক উদ্ধৃত এবং আল-বুখারী কর্তৃক সংগৃহীত (Sahih Bukhari. English-Arabic. vol. 1. p. 20. no. 13) and Muslim (Sahih Muslim. English Trans. vol 1, p. 31 no. 71)

ভালোবাসার ভিত্তি তাঁর মানবিক গুণাবলী নয়, বরং তাঁর বার্তার আসমানী উৎপত্তি। এইভাবে, আল্লাহকে ভালবাসাও প্রকাশিত হয় তাঁর হুকুমের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে। আল্লাহ বলেছেন ঃ

﴿ مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ﴾

"কেহ রাসূলের আনুগত্য করিলে সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করিল।" (সূরা আন্-নিসা ৪ ঃ ৮০)

﴿ قُلْ أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ ﴾

"বল, আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত হও।" (সূরা আলে-ইমরান, ৩ ঃ ৩২)

যদি কেউ কোন কিছুর অথবা অন্য কোন মানুষের প্রতি ভালবাসা, তার এবং আল্লাহর মধ্যে আসতে দেয়, তা'হলে সে ঐ বস্তু অথবা ব্যক্তিরই উপাসনা করলো। এইভাবে, ধনদৌলত অথবা এমন কি একজনের কামনা বাসনাও তার দেবতা হয়ে যেতে পারে। রাসূল (সঃ) বলেছেন, " **দিরহামের পূজারীরা সব সময়ই দূর্দশাগ্রস্ত থাকবে**" [৫৩] এবং আল্লাহ কোরআনে বলেছেন,

﴿ اَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰهُ ﴾

"তুমি কি দেখ না তাকে, যে তাহার কামনা-বাসনাকে ইলাহ্ রূপে গ্রহণ করে?" (সূরা আল্-ফুরকান, ২৫:৪৩)

ইবাদাহর (উপাসনা) শিরক্-এর পাপ সম্বন্ধে অনেক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে কারণ এটা সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যের বিরোধিতা করে, যেমন আল্লাহর বর্ণনায় প্রকাশ পায় ঃ

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ ﴾

" আমি সৃষ্টি করিয়াছি জিন এবং মানুষকে এই জন্য যে, তাহারা আমারই ইবাদত করিবে।" (সূরা আয্-যারিয়াত, ৫১:৫৬)

শিরক্ বিশ্বের প্রতিপালকের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় বিদ্রোহের কাজ এবং সেই জন্য শিরক্-কে চূড়ান্ত পাপ কাজ বলে গণ্য করা হয়। এটা এত বড় গুনাহ যে

৫৩. আল্-বুখারী কর্তৃক বর্ণিত (Sahih Bukhari. English Arabic), vol. 8. p 296. no. 443)

প্রকৃতপক্ষে একজন যতই ভাল কাজ করুক না কেন তা আল্লাহর কাছে বাতিল হয়ে যায় এবং অপরাধকারীর দোযখে চিরস্থায়ী নরক দন্ড নিশ্চিত হয়ে যায়। ফলস্বরূপ, মিথ্যা ধর্ম প্রধাণতঃ এই ধরনের শিরক্-এর উপর ভিত্তি করে গঠিত হয়। মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট সকল ধর্ম বা প্রথা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের অনুসারীদের সৃষ্টির পূজা করার আহবান জানায়। খৃস্টানদেরকে যিশু নামে একজন মানুষকে উপাসনা করার আহবান জানানো হয়, যিনি আসলে স্রষ্টারই এক পয়গম্বর; অথচ তাকে স্রষ্টার দেহধারী বলে দাবি করা হয় । খৃস্টানদের মধ্যে ক্যাথলিকরা (Catholics) মেরীকে (বিবি মরিয়মকে) 'স্রষ্টার মা' উপাধি দিয়ে তার কাছে প্রার্থনা করে। তদুপরি তারা মাইকেল (হযরত মিখাইল (আঃ) নামের ফেরেশতার উপাধি দিয়েছে সেইন্ট মাইকেলকে (St. Michael)। সেইন্ট মাইকেলকে বিশেষভাবে সম্মান দেয়ার জন্য তারা মে মাসের ৮ এবং সেপ্টেম্বর মাসের ২৯ তারিখ মাইকেলমাস দিবস' (Michaelmas Day) হিসাবে ঘোষণা করেছে। এছাড়াও ক্যাথলিকরা প্রায়ই বাস্তব অথবা কল্পিত সাধুদের কাছেও প্রার্থনা করে।

যে সব মুসলমান রাসূলের (সঃ) কাছে প্রার্থনা করে অথবা সূফীদের বিভিন্ন আউলিয়া এবং সাধকদের কাছে প্রার্থনা করে এই বিশ্বাসে যে, এরা তাদের প্রার্থনায় সাড়া দিতে পারেন, সেই সব মুসলমান এই ধরনের শিরক আল-আকবর করে। আল্লাহ কোরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেনঃ

﴿ قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَٰكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴾

"বল, 'তোমরা ভাবিয়া দেখ যে, আল্লাহর শাস্তি তোমাদিগের উপর আরোপিত হইলে অথবা তোমাদিগের নিকট কিয়ামত উপস্থিত হইলে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহাকেও ডাকিবে? (জবাব দাও) যদি তোমরা সত্যবাদী হও ?"

(সূরা আল-আন'আম, ৬ ঃ ৪০)

(খ) আশ্-শিরক্ আল্-আসগর (ছোট শিরক্)

মাহমুদ ইবনে লুবাইদ বর্ণনা করেছেন "আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেনঃ " *আমি তোমাদের জন্য যা সবচেয়ে বেশী ভয় করি তা হ'ল আশ্-শিরক্ আল্-আছগর (ছোট শিরক্)।"* *সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন " ইয়া আল্লাহর রাসূল, ছোট*

শিরক কি?" তিনি উত্তর দিলেন, " আর্-রিয়া" লোক দেখানো বা জাহির করা কারণ নিশ্চয়ই শেষ বিচারের দিনে মানুষ তার পুরস্কার গ্রহণের সময় আল্লাহ বলবেন, "বস্তু জগতে যাহাদের কাছে তুমি নিজেকে জাহির করিয়াছিলে তাহাদের কাছে যাও এবং দেখ তাহাদের নিকট হইতে কোন পুরস্কার পাও কি না।" ৫৪

মাহমুদ ইবনে লুবাইদ আরও বর্ণনা দেনঃ রাসূল (সঃ) বের হয়ে এলেন এবং ঘোষণা দিলেন "*ওহে জনগণ, গুপ্ত শিরক্ হ'তে সাবধান*"। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল," *হে আল্লাহর রাসূল গুপ্ত শিরক্ কি?" তিনি উত্তর দিলেন," যখন কেউ নামাজ পড়তে উঠে নামাজ সুন্দর করার জন্য চেষ্টা করে এই ভেবে যে লোক তার প্রতি চেয়ে আছে, সেটাই গুপ্ত শিরক্"* ।৫৫

আর্-রিয়া

বিভিন্ন ধরনের ইবাদতের মধ্যে অন্যকে দেখানোর এবং প্রশংসিত হবার জন্য যে ধরনের ইবাদতের অনুশীলন করা হয় সে ধরনের ইবাদত হ'ল রিয়া । এই গুনাহ সকল ন্যায়নিষ্ঠ কাজের সুফল ধ্বংস করে ফেলে এবং যে এই গুনাহ সংঘটিত করে তার উপর ভয়ানক শাস্তি নেমে আসে। এটা বিশেষ করে ভয়ংকর কারণ মানুষ স্বাভাবিকভাবে তার সঙ্গীদের কাছ থেকে প্রশংসা আশা করে এবং উপভোগ করে। সুতরাং লোকদের মনে দাগ কাটার জন্য অথবা তাদের প্রশংসা পাবার জন্যে ধর্মকর্ম করা এমন একটা খারাপ কাজ যা থেকে সবচেয়ে বেশী সতর্ক থাকতে হবে। যে সব বিশ্বাসীদের লক্ষ্য তাদের জীবনের সকল ধর্মীয় কর্মকান্ড স্রষ্টার প্রতি নিবেদিত করা তাদের জন্য এই বিপদ সত্যিকার গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে, অভিজ্ঞ সত্যিকার বিশ্বাসীগণ কর্তৃক আশ্-শিরক্ আল্-আক্বর (বৃহৎ শিরক্) সংঘটিত করার সম্ভাবনা কম। কারণ এর অপকারিতা স্পষ্ট প্রতীয়মান। কিন্তু অন্য সবার মত সত্যিকার বিশ্বাসীগণ কর্তৃক রিয়া করার সম্ভাবনা বেশি কারণ এটা খুব প্রচ্ছন্ন। এটা শুধু একজনের নিয়ত পরিবর্তনের মতই সহজ কাজ। এর পিছনে প্রেরণা শক্তিও খুব প্রবল

৫৪. আহমদ কর্তৃক বর্ণিত। (at-Tabaranee and al-Bayhaqee in az-Zuhd.Tayseer al-Azeez al-Hameed, পৃষ্ঠা ১১৮ দেখুন)।
৫৫. ইবনে খুজাইমাহ কর্তৃক সংগৃহীত।

কারণ এটা মানুষের অন্তরের স্বভাব প্রসূত। ইব্‌নে আব্বাস এই বাস্তবতা সম্বন্ধে উল্লেখ করে বলেছিলেন "*চন্দ্রবিহীন রাত্রে একটা কালো পাথর বেয়ে উঠা একটা কালো পিঁপড়ার চেয়েও গোপন হ'ল শিরক্।*" ৫৬

সুতরাং একজনের নিয়ত সর্বদা খাঁটি রাখা এবং এমনকি কোন ন্যায় কাজ করার সময়ও খাঁটি রাখার নিশ্চয়তার জন্য অতি যত্নবান হতে হবে। এটার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য ইসলামে সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজের পূর্বে আল্লাহর নাম উল্লেখ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রাসূল (সঃ) খাওয়া, পান করা, ঘুমানো, যৌনকর্ম, এমনকি শৌচাগারে যাবার পূর্বে ও পরে অনেকগুলি ধারাবাহিক দু'আ (অনানুষ্ঠানিক প্রার্থনা) নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যাতে এই ধরনের প্রাত্যাহিক অভ্যাসগুলো ইবাদতের কাজে পরিণত হয় এবং মুসলমানদের মধ্যে আল্লাহ সম্বন্ধে গভীর সচেতনতা প্রকাশ পায়। এই সচেতনতা হচ্ছে " তাক্ওয়া" যা নিয়তকে বিশুদ্ধ থাকতে নিশ্চিত করে। রাসূলও (সঃ) অবশ্যম্ভাবী শিরক্ হ'তে নিরাপত্তা বিধানের কতিপয় নির্দিষ্ট দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন যেসব দূ' আ যে কোন সময় পড়া যেতে পারে। আবু মূসা বর্ণনা করেন ঃ *একদিন রাসূল (সাঃ) খুত্‌বা দেবার সময় বললেন, "ওহে মানব সকল, শিরক্-কে ভয় কর, কারণ এটা একটা পিঁপড়ার চুপিসারে চলার চেয়েও গুপ্ত।" আল্লাহর ইচ্ছায় কয়েকজন প্রশ্ন করল, "হে আল্লাহর রাসূল, যখন চুপিসারে চলা পিঁপড়া থেকেও গোপন তখন কিভাবে আমরা তা এড়িয়ে চলব?" তিনি বললেন, " বল,*

﴿ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ اَنْ نُّشْرِكَ شَيْـًٔا نَعْلَمُهُ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَانَعْلَمُ ﴾

"আল্লাহুমা ইন্না নাউযু বিকা আন্-নুশ্‌রিকা শাইয়ান না'লামুহু, ওয়া নাস্তাগফিরুকা লিমা লা না'লামু।"

"হে আল্লাহ, আমরা জানিয়া শুনিয়া তোমার সঙ্গে শিরক্ করা হইতে আশ্রয় চাহিতেছি এবং যাহা সম্বন্ধে আমরা অবগত নহি উহা হইতে আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।" ৫৭

পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে তৌহিদের তিনটি শ্রেণীতে শিরক্ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হবে।

---

৫৬ ইবনে আবী হাতিম হ'তে বর্ণিত এবং Tayseer al-Azeez al-Hameed, পুস্তকে ৫৮৭ পৃষ্ঠা হ'তে উদ্ধৃত।

৫৭ আহমদ এবং আত-তিরমিজী কর্তৃক সংগৃহীত।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ আদমের কাছে আল্লাহর অঙ্গীকার

বারযাখ্

হিন্দু বিশ্বাস মতে দৈহিক মৃত্যুর পর আত্মার নতুন দেহধারণ অথবা পুনর্জন্মের মতবাদ ইসলাম সমর্থন করে না। ৫৮ এদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি যারা এই মতবাদ গ্রহণ করেছে তারা " কর্ম" (Karma)৫৯ নামের এক তত্ত্ব বিশ্বাস করে। এই তত্ত্ব মতে একজনের পুনর্জন্ম কি অবস্থায় হবে তা এই জীবনের ক্রিয়াকর্মের উপর নির্ভর করে। তার অতীত যদি খারাপ থাকে তাহলে তার পুনর্জন্ম হবে সমাজের নিম্নস্তরের মহিলার গর্ভে এবং তাকে উঁচু স্তরে পুনর্জন্ম পেতে হ'লে ভাল কাজ করতে হবে। অপরপক্ষে, সে যদি ভাল কাজ করে থাকে, তাহলে ধার্মিক অথবা পুণ্যবান মানুষ হিসাবে সে একজন উচ্চতর জাতের মহিলার গর্ভে জন্ম লাভ করবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ব্রাহ্মণ জাতের একজন সদস্য হিসাবে জন্ম লাভ করে ততক্ষণ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে উচ্চতর ও আরো অধিক ধার্মিক এবং পুণ্যবান মহিলাদের গর্ভে তার পুনর্জন্ম হতে থাকবে। যখন সে ত্রুটিমুক্ত হবে তখন "নির্বান" (Nirvana) নামের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তার আত্মা বিশ্ব আত্মা," ব্রহ্মার" সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়ে পুনর্জন্ম চক্রের সমাপ্তি ঘটাবে।

ইসলাম এবং সকল আল্লাহ্ প্রদত্ত ধর্ম অনুসারে কেউ পৃথিবী থেকে মারা যাবার পর পুনরুত্থান দিবসের পূর্বে পুনর্জন্ম লাভ করবে না। পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবার পর, একমাত্র উপাসনার যোগ্য স্রষ্টা এবং বিচারকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ কর্তৃক বিচারের জন্য সকল মানবজাতি মৃত অবস্থা থেকে জেগে উঠবে। একজনের মৃত্যুর পর হতে পুনরুত্থান পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়কে আরবী ভাষায় "বারযাখ্"৬০ বলা হয়।

---

৫৮. লেবাননের দ্রুজ এবং সিরিয়ার নুসাইরাইত (আলাওয়াইত) এর মত কিখু খারেজী ইসমাইলী শিয়াসম্প্রদায় কর্তৃক এই বিশ্বাস গৃহীত হয়েছে (Shorter Encyclopedia of Islam. পৃষ্ঠা ৯৪-৫, ৪৫৪-৫ দেখুন)।

৫৯. "কর্ম" (Karma) প্রধানতঃ কর্মোদ্যোগ, কাজ অথবা কিছু করাকে বুঝায়। গৌণ অর্থে এটি একটি কাজের "ফলাফল" অথবা অতীতের কার্যাদির সমষ্টি বুঝায়। এই ভাবে "চন্দোগ্য উপনিষদে" (বেদ) বর্ণিত আছে যে যাদের অতীত কর্মকান্ড ভাল ছিল তারা মৃত্যুর পর ব্রাহ্মণ মহিলার গর্ভে পুনর্জন্ম লাভ করবে। পক্ষান্তরে যাদের কর্মকান্ড মন্দ ছিল তারা পুনর্জন্ম লাভ করবে জাতিচ্যুত মহিলার গর্ভে (Dictionary of Religions পৃঃ ১৮০ দেখুন)।

৬০. শাব্দিক অর্থে মধ্যবর্তি অবস্থা। আল্লাহ বলেছেন," **যখন উহাদিগের কাহারও মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, 'হে আমার প্রতিপালক। আমাকে পুনরায় প্রেরণ কর, যাহাতে আমি সৎকর্ম করিতে পারি যাহা আমি পূর্বে করি নাই। না, ইহা হইবার নয়। ইহাতো উহার একটি উক্তি মাত্র। উহাদিগের সম্মুখে বারযাখ থাকিবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।** " (সূরা মু'মিনুন ২৩ ঃ ৯৯-১০০)

এটা বিস্ময়কর বলে মনে করা উচিত হবে না যে, হাজার হাজার বৎসর আগে যার মৃত্যু হয়েছে, পুনরুত্থান পর্যন্ত তাকে হয়তো হাজার হাজার বৎসর ধরে অপেক্ষা করতে হয়েছে, কারণ রাসূল (সঃ) বলেছেন যে, প্রত্যেকের মৃত্যু তার পুনরুত্থানের শুরু। যারা পৃথিবীতে বেঁচে আছে সময় শুধু তাদের জন্য প্রযোজ্য। একবার একজনের মৃত্যু হলে সে পৃথিবীর সময়-বলয় ত্যাগ করে এবং হাজার বছর তার কাছে চোখের এক পলকের সমান হয়ে যায়। একটি গল্পের মাধ্যমে এই বাস্তবতার উদাহরণ দিয়ে সূরা আল্-বাকারায় আল্লাহ একটি ব্যক্তির বর্ণনা দিয়েছেন। এই ব্যক্তি একটি গ্রামের ধ্বংসের পর গ্রামের পুনরুত্থানের ব্যাপারে আল্লাহর ক্ষমতার উপর সন্দেহ পোষণ করেছিল। এই কারণে আল্লাহ তাকে এক'শ বৎসরের জন্য মৃত করেন এবং তারপর পুনরুত্থান করে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, কত বৎসর সে "ঘুমিয়ে" ছিল। সে উত্তর দিয়েছিল, "একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ" (সূরা আল-বাকারা, ২ঃ ২৫৯)। এইভাবে একজন দীর্ঘ সময় ধরে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় থাকার পর জেগে উঠে অনেক সময় মনে করে যে, সে অল্প সময়ের জন্য ঐ অবস্থায় ছিল অথবা কোন সময়ই অতিবাহিত হয়নি। প্রায়ই একজন কয়েক ঘন্টা ঘুমানোর পর জেগে উঠে অনুভব করে যে, সে একটু চোখ বুঝেছিল মাত্র। কাজেই বারযাখ অবস্থায় শতাব্দীর পর শতাব্দী অপেক্ষা কল্পনা করার চেষ্টা করে লাভ নেই কারণ ঐ অবস্থায় সময়ের কোন প্রাসঙ্গিকতা নেই।

প্রাকসৃষ্টি (Pre-Creation)

যদিও ইসলাম আত্মার লাগাতার পুনর্জন্মের ধারণা বাতিল করে দেয় তবুও এ বিষয় সমর্থন করে যে, প্রতিটি শিশুর পৃথিবীতে জন্মের আগে তার আত্মার অস্তিত্ব ছিল।

রাসূল (সঃ) বর্ণনা দেন যে, *যখন আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করলেন, তিনি আরাফার দিনে*[৬১] *না'মান (Na'maan) বলে একটি জায়গায় তার কাছ থেকে একটি অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন। তারপর তিনি আদমের সকল বংশধর, যারা পৃথিবীর শেষ সময় পর্যন্ত জন্ম গ্রহণ করবে, তাদের সকলকে তার থেকে বের করলেন এবং তাদের কাছ থেকেও স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য তার সম্মুখে ছড়িয়ে দিলেন। তিনি তাদের মুখোমুখি হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?" এবং তারা উত্তর দিল " হ্যাঁ, আমরা এতে সাক্ষ্য*

---

৬১. দ্বাদশ চন্দ্র মাসের নবম দিন যা জুল-হিজ্জা নামে পরিচিত।

দিলাম। তারপর তিনি যে তাদের সৃষ্টিকর্তা এবং উপাসনা পাবার যোগ্য একমাত্র সত্যিকার প্রতিপালক, এ বিষয়ে সমস্ত মানুষ জাতিকে কেন সাক্ষী রাখলেন তার কারণ তিনি ব্যাখ্যা করলেন। তিনি বললেন, " এটা এই জন্য যে যদি তোমরা (মানব জাতি) রোজ হাশরের দিনে বল" নিশ্চয়ই আমরা এই বিষয়ে জ্ঞাত ছিলাম না। আমাদের কোন ধারণা ছিল না যে, তুমি আল্লাহ আমাদের প্রতিপালক ছিলে। আমাদেরকে কেউ বলেনি যে, আমাদের একমাত্র তোমাকেই উপাসনা করতে হবে।" আল্লাহ আরও বলেন যে, তোমরা যদি বল, **"আমাদের পূর্ব পুরুষরা শিরক্ (আল্লাহর সঙ্গে) করেছিল এবং আমরা শুধু তাদের বংশধর; তবে কি ঐ সব পথভ্রষ্টরা যা করেছে তার জন্য আমাদের ধ্বংস করবে?"**

(সূরা আল্-আরাফ ৭:১৭২-১৭৩) ৬২

এই ছিল রাসূলের (সঃ) ব্যাখ্যা যা আল্লাহ কোরআনের আয়াতে বলেনঃ

﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيٓ ءَادَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَآ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَٰمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَٰفِلِينَ ۝ أَوْ تَقُولُوٓا إِنَّمَآ أَشْرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنۢ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴾

"স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানের কোমরের পশ্চাদ্ভাগ হইতে তাহার বংশধরদের বাহির করেন এবং তাহাদিগের নিজদিগের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন, " আমি কি তোমাদিগের প্রতিপালক নহি?" তাহারা বলে,নিশ্চয়ই;আমরা সাক্ষী রহিলাম। এই স্বীকৃতি গ্রহণ এইজন্য যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বল, আমরা তো এ বিষয়ে গাফিল ছিলাম। কিংবা তোমরা যেন না বল, আমাদিগের পূর্ব-পুরুষগণই আমাদিগের পূর্বে শিরক্ করে, আর আমরা তো তাহাদিগের পরবর্তী বংশধর; তবে কি পথভ্রষ্টদিগের কৃতকর্মের জন্য তুমি আমাদিগকে ধ্বংস করিবে।

(সূরা আল্-আ'রাফ, ৭:১৭২-৩)

---

৬২ আহমদ কর্তৃক সংগৃহীত ইবনে আব্বাসের সহীহ (নির্ভরযোগ্য) বর্ণনা। আল-আলবানীর সিলসিলা আল্-আহাদীত্ আস্- সহীয়াহ দেখুন (Kuwait: ad-Daar as-Salafeeyah and Amman: al- Maktabah al-Islaameeyah, 2nd ed.1983) vol 4, p. 158, no 1623)

এই আয়াত এবং ভবিষ্যদ্বাণীপূর্ণ ব্যাখ্যা এই বিষয় নিশ্চিত প্রমাণ করে যে, প্রত্যেকে আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য দায়ী এবং হাশরের দিনে কোন অজুহাত গ্রহণ করা হবে না। প্রত্যেক মানুষের আত্মায় আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপনের ছাপ দেয়া আছে। আল্লাহ প্রত্যেক মূর্তিপূজারীকে তার জীবদ্দশায় নিদর্শন দেখান যে, তার মূর্তি খোদা নয়। সুতরাং প্রত্যেক সুস্থ মস্তিষ্ক বিশিষ্ট মানুষের আল্লাহকে তাঁর সৃষ্টির ঊর্দ্ধে বিশ্বাস করা প্রয়োজন, সৃষ্টির মধ্যে নয়।

অতঃপর রাসূল (সঃ) বলেন, " *তারপর আল্লাহ প্রত্যেক মানুষকে তার ঈমান দেখানোর জন্য দুই চোখের মাঝখানে একটি আলোর ঝলক স্থাপন করে আদমকে সব দেখালেন। আদম অগণিত মানুষের চোখের মাঝখানে আলোর ঝলক দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন এবং আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে আমার প্রতিপালক, ওরা কারা? "আল্লাহ বললেন যে ওরা সকলে তাঁর (আদমের) বংশধর। আদম তখন একজনের কাছাকাছি এসে তাকিয়ে তার আলোর ঝলক দেখে বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন যে তিনি কে। আল্লাহ বললেন, ঐ ব্যক্তির নাম দাউদ, যিনি তোমার বংশধরদের নিয়ে গঠিত শেষ জাতির অন্তর্ভুক্ত একজন"। আদম যখন জিজ্ঞাসা করলেন তার বয়স কত আল্লাহ তাকে জানালেন যে তার বয়স ষাট। আদম বললেন," হে আমার প্রতিপালক, আমার থেকে চল্লিশ বৎসর নিয়ে তাঁর বয়স বৃদ্ধি করে দিন।" কিন্তু যখন আদমের জীবনকাল শেষ প্রান্তে পৌছাল এবং মৃত্যুর ফেরেশতা আসলেন তখন আদম জিজ্ঞাসা করলেন, " এখনও কি আমার জীবনের চল্লিশ বৎসর বাকী নেই?" ফেরেশতা উত্তর দিলেন, "তুমি কি বৎসরগুলি তোমার বংশধর দাউদকে দাও নি।" আদম অস্বীকার করলেন যে তিনি দিয়েছেন এবং তার বংশধরগণও আল্লাহর কাছে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অস্বীকার করল। আদম এবং তার বংশধরগণ পরবর্তীতে আল্লাহর নিকট প্রদত্ত চুক্তি ভুলে গেল এবং সবাই ভুলের মধ্যে পড়লো।*[৬৮] আল্লাহর নিকট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভুলে যাওয়া এবং শয়তানের প্রতারণাপূর্ণ খোঁচার কারণে আদম নিষিদ্ধ বৃক্ষ হ'তে ভক্ষণ করেন এবং বেশীর ভাগ মানুষ স্রষ্টায় বিশ্বাস স্থাপন এবং একমাত্র তাঁকেই ইবাদত করার দায়িত্ব উপেক্ষা করেছে এবং সৃষ্টির ইবাদতে নিমগ্ন হয়েছে।

---

৬৮ আবু হুরায়রাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত নির্ভরযোগ্য বর্ণনা হতে আত্-তিরমিজী কর্তৃক সংগ্রহীত (Saheeh, see footnote 221, page 241 of al-Aqeedah at-Tahaaweeyah, 8th ed. 1984, edited by al-Albaanee).

তারপর, রাসূল (সঃ) বললেন, "*আল্লাহ তারপর আদম ও তার সন্তানদের কয়েকজন বংশধরদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন এবং বললেন, আমি এই সব লোকদের বেহেশতের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং তারা বেহেশতে বসবাসকারী লোকদের মত কাজ করবে। তারপর তিনি অবশিষ্ট লোকদের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন, আমি এই সব লোকদের দোজখের আগুনের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং তারা দোজখবাসীদের মত কাজ করবে।" যখন রাসূল (সঃ) ঐ কথা বললেন তখন এক সাহাবা জিজ্ঞাসা করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল, তাহ'লে ভাল কাজ করে লাভ কি?" রাসূল (সঃ) উত্তর দিলেনঃ "যথার্থই, যদি আল্লাহ তার এক বান্দাকে বেহেশতের জন্য সৃষ্টি করে থাকেন তাহ'লে তিনি তাকে আমৃত্যু বেহেশতবাসীদের মত ভাল কাজ করতে সাহায্য করেন। তারপর তিনি তাকে এই কারণে বেহেশতে স্থান দেন। কিন্তু যদি একজনকে দোজখের আগুনের জন্য সৃষ্টি করেন তাহ'লে তিনি তাকে আমৃত্যু তাদের মত কাজ করতে সাহায্য করেন, তারপর তিনি তাকে এই কারণে দোজখে স্থান দেন।'*[৬৪] রাসূলের (সঃ) বক্তব্যের অর্থ এই নয় যে মানুষের কোন স্বাধীন ইচ্ছা অথবা ভালমন্দের পছন্দ থাকবে না। যদি তাই হ'ত তাহলে বিচার, পুরস্কার এবং শাস্তি সবই অর্থহীন হ'ত। বেহেশতের জন্য একজনকে সৃষ্টি করার অর্থ হ'ল সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ সম্পূর্ণভাবে জানতেন যে সেই ব্যক্তি অবিশ্বাসের পরিবর্তে বিশ্বাসকে এবং মন্দের উপর ভালকে পছন্দের কারণে বেহেশতের অধিবাসীদের একজন হবে।

যদি কেউ আন্তরিকভাবে আল্লাহকে বিশ্বাস করে এবং ভাল করার চেষ্টা করে, তা'হলে আল্লাহ তার বিশ্বাসের উৎকর্ষ সাধনের অনেক সুযোগ দেবেন এবং তার সৎকর্মগুলি বাড়িয়ে দেবেন। আল্লাহ কখনও আন্তরিক বিশ্বাস বৃথা যেতে দেবেন না। যদি বিশ্বাসী ভুল পথেও চলে যায়, তিনি তাকে ফিরে আসতে সাহায্য করবেন। সঠিক রাস্তা থেকে সরে গেলেও তাকে তার ভুল স্মরণ করিয়ে দিতে এবং ভুল শোধরানোর জন্য উদ্দীপ্ত করতে আল্লাহ তাকে এই জীবনে শাস্তি দিতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ এতই দয়াবান যে, বিশ্বাসী যখন ভাল কাজ করতে থাকবে তখন তার জীবন নেবেন, যাতে ঐ বিশ্বাসী ব্যক্তি ভাগ্যবান বেহেশতবাসীদের একজন হ'তে পারে তা নিশ্চিত হয়। অপরপক্ষে যদি কেউ

---

৬৪. ওমর ইবনে আল-খাত্তাব এর নির্ভরযোগ্য বর্ণনা হ'তে আবু দাউদ কর্তৃক সংগৃহীত (Sunan Abu Dawood, English Trans, vo 3, p. 1318, no 4686 and at -Tirmidhee and Ahmed. See foot note 220, p. 240 of al-Albaanee's authentication of al Aqeedah at-Tahaaweeyah, 8th ed. 1984)

আল্লাহকে অবিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম পরিত্যাগ করে, তাহ'লে আল্লাহ তার জন্য দুষ্কর্ম সহজ করে দেন। যখন সে খারাপ কাজ করে আল্লাহ তাকে কৃতকার্যতা দেন। এতে সে আরও মন্দ কাজ করতে উৎসাহিত হয়, যে পর্যন্ত না সে পাপী অবস্থায় মারা যায় এবং চিরজ্বলন্ত আগুনের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়।

ফিত্‌রাত্‌

যেহেতু আদম সৃষ্টি করার সময় মানবজাতিকে আল্লাহ তাঁর প্রতিপালকত্বের শপথ করিয়েছিলেন, গর্ভাবস্থায় ভ্রূণের পঞ্চম মাসের আগেই এই শপথ তার আত্মার উপর ছাপ মারা হয়ে যায়। কাজেই একটি শিশুর জন্মলগ্ন হ'তেই আল্লাহর উপর তার সহজাত বিশ্বাস থাকে। আরবী ভাষায় এই সহজাত বিশ্বাসকে "ফিত্‌রাত্‌" বলা হয়।৬৫ যদি শিশুটিকে একলা ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে সে আল্লাহর এককত্বের বিশ্বাস নিয়ে বড় হবে। কিন্তু সকল শিশু প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে তার পরিবেশের চাপে প্রভাবিত হয়ে পড়ে। রাসূল (সঃ) বর্ণনা দেন যে আল্লাহ বলেছেন, " *আমি আমার বান্দাদের সঠিক ধর্মে সৃষ্টি করেছিলাম কিন্তু শয়তানরা তাদের পথভ্রষ্ট করেছে।*" ৬৬ *রাসূল (সঃ) বলেন "প্রত্যেক শিশু "ফিত্‌রাত্‌" নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে, কিন্তু তার পিতামাতা তাকে ইহুদী অথবা খৃস্টান বানায়। এটা একটা প্রাণীর একটা স্বাভাবিক বাচ্চা জন্মদানের মত। তোমাদের দ্বারা অঙ্গহানি হ'বার পূর্বে তোমরা কি অসম্পূর্ণ অবস্থায় কোন (অল্পবয়স্ক প্রাণীর) জন্ম দেখেছ ?*"৬৭ সুতরাং যখন একটি শিশুর শরীর আল্লাহ কর্তৃক স্থাপিত প্রাকৃতিক নিয়মের কাছে আত্মসমর্পণ করে, এর আত্মাও স্বাভাবিকভাবে আল্লাহ যে তার প্রতিপালক এবং স্রষ্টা এই সত্যের উপর আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু তার পিতামাতা তাকে তাদের নিজস্ব জীবনযাত্রার প্রণালী অনুসরণ করাবার চেষ্টা করে। শিশুটির জীবনের শুরুর দিকে তার পিতামাতার বিরোধিতা করা অথবা বাধা দেবার মত শক্তি থাকে না। এই বয়সে শিশুটি যে ধর্ম অনুসরণ করে তাহ'ল অভ্যাস ও লালনপালনের ধর্ম এবং এই ধর্মের জন্য আল্লাহ তার হিসাব গ্রহণ অথবা শাস্তি প্রদান করবেন না। শিশুটি যখন যৌবনের পরিপক্কতা প্রাপ্ত হয় এবং তার কাছে মিথ্যার পরিষ্কার প্রমাণ আনা

৬৫. Al-Aqeedah at-Tahaaweeyah (8th ed. 1984) p. 245.
৬৬. Sahih Muslim (English Trans) vol. 4. p 1488. No. 6853.
৬৭. মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত, (Sahih Muslim English Trans. vol. 4. p 1398. no. 6423) and al-Bukhaaree (Sahih Al-Bukhari, Arabic English, vol. 8. pp 389-90. no. 597)

হয় তখন তার সাবালক হিসাবে অবশ্যই জ্ঞান ও যুক্তির ধর্ম অনুসরণ করা উচিত।৬৮

এই সময় সাবালকটি যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় থাকতে অথবা আরও বিপথে যেতে শয়তানরা তাকে সাধ্যমত উৎসাহ প্রদান করে। খারাপ কার্যাদি তার কাছে সুখদায়ক করে তোলা হয়। সঠিক রাস্তা পাবার জন্য তখন তাকে অবশ্যই তার ফিত্‌রাত এবং কামনা বাসনার দ্বন্দ্বের মধ্যে বাস করতে হয়। সে যদি ফিতরাত বেছে নেয়, আল্লাহ তাকে কামনা বাসনা জয় করতে সাহায্য করবেন, এমনকি যদি এর থেকে পরিত্রাণ পেতে তার সারা জীবনও লাগে। কারণ অনেক লোক তাদের বৃদ্ধ বয়সে ইসলামে দাখিল হয় যদিও বেশীর ভাগেরই তা আগেই গ্রহণ করার প্রবণতা থাকে।

যেহেতু এই সব বলিষ্ঠ শক্তি ফিত্‌রাতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, আল্লাহ কিছু নীতিবান লোক বেছে নেন এবং তাদের কাছে জীবনের সঠিক রাস্তা পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ করেন। এই সব লোক যাদের আমরা পয়গম্বর বলি, তাদেরকে আমাদের "ফিত্‌রাতের" শত্রুদের পরাজিত করতে সাহায্য করার জন্য পাঠান হয়েছিল। পৃথিবীর চারদিকে আজকের সমাজে বিদ্যমান সকল সততা ও সদাচার তাঁদের শিক্ষা থেকে এসেছিল এবং তাঁদের শিক্ষা ছাড়া পৃথিবীতে আদৌ কোন শান্তি ও নিরাপত্তা থাকত না। উদাহরণস্বরূপ, বেশীর ভাগ পশ্চিমা দেশগুলির আইনকানুন পয়গম্বর মুসার " দশটি বিধান" (Ten Commandments) এর উপর প্রতিষ্ঠিত। যেমন, " তুমি চুরি করিবে না, " এবং " তুমি হত্যা করিবে না" ইত্যাদি যদিও তারা তাদের সরকার ধর্ম নিরপেক্ষ" বলে দাবি করে।

সুতরাং, মানুষের পয়গম্বরদের পথ অনুসরণ করা উচিত। যেহেতু এটাই একমাত্র পথ যা প্রকৃতির সঙ্গে সত্যিকার ভাবে সঙ্গতিপূর্ণ। শুধুমাত্র তার পিতামাতা ও তাদের পূর্বপুরুষ করেছিল বলেই এমন কোন কাজ তার করা উচিত না যা সে ভুল বলে জানে। সে যদি সত্যের অনুসরণ না করে, তবে সে ঐ সব বিপথগামীদের মত হবে যাদের সম্বন্ধে আল্লাহ কোরআনে বলেছেন,

﴿ وَاِذَاقِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآاَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْابَلْ نَتَّبِعُ مَآ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَ نَا

اَوَلَوْكَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ﴾

৬৮. Al-Aqeedah at-Tahaaweeyah, 5th ed. 1972, p. 273.

"যখন তাহাদিগকে বলা হয়, আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহা তোমরা অনুসরণ কর, তাহারা বলে না, না, বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে যাহাতে পাইয়াছি তাহার অনুসরণ করিব। এমন কি তাহাদের পিতৃপুরুষগণ যদিও কিছুই বুঝিত না এবং তাহারা সৎপথেও পরিচালিত ছিল না, তথাপিও।" (সূরা আল্‌-বাকারা ২ঃ১৭০)

যদি আমাদের পিতামাতা চান যে আমরা পয়গম্বরগণের পথের বিপরীতে কিছু করি তাহ'লে আল্লাহ তাদের হুকুম পালন করতে নিষেধ করেছেন। তিনি কোরআনে বলেছেন,

﴿ ووصينا الانسن بوالديه حسناء وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلاتطعهما ﴾

"আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়াছি তাহার পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে; তবে উহারা যদি তোমার উপর বল প্রয়োগ করে আমার সহিত এমন কিছুর শরীক করিতে যাহার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নাই, তুমি তাহাদিগকে মানিও না।" (সূরা আল্‌-'আন্‌কাবুত ২৯ঃ৮)

জন্মগতভাবে মুসলমান ঃ

যারা মুসলমান পরিবারে জন্ম গ্রহণ করায় ভাগ্যবান তারা অবশ্যই অবগত যে, এই ধরনের মুসলমানদের আপনাআপনিই বেহেশত পাবার নিশ্চয়তা নেই। কারণ রাসূল (সঃ) সাবধান করেছেন যে মুসলমান জাতির একটি বৃহদাংশ এত ঘনিষ্ঠভাবে ইহুদী এবং খৃস্টানদের অনুসরণ করবে যে, তারা যদি একটি সরিসৃপের গর্তে প্রবেশ করে মুসলমানরাও তাদের পিছন পিছন প্রবেশ করবে।[৬৯] তিনি আরও বলেন যে রোজ কিয়ামতের পূর্বে কিছু মুসলমান সত্যি সত্যিই মূর্তি পূজা করবে।[৭০] ঐ সব লোকদের মুসলমান নাম থাকবে এবং তারা নিজেদেরকে মুসলমান হিসাবে গণ্য করবে কিন্তু কিয়ামতের দিন এগুলি কোন কাজে আসবে

---

৬৯. আবু সাইদ আল-খুদ্‌রী কর্তৃক বর্ণিত এবং আল-বুখারী এবং মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত (Sahih Al-Bukhari, Arabic-English, vol. 9, pp. 314-5, no. 422 and Sahih Muslim, English Trans, vol. 4, p. 1403, no. 6448.

৭০. আবু হুরায়রাহ কর্তৃক বর্ণিত এবং আল-বুখারী এবং মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত (Sahih Muslim, English Trans, vol. 4, p. 1506, no. 6944 & 6945 and Sahih Al-Bukhari, Arabic-English, vol. 9, p. 178, no. 232.)

না। আজকাল পৃথিবীর চারদিকে এমন সব মুসলমান রয়েছে যারা মৃত ব্যক্তির পূজা করছে, কবরের উপর স্মৃতিসৌধ এবং মসজিদ নির্মাণ করছে এবং এমনকি এসব ঘিরে পূজার অনুষ্ঠানাদি পালন করছে। এমনও কিছু লোক আছে যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবি করে এবং আলীকে আল্লাহ হিসাবে পূজা করে।৭১ কিছু লোক কোরআনকে সৌভাগ্যের যাদুমন্ত্রে পরিণত করে কণ্ঠ হার হিসাবে গলায়, তাদের গাড়ীতে অথবা চাবির চেইনে ঝুলায়। সুতরাং, যারা এই ধরনের মুসলমান জগতে জন্মগ্রহণ করে তাদের পিতামাতা যা করেছিল বা বিশ্বাস করেছিল তা অন্ধভাবে অনুসরণ করে তাদের এটা বন্ধ করতে হবে এবং চিন্তা করতে হবে তারা কি শুধু ঘটনাচক্রে মুসলমান নাকি পছন্দের দ্বারা মুসলমান? ইসলাম কি তাই যা তাদের পিতামাতা, গোষ্ঠি, দেশ অথবা জাতি যা যা করেছিল? না কি ইসলাম তাই যা' কোরআন শিক্ষা দেয় এবং রাসূল (সঃ) ও তাঁর সাহাবাগণ যা করেছিলেন?

অঙ্গীকার

প্রাকসৃষ্টিকালে প্রতিটি মানুষ আল্লাহর কাছে অঙ্গীকার করেছিল যে, সে আল্লাহকে তার প্রতিপালক হিসাবে স্বীকৃতি দেবে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারোর উপাসনা করবে না। এটাই শাহাদাহ-এর (বিশ্বাসের ঘোষণা) অপরিহার্য অর্থ, যা পুরাদস্তুর মুসলমান হ'বার জন্য প্রত্যেকেরই করা উচিত; *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ* (কোন ইলাহ নেই আল্লাহ ব্যতীত) যা *কালিমা আত্-তৌহিদ*, আল্লাহর এককত্বের বর্ণনা করে। আত্মা অতীতে যে ঘোষণা দিয়েছিল তার একমাত্র বাস্তবায়ন হলো এই জীবনে আল্লাহর এককত্বের সাক্ষ্য দেয়া। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় যে, অঙ্গীকারটি কি ভাবে প্রতিপালন করা যায়?

তৌহিদে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে এবং প্রাত্যহিক জীবনে ঐ বিশ্বাস বাস্তবায়ন করে অঙ্গীকার পালন করা যায় । সকল রকম শিরক্ (স্রষ্টার সঙ্গে শরীক করা) বর্জন করে এবং শেষ রাসূল (সাঃ) যাঁকে আল্লাহ তৌহিদ তত্ত্বের উপর বাস্তব ও জীবন্ত উদাহরণ হিসাবে পাঠিয়েছিলেন, তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করে তৌহিদ অনুশীলন করা যায়। যেহেতু মানুষ ঘোষণা দিয়েছিল যে আল্লাহ তাদের প্রতিপালক, তাই তাকে অবশ্যই ঐ সব কার্যাদি ন্যায়নিষ্ঠ বলে গণ্য করতে হবে যেগুলি শুধুমাত্র আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সঃ) কর্তৃক ন্যায়নিষ্ঠ বলে নিরূপিত হয়েছিল। পাপ কার্যাদিও অনুরূপভাবে বিবেচিত হবে। এটা

৭১. সিরিয়ার নুসাইরিস্ এবং প্যালেস্টাইন ও লেবাননের দ্রুজরা।

করতে, তৌহিদের নীতিনিয়ম মানসিকভাবে অনুশীলন করতে হবে। এই প্রক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ কারণ একটি কাজ আপাতঃ দৃষ্টিতে ভাল বলে প্রতীয়মান হলেও প্রকৃতপক্ষে তা' পাপ কাজ। উদাহরণ স্বরূপ বলা হয়েছে যে, যদি কোন গরীব লোক তার নিজের জন্য রাজাকে কিছু বলতে চায় তাহ'লে গরীব লোকটার পক্ষ হয়ে বলার জন্য কোন রাজকুমার অথবা রাজার ঘনিষ্ঠ একজনকে পেলে ভাল হয়। এটার উপর ভিত্তি করে আরও বলা হয় যে, যদি কেউ সত্যিকার ভাবে চায় যে আল্লাহ তার প্রার্থনায় সাড়া দিক, তাহ'লে তার পয়গম্বর অথবা পীরের কাছে প্রার্থনা করা উচিত, কারণ সে নিজে প্রত্যহ পাপ কাজে লিপ্ত। এটা যৌক্তিক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আল্লাহ এবং তার রাসূল (সঃ) মানুষকে কোন মধ্যস্থতা ছাড়াই সরাসরি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।[৭২] অনুরূপভাবে, প্রকৃতপক্ষে একটি ভাল কাজকে খারাপ মনে হতে পারে। যথা, একজন বলতে পারে যে চুরি করলে কারোর হাত কেটে ফেলা বর্বরতা অথবা মদ পানের জন্য কাউকে বেত্রাঘাত করা অমানুষিক কাজ। আবার কেউ মনে করতে পারে যে এই ধরনের শাস্তি খুব কঠোর এবং মঙ্গলজনক নয়। তথাপি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সঃ) এই সব শাস্তির বিধান করেছেন যেগুলির উত্তম ফলাফল এর প্রয়োগের যথার্থতা প্রমাণ করে।

সুতরাং আপন পছন্দের ভিত্তিতে যে ইসলামকে বেছে নিয়েছে তার পক্ষেই শুধু আল্লাহর নিকট প্রদত্ত অঙ্গীকার পালন করা সম্ভব- তার পিতামাতা মুসলমান হোক বা না হোক সেটা কোন বিবেচনায় আসে না। ইসলামের বিধিবিধান

---

৭২. আল্লাহ কোরআনে বলেছেন ঃ ﴿وقال ربكم ادعوني استجب لكم﴾

"তোমাদিগের প্রতিপালক বলেন, 'তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব।"

(সূরা আল-মু'মিন/ আল-গাফির ৪০ঃ৬০)

এবং রাসূল (সঃ) বলেছেন " *যদি তুমি ইবাদতের মাধ্যমে কিছু চাও তাহ'লে শুধু আল্লাহর কাছে চাও; এবং তুমি যদি সাহায্য চাও, তাহলে শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে চাও।* " ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত এবং আত-তিরমীজি দ্বারা সংগৃহীত। (See An-Nawawis Forty Hadith, English Trans, p. 68).

বাস্তবায়নই প্রকৃতপক্ষে অঙ্গীকারের প্রয়োগ। মানুষের "ফিত্‌রাত্‌" ইসলামের ভিত্তি। কাজেই সে যখন সার্বিকভাবে ইসলাম অনুশীলন করে তার বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ তার ফিত্‌রাতের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে যায়। যখন এটা ঘটে, মানুষ তার অন্তরাত্মার সঙ্গে বাইরের সত্তাকে একীভূত করে যা তৌহিদের গুরুত্বপূর্ণ দিক। তৌহিদের এই রূপের ফলাফল হ'ল আদমের ছাঁচে সত্যিকার ধার্মিক মানুষের সৃষ্টি যার প্রতি আল্লাহ ফেরেশতাদের সিজ্‌দা করান এবং যাকে আল্লাহ পৃথিবী শাসন করার জন্য বেছে নিয়েছিলেন। কারণ, যে মানুষ তৌহিদের উপর থাকে একমাত্র সেই সত্যিকার ন্যায়ভাবে পৃথিবী শাসন এবং বিচার করতে সক্ষম।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ যাদু এবং শুভ-অশুভ সংকেত

তৌহিদের প্রথম অধ্যায়ে আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা এবং তাঁর সঙ্গে মানুষের সকল সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশ্বের স্রষ্টা ও সংরক্ষক এই উপলদ্ধিকে তৌহিদ আর-রুবুবিয়াহ-র (প্রতিপালকের এককত্ব) বলা হয়েছিল। আল্লাহর হুকুমে বিশ্বের বস্তুর সৃষ্টি, সংরক্ষণ এবং পরিশেষে ধ্বংস হবে। আল্লাহই ভাল ভাগ্য ও মন্দ ভাগ্যের নিয়ন্ত্রক। তথাপি,সর্বকালে মানুষ প্রশ্ন করেছে, "ভাল সময় বা মন্দ সময় আসার আগে কি কোন ভাবে জানার উপায় আছে?" কারণ, যদি সময় আসার আগেই জানার উপায় থাকত, তাহ'লে দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হ'ত এবং সফলতা নিশ্চিত করা যেত। অতি প্রাচীনকাল হ'তে এই গুপ্ত জ্ঞানের মধ্যে প্রবেশাধিকার রয়েছে বলে কিছু ব্যক্তি বিশেষ মিথ্যা দাবী করে আসছে এবং মানবকুলের অজ্ঞ জনগোষ্ঠি প্রচুর অর্থ খরচ করে এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের অংশ বিশেষ জানার জন্য তাদের চারদিকে ভিড় করছে। দুর্ঘটনা এড়ানোর কিছু কৌশল সাধারণ জ্ঞান হিসাবে পরিণত হয়েছে এবং সেই জন্য ভাল ভাগ্যের তাবিজ কবজ ও জাদুমন্ত্রের প্রাচুর্য প্রায় সব সমাজেই দেখা যায়। একজনের ভাগ্য জানার জন্য কিছু কল্পিত গোপন পদ্ধতিও সাধারণ জ্ঞানে পরিণত হয়েছে এবং সেজন্য বিভিন্ন ধরনের শুভ-অশুভ সংকেত এবং তাদের ব্যাখ্যা সকল সভ্যতায় পাওয়া যায়। অবশ্য এই জ্ঞানের কিছু গোপন অংশ ভাগ্য গণনা ও জাদুমন্ত্রের বিভিন্ন ধরনের গুপ্ত বিদ্যা হিসাবে বংশ পরম্পরায় হস্তান্তরিত হয়েছে।

এই সব চর্চা সমাজে ব্যাপকভাবে সংঘটিত হবার কারণে এগুলির ব্যাপারে একটি স্বচ্ছ ইসলামি ধারণা প্রকাশ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সম্ভবতঃ আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল যে ঐ সব চর্চা সম্পর্কে ইসলামি আদেশ নিষেধ পরিষ্কার ভাবে উপলদ্ধি করতে না পারলে একজন মুসলমান অতি সহজেই বড় ধরনের শিরক্-এর গুনাহর মধ্যে পড়তে পারে, যা এই সব চর্চার মূলে নিহিত। যে সব বিষয় আল্লাহর অদ্বিতীয় গুণাবলির (সিফাত) বিরোধিতা করে এবং সৃষ্টির উপাসনার (ইবাদত) উৎকর্ষ সাধন করে, সে সব সম্পর্কে ইসলামি অবস্থান আরও বিশদভাবে পরবর্তী চারটি অধ্যায়ে পর্যালোচনা করা হবে। কোরআন এবং রাসূলের (সঃ) সুন্নাহর উপর ভিত্তি করে প্রতিটি দাবি বিশ্লেষণ করা হবে এবং যারা আন্তরিকভাবে তৌহিদের বাস্তবতা খুঁজছেন তাদের জন্য প্রত্যেকটির উপর ইসলামি নীতি সম্পর্কে নির্দেশাবলী উপস্থাপন করা হবে।

জাদুমন্ত্র

রাসূল (সঃ) এর সময় আরবদের মধ্যে শয়তান তাড়ানো এবং ভাল ভাগ্য আনার জন্য বালা, চুড়ি, পুতির কণ্ঠহার, ঝিনুক ইত্যাদি কবচ হিসাবে পরার প্রথা ছিল। পৃথিবীর সকল অঞ্চলে বিভিন্ন আকৃতির তাবিজ ও মন্ত্রপূত কবচও দেখা যেত। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলির বর্ণনা অনুযায়ী জাদু, মন্ত্রপূত কবচ এবং তাবিজের মত সৃষ্টিকৃত বস্তুর উপর শয়তান তাড়ানো এবং ভাল ভাগ্য আনার ক্ষমতায় বিশ্বাস স্থাপন করা আল্লাহর রুবুবিয়াহর (প্রতিপালকত্ব) উপর বিশ্বাসের বিরোধিতা করে। ইসলাম এই ধরনের বিশ্বাস প্রদর্শনের বিরোধিতা করে যা আরব দেশে শেষ পয়গম্বরের সময় প্রচলিত ছিল। এই বিরোধিতার ভিত্তি এমনভাবে স্থাপিত যে পরবর্তী সময়ে অনুরূপ বিশ্বাস ও প্রথা যখনই আবির্ভূত হবে তখনই তা বাতিল বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা যাবে। এই ধরনের বিশ্বাস প্রকৃতপক্ষে বেশীরভাগ পৌত্তলিক সমাজে মূর্তিপূজার ভিত্তি প্রদান করে এবং জাদুমন্ত্র নিজেই মূর্তিপূজার একটি শাখার প্রতিনিধিত্ব করে। এই বিশ্বাস খৃস্টান ধর্মের ক্যাথোলিক শাখায় সহজেই দেখা যায়-যেখানে পয়গম্বর যিশুকে দেবত্ব প্রদান করা হয়েছে, তাঁর মা মেরী এবং সন্তদের উপাসনা করা হয় এবং সৌভাগ্যের জন্য তাদের কল্পিত ছবি, মূর্তি এবং পদক রাখা ও পরা হয়। রাসূলের (সঃ) সময় যখন মানুষ ইসলাম গ্রহণ করল তখনও তারা প্রায়ই জাদুমন্ত্রে বিশ্বাস করত, যা আরবী ভাষায় সমষ্টিগতভাবে তামাইম (তামীমাহ একবচনে) বলে পরিচিত। ফলে, রাসূলের (সঃ) বহু হাদীস রয়েছে যেখানে এই ধরনের আচার শক্তভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নীচে মাত্র কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলঃ

ইমরান ইবনে হুসাইন কর্তৃক বর্ণিত আছে, রাসূল (সঃ) একটি লোকের বাহুতে দস্তার বালা দেখে তাকে বললেন, *"দুর্ভাগ্য তোমার উপর। এটা কি?" লোকটি উত্তর দিল যে এটি আল্-ওয়াহিনাহ্ নামের একটি অসুখ হ'তে রক্ষা পাবার জন্য।*[৭৩] *রাসূল (সঃ) তখন বললেন, "এটা ফেলে দাও, কারণ এটা শুধু তোমার অসুস্থতা বৃদ্ধি করবে এবং যদি তুমি এটা পরা অবস্থায় মারা যাও, তুমি কখনও কৃতকার্য হবে না।"* [৭৪]

---

৭৩. শাব্দিক অর্থে দুর্বলতা। সম্ভবতঃ গেঁটে বাতকে উদ্দেশ্য করা।

৭৪. আহমদ, ইবনে মাযা এবং ইবনে হিব্বান কর্তৃক সংগৃহীত।

এইভাবে অসুস্থতা এড়ানো যায় অথবা সারানো যায় এই বিশ্বাসে অসুস্থ বা স্বাস্থ্যবানদের তামা, দস্তা বা লোহার চুড়ি, বালা এবং আংটি পরা কঠিন ভাবে নিষেধ করা হয়েছে। হারাম (নিষিদ্ধ) সামগ্রীর মাধ্যমে অসুস্থতার চিকিৎসা ইসলামে নিষেধ, যে সম্বন্ধে রাসূল (সঃ) বলেছিলেন, *"একজন আর একজনের অসুস্থতা চিকিৎসা কর, কিন্তু নিষিদ্ধ সামগ্রী দিয়ে অসুস্থতা চিকিৎসা করিও না।"* ৭৫

*আবু ওয়াকীদ আল-লেইথীও বর্ণনা দিয়েছেন যে, আল্লাহর রাসূল (সঃ) হুনাইনের*৭৬ *উদ্দেশ্য রওয়ানা হয়ে ধা'তু আন্‌ওয়াত*৭৭ *নামে একটি বৃক্ষ পার হয়ে গেলেন। মূর্তিপূজারীরা সৌভাগ্যের জন্য এই গাছের ডালে তাদের অস্ত্রশস্ত্র ঝুলিয়ে রাখত। ইসলামে নব দীক্ষিত কিছু সাহাবা রাসূলকে (সঃ) অনুরূপ একটি বৃক্ষ মনোনীত করে দিতে বললেন। রাসূল (সঃ) উত্তর দিলেন," সুবহানাল্লাহ (আল্লাহ প্রশংসিত হউক) ; এটা ঠিক সেই রকম হ'ল যখন মূসার লোকেরা মূসাকে বলেছিল* **তাহাদিগের দেবতার ন্যায় আমাদিগের জন্যও এক দেবতা গড়িয়া দাও** *(সূরা আল্-আ'রাফ ৭ ঃ ১৩৮)। যাঁর হাতে আমার আত্মা, তাঁর নামে শপথ, তোমরা সবাই তোমাদের পূর্ববর্তীদের রাস্তা অনুসরণ করবে।"* ৭৮

এই হাদিসে রাসূল (সঃ) সৌভাগ্যের প্রতীক স্বরূপ কোন বস্তুর বিশ্বাস ও ব্যবহারই শুধু বাতিল করেননি, তিনি ভবিষ্যৎবাণীও করেছিলেন যে মুসলমানরা খৃস্টান ও ইহুদীদের অভ্যাসগুলি অনুসরণ করবে। মুসলমানদের মধ্যে সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত যিকির তস্‌বিহ, ক্যাথোলিকদের জপমালার অনুকরণ। মিলাদ (রাসূলের জন্ম দিবস উদ্‌যাপন) যিশুখৃস্টের জন্মোৎসব পালনের অনুকরণ এবং বহু মুসলমানদের মধ্যে পীর ও সাধক এবং তাদের মধ্যস্থতায় বিশ্বাস, খৃস্টীয় ধর্মের প্রথা থেকে ভিন্ন নয়। ভবিষ্যদ্বাণী ইতিমধ্যেই সত্যে পরিণত হয়েছে।

---

৭৫. আবু দাউদ (Sunan Abu Dawood, English Tran. vol. 3, p. 1087, no. 3865) এবং আল্-বাইহাকী কর্তৃক সংগৃহীত।

৭৬. হিজরীর পর দশম বৎসরে রাসূল (সঃ) এবং আরবীয় পৌত্তলিক উপজাতিদের মধ্যে সংঘটিত শেষ গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধের স্থান।

৭৭. শাব্দিক অর্থে ," এমন বস্তু যার উপর কিছু ঝুলছে"।

৭৮. আত-তিরমিজী, আন-নাসায়ী এবং আহমদ কর্তৃক সংগৃহীত।

রাসূল (সঃ) যারা মন্ত্রপূত কবচ পরে তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপের বিষয়টি আরও গুরুত্ব সহকারে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। উকবা ইব্‌নে আমির বর্ণনা দিয়েছেন যে, রাসূল (সঃ) একবার বলেছিলেন *"আল্লাহ তাদের উপর ব্যর্থতা এবং অশান্তি ঘটাক যারা নিজেরা মন্ত্রপূত কবচ পরে অথবা অন্যকে পরায়।"* (আহমদ এবং আল্-হাকিম কর্তৃক সংগৃহীত)

রাসূলের (সঃ) সাহাবাগণ জাদুমন্ত্র এবং মন্ত্রপূত কবচ সম্বন্ধে রাসূলের (সঃ) আদেশ কঠোরভাবে অনুসরণ করেছেন। ফলস্বরূপ, বহু লিপিবদ্ধ ঘটনা পাওয়া যায়, যেখানে তাঁরা সমাজে এবং তাঁদের পরিবারের মধ্যে এগুলির প্রচলন খোলাখুলিভাবে বিরোধিতা করেছেন। উরওয়াহ বর্ণনা দিয়েছেন যে, যখন সাহাবী হুদায়ফা এক অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যান তখন তিনি লোকটির বাহুতে একটি বালা বাঁধা দেখতে পান। তিনি ওটা টেনে ভেঙ্গে ফেললেন। তারপর হুদায়ফা আয়াত আবৃতি করলেন, "**তাহাদিগের অধিকাংশ আল্লাহতে বিশ্বাস করে, কিন্তু তাহারা শিরক্ করে।**" (সূরা ইউসুফ ১২ঃ১০৬)। অন্য আর এক সময়, তিনি এক অসুস্থ লোকের বাহু স্পর্শ করে বাহুর চারদিকে একটি খিয়াত (দড়ি দিয়ে বাঁধা বালা) দেখতে পেলেন। যখন তিনি লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন ওটা কি, লোকটি উত্তর দিল, "আমার জন্য বিশেষ ভাবে মন্ত্র পড়া একটি জিনিষ।" হুদায়ফাহ লোকটার বাহু থেকে তা ছিঁড়ে ফেলে বললেন, "তুমি যদি এটা বাহুতে থাকা অবস্থায় মারা যেতে, আমি তোমার জানাযা পড়াতাম না।"[৭৯] আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদের স্ত্রী জয়নাব বর্ণনা দেন যে একদিন যখন ইব্‌নে মাসুদ তার গলায় একটি রশির হার দেখে জিজ্ঞাসা করলেন এটা কি, তখন তিনি উত্তর দিলেন, "এটা আমাকে সাহায্য করার জন্য মন্ত্র পড়া একটা রশি।" তিনি তার গলার থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেললেন এবং বললেন, "নিশ্চয়ই আব্দুল্লাহর পরিবারের শিরক্-এর প্রয়োজন নেই। আমি আল্লাহর রাসূলকে (সঃ) বলতে শুনেছি, '*নিশ্চয়ই মন্ত্র, তাবিচ কবজ এবং জাদুমন্ত্র শিরক্'।* জয়নাব উত্তর দিলেন, "আপনি একথা কেন বলছেন? আমার চোখ স্পন্দিত হ'ত বলে অমুক ইহুদীর কাছে গেলে সে এর উপর একটা মন্ত্র পড়ল এবং এতে স্পন্দন থেমে গেল।" ইব্‌নে মাসুদ উত্তর দিলেন, "নিশ্চয়ই এটা শুধু একটা শয়তানের হাতের খোঁচা, কাজেই তুমি যখন তাকে মন্ত্র দিয়ে বশ করেছ তখন সে ছেড়ে

৭৯. ওয়াকী কর্তৃক সংগৃহীত।

গেছে। রাসূল (সঃ) যেমন পড়তেন এটা পড়াই তোমার জন্য যথেষ্ট হ'তঃ

<< اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما>>

("ইধ্-হাবিল-বা'আস রাব্বান-নাস্ ওয়াশ'ফি আন্তাশ-শাফী লা'শিফা ' ইল্লা শিফা'উক শিফ্ফা'ন লা ইউঘা'ধিরু সাকামা")

হে মানবকুলের প্রতিপালক, দুর্ভোগ দূর কর এবং আমাকে সম্পূর্ণ নিরাময় করে দাও যেহেতু তুমি প্রকৃত উপশমকারী। তোমার চিকিৎসা ছাড়া অন্য কোন চিকিৎসা নাই; যে চিকিৎসার পর অসুখ হয় না। ৮০,৮১

জাদুর উপর রায় ঃ

এই নিষেধাজ্ঞা পূর্বে উল্লেখিত আরব দেশীয় পদ্ধতির মন্ত্র পড়া, তাবিজ কবচ এবং জাদুমন্ত্র রাসূল (সঃ) যার বিরোধিতা করেছিলেন তার মধ্যেই শুধু সীমাবদ্ধ নয়। যেখানেই কোন সামগ্রী একই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় সেখানেই এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য। প্রযুক্তিগত উন্নতি এবং বৈজ্ঞানিক সিদ্ধিলাভ সত্বেও আজকের পাশ্চাত্য সমাজে বিভিন্ন ধরনের জাদুমন্ত্র ব্যবহার বহু বিস্তৃত। বহু তাবিচ কবচ প্রাত্যহিক জীবনে এমন ভাবে গেঁথে গেছে যে, খুব কম লোকই এ বিষয়ে চিন্তা করার জন্য একটু সময় ব্যয় করে। তথাপি যখন তাবিচ কবচের উৎস জন সমক্ষে প্রকাশ করা হয়, তখন এদের মূলে যে শিরক্ তা খুব পরিষ্কার হয়ে যায়। পশ্চিমা সমাজের দু'টি জনপ্রিয় তাবিচ কবজের উদাহরণ নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল ঃ

খরগোশের পা

পশ্চিমা দেশের লক্ষ লক্ষ লোক খরগোশের পেছনের থাবা অথবা সোনা এবং রূপার নকল থাবা সৌভাগ্যের কবচ হিসাবে গলার হারে এবং বালায় পরে।

---

৮০. আয়েশা এবং আনাস উভয় কর্তৃক এই দো'য়া বর্ণিত এবং আল্-বুখারী এবং মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত।

(Sahih Al-Bukhari, Arabic-English vol. 7, pp. 427-8, no. 5, 638-9) and (Sahih Muslim, English Trans, vol. 3, p. 1195, no. 5434)

৮১. আবু দাউদ, আহমদ ইব্‌নে মা'যাহ এবং ইব্‌নে হিব্বান কর্তৃক সংগৃহীত। (Sunan Abu Dawud, English Trans, vol. 3, p. 1089, no. 3874).

খরগোশের পিছনের পা দিয়ে মাটির উপর আঘাত করার অভ্যাস হতে এই বিশ্বাসের উৎপত্তি। প্রাচীন কালের লোকদের মতে, খরগোশরা মাটি আঘাত করার সময় ভূগর্ভস্থ আত্মাদের সঙ্গে কথা বলত। এই কারণে আত্মাদের কাছে কারোর বাসনা জানানো এবং সাধারণভাবে সৌভাগ্য বহনের মাধ্যম হিসাবে খরগোশের পিছনের থাবা সংরক্ষণ করা হ'ত।

ঘোড়ার খুরের নাল

আমেরিকার বহু ঘরের দরজায় ঘোড়ার খুরের নাল পেরেক দিয়ে আটকানো রয়েছে। এছাড়াও খুরের নালার প্রতিকৃতি বালা, চাবির চেইন অথবা কণ্ঠহারে পরা হয় এই বিশ্বাসে যে, এরা সৌভাগ্য নিয়ে আসবে। প্রাচীন গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীতে এই বিশ্বাসের উৎপত্তি পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রীসে ঘোড়াকে পবিত্র প্রাণী বলে গণ্য করা হ'ত। যদি কোন বাড়ির দরজায় ঘোড়ার খুরের নাল ঝুলিয়ে দেয়া হ'ত তাহলে এটা সৌভাগ্য আনবে বলে মনে করা হত। নালের খোলা দিক উপরের দিক করে রাখা হ'ত, যাতে ওটা সৌভাগ্য ধরে রাখতে পারে। তারা বিশ্বাস করত যে, যদি নালার খোলা দিক নীচের দিক ঝুলিয়ে রাখা হয় তাহলে সৌভাগ্য বাইরে ঝরে পড়বে।

যারা জাদুমন্ত্র বিশ্বাস করে তারা সৃষ্টিকৃত বস্তুর উপর দুর্ভাগ্য এড়ানোর জন্য জাদুমন্ত্রের উপর স্বর্গীয় ক্ষমতা আরোপ করে। এইভাবে যারা এই ধরনের বিশ্বাস পোষণ করে তারা যুক্তি দেখায় যে, আল্লাহর সৃষ্টিজগতের মধ্যেই তাঁর রুবূবিয়াহ (প্রতিপালকত্ব) সীমিত। প্রকৃতপক্ষে, তারা জাদুমন্ত্রকে আল্লাহর চেয়েও ক্ষমতাবান মনে করে। কারণ যে দুর্ভাগ্য আল্লাহ ভাগ্যে রেখেছিলেন তা জাদুমন্ত্র দ্বারা রোধ করা সম্ভব বলে তারা মনে করে। সুতরাং জাদুমন্ত্রে বিশ্বাস সুস্পষ্ট শিরক্ যেমন ইব্‌নে মাসুদ পূর্ব বর্ণিত হাদিসে উল্লেখ করেছেন। এই রায় নিম্নোক্ত হাদিস দ্বারা আরও শক্তিশালী হয়ঃ

উশাবা ইব্‌নে ' আমির বর্ণনা দেন যে, দশজন লোকের একটি দল রাসূলের (সঃ) নিকট আসলে তিনি মাত্র নয়জনের আনুগত্যের শপথ (বয়াত) গ্রহণ করলেন। তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, *"হে আল্লাহর রাসূল, কেন আপনি শুধু আমাদের নয়জনের বয়াত গ্রহণ করলেন এবং এই লোককে প্রত্যাখ্যান করলেন?" রাসূল (সঃ) উত্তর দিলেন," নিশ্চয়ই তার কাছে মন্ত্র পড়া তাবিজ আছে? " লোকটি তখন তার আলখিল্লার ভিতর হাত ঢুকিয়ে তাবিজটি বের করল*

এবং ভেঙ্গে ফেলল। যখন রাসূল (সঃ) তার বয়াত গ্রহণ শেষ করলেন, তিনি মুখ ফিরালেন এবং বললেন, " যে কেউ তাবিজ পরে সে শিরক্ করে ।" ৮২

কোরানীয় তাবিজ কবচ ঃ

ইব্‌নে মাসুদ, ইব্‌নে আব্বাস এবং হুদায়ফাহ এর মত সাহাবিগণ সকলেই কোরআন পড়া তাবিজ কবচ পরার বিরোধী ছিলেন। তাবেয়ীনদের (রাসূলের (সঃ) সাহাবাদের ছাত্রগণ) মধ্যে কয়েকজন পন্ডিত ব্যক্তি এ ধরনের তাবিজের অনুমোদন দিয়েছেন কিন্তু বেশীর ভাগই এর বিপক্ষে। অথচ পূর্বোক্ত হাদীসের মূল পাঠ্যাংশে কোরআনীয় তাবিজ বা সাধারণ তাবিজের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। এবং রাসূল (সঃ) কোরআনের আয়াত নিজের শরীরে রেখেছেন বা অন্যকে রাখার অনুমতি দিয়েছেন বলে আমাদের কাছেও কোন দলিল নেই। কোরআনীয় তাবিজ কবচ শরীরে রাখা এবং রাসূল (সঃ) কর্তৃক বর্ণিত শয়তান এড়ানো এবং বান ও যাদু ভেঙ্গে ফেলার পদ্ধতি পরস্পর বিরোধী। সুন্নাহ হল শয়তান নিকটবর্তী হলে কোরআনের কতিপয় সূরা (১১৩ তম এবং ১১৪ তম সূরা ফালাক ও নাস) এবং আয়াত (যথাঃ আয়াতুল্-কুর্‌সী ২ঃ২৫৫) পাঠ করা।৮৩ কোরআন হতে সৌভাগ্য লাভের একমাত্র নির্দেশিত উপায় হল কোরআন পড়া এবং বাস্তবায়ন করা। রাসূল (সঃ) বলেন, *"যে কেউ আল্লাহর কিতাব হতে একটি অক্ষর পড়বে সে একটি নেকী অর্জন করবে এবং প্রত্যেকটি নেকীর মূল্য তার দশ গুণ হবে। আমি বলছি না যে, আলিফ্ লাম মীম একটি অক্ষর বরং আলিফ্ একটি অক্ষর, লাম একটি অক্ষর এবং মীম একটি অক্ষর।"*৮৪ তাবিজের মধ্যে কোরআন পুরে শরীরে রাখা, একটি অসুস্থ লোককে একজন ডাক্তার কর্তৃক প্রেসক্রিপশন (ব্যবস্থাপত্র) দেয়ার মত। প্রেসক্রিপশন পড়ে এবং এর থেকে ওষুধ প্রাপ্তির পরিবর্তে, সে এটাকে একটা বলের মত গোল করে একটি থলিতে ভর্তি করে এবং তার গলায় ঝুলায় এই বিশ্বাসে যে, এটা তাকে সুস্থ রাখবে। যতক্ষণ পর্যন্ত একজন কোরআন পড়া তাবিজ কবচ পরে এই বিশ্বাসে যে, এতে ভূতপ্রেত এড়ান যাবে এবং সৌভাগ্য আসবে ততক্ষণ সে আল্লাহ যা ইতিমধ্যে পূর্বনির্ধারিত করে রেখেছেন তা বাতিল করার জন্য সৃষ্টির কিছু অংশকে ক্ষমতা প্রদান করে। ফলশ্রুতিতে, সে আল্লাহর পরিবর্তে এই

৮২. আত্-তিরমিজী এবং আহমদ কর্তৃক সংগৃহীত।
৮৩. আবু হুরায়রাহ কর্তৃক বর্ণিত এবং আল্-বুখারী কর্তৃক সংগৃহীত (Sahih Al-Bukhari, Arabic-English, vol. 6, p. 491, no. 530)
৮৪. আহমদ এবং আল-হাকিম কর্তৃক সংগৃহীত।

তাবিজ কবচের উপর নির্ভর করে। এটাই হল মন্ত্রপূত তাবিজ কবচ হ'তে উদ্ভূত শিরক্-এর সারাংশ যা নীচের বর্ণনা হতে সহজবোধ্য হয়ে যায়ঃ

ঈসা ইব্নে হামজা বলেন " আমি একদিন আবদুল্লাহ ইব্নে উকাইমের সঙ্গে দেখা করতে এসে তার সঙ্গে হামজাকে দেখে আমি জিজ্ঞাসা করলাম "তুমি কি তামীমাহ (তাবিজ) পর না?" সে উত্তর দিল "আল্লাহ আমাদের ঐসব হতে আশ্রয় দিন। তুমি কি জান না আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেছেন, যে কেউ কণ্ঠহার বা বালা পরে, সে তার উপর নির্ভর করে।" ৮৫

লকেটের মধ্যে ভরে পরার জন্য খালি চোখে পড়া যায় না এমন ক্ষুদ্রাকার কোরআন প্রকাশ শিরককে আহ্বান করে। একইভাবে, অতিক্ষুদ্র, কার্যত দুষ্পাঠ্য, ছাপার অক্ষর দিয়ে লেখা আয়াতুল কুরসী গহনা হিসাবে পরাও শিরক্ উৎসাহিত করে। যারা শুধু শোভাবর্ধনের জন্য এই ধরনের গহনা পরে তারা শিরক্ করে না। কিন্তু বেশির ভাগই ক্ষতিকর প্রভাব হতে রক্ষা পাবার জন্য পরে এবং এই কারণে এই সব কাজ তৌহিদের ইসলামি মূল তত্ত্বের পরিপন্থী শিরক্ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

মুসলমানদের কোরআনকে সৌভাগ্যের জাদুমন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে যেতে হবে। অমুসলমানরা যে ভাবে বিভিন্ন ধরনের তাবিজ কবচ এবং মন্ত্রপূত বালা ব্যবহার করে ঐভাবে গাড়িতে, চাবির চেইনে, বালার কণ্ঠহারে এই সব ঝুলিয়ে রেখে তারা শিরক্-এর দরজা খুলে দেয়। অতএব, যে সব বিশ্বাসের কারণে তৌহিদের খাঁটি ধারণা হরণ হয়ে যায় সে ধরনের বিশ্বাসকে বিশুদ্ধ করতে সচেতন প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

শুভ-অশুভ সংকেত

প্রাক-ইসলামি আরব দেশের লোকেরা পাখি ও প্রাণীর চলাচলের গতিপথকে আশু সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্যের সংকেত বলে মনে করত। এই ধরনের সংকেতের উপর ভিত্তি করে তারা তাদের জীবনের পরিকল্পনা গ্রহণ করত। পাখি ও প্রাণীদের গতিবিধির উপর শুভ অথবা অশুভ সংকেত নির্ণয়ের প্রথাকে আরবী ভাষায় " তিয়ারা" বলা হত যা " তারা" ক্রিয়াপদ হতে গৃহীত এবং যার অর্থ "উড়াল দেয়া"। উদাহরণ স্বরূপ, যদি কোন ব্যক্তির যাত্রা শুরুর সময় একটি পাখি তার উপর দিয়ে উড়ে বাম দিকে চলে যেত, তাহলে সে এটাকে আশু

---

৮৫. ইব্নে মাসউদ কর্তৃক বর্ণিত এবং আহমদ, আত্-তিরমিজী এবং আল-হাকিম কর্তৃক সংগৃহীত।

দুর্ভাগ্যের সংকেত মনে করে ঘরে ফিরে যেত। ইসলাম এই প্রথাগুলি বাতিল করেছে কারণ এগুলি তৌহিদ আল্‌-আস্‌মা ওয়াস-সিফাত এর ভিত ক্ষয় করে ফেলে। কারণ এই প্রথাগুলি ঃ

(১) ইবাদতের প্রক্রিয়া যাকে নির্ভরশীলতা (তাওয়াক্‌কুল্‌) বলা হয় তা আল্লাহ ব্যতীত অন্য দিকে পরিচালিত করে, এবং

(২) ভাল ও মন্দ আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করার এবং আল্লাহ প্রদত্ত নিয়তি এড়ানোর ক্ষমতা মানুষের অথবা সৃষ্ট জিনিষের উপর অর্পণ করে।

যে বুনিয়াদের উপর তিয়ারার নিষিদ্ধকরণ প্রতিষ্ঠিত তাহল রাসূলের (সঃ) নাতি আল্‌-হুসেন বর্ণিত একটি হাদিস যেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, রাসূল (সঃ) বলেছেন, *"যে কেউ তিয়ারা করে অথবা তার নিজের জন্য করেছে, তার নিজের জন্য ভবিষ্যদ্বাণী করিয়েছে অথবা কাউকে সম্মোহিত করেছে, সে আমাদের একজন নয়।"* ৮৬ এখানে " আমাদের" বলতে মুসলিম জনগোষ্ঠী বুঝানো হয়েছে। সুতরাং তিয়ারা এমন একটি কাজ যার উপর বিশ্বাস একজনকে ইসলামের বহির্ভূত করে দেয়। মু'য়াবিয়াহ ইবনে আল-হাকিম কর্তৃক বর্ণিত অন্য একটি হাদিসে রাসূল (সঃ) তিয়ারার ফলাফল বাতিল করে দিয়েছেন। মুয়াবিয়াহ রাসূলকে (সঃ) বললেন " *আমাদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা পাখির শুভ-অশুভ সংকেত মেনে চলে।" রাসূল (সঃ) উত্তর দিলেন "এটা তোমরা নিজেরাই তৈরী করেছ, সুতরাং এটা যেন তোমাদেরকে থামিয়ে না দেয়।"* ৮৭ অর্থাৎ তুমি যা করতে চাও এটা যেন তোমাকে তা করতে বাধা না দেয়। কারণ এ সব সংকেত মানুষের কল্পনা প্রসূত বানানো গল্প যার কোন বাস্তবতা নেই। এতদানুসারে, আল্লাহর রাসূল (সঃ) পরিষ্কার ভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, মহিমাময় আল্লাহ পাখিদের উড়ার গতিপথকে কোন কিছুর সংকেত হিসাবে ঘোষণা দেননি। তাদের গতিবিধির কারণে দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় এই প্রাক-ইসলামি ধারণার সঙ্গে কোন ঘটনার মিল পাওয়া গেলেও কোন সফলতা অথবা দুর্ঘটনা তাদের উড্ডয়নের গতিপথের কারণে হয় না।

সাহাবাগণ (রাসূল (সঃ) এর সহচরবৃন্দ) নিজেদের এবং ছাত্রদের মধ্যে যখনই কেউ পাখির সংকেতের উপর বিশ্বাস আরোপের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন তখনই তা শক্ত ভাবে বাতিল করে দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, ইকরিমাহ

---

৮৬. আত্‌-তিরমিজী কর্তৃক সংগৃহীত।

৮৭. Sahih Muslim (English Trans). vol 4. p. 1209. no. 5532

বললেন, "একদিন যখন আমরা কয়েকজন ইবনে আব্বাসের সঙ্গে বসেছিলাম তখন একটি পাখি আমাদের উপর দিয়ে উড়ে গেল এবং কর্কশ তীক্ষ্ণ শব্দ করল। দলের মধ্যে হতে একজন তখন চিৎকার করে বলে উঠল, " শুভ, শুভ "। ইবনে আব্বাস তাঁকে কঠোর ভাবে তিরস্কার করলেন এই বলে, "এর মধ্যে কোন ভাল বা মন্দ নেই।"[৮৮] অনুরূপভাবে, তাবেয়ীগণ (সাহাবাদের ছাত্ররা) তাদের নিজস্ব ছাত্রগণ কর্তৃক প্রকাশিত শুভ-অশুভ সংকেত সম্পর্কিত সকল রকম বিশ্বাস প্রত্যাখ্যান করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, তাউজ তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে যখন যাত্রাপথে ছিলেন, একটি কাক কর্কশ তীক্ষ্ণ শব্দ করে ওঠে এবং তার সহযাত্রী বলেন, " শুভ"। তাউজ উত্তর দিলেন, " ওতে শুভ কি আছে? তুমি আর আমার সঙ্গে যেয়োনা।"[৮৯]

সহীহ আল্-বুখারী[৯০] হাদিসে অবশ্য রাসূলের (সঃ) নাম করে একটি বর্ণনা দেয়া হয়েছে যার মানে পারতপক্ষে সন্দেহপূর্ণ: "*তিনটি জিনিষের মধ্যে শুভ-অশুভ সংকেত আছে ঃ মহিলাগণ, পিঠে চড়া যায় এমন প্রাণী এবং ঘরবাড়ি।*"[৯১] আয়েশা এই বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করেছেন এই বলে, " যিনি আবুল কাশেমের[৯২] উপর ফোরকান (কোরআন) নাজিল করেছেন তাঁর শপথ, যে ব্যক্তি এই বর্ণনা দিয়েছে সে মিথ্যা বলেছে। আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেছেন যে অজ্ঞ লোকেরা বলত, "*নিশ্চয়ই মহিলাগণ, ঘরবাড়ি এবং বোঝা বহনকারী প্রাণীদের মধ্যে তিয়ারা (অশুভ সংকেত) রয়েছে।*" তারপর তিনি (আয়েশা রাঃ) কোরআনের আয়াত আবৃত্তি করলেন ঃ

﴿ مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْأَرْضِ وَلَا فِىٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِىْ كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا ﴾

"পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদিগের উপর যে বিপর্যয় আসে আমি উহা সংঘটিত করিবার পূর্বেই উহা লিপিবদ্ধ থাকে।"

(সূরা আল্-হাদীদ ৫৭ঃ২২) [৯৩]

---

৮৮. Tayseer al-Azeez al-Hameed পুস্তকের ৪২৮ নং হতে বর্ণিত।
৮৯. সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সংগৃহীত হাদিসসমূহ (পয়গম্বরের ঐতিহ্য সমূহ)।
৯০. Tayseer al-Azeez al-Hameed পুস্তকের ৪২৮ নং হতে বর্ণিত।
৯১. Sahih Al-Bukhari (Arabic-English), vol. 7, pp 447-8, no. 666.
৯২. আবুল কাশেম রাসূল (সঃ)-এরডাক নাম ছিল। এখানে শপথ মানে (আল্লাহর নামে।)
৯৩. আহমদ, আল্-হাকিম এবং ইবনে খুজাইমাহ কর্তৃক সংগৃহীত।

হাদিসটি নির্ভরযোগ্য কিন্তু অন্য আর একটি বর্ণনা হতে এটার আরও সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দেয়া যায়– *যদি অশুভ সংকেত বলে কিছু থাকত, তাহলে সেগুলি ঘোড়া, মহিলা এবং বাস করার স্থানে থাকত।*[৯৪] সুতরাং, রাসূল (সঃ) অশুভ সংকেতের অস্তিত্ব সমর্থন ও অনুমোদন করেননি। বাস্তবে যদি কিছু থাকত তাহলে যে সব ক্ষেত্রে এটা ঘটার সম্ভাবনা বেশী থাকত, তিনি শুধু তারই উল্লেখ করতেন। ঐ সময় মানুষের জীবনে ঐ তিনটি বস্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল বিধায় ঐ তিনটি নামের সঙ্গে পুনঃপুনঃ দুর্ঘটনা ঘটার সম্পৃক্ততা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল। ফলশ্রুতিতে, তাদের মালিকানা গ্রহণ অথবা তাদের মধ্যে প্রবেশ করার সময় রাসূল (সঃ) বিশেষ ধরনের আশ্রয় গ্রহণের সালাত নির্ধারণ করে দিয়েছেন। রাসূল (সঃ) বলেছেন, "*তোমাদের মধ্য হতে যদি কেউ একজন মহিলাকে বিবাহ কর অথবা একটি ভৃত্যের সেবা ক্রয় কর তা হলে তার চূর্ণকুন্তল (মাথার সামনের চুল) ধর, সর্ব মহিমান্বিত আল্লাহর নাম উল্লেখ কর, আশীর্বাদ প্রার্থনা কর, তারপর পড়ঃ*

<< اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذبك من شرها وشر ما جبلتها عليه >>

আল্লাহুম্মা ইন্নি আস-আলুকা খায়রাহা ওয়া খায়রা মা জাবালতাহা আলায়হি ওয়া আ'উযুবিকা মিন্ শার্‌রিহা ওয়া শার্‌রি মা জাবালতাহা আলায়হি।

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছ থেকে তার সর্বোত্তম অংশ চাই যা তুমি তার স্বভাব ধর্মের অংশ হিসাবে তৈরী করেছ। আমি তোমার কাছে তার অনিষ্ট থেকেও আশ্রয় চাই, যে অনিষ্ট তার স্বভাব ধর্মের অংশ হিসাবে দিয়েছ।

যদি সে একটি উট ক্রয় করে তাহলে তাকে উটের কুঁজের সর্বোচ্চ অংশ ধরে এবং অনুরূপভাবে বলতে বল।[৯৫] এও বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সঃ) বলেছেন যে, *যদি কেউ গৃহে প্রবেশ করে তবে তার পড়া উচিত ঃ*

<< أعوذبكلمات الله التامات من شرما خلق >>

---

৯৪. Sahih Al-Bukhari (Arabic-English), p 435, no. 649, Sahih Muslim (English Trans), vol. 4, p 1208, nos. 5528 & 5529 and Sunan Abu Dawud (English Trans), vol. 3, p. 1099, no. 3911.

৯৫. আমর ইবনে শুয়াইব কর্তৃক বর্ণিত এবং আবু দাউদ এবং ইবনে মাযা কর্তৃক সংগৃহীত। (Sunan Abu Dawud, English Trans, vol. 2, p 579, no. 2155)

আউযু বি কালিমাতিল্লাহে আত্-তা'ম্মা'তি মিন্ শাররি মা খালাক।

*আমি আল্লাহর নিখুঁত বাণীর আশ্রয় চাহিতেছি, তিনি যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন উহার অনিষ্ট হইতে।*৯৬

আরও একটি হাদীস আছে যেখানে আপাতঃদৃষ্টিতে শুভ-অশুভ সংকেতকে সমর্থন করা হয়েছে বলে মনে হয় ঃ *আনাস ইব্‌নে মালিক ইয়াহিয়া ইব্‌নে সা'ঈদ এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, একদিন একটি মহিলা আল্লাহর রাসূলের (সঃ) কাছে আসল এবং বলল, " হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! একটি বাড়ী ছিল যাতে অনেক অধিবাসী ছিল এবং তাদের ধনসম্পদের প্রাচুর্য ছিল। তারপর তাদের সংখ্যা কমতে থাকে এবং ধনসম্পদ অদৃশ্য হয়ে যায়। আমরা কি এটাকে পরিত্যাগ করতে পারি? " রাসূল (সঃ) উত্তর দিলেন " পরিত্যাগ কর, কারণ এটার উপর আল্লাহর অভিশাপ আছে। "* রাসূল (সঃ) তাদের জানালেন যে বাড়িটি ছেড়ে দেয়াটা কোন ধরনের তিয়ারা নয় কারণ দুর্ঘটনা এবং নিশ্চয়তার কারণে মানসিকভাবে তাদের কাছে বাড়িটি একটি বোঝা হয়ে গিয়েছিল। এটি একটি স্বভাবগত অনুভূতি যা আল্লাহ মানুষের মধ্যে দিয়েছেন। যখনই মানুষ কোন বস্তু থেকে দুর্ঘটনা অথবা দুর্ভাগ্যের অভিজ্ঞতা লাভ করে, তখন বস্তুটি বাস্তবে কোন দুর্ভাগ্য না ঘটালেও ঐ লোকটির বস্তুটি অপছন্দ করার প্রবণতা হয় এবং এর যতদূরে সরে যাওয়া সম্ভব ততদূরে সরে যেতে চায়। এটা আরও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এই অনুরোধটি করা হয়েছিল তাদের উপর দুর্ঘটনা সংঘটিত হবার আগে নয়, পরে। দুর্ঘটনা সংঘটিত হবার কারণে কোন একটি স্থান অথবা লোকদের উপর আল্লাহর অভিশাপ পতিত হয়েছিল বলে উল্লেখ করা সঠিক হবে। অভিশাপ পতিত হবার অর্থ এই যে তারা যে সব অসৎ কাজ করেছিল তার জন্য তারা আল্লাহ কর্তৃক দন্ডপ্রাপ্ত হয়েছিল। অনুরূপভাবে, যা কিছু দ্বারা সৌভাগ্য এবং কৃতকার্যতা আনীত হয় মানুষের ঐ সব কিছুকে ভালবাসার এবং তাদের কাছাকাছি হবার প্রবণতা দেখা দেয়। এই অনুভূতি স্বয়ং তিয়ারা নয়, যদিও, যখন এটা অপাত্রে স্থাপন করা হয় তখন তিয়ারা এবং শিরক্ ঘটাতে পারে। যখন কোন ব্যক্তিবিশেষ অন্যদের জন্য দুর্ঘটনার কারণ হয়েছিল এমন স্থান এবং বস্তু এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে অথবা যখন অন্যরা যেগুলির মধ্যে সৌভাগ্য পেয়েছিল সেগুলি খুঁজে বের করার চেষ্টা করে তখন তার অবস্থার

---

৯৬. খলাহ বিনতে হাকিম কর্তৃক বর্ণিত এবং মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Muslim, English Trans, vol. 4, p 1421, no. 6521)

পরিবর্তন ঘটে (সে শিরকের দিকে ধাবিত হয়)। সে ঐ স্থান এবং বস্তুগুলিকে সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্যের প্রতীক হিসাবে নেয় এবং এমনকি এক পর্যায়ে সে সেখানে কিছু উপাসনার কাজও সমাধা করতে পারে।

ফা'আল (শুভ সংকেত)

আনাস বর্ণনা দেন যে রাসূল (সঃ) বলেছেন, "*সংক্রমণ*[৯৭] *অথবা তিয়ারা বলে কিছু নেই, কিন্ত আমি ফা'আল পছন্দ করি।" সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, "তাহ'লে ফা'আল কি?" তিনি উত্তর দিলেন, "একটি ভাল শুভ শব্দ।*'[৯৮] বস্তুর মধ্যে অশুভ সংকেতের স্বীকৃতি আল্লাহর সম্বন্ধে খারাপ ধারণা পোষণ এবং শিরক সম্পর্কিত ধারণার উপস্থিতি প্রকাশ করে।

যদিও শুভ সংকেত বিশ্বাসের মধ্যে আল্লাহ্‌র দিকে ঝোঁকার প্রবণতা বিদ্যমান তবুও সৃষ্ট বস্তুর উপর স্বর্গীয় ক্ষমতা আরোপের কারণে শিরক্ ঘটে। এই কারণে রাসূল (সঃ) ফা'ল, একটি শুভ সংকেত, পছন্দ করার কথা প্রকাশ করায় সাহাবাগণ বিস্মিত হয়েছিলেন। যাহোক, রাসূল (সঃ) তাদের জন্য ইসলামিভাবে গ্রহণীয় ফা'লের সীমিত রূপ নির্দেশ করেছেন। এটা হ'ল আশাবাদী শব্দের ব্যবহার। যে রকম, অসুস্থ হ'লে একজনকে "সা'লিম" (ভাল থাকা) অথবা কিছু হারিয়ে গেলে একজনকে " ওয়াজিদ " (যে খুঁজে বেড়ায়) নামে ডাকা। এইগুলি এবং অনুরূপ শব্দাবলি হতভাগ্যদের মধ্যে প্রত্যাশা এবং আশা পুনরুদ্ধার করে এবং শুভ অনুভূতি সৃষ্টি করে।[৯৯] বিশ্বাসীদের সকল সময় আশাবাদী হওয়া অপরিহার্য্য।

---

৯৭. আল্-বুখারী এবং মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত এবং আবু হুরায়রাহ কর্তৃক বর্ণিত অন্য একটি বর্ণনায় রাসূল (সঃ) সংক্রমণের (ছোঁয়াচের) অস্তিত্ব অগ্রাহ্য করেছেন। একজন বেদুইন জিজ্ঞাসা করল," হে আল্লাহর রাসূল(সঃ) মরুভূমিতে স্বাস্থ্যবান এক পাল উটের ঘটনাটি কি? যখন তাদের মধ্যে একটি অসুস্থ উট আনা হয় এবং এর কারণে সকল উট অসুস্থ হয়ে পড়ে? " রাসূল (সঃ) উত্তর দিলেন, "*তা হলে প্রথমটিকে কে সংক্রমিত করেছিল ?*" (Sahih Al-Bukhari, Arabic-English, vol. 7, pp 411-12. no. 612, Sahih Muslim, English Trans, vol. 4, p. 1206, no. 5507 and Sunan Abu Dawud English Trans, vol. 3, p. 1097, no. 3907) ভূতপ্রেত এবং দেবদেবতাদের দ্বারা ছোঁয়াচ সংঘটিত হবার প্রাক-ইসলামি বিশ্বাসের ভিত্তি রাসূল (সঃ) এখানে অগ্রাহ্য করেছেন।

৯৮. আল-বুখারী এবং মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত। Al-Bukhari (Sahih Al-Bukhari, Arabic-English, vol. 7, pp 436. no. 651). and Muslim (Sahih Muslim, English Trans, vol 4, p. 1208 no. 5519). See also Abu Dawud, English Trans. vol. 3, p. 1098, no. 3906)

৯৯. Tayseer al-Azeez al-Hameed, pp. 4345.

শুভ-অশুভ সংকেত সম্বন্ধে ইসলামের রায়

পূর্ববর্তী হাদিস হ'তে স্পষ্টই দেখা যায় যে তিয়ারা হচ্ছে শুভ-অশুভ সংকেতের উপর সাধারণ বিশ্বাস স্থাপন । পাখীর গতিবিধি হ'তে ভবিষ্যদ্বাণী করার নিয়ম রাসূলের (সঃ) সুন্নাহ দ্বারা সম্পূর্ণ ভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। প্রাচীনকালে আরব দেশের লোকেরা পাখী হ'তে সংকেত গ্রহণ করেছে এবং অন্যান্য জাতি অন্যত্র থেকে গ্রহণ করেছে। কিন্তু এ ব্যপারে নীতিনিয়ম একই। যখন এই সব সংকেতের উৎস চিহ্নিত করা যায়, তখন প্রায়ই তাদের মধ্যে শিরক্-এর উপস্থিতি খুব স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। বর্তমান পশ্চিমা সমাজে প্রচলিত অগণিত শুভ-অশুভ সংকেতের কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে দেয়া হলঃ

কাঠে টোকা দেয়া ঃ

যখন কেউ কিছুর জন্য কৃতজ্ঞ হয় এবং আশা করে যে তার ভাগ্য পরিবর্তন করা হবে না তখন সে বলে " কাঠে টোকা দাও " এবং টোকা দেবার উদ্দেশ্যে চারদিকে এক টুকরা কাঠের জন্য তাকায় । এই বিশ্বাসের ভিত্তি হচ্ছে অতীতে ইউরোপের লোকেরা মনে করত যে দেবতারা গাছের ভিতর বাস করে। বৃক্ষ-দেবতার কাছ থেকে অনুগ্রহ লাভের জন্য তারা গাছ স্পর্শ করত। তাদের ইচ্ছা পূরণ হ'লে দেবতাদের ধন্যবাদ জানাবার জন্য তারা পুনরায় গাছ স্পর্শ করত।

লবণ উল্টে পড়া ঃ

লবণ উলটে পড়লে অনেকে বিশ্বাস করে যে শীঘ্রই দুর্ঘটনা আসবে। সে কারণে এটাকে প্রতিহত করার জন্য সে বাম কাঁধের উপর দিয়ে লবণ ছুঁড়ে দেয়। এই সংকেতের উৎস হ'ল লবণের জিনিষ তাজা রাখার ক্ষমতা। এর জাদুকরী শক্তির কারণে প্রাচীন কালের লোকেরা এই বিশ্বাস করত। এইভাবে, উলটে পড়া লবণ অশুভ ঘটনার জন্য সতর্ক সংকেত হয়ে যায়। যেহেতু অশুভ আত্মা একজনের বাম দিকে বাস করে বলে মনে করা হ'ত, উলটে পড়া লবণ বাম কাঁধের উপর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়াটা অশুভ আত্মাকে তুষ্ট করার প্রতীক।

আয়না ভাঙ্গা ঃ

অনেকে বিশ্বাস করে যে আকস্মিকভাবে একটি আয়না ভেঙ্গে যাওয়া সাত বৎসরের জন্য দুর্ভাগ্য আগমনের লক্ষণ। প্রাচীনকালের লোকেরা মনে করত যে পানির উপরে প্রতিবিম্ব তাদের আত্মার। সুতরাং তাদের প্রতিবিম্ব চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে

গেলে (যেমন, পানিতে কেউ ঢিল ছুঁড়লে) তাদের আত্মাও চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। আয়না উদ্ভাবিত হবার পর এই বিশ্বাস আয়নার উপর আরোপিত হয়।

কালো বিড়াল ঃ

অনেকের মতে একটি কালো বিড়াল একজনের সামনে দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করা হল তার উপর দুর্ভাগ্য আসার সংকেত। এই বিশ্বাসের উৎপত্তি হয়েছে মধ্যযুগে যখন মানুষ বিশ্বাস করত যে কালো বিড়াল ডাইনীদের পোষা প্রাণী। ডাইনীরা কালো বিড়ালের মগজের সঙ্গে ব্যাঙ, সাপ এবং পোকামাকড়ের শরীরের অংশ মিশিয়ে মোহিনী (যাদুর) চোলাই শরবত তৈরী করত বলে মনে করা হ'ত। চোলাই শরবত এড়িয়ে কোন বিড়াল সাত বৎসর বেঁচে থাকলে বিড়ালটি ডাইনী হয়ে যেত বলে মনে করা হত।

তের নম্বর সংখ্যা ঃ

আমেরিকায় সংখ্যা ১৩ অমঙ্গলজনক বলে গণ্য করা হয়। এজন্য বহু অট্টালিকার ১৩তম তলাকে ১৪তম তলা বলা হয়। ১৩ তারিখের শুক্রবারকে বিশেষ করে অমঙ্গলজনক বলে মনে করা হয়। বহু লোক এই দিনে ভ্রমণ করা অথবা বিশেষ কোন দেখা সাক্ষাৎ এড়িয়ে চলে। ঐ দিন তাদের ক্ষতিকর কিছু হলে তৎক্ষণাৎ ঐ দিনকে দায়ী করে। এই ব্যাপার সাধারণ মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ বলে কেউ মনে করলে সে ভুল করবে। উদাহরণ স্বরূপ, ১৯৭০ সালের এ্যাপোলো চন্দ্র অভিযান, যা প্রায় দুর্ঘটনার কাছাকাছি পৌঁছে ছিল, তার ফ্লাইট কমান্ডার ফিরে আসার পর ব্যাখ্যা দেন যে কিছু একটা যে ঘটতে যাচ্ছে তা তার জানা উচিত ছিল। তাঁকে যখন কারণ জিজ্ঞাসা করা হল, তিনি উত্তর দিলেন যে ১৩ তারিখ শুক্রবার ১৩.০০ ঘটিকার (অর্থাৎ একটার সময়) উড্ডয়ন সংঘটিত হয় এবং ফ্লাইট নম্বর ছিল এ্যাপোলো ১৩।

এই বিশ্বাসের উৎপত্তি হচ্ছে বাইবেলে বর্ণিত যীশুর শেষ নৈশ ভোজের ঘটনা থেকে। যিশুখৃষ্টের শেষ নৈশভোজে ১৩ জন উপস্থিত ছিলেন। ১৩ জনের মধ্যে একজন হ'ল জুডাস, যে লোক যিশুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল বলে মনে করা হয়। অন্ততঃপক্ষে দুইটি কারণে ১৩ তারিখ শুক্রবারকে বিশেষ করে অমঙ্গলজনক মনে করা হয়। প্রথম, শুক্রবার যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করার কথা ছিল, এবং মধ্যযুগীয় বিশ্বাস হিসাবে শুক্রবার হ'ল ঐ দিন যে দিন ডাইনীরা তাদের সভায় মিলিত হতো।

এইসব বিশ্বাসের মাধ্যমে আল্লাহর ভাল এবং মন্দ ঘটাবার ক্ষমতা তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে ভাগাভাগি করা হয়। দুর্ঘটনা ঘটার আশংকা এবং সৌভাগ্য প্রাপ্তির আশা, যা শুধুমাত্র আল্লাহর উপর আরোপ করা উচিত, তা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুতে আরোপ করা হয় । ভবিষ্যৎ এবং অজানা বিষয়ের জ্ঞানও দাবি করা হয় অথচ এই বৈশিষ্ট্যমূলক গুণাবলি শুধু আল্লাহর। আল্লাহ তাঁর গুণাবলির মধ্যে স্পষ্টভাবে নিজেকে " আলিম আল্-গাইব," (অজানা সম্বন্ধে জ্ঞান সম্পন্ন) বলে উল্লেখ করেছেন। এমনকি আল্লাহ কোরআনে রাসূলের (সঃ) মাধ্যমে বলিয়েছেন যে অদৃশ্য গায়েব সম্বন্ধে জানলে তিনি সকল দুর্ঘটনা এড়িয়ে যেতে পারতেন। (সুরা আল্-আরাফ ৭ঃ১৮৮)।

সুতরাং তৌহিদের সকল গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে শুভ-অশুভ সংকেতে বিশ্বাস সুস্পষ্টভাবে শিরক্-এর শ্রেণীভুক্ত করা যায়। ইব্‌নে মাসু'দ কর্তৃক বর্ণিত আরও একটি হাদিস দ্বারা এই বিষয়টি প্রমাণ করা যায় যেখানে আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেছেন, " *তিয়ারা শিরক্, তিয়ারা শিরক্, তিয়ারা শিরক্।* "১০০ আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আল্-আসও বর্ণনা দিয়েছেন যে রাসূল (সঃ) বলেছেন, " *যে কেউ তিয়ারার কারণে কিছু করা থেকে বিরত হল, সে শিরক্ করল।" সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, " এর প্রায়শ্চিত্ত কি?" তিনি উত্তর দিলেন, " বল ঃ*

<< اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك >>

আল্লাহুমা লা' খাইরা ইল্লা খাইরুক ওয়া লা তাইরা ইল্লা তাইরুক ওয়া লা ইলা'হা গাইরুক।"

(ইয়া আল্লাহ, তুমি প্রদত্ত মঙ্গল ব্যতীত অন্য কোন মঙ্গল নাই এবং তুমি প্রদত্ত পাখী ব্যতীত পাখী নেই এবং তুমি বিনা অন্য কোন ইলাহ নাই। ১০১

পূর্ববর্তী হাদিস হ'তে এটা স্পষ্ট দেখা যায় যে তিয়ারা কোন ভাবেই শুধু পাখীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। সকল প্রকার শুভ-অশুভ সংকেত এর অন্তর্ভুক্ত। স্থান থেকে স্থানে, সময় থেকে সময়ে এই বিশ্বাস গুলির রূপ পরিবর্তিত হলেও এই সব শিরক্-এর ভিত্তি এক।

১০০. আবু দাউদ' আত্-তির্‌মিজি এবং ইবনে মা'যা কর্তৃক সংগৃহীত। (Sunan Abu Dawud, English Trans, vol. 3, pp 1096-7, no. 3901).

১০১. আহমদ এবং আত্ তিরমিজি কর্তৃক সংগৃহীত।

সুতরাং মুসলমানরা এই সকল বিশ্বাস হ'তে উদ্ভুত সকল অনুভূতি সযত্নে এড়িয়ে যেতে নীতিগতভাবে বাধ্য। যদি তারা দেখে যে এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে তারা অচেতন ভাবে কোন কাজ করছে, তাহ'লে তাদের আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত এবং পূর্বে বর্ণিত দু'আ (প্রার্থনা) পড়া উচিত। এ ব্যাপারে এত বাড়াবাড়ি করা তাৎপর্যহীন মনে হ'তে পারে। অবশ্য ইসলাম এই সব ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করে। কারণ এই ধরনের ছোট শিরক্-এর বীজ হতেই বড় শিরক্ জন্ম নেয়। প্রতিমা, মানুষ, নক্ষত্র ইত্যাদি পূজা একই সময়ে আসে নাই। এই ধরনের পৌত্তলিকতা বহু কাল ধরে ক্রমে ক্রমে বিকশিত হয়েছে। যখন গুরুত্বপূর্ণ শিরক্-এর শিকড় গজিয়ে ওঠে এবং বেড়ে উঠতে থাকে তখন মানুষের মধ্যে আল্লাহর এককত্বে বিশ্বাস ক্রমান্বয়ে ক্ষয় প্রাপ্ত হতে থাকে। এইভাবে, শয়তানের বীজ শিকড় গজানোর এবং মুসলমানদের বিশ্বাসের ভিত্তি ধ্বংস করার আগেই উপড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করার লক্ষ্যে ইসলাম মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্রে পথ নির্দেশ প্রদান করে।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ ভাগ্য গণনা

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যে, মানবজাতির মধ্যে অনেকে আছে যারা অদৃশ্য এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জ্ঞানের অধিকারী বলে দাবি করে। তারা বিভিন্ন নামে পরিচিত যেমন, গণক, ভবিষ্যৎ-বক্তা, পূর্ব-পরিজ্ঞেয়ক, দৈবজ্ঞ, যাদুকর, পূর্বাভাষদাতা, দৈববাণী প্রকাশক, জ্যোতিষী, হস্তরেখা বিশারদ ইত্যাদি। গণকরা বিভিন্ন পদ্ধতি এবং মাধ্যম ব্যবহার করে তথ্যাদি বের করে আনার দাবি করে, যার মধ্যে রয়েছেঃ চায়ের পাতা পড়া, রেখা অংকণ, সংখ্যা লেখা, হস্তরেখা-পড়া, রাশিচক্র পরীক্ষা করা, স্ফটিক বলের প্রতি দৃষ্টিপাত, হাড়গোড় ছড়ি ছোড়া (লাঠি চালনা) ইত্যাদি। এই অধ্যায়ে ভাগ্য গণনার বিভিন্ন কৌশল আলোচিত হবে।

গুপ্তবিদ্যা পেশাজীবীগণ যারা অদৃশ্য প্রকাশ করতে এবং ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম বলে দাবি করে তাদের প্রধানতঃ দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে ঃ

(১) যাদের সত্যিকার কোন জ্ঞান বা গুপ্ত বিষয় জানা নেই। কিন্তু সাধারণ ঘটনাবলি যা প্রায় বেশীর ভাগ লোকেরই ঘটে তাই তাদের খরিদ্দারদের বলে। তারা প্রায়ই অনেকগুলি অর্থহীন আচারানুষ্ঠান করে খরিদ্দারদের ধোঁকা দেয় এবং তারপর তারা পরিকল্পিতভাবে সাধারণ অনুমানগুলিই বলে। তাদের কিছু কিছু অনুমান, সাধারণতার কারণে, সচরাচর সত্য হয়ে যায়। বেশীর ভাগ লোকের গুটিকয়েক ভবিষ্যদ্বাণী যা সত্য হয় সেগুলি স্মরণ রাখার প্রবণতা দেখা যায় এবং যেগুলি সত্য হয় না তার বেশীর ভাগই তাড়াতাড়ি ভুলে যায়। এইসব ভবিষ্যদ্বাণীর বেশীর ভাগই মানুষের অবচেতন মনে হারিয়ে যায় এবং শুধুমাত্র কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই সেগুলো মনে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, উত্তর আমেরিকাতে প্রতি বৎসরের শুরুর দিকে প্রসিদ্ধ ভবিষ্যৎ বক্তাদের বিভিন্ন ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী করা একটি সাধারণ আচার হয়ে গিয়েছে। ১৯৮০ সনের বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণীর উপর এক জরিপে দেখা গেছে যে ঐ সবের মধ্যে সবচেয়ে নির্ভুল ভবিষ্যৎ বক্তার মাত্র ২৪ শতাংশ ভবিষ্যদ্বাণী সঠিক হয়েছিল।

(২) দ্বিতীয় দলভুক্ত তারা যাদের জিনের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে। এই দলটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এর সঙ্গে সাধারণতঃ শিরক্-এর মত গুরুতর গুনাহ জড়িত। যারা এই কাজে জড়িত তাদের তথ্যাদি অতি নির্ভুল হয় এবং এইভাবে মুসলমান এবং অমুসলমান উভয়ের মধ্যে একইভাবে সত্যিকার ফিত্না (প্রলোভন) সৃষ্টি হয়।

জিনের জগৎ ঃ

কিছু লোক জিন এর বাস্তবতা অস্বীকার করার চেষ্টা করেছে। জিনের সম্বন্ধে কোরআনে একটি সম্পূর্ণ সূরা, সূরা আল্‌-জিন (৭২ নং সূরা) অবতীর্ণ হয়েছে। ক্রিয়াপদ জান্না, ইয়াজুন্নু ঃ যে গুলির অর্থ অন্তরালে রাখা, আত্মগোপন করা অথবা ছদ্মবেশ পরানো ইত্যাদি হ'তে প্রাপ্ত জিন শব্দের আক্ষরিক অর্থের উপর নির্ভর করে তারা দাবি করে যে জিন হচ্ছে আসলে "চতুর বিদেশী"। অন্যেরা এমনও দাবী করে যে যাদের মগজে কোন মন নেই এবং স্বভাবে অগ্নি প্রকৃতির তারাই জিন। প্রকৃতপক্ষে জিন আল্লাহর অপর একটি সৃষ্টি যারা এই পৃথিবীতে মানুষের সঙ্গে সহ-অবস্থান করে। আল্লাহ মানবজাতি সৃষ্টির পূর্বে জিন সৃষ্টি করেন এবং তিনি মানুষ সৃষ্টির উপাদান হ'তে ভিন্নতর উপাদানের সমষ্টি দিয়ে জিন সৃষ্টি করেছেন

আল্লাহ বলেন ঃ

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ۚ وَالْجَآنَّ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ ﴾

" আমি তো মানুষ সৃষ্টি করিয়াছি ছাঁচে-ঢালা শুষ্ক ঠনঠনে মৃত্তিকা হইতে। এবং ইহার পূর্বে সৃষ্টি করিয়াছি জিন অত্যুষ্ণ বায়ুর উত্তাপ হইতে।"

(সূরা আল্‌-হিজ্‌র ১৫ঃ২৬,২৭)

তাদের জিন নামকরণ করা হয়েছে কারণ তারা মানব জাতির চোখের অন্তরালে রয়েছে। ইব্‌লিছ (শয়তান) জিন জগতের, যদিও আল্লাহ যখন আদমকে সিজ্‌দা করার হুকুম দিয়েছিলেন তখন সে ফেরেশতাদের মধ্যে অবস্থান করছিল। যখন সে সিজ্‌দাহ করতে অসম্মত হ'ল এবং তাকে তার অবাধ্যতার কারণ জিজ্ঞেস করা হল। সে সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

﴿ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۖ خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ﴾

"সে বলিল আমি উহা হইতে শ্রেষ্ঠ। আপনি (আল্লাহ) আমাকে আগুন হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন কর্দম হইতে। "

(সূরা ছোয়াদ ৩৮ ঃ ৭৬)

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা দেন যে রাসূল (সঃ) বলেছেন, *"ফেরেশতাদের আলো হতে সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং জিনদের ধুম্রবিহীন অগ্নি হতে।"* ১০২ আল্লাহ্ আরও বলেন ঃ

﴿ وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ كَانَ مِنَ الْجِنِّ ﴾

"এবং স্মরণ কর, আমি যখন ফেরেশ্তাগণকে বলিয়াছিলাম আদমের প্রতি সিজ্দা কর, তখন সকলেই সিজ্দা করিল ইব্লীস ব্যতীত, সে জিনদিগের একজন।" (সূরা আল্- কাহ্ফ (১৮ঃ৫০)

সুতরাং তাকে প্রত্যাখ্যাত ফেরেশতা (fallen angel) অথবা ফেরেশতাদের একজন মনে করা ভুল হবে।

জিনদের অস্তিত্বের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণতঃ তাদেরকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। রাসূল (সঃ) বলেন,

"তিন রকম জিন আছে ঃ এক রকম যারা সারাক্ষণ আকাশে উড়ে, অন্য আর এক রকম যারা সাপ এবং কুকুর হিসাবে বিদ্যমান এবং পৃথিবীর উপর বসবাসকারী আর এক রকম যারা এক স্থানে বাস করে অথবা উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়ায়।" ১০৩

বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে জিনদের আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় ঃ মুসলমান (বিশ্বাসীগণ) এবং কাফির (অবিশ্বাসীগণ)। আল্লাহ সূরা আল-জিন এ বিশ্বাসী জিনদের সম্বন্ধে বলেন ঃ

﴿ قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ۙ يَّهْدِيْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ؕ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا ۙ وَاَنَّهُ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ۙ وَاَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ﴾

১০২. মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Muslim, English Trans, vol. 4, p. 1540, no. 7134)

১০৩. আত্-তাবারি এবং আল্-হাকিম কর্তৃক সংগৃহীত।

" বল, আমার প্রতি প্রেরিত হইয়াছে যে, জিনদিগের একটি দল মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিয়াছে এবং বলিয়াছে, আমরাতো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করিয়াছি। যাহা সঠিক পথ-নির্দেশ করে; ফলে আমরা ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি। আমরা কখনও আমাদিগের প্রতিপালকের কোন শরীক স্থির করিব না এবং নিশ্চয়ই সমুচ্চ আমাদিগের প্রতিপালকের মর্যাদা, তিনি গ্রহণ করেন নাই কোন পত্নী এবং না কোন সন্তান। এবং যে আমাদিগের মধ্যকার নির্বোধরা আল্লাহর সম্বন্ধে অতি অবাস্তব উক্তি করিত।"

(সূরা আল্-জিন ৭২ : ১-৪)

﴿ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ ۖ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا * وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴾

"আমাদিগের কতক আত্মসমর্পণকারী এবং কতক সীমা লংঘনকারী; যাহারা আত্মসমর্পণ করে তাহারা সুচিন্তিতভাবে সত্য পথ বাছিয়া লয়। অপরপক্ষে, সীমালংঘনকারী তো জাহান্নামেরই ইন্ধন।"

(সূরা আল্-জিন ৭২ : ১৪-১৫)

জিনদের মধ্যে অবিশ্বাসীদের বিভিন্ন নামে উল্লেখ করা হয় : ইফ্রিত্ , শয়তান, ক্বারিন, অপদেবতা, অশুভ আত্মা, আত্মা, ভূতপ্রেত ইত্যাদি। তারা বিভিন্নভাবে মানুষকে ভুল পথে চালিত করার চেষ্টা করে। যারাই তাদের কথা শুনে এবং তাদের জন্য কাজ করে তাদেরকেই মানব শয়তান বলে উল্লেখ করা হয়। আল্লাহ বলেছেন :

﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ ﴾

"এইরূপে মানব ও জিনের মধ্যে শয়তানদিগকে প্রত্যেক নবীর শত্রু করিয়াছি।"

(সূরা আল্-আন্'আম ৬ : ১১২)

প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে স্বতন্ত্র একজন করে জিন রয়েছে যাকে ক্বারিন (সঙ্গী) বলা হয়। এটা মানুষের এই জীবনের পরীক্ষার অংশ বিশেষ। জিনটি তাকে সর্বদা অবমাননাকর কামনাবাসনায় উৎসাহিত করে এবং সার্বক্ষণিকভাবে তাকে ন্যায়নিষ্ঠা হ'তে অন্য দিকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করে। রাসূল (সঃ) এই সম্পর্ককে এভাবে বর্ণনা দিয়েছেন, *"তোমাদের প্রত্যেককে জিনদের মধ্য হতে একজন সঙ্গী দেয়া হয়েছে।" সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, " এমন কি*

আপনাকেও ইয়া আল্লাহর রাসূল ?" এবং রাসূল (সঃ) উত্তর দিলেন, " এমন কি আমাকেও। তবে আল্লাহ আমাকে তার বিরুদ্ধে লড়তে সাহায্য করেছেন এবং সে আত্মসমর্পণ করেছে। এখন সে আমাকে শুধু ভাল করতে বলে।" ১০৪

নবুওতের চিহ্ন হিসাবে পয়গম্বর সুলায়মানকে (সলোমন) জিনদের নিয়ন্ত্রণ করার অলৌকিক ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল। আল্লাহ বলেন ঃ

﴿ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَٰنَ جُنُودُهُۥ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾

" সুলায়মানের সম্মুখে সমবেত করা হইল তাহার বাহিনীকে- জিন, মানুষ ও বিহংগকুলকে এবং উহাদিগকে বিন্যস্ত করা হইল বিভিন্ন ব্যূহে।"

(সূরা আন্‌-নাম্‌ল ২৭ ঃ ১৭)

কিন্তু অন্য কাউকে এই ক্ষমতা প্রদান করা হয় নাই। অন্য কাউকে জিন নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা দেয়া হয়নি এবং কেউ পারেও না। রাসূল (সঃ) বলেছেন, *" যথার্থই গত রাতে জিনদের মধ্য হতে একজন ইফ্‌রিত "* ১০৫ *আমার সালাত ভেঙ্গে দেবার জন্য থু থু নিক্ষেপ করেছিল। যাহোক আল্লাহ তাকে পরাভূত করতে আমাকে সাহায্য করেন এবং যাতে তোমরা সকালে তাকে দেখতে পার সে জন্য তাকে আমি মসজিদের একটি স্তম্ভের সঙ্গে বেঁধে রাখতে চেয়েছিলাম। অতঃপর আমার ভ্রাতা সোলাইমানের দোয়া মনে পড়ল ঃ* **"হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে দান কর এমন এক রাজ্য যাহার অধিকারী আমি ছাড়া কেহ না হয়।"** (সূরা সাদ ৩৮ ঃ ৩৫) ১০৬

মানুষ জিনকে নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম নয় কারণ এই বিশেষ অলৌকিক ক্ষমতা শুধু পয়গম্বর সোলায়মানকে দেয়া হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, আছর অথবা ঘটনাক্রম ছাড়া জিনদের সাথে যোগাযোগ হওয়া বেশীর ভাগ সময়ই নিষিদ্ধ বা

১০৪. মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Muslim, English Trans, vol. 4. p. 1472. no. 675 7)

১০৫. একটি বলিষ্ঠ অথবা শক্তিশালী খারাপ জিন (E.W. Lane, Arabic-English Lexicon, Cambridge, England : Islamic Texus Society, 1984, vol. 2, p. 2089

১০৬. আল-বুখারী এবং মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Al-Bukhari, Arabic-English, vol 1, p.†268, no. 75 and Sahih Muslim, English Trans, vol.1, p. 273, no. 1104)

ধর্মদ্রোহী কাজের মাধ্যমেই হয়।১০৭ এভাবে তলব করে আনা দুষ্ট জিন তাদের সঙ্গীদের গুনাহ্ করতে এবং স্রষ্টাকে অবিশ্বাস করতে সাহায্য করতে পারে। তাদের লক্ষ্য হল স্রষ্টা ছাড়া অথবা স্রষ্টার পাশাপাশি অন্যকে উপাসনা করার মত গুরুতর গুনাহ্ করতে যত বেশী জনকে পারা যায় তত জনকে আকৃষ্ট করা। একবার গণকদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং চুক্তি হয়ে গেলে, জিন ভবিষ্যতের সামান্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা জানাতে পারে। রাসূল (সঃ) বর্ণনা দিয়েছেন জিনরা কি ভাবে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করে। তিনি বর্ণনা দেন যে, জিনরা প্রথম আসমানের উপর অংশ পর্যন্ত ভ্রমণ করত এবং ভবিষ্যতের উপর কিছু তথ্যাদি যা ফিরিশতারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করত তা শুনতে সক্ষম হ'ত। তারপর তারা পৃথিবীতে ফিরে এসে তাদের পরিচিত মানুষের কাছে ঐ তথ্যগুলি পরিবেশন করত।১০৮ মুহাম্মদ (সঃ) এর নবুওত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত এই ধরনের বহু ঘটনা সংঘটিত হ'ত এবং গণকরা তাদের তথ্য প্রদানে খুব নির্ভুল ছিল। তারা রাজকীয় আদালতে আসন লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল এবং প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এমনকি পৃথিবীর কিছু অঞ্চলে তাদের পূজাও করা হ'ত।

রাসূল (সঃ) কর্তৃক ধর্ম প্রচার শুরু করার পর হ'তে অবস্থার পরিবর্তন হয়। আল্লাহ ফিরিশতাদের দিয়ে আসমানের নীচের এলাকা সতর্কতার সঙ্গে পাহারা দেবার ব্যবস্থা করলেন। তারপর হতে বেশীরভাগ জিনদের উল্কা এবং ধাবমান নক্ষত্ররাজি দিয়ে তাড়িয়ে দেয়া হত। আল্লাহ্ এই বিস্ময়কর ঘটনা কোরআনের ভাষায় বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنَٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ۝ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَٰعِدَ لِلسَّمْعِ ۖ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْءَانَ يَجِدْ لَهُۥ شِهَابًا رَّصَدًا ﴾

"এবং আমরা চাহিয়াছিলাম আকাশের তথ্য সংগ্রহ করিতে কিন্তু আমরা দেখিতে পাইলাম কঠোর প্রহরী ও উল্কা পিন্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ; আর পূর্বে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শুনিবার জন্য বসিতাম কিন্তু এখন

---

১০৭. আবু আমিনাহ বিলাল ফিলিপস এর Ibn Taymeeyah's Essay on the Jinn, রিয়াদ তৌহিদ প্রকাশনী, ১৯৮৯, পৃ. ২১।

১০৮. আল-বুখারী এবং মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Muslim, English Trans, vol. 4, p 1210, no. 5538)

কেহ সংবাদ শুনিতে চাহিলে সে তাহার উপর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত জলন্ত উল্কা পিন্ডের সম্মুখীন হয়।" (সূরা আল-জ্বিন ৭২ ঃ ৮,৯)

আল্লাহ্ আরও বলেন ঃ

﴿ وَحَفِظْنَٰهَا مِن كُلِّ شَيْطَٰنٍ رَّجِيمٍ ۝ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَتْبَعَهُۥ شِهَابٌ مُّبِينٌ ﴾

" প্রত্যেক অভিশপ্ত শয়তান হইতে আমি উহাকে রক্ষা করিয়া থাকি; আর কেহ চুরি করিয়া সংবাদ শুনিতে চাহিলে উহার পশ্চাদ্ধাবন করে প্রদীপ্ত শিখা।" (সূরা আল-হিজ্‌র ১৫ ঃ ১৭,১৮)

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, *"যখন রাসূল (সঃ) এবং তাঁর একদল সাহাবা উকাধ বাজারের দিকে রওয়ানা হলেন, তখন শয়তানদের ঐশী খবরাখবর শোনায় বাধা প্রদান করা হ'ল।* উল্কাপিন্ড তাদের উপর ছেড়ে দেয়া হ'ল। ফলে তারা তাদের লোকদের কাছে ফিরে এল। যখন তাদের লোকরা জিজ্ঞাসা করল কি হয়েছিল, তারা তাদের জানালো। কেউ কেউ পরামর্শ দিল যে নিশ্চয়ই কিছু ঘটেছে, কাজেই তারা কারণ খুঁজে বের করার জন্য পৃথিবীর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তাদের কয়েকজন রাসূল (সঃ) এবং তাঁর সাহাবাগণের সালাত রত অবস্থায় দেখতে পেল এবং তারা তাদের কোরআন পড়া শুনলো। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল যে নিশ্চয় এটাই তাদের শোনায় বাধা প্রদান করেছিল। যখন তারা তাদের লোকদের মধ্যে ফিরে গেল তখন তারা বলল, "আমরাতো এক বিস্ময়কর কোরআন শ্রবণ করিয়াছি। যাহা সঠিক পথ- নির্দেশ করে, ফলে আমরা ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি। আমরা কখনও আমাদিগের প্রতিপালকের কোন শরীক স্থির করিব না।" (সূরা আল্-জিন ৭২ ঃ১,-২)[১০৯] এইভাবে রাসূল (সঃ) কর্তৃক ধর্ম প্রচারের পূর্বে জিনরা যে ভাবে সহজে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খবরাখবর সংগ্রহ করত তা আর পারেনি। ঐ কারণে তারা এখন তাদের খবরাখবরের সঙ্গে অনেক মিথ্যা মিশ্রিত করে। রাসূল (সঃ) বলেন, " *জাদুকর অথবা গণকের মুখে না পৌছান পর্যন্ত তারা (জিনরা) খবরাখবর নীচে ফেরৎ পাঠাতে থাকবে। কখনও কখনও তারা খবর চালান করার আগেই একটি*

---

১০৯. আল্-বুখারী, মুসলিম, আত্-তিরমিজী এবং আহমদ কর্তৃক সংগৃহীত।
(Sahih Al-Bukhari Arabic-English, vol. 6, pp 415-6, no. 443 and Sahih Muslim, English Trans, vol. 1, pp 243-44, no. 908.)

*উল্কাপিন্ড তাদের আঘাত করবে। আঘাত প্রাপ্ত হবার পূর্বে পাঠাতে পারলে এর সঙ্গে তারা একশটা মিথ্যা যোগ করবে।"*১১০ আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা দেন যে তিনি আল্লাহর রাসূলের (সঃ) কাছে গণকদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দেন যে ওরা কিছু না ।

আয়েশা (রাঃ) তখন উল্লেখ করলেন যে গণকরা কখনো কখনো যা বলে তা সত্য হয়। রাসূল (সাঃ) বললেন, *"ওতে সত্যতার কিছু অংশ যা জিনরা চুরি করে এবং তার বন্ধুর কাছে বলে; কিন্তু সে এর সঙ্গে একশটি মিথ্যা যোগ করে।"* ১১১

একদিন উমর ইব্‌নে আল্‌-খাত্তাব যখন বসেছিলেন তখন একটি সুদর্শন লোক তাঁর পাশ দিয়ে চলে গেলে তিনি বললেন, " *আমার যদি ভুল না হয়, এই লোকটি এখনও প্রাক-ইসলামি ধর্ম অনুসরণ করছে অথবা বোধ হয় সে তাদের একজন গণক।"* তিনি লোকটিকে তাঁর সামনে আনতে নির্দেশ দিলেন এবং তিনি তাকে তার অনুমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। লোকটি উত্তর দিল, " আমি আজকের মত আর কোন দিন দেখিনি যেদিন একজন মুসলমান এই ধরনের অভিযোগের সম্মুখীন হয়েছে।" উমর (রাঃ) বললেন , " অবশ্যই আমাকে তোমার অবহিত করা উচিত।"লোকটি তখন বলল,."অজ্ঞতার যুগে আমি তাদের গণক ছিলাম।" ঐকথা শুনে উমর জিজ্ঞাসা করলেন, " তোমার মহিলা জিন তোমাকে সবচেয়ে বিস্ময়কর কি বলেছে।" লোকটি তখন বলল, "একদিন, আমি যখন বাজারে ছিলাম, সে উদ্বিগ্ন হয়ে আমার কাছে এসেছিল এবং বলেছিল, " মর্যাদাহানি হবার পর তুমি কি জিনদের হতাশাগ্রস্ত অবস্থায় দেখনি ? তুমি কি দেখনি তাদেরকে (জিনদেরকে) মাদি উট ও তাদের আরোহণকারীদের অনুসরণ করতে ? "১১২ উমর বাধাদানপূর্বক বললেন, " এটা সত্য।" ১১৩

---

১১০. আল্‌-বুখারী, মুসলিম এবং আত্‌-তিরমিজী কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Al-Bukhari Arabic-English, vol. 8, p 150, no. 232)

১১১. আল্‌-বুখারী এবং মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত (Sahih Al-Bukhari, Arabic-English, vol. 1, p 439, no. 657 and Sahih Muslim, English Trans, vol. 4, p 1209, no. 5535)

১১২. জিনদের ফেরেশতাদের উপর আড়ি পাতায় বাধা প্রদান করার পর, কেন বাধা প্রদান করা হ'ল এটা জানার জন্য তাদের আরববাসীদের অনুসরণ করতে হয়েছিল।

১১৩. আল্‌-বুখারী কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Al-Bukhari Arabic-English, vol. 5, p 131-2, no. 206)

জিনরা তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষাকারী মানুষকে আপাতঃ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অবহিত করতে সক্ষম। উদাহরণস্বরূপ, যখন কেউ একজন গণকের কাছে আসে, সে আসার আগে কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল তা গণকের জিন আগত লোকটির ক্বারিনের (প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে নিয়োজিত জিন) কাছ থেকে জেনে নেয়। সুতরাং গণক লোকটিকে বলতে সক্ষম হয় যে সে এটা করবে ওটা করবে অথবা অমুক অমুক জায়গায় যাবে। এই প্রক্রিয়ায় একজন সত্যিকার গণক অপরিচিত লোকের অতীতও পরিপূর্ণভাবে জানতে সক্ষম হয়। সে একজন সম্পূর্ণ অচেনা ব্যক্তির পিতামাতার নাম, কোথায় জন্ম গ্রহণ করেছিল এবং তার ছেলেবেলার আচরণ ইত্যাদি সম্বন্ধে বলতে সক্ষম হয়। অতীত সম্বন্ধে পরিপূর্ণভাবে বর্ণনা দেবার ক্ষমতা, জিন-এর সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে এমন একজন খাঁটি গণকের একটি চিহ্ন। কারণ জিন মুহূর্তের মধ্যে বহু দূরত্ব অতিক্রম করতে এবং গোপন বিষয়, হারানো জিনিষ, অদেখা ঘটনাবলি সম্বন্ধে বহু তথ্যাদি সংগ্রহ করতেও সক্ষম।

কোরআনে বর্ণিত পয়গম্বর সুলায়মান এবং সিবা-র রাণী বিলকিসের গল্পের মধ্যে এই ক্ষমতার সত্যতা পাওয়া যায়। যখন রাণী বিলকিস তাঁকে দেখতে এলেন, তিনি একটি জিনকে রাণীর দেশ থেকে তার সিংহাসন নিয়ে আসতে বললেন। "**এক শক্তিশালী জিন বলিল, " আপনি আপনার স্থান হইতে উঠিবার পূর্বে আমি উহা আনিয়া দিব এবং এই ব্যাপারে আমি অবশ্যই ক্ষমতাবান, বিশ্বস্ত।"** (সূরা আন্-না'মল (২৭ ঃ ৩৯)

ভাগ্য গণনা সম্বন্ধে ইসলামের রায়

প্রচলিত ধর্ম মতের বিরুদ্ধে অপবিত্র বিশ্বাস জড়িত থাকার কারণে ইসলাম ভাগ্য গণনার প্রতি কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে। যারা ভাগ্য গণনায় লিপ্ত তাদের এই নিষিদ্ধ প্রথা পরিত্যাগ করার উপদেশ প্রদান ব্যতীত তাদের সঙ্গে যে কোন ধরনের সম্পৃক্ততার ইসলাম বিরোধিতা করে।

গণক বা জ্যোতিষীর কাছে যাওয়া ঃ

যে কোন প্রকারের গণক দর্শন সম্বন্ধে রাসূল (সঃ) পরিষ্কারভাবে নীতি নির্দ্ধারণ করে দিয়েছেন। হাফ্সা (রাসূলের স্ত্রী) হ'তে সাফিয়া বর্ণনা দেন যে রাসূল (সঃ) বলেছেন, " *যদি কেউ গণকের কাছে যায় এবং তাকে কিছু জিজ্ঞাসা*

*করে তাহলে চল্লিশ দিন ও রাত্রি পর্যন্ত তার সালাত (নামাজ) গৃহীত হবে না।'*১১৪ এই হাদিসে বর্ণিত শাস্তি শুধুমাত্র গণকের কাছে যাবার এবং তাকে কৌতুহল বশতঃ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার কারণেই মুয়াবিয়াহ ইবনে্ আল্-হাকাম আস-সালামীর দ্বারা এই নিষিদ্ধকরণ আরও সমর্থিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, *“হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার কাছে যায়।" রাসূল (সঃ) উত্তর দিলেন, “ তাদের কাছে যাবে না।"* ১১৫

শুধুমাত্র গণকের কাছে যাওয়ার জন্য এ ধরনের কঠিন শাস্তি নির্দিষ্ট করা হয়েছে কারণ এটা ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্বাস করার প্রথম পদক্ষেপ। এর বাস্তবতা সম্বন্ধে সন্দিহান অবস্থায় কেউ যদি সেখানে যায় এবং গণকের কোন ভবিষ্যৎ বাণী সত্য হয়ে যায় তাহ'লে সে নিশ্চিতভাবে গণকের ভক্ত এবং ভবিষ্যদ্বাণীর অতি উৎসাহী বিশ্বাসী ব্যক্তি হয়ে যাবে। কোন ব্যক্তি গণকের শরণাপন্ন হওয়া সত্ত্বেও চল্লিশ দিন সময়কালের বাধ্যতামূলক সালাত (নামাজ) আদায় করতে নীতিগতভাবে বাধ্য। যদিও সে তার এই সালাতের জন্য কোন পুরস্কার পাবে না। যদি সে সব সালাত ত্যাগ করে তাহ'লে সে আরও একটি গুরুতর গুনাহ করল। সংখ্যা গরিষ্ঠ ইসলামি আইনবিদদের মতে এটা চুরি করে অর্জনকৃত বিষয়-সম্পত্তির উপরে অথবা ভিতরে সালাত পড়া সম্বন্ধে প্রদত্ত ইসলামি রায়ের অনুরূপ। তাঁরা ধারণা পোষণ করেন যে বাধ্যতামূলক সালাত আদায় করলে স্বাভাবিক অবস্থায় তা দুই ধরনের ফলাফল দেয় ঃ

(১) ব্যক্তি বিশেষের জন্য ঐ সালাত আদায়ের বাধ্যবাধকতা দূর হয়ে যায়।

(২) এটা তার জন্য পুরস্কার অর্জন করে।

যদি চুরি করে অর্জনকৃত বিষয়-সম্পত্তির উপরে (অথবা ভিতরে) সালাত আদায় করা হয় তাহ'লে সালাত আদায়ের বাধ্যবাধকতা দূর হবে, কিন্তু এটা পুরস্কার বিহীন হবে।১১৬ ফলে, রাসূল (সাঃ) ফরজ নামাজ দু'বার আদায় করা নিষিদ্ধ করেছেন।

---

১১৪. মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত (Sahih Muslim, English Trans, vol. 4, p. 1211, no. 5540)

১১৫. মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত (Sahih Muslim, English Trans, vol. 4, p. 1209, no. 5532)

১১৬. আন্-নাওয়ায়ী কর্তৃক লিখিত Tayseer al-Azeez al-Hameed, পৃষ্টা ৪০৭ হ'তে উদ্ধৃত।

গণকের উপর বিশ্বাস ঃ

গণক অদৃশ্য এবং ভবিষ্যতের খবর জানে এই বিশ্বাস নিয়ে যে কেউ গণকের কাছে যায় সে কুফ্র (অবিশ্বাস) করে। আবু হুরায়রা এবং আল্-হাসান উভয়ে বর্ণনা দিয়েছেন যে রাসূল (সঃ) বলেছেন, "*যে গণকের নিকট যায় এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করে, সে মুহাম্মদের (সঃ) উপর যা নাজিল হয়েছিল তা অবিশ্বাস করলো।*"১১৭ এই ধরনের বিশ্বাস আল্লাহর অদৃশ্য এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞানকে সৃষ্টির উপর আরোপ করে। ফলে, এটি তৌহিদ আল্- আস্মা ওয়াস্-সিফাতকে ধ্বংস করে এবং তৌহিদের এই ক্ষেত্রে এক ধরনের শিরক্ এর নমুনা।

গণকদের লেখা জিনিষ (বই ইত্যাদি) পড়া এবং তাদের কথা রেডিওতে শোনা অথবা টেলিভিশনে দেখা সাদৃশ্যতার (কিয়াস) কারণে কুফরীর মধ্যে পড়ে। বিংশ শতাব্দীতে এ মাধ্যমগুলির ব্যবহার গণকদের ভবিষ্যদ্বাণী প্রচারের সবচেয়ে প্রচলিত ও সহজ পন্থা। আল্লাহ স্পষ্টভাবে কোরআনে উল্লেখ করেছেন যে তিনি ছাড়া অন্য কেউ অদৃশ্য সম্বন্ধে জানেন না, এমন কি রাসূলও (সঃ) না।

আল্লাহ বলেন ঃ

﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ﴾

" অদৃশ্যের কুঞ্জি তাঁহারই নিকট রহিয়াছে, তিনি ব্যতীত অন্য কেহ তাহা জানে না।" (সূরা আল্-আন্'আম ৬ ঃ ৫৯)

তারপর তিনি রাসূল (সঃ)-কে বলেন,

﴿ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ﴾

" বল, আল্লাহ যাহা ইচ্ছা করেন তাহা ব্যতীত আমার নিজস্ব ভালমন্দের উপরও আমার কোন অধিকার নাই। আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানিতাম তবে তো আমি প্রভূত কল্যাণই লাভ করিতাম এবং কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করিত না। " (সূরা আ'রাফ ৭ ঃ১৮৮)

---

১১৭. আহমদ, আল-বায়হাকী এবং আবু দাউদ কর্তৃক সংগৃহীত। (Sunan Abu Dawud, English Trans, vol. 3, p. 1095, n. 3895)

এবং তিনি আরও বলেন ঃ

﴿ قُلْ لاَّيَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلاَّ اللّٰهُ ﴾

" বল আল্লাহ ব্যতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে কেহই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না।" (সূরা আন-নাম্‌ল ২৭ ঃ ৬৫)

সুতরাং পৃথিবীর চারদিকে ভবিষ্যৎদ্রষ্টা, গণক এবং অনুরূপ ব্যক্তিদের দ্বারা ব্যবহৃত বিভিন্ন পদ্ধতি মুলসমানদের মধ্যে নিষিদ্ধ। হস্তরেখা গণনা, আই চিং (I Ching), ভাগ্য বিস্কুট (fortune cookie), চা পাতা, এমন কি রাশিচক্র ও বাইও রিদম প্রোগাম (Bio-rhythm Computer Programs) যারা বিশ্বাস করে তারা দাবি করে যে এগুলি তাদের ভবিষ্যৎ বিষয়ক সংবাদ প্রদান করতে সক্ষম। যদিও, আল্লাহ স্পষ্টভাবে এবং জোরের সঙ্গে বলেছেন যে একমাত্র তিনিই অদৃশ্য সম্বন্ধে জ্ঞাত ঃ

﴿ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ۚ وَيَعْلَمُ مَافِى الْاَرْحَامِ ۖ وَمَاتَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَاتَدْرِى نَفْسٌ ۢبِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴾

" নিশ্চয়ই কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহর নিকট রহিয়াছে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যাহা জরায়ুতে আছে। কেহ জানে না আগামী কল্য সে কি অর্জন করিবে এবং কেহ জানে না কোন স্থানে তাহার মৃত্যু ঘটিবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত।" (সূরা লুকমান ৩১ ঃ ৩৪)

সুতরাং পুস্তক, পত্রিকা, সংবাদপত্র এমন কি ব্যক্তিবিশেষ যেগুলি কোন না কোন ভাবে দাবি করে যে তাদের ভবিষ্যৎ অথবা অদৃশ্য সম্বন্ধে জ্ঞান আছে, তাদের সঙ্গে আচার ব্যবহার এবং যোগাযোগে মুসলমানদের অবশ্যই অতি সর্তকতা অবলম্বন করা উচিত। যেমন, একজন মুসলমান আবহাওয়াবিদ কর্তৃক আগামীকালের বৃষ্টি, তুষারপাত অথবা আবহাওয়ার অন্য কোন অবস্থা প্রচার করার সময় " ইন্‌শা আল্লাহ্ (যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন)" শব্দসমষ্টি যোগ করা উচিত। এইভাবে যখন কোন মুসলমান মহিলা ডাক্তার তার রোগীকে জানায় যে সে নয় মাসের মধ্যে অথবা অমুক দিনে একটি সন্তান প্রসব করবে তখন ডাক্তারের " ইন্‌শা আল্লাহ্" শব্দসমষ্টি ব্যবহার করার বিষয় লক্ষ্য রাখা উচিত। যেহেতু এই ধরনের বক্তব্য পরিসংখ্যান ভিত্তিক অনুমান মাত্র।

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ জ্যোতিষশাস্ত্র

অতীতের মুসলমান পন্ডিতগণ নক্ষত্র এবং গ্রহ সংক্রান্ত গণনার বিষয়াদি সমষ্টিগতভাবে " তান্‌যীম" বলে উল্লেখ করেছেন এবং ইসলামি আইন অনুসারে বিশ্লেষণ এবং শ্রেণীবিন্যাস করার লক্ষ্যে একে প্রধান তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন।

(১) প্রথম শ্রেণী এই বিশ্বাস প্রকাশ করে যে পার্থিব সত্তাদি জ্যোতিষ্কমন্ডলী দ্বারা প্রভাবান্বিত এবং এদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে ভবিষ্যৎ ঘটনাবলি আগাম বলা সম্ভব।১১৮ এই বিশ্বাস যা জ্যোতিষশাস্ত্র নামে পরিচিত, জানা মতে যিশুখৃস্টের জন্মের তিন হাজার বছর আগে মেসোপটেমিয়ায় সূচনা হয় এবং গ্রীক সভ্যতার বলয়ে পূর্ণতা লাভ করে। একটি পুরাতন মেসোপটেমিয় পদ্ধতি খৃষ্টীয় ষষ্ট শতাব্দীতে ভারত এবং চীন দেশে পৌঁছে যায়, যদিও চীনে শুধু নক্ষত্র দ্বারা ভবিষ্যৎ গণনার পদ্ধতি রপ্ত করা হয়। মেসোপটেমিয়াতে জ্যোতিষশাস্ত্র একটি রাজকীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য হ'ত যার দ্বারা আকাশে দৃশ্যমান প্রতীক চিহ্নের মাধ্যমে রাজা এবং তার রাজ্যের কল্যাণ সম্পর্কিত শুভ-অশুভ সংকেত বের করা হ'ত। মেসোপটেমিয়ার এই বিশ্বাসের মূলে ছিল যে জ্যোতিষমন্ডলী হ'ল ক্ষমতাবান দেবতাসমূহ। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে যখন এসব নক্ষত্র-দেবতারা গ্রীসে পরিচিত হ'ল তখন তারা গ্রীক দেশীয় গ্রহ সম্বন্ধীয় বিদ্যার উৎস হয়ে যায়। গ্রীক দেশে ভবিষ্যত জানার বিজ্ঞান হিসাবে জ্যোতিষশাস্ত্র রাজকীয় পরিষদের বাইরেও ধনী-সামর্থ্যবানদের ভিতর প্রবেশ করেছিল।১১৯

দুই হাজার বৎসরের বেশী সময় ধরে জ্যোতিষশাস্ত্র ধর্ম, দর্শন এবং তৎকালীন খৃষ্টীয় ইউরোপের পৌত্তলিক বিজ্ঞানে প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছিল। তের শতাব্দীর ইউরোপের দান্তে এবং সেন্ট থমাস আকুইনাস উভয়ে তাদের নিজস্ব দর্শনে জ্যোতিষতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় হেতুবাদ (astrological causation) গ্রহণ করেছিল। সাবিয়ানরা, যাদের কাছে পয়গম্বর ইব্রাহিমকে (আঃ) (আব্রাহাম) পাঠানো হয়েছিল, তারাও এই বিশ্বাস পোষণ করত। সাবিয়ানরা সূর্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্ররাজির উপর দেবত্ব আরোপ করে তাদের সামনে সেজদায় নত হ'ত। তারা প্রার্থনা করার জন্য বিশিষ্ট স্থান নির্মাণ করেছিল যেখানে জ্যোতিষমন্ডলীর প্রতীক

---

১১৮. Tayseer al-Azeez al-Hameed, p 441.

১১৯. William D. Halsey (ed), Collieris Encyclopedia,(USAR) Croawell-Collier Educational Corporation, 1970), vol. 3, p. 103.

হিসাবে মূর্তি এবং ছবি রাখা হ'ত। তাদের বিশ্বাস ছিল যে জ্যোতিষমন্ডলীর আত্মারা মূর্তিদের মধ্যে নেমে আসত, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করত এবং মানুষের চাহিদা পূরণ করত ।১২০

এই ধরনের জ্যোতিষশাস্ত্র কুফ্‌র (অবিশ্বাস) বলে গণ্য করা হয় কারণ এটা "তৌহিদ আল্-আসমা ওয়াস-সিফাতকে" (আল্লাহর নাম ও গুণাবলির এককত্ব) ধ্বংস করে দেয়। এই ধরনের বিশ্বাস গ্রহ, নক্ষত্র এবং ছায়াপথের উপর আল্লাহর কিছু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুণাবলি আরোপ করে, যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হ'ল কদ্‌র (ভাগ্য)। যারা জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চা করে তারাও কুফ্‌র করে। কারণ তারা দাবী করে যে ভবিষ্যত বলার জ্ঞান তাদের আছে- যা শুধুমাত্র আল্লাহ্‌ই জানেন। তারা নিজেদের উপর আল্লাহ্‌র কতিপয় স্বর্গীয় জ্ঞানের গুণাবলী আরোপ করে এবং আল্লাহ্ কর্তৃক পূর্ব নির্ধারিত ভাগ্যের ভাল মন্দ পরিবর্তনের মিথ্যা আশ্বাস দেয়। ইব্‌নে আব্বাসের হাদিসের উপর ভিত্তি করে জ্যোতিষবিদ্যাকে হারাম করা হয়েছে। এই হাদিসে রাসূল (সঃ) বলেছেন, "*যে জ্যোতিষশাস্ত্রের যে কোন শাখার জ্ঞান অর্জন করল, সে যাদুবিদ্যার একটি শাখার জ্ঞান লাভ করল। সে জ্ঞান যতই বাড়ালো, তার গুনাহ্ ততই বৃদ্ধি পেল।*"১২১

(২) দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত তারা যারা দাবি করে যে, জ্যোতিষ্কমন্ডলীর গতিবিধি এবং আপেক্ষিক অবস্থান পার্থিব ঘটনাবলি সংঘটনের নির্দেশ দেবে বলে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি প্রকাশ করেছেন। যে সব মুসলমান জ্যোতিষবিদ ব্যাবেলনীয় বিজ্ঞানের জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর শিক্ষা গ্রহণ করেছিল এবং চর্চা করত, তারা এই মতবাদে বিশ্বাস করতো। উমাইয়া বংশের শেষের দিকের এবং আব্বাসীয় বংশের প্রথম দিকের খলিফাদের দ্বারা জ্যোতিষশাস্ত্র রাজ দরবারে চালু করা হয়। দরবারে প্রত্যেক খলিফার পাশে একজন জ্যোতিষবিদ থাকত, যে খলিফাকে দৈনন্দিন কাজকর্মে পরামর্শ প্রদান করত এবং আশু বিপদ হ'তে সতর্ক করে দিত। যেহেতু মুসলমান জনগণের কাছে জ্যোতিষশাস্ত্রের মৌলিক আকার কুফ্‌র হিসাবে গণ্য হ'ত, যে সব মুসলমান এর চর্চা করতে চাইতো তারা ইসলামি ভাবে এটি গ্রহণীয় বলে দেখানোর জন্য একটা আপোস-মিমাংসা করল। ফলে, জ্যোতিষতত্ত্ব সম্বন্ধীয় পূর্বাভাস আল্লাহর ইচ্ছাশক্তির উপর আরোপ করা হ'ল।

---

১২০. Tayseer al-Azeez al-Hameed, p. 441

১২১. আবু দাউদ এবং ইব্‌নে মা'জাহ কর্তৃক সংগৃহীত। (Sunan Abu Dawud, English Trans,Vol. 3, p. 1095. no. 3896)

তবে এই আকারেও জ্যোতিষশাস্ত্র হারাম (নিষিদ্ধ) এবং এর চর্চাকারীকে কাফির (অবিশ্বাসী) বলে গণ্য করা উচিত। কারণ এই বিশ্বাস এবং পৌত্তলিকদের বিশ্বাসের মধ্যে সত্যিকার কোন পার্থক্য নেই। জ্যোতিষমন্ডলীকে আল্লাহর ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে এবং যারা তাদের আপেক্ষিক অবস্থান ব্যাখ্যা করতে পারে বলে দাবি করে, তারা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জ্ঞানের অধিকারী বলে দাবি করে- যা একমাত্র আল্লাহর দ্বারাই সম্ভব। যাহোক, পরবর্তিকালের কিছু পন্ডিত স্বর্গীয় আইন প্রয়োগে শিথিল হয়ে পড়েন এবং যেহেতু এটা বহু মুসলমানদের মধ্যে বহুল প্রচলিত গ্রহণীয় বিশ্বাসে পরিণত হয় তারা এই আকারের জ্যোতিষশাস্ত্র অনুমোদন করা শুরু করেন।

(৩) তৃতীয় এবং শেষ শ্রেণী হ'ল নক্ষত্রের বিন্যাস ব্যবহার করে নাবিক অথবা মরুভূমির পথিক কর্তৃক তাদের দিক নির্ণয় অথবা কৃষক কর্তৃক শস্য রোপনের মৌসুম আগমনের সময় নির্দ্ধারণ, ইত্যাদি।১২২ এইগুলি এবং অনুরূপ বাস্তব ব্যবহার জ্যোতির্বিদ্যার একমাত্র বিষয় যা কোরান এবং সুন্নাহ মতে মুসলমানদের জন্য হালাল। নিম্নে বর্ণিত কোরআনের আয়াত হ'ল এই ব্যতিক্রমের ভিত্তি ঃ

﴿ وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِىْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴾

" তিনিই তোমাদিগের জন্য নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তদ্দ্বারা স্থলের ও সমুদ্রের অন্ধকারে তোমরা পথ পাও।" (সূরা আল্-আন্'আম ৬ ঃ ৯৭)

আল্-বুখারী কাতাদাহ্১২৩ এর বক্তব্য হ'তে নিম্নোক্ত বর্ণনা দিয়েছেন ঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ নক্ষত্র রাজি সৃষ্টি করেছেন দিগ্দর্শন করা এবং শয়তানকে পাথর মারার জন্য। সুতরাং যারা নক্ষত্ররাজির কাছ থেকে এর চেয়ে বেশী কিছু চায়, তারা লাগামহীন অনুমান করে। সে তার ভাগ্য হারায়, মঙ্গলজনক জীবনের অংশ হারায় এবং যে বিষয়ে তার জ্ঞান নেই তা তার নিজের উপর আরোপ করে। যারা তা করে তারাই আল্লাহর আদেশ সম্বন্ধে অজ্ঞ। তারা নক্ষত্র দিয়ে সুচতুর অনুমান উদ্ভাবন করে দাবি করে যে অমুক অমুক নক্ষত্রের সময়কালে বিবাহ করলে এটা বা ওটা ঘটবে, অমুক অমুক নক্ষত্রের সময়কালে ভ্রমণ করলে

১২২. Tayseer al-Azeez al-Hameed, p. 447-8

১২৩. রাসূলের (সঃ) সাহাবাগণের কাছে যারা শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে একজন শীর্ষস্থানীয় সুশিক্ষিত ব্যক্তি।

এটা বা ওটা দেখবে। আমার জীবনকালে প্রত্যেক নক্ষত্রের নীচে লাল, কাল, লম্বা, বেঁটে, কুৎসিত এবং সুদর্শন প্রাণী জন্ম গ্রহণ করেছে। কিন্তু নক্ষত্র, প্রাণী অথবা পাখীদের কেউই অদৃশ্য সম্বন্ধে অবহিত নয়। যদি কাউকে শিক্ষা দিতে হ'ত তাহলে আল্লাহ আদম (আঃ) -কে শিখিয়ে দিতেন। তিনি তাঁর নিজের হাতে তাকে সৃষ্টি করেছেন, ফেরেশতাদের দিয়ে তাকে সিজ্‌দা করিয়েছেন এবং সকল বস্তুর নাম শিখিয়েছেন।"

কাতাদাহ্ সূরা আল্-আন্আমের ৯৭ নম্বর আয়াতের উপর ভিত্তি করে নক্ষত্র ব্যবহারের যে সীমাবদ্ধতা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই সীমাবদ্ধতা নিম্নোক্ত আয়াতের উপর ভিত্তি করেও করা হয়েছে ঃ

﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَٰبِيحَ وَجَعَلْنَٰهَا رُجُومًا لِّلشَّيَٰطِينِ ﴾

" আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করিয়াছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং উহাদিগকে করিয়াছি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ।"

(সূরা আল্-মুল্ক ৬৭ ঃ ৫)

রাসূল (সঃ) ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, জিনরা অনেক সময় নীচের আসমান পর্যন্ত ভ্রমণ করে পৃথিবীতে সংঘটিত হবে এমন সব ঘটনা নিয়ে আলোচনারত ফেরেশতাদের আলাপ আলোচনা আড়ি পেতে শোনে। জিনরা পরে পৃথিবীতে ফিরে আসে এবং যারা অদৃশ্য সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করার সঙ্গে জড়িত তাদের অবহিত করে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে,আল্লাহ কদাচিৎ দ্রষ্ট উপলক্ষ ছাড়া বেশীর ভাগ জিনদের আড়ি পাতা বন্ধ করার জন্য কক্ষচ্যুত নক্ষত্র (উল্কাসমুহ) ব্যবহার করেন। ফলে, রাসূল (সঃ) বলেন, ঐ গণকদের ভবিষ্যদ্বাণী মাত্র কয়েকটি সত্যের সঙ্গে শত শত মিথ্যার সংমিশ্রণ ।[১২৪] সুতরাং, মুসলমানগণ আল্লাহ কর্তৃক স্পষ্টভাবে নিরূপিত সংজ্ঞা অথবা যেগুলি এই সব সংজ্ঞার সঙ্গে সম্পৃক্ত সেগুলি ছাড়া অন্য কিছুর জন্য নক্ষত্রের ব্যবহার হ'তে বিরত থাকতে নৈতিকভাবে বাধ্য।

---

১২৪. সহীহ আল্-বুখারী এবং মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Al-Bukhari, Arabic-English, vol. 7, p. 439, no. 657 and Sahih Muslim, English Trans. vol. 4, p. 1209, no. 5535)

মুসলমান জ্যোতিষীর যুক্তি প্রদর্শন

জ্যোতিষবিদ্যার সঙ্গে জড়িত মুসলমানগণ তাদের চর্চাকে সমর্থন ও ন্যায্যতা প্রতিপাদন করার জন্য কোরআনের কিছু আয়াত ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে। যেমন, সাম্প্রতিক সময়ে সূরা আল্-বুরূয্ ইংরেজীতে অনুবাদ করা হয়েছে "রাশিচক্র প্রতীকের অধ্যায় হিসাবে ১২৫ এবং প্রথম আয়াতকে অনুবাদ করা হয়েছে এভাবে যে আল্লাহ্ শপথ করেছেন " রাশিচক্র প্রতীকের নামে"। এটা অবশ্যই "বুরূয্" শব্দের ভ্রান্ত অনুবাদ। শব্দটির সত্যিকার অর্থ "নক্ষত্রের আপেক্ষিক অবস্থান," এবং "রাশিচক্র প্রতীক" নয়। রাশিচক্র সংক্রান্ত প্রতীক কেবল মাত্র জীবজন্তুর প্রতিরূপ যা প্রাচীন ব্যাবেলনিয় এবং গ্রীকবাসীগণ নক্ষত্র সম্বন্ধীয় আপেক্ষিক অবস্থানের ব্যাপারে ব্যবহার করেছিল। সুতরাং, নক্ষত্র-পূজার ধর্মশূন্য আচারঅনুষ্ঠানকে সমর্থন দেবার জন্য এই সূরাকে কোন ভাবেই ব্যবহার করা যেতে পারে না। কল্পিত চিত্রের সঙ্গে নক্ষত্র-সম্বন্ধীয় আপেক্ষিক অবস্থানের কোন সম্পর্ক নেই। শুধু তাই নয়, যতই দিন যাবে মহাশূন্যে নক্ষত্ররাজির বিচলনের জন্য তাদের আপেক্ষিক অবস্থানের আমূল পরিবর্তন ঘটবে।

আগেকার দিনে, খলিফাদের দরবারে জ্যোতিষশাস্ত্র সমর্থন করার জন্য সূরা আন্-নাহ্ল এর নিম্নলিখিত আয়াত ব্যবহার করা হ'ত ঃ

﴿ وَعَلَٰمَٰتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴾

"এবং পথ নির্ণায়ক চিহ্ন সমূহ আর নক্ষত্রের সাহায্যে তাহারা সঠিক পথে চলিত।" (সূরা আন্-নাহ্ল ১৬ ঃ১৬)

"মুসলমান জ্যোতিষবিদগণ দাবি করেন যে এই আয়াতের অর্থ হ'ল নক্ষত্রসমূহ অদৃশ্য উদঘাটন করার প্রতীক এবং এই জ্ঞান অর্জন করে জনগণকে ভবিষ্যতের পথ-নির্দেশ দেয়া যেতে পারে। ১২৬

তবে, ইব্নে আব্বাস, যাঁকে রাসূল (সঃ) তুর্জুমান আল্-কুরান (কোরআনের অর্থের অনুবাদক) বলে আখ্যায়িত করেছিলেন, তিনি আয়াতে উল্লেখিত "প্রতীক

১২৫. A Yusuf Ali, The Holy Quran (Trans), (Beirut : Daar al-Quraan al-Kareem), p. 1714

১২৬. Tayseer al-Azeez al-Hameed, p. 444

চিহ্ন" কে দিনের বেলার "পথ-চিহ্ন" অথবা "স্থলোপরি চিহ্ন" (landmark) বলে অর্থ করেছেন। ঐ গুলি কখনই নক্ষত্র সম্পর্কিত নয়। তিনি আরও বলেন যে," **নক্ষত্রের সাহায্যে তাহারা সঠিক পথে চলিত**" অর্থ হল তারা রাতে সমুদ্র এবং জমির উপর ভ্রমণকালে নক্ষত্রাদি দ্বারা পথ নির্দেশিত হয়।[১২৭] অন্য অর্থে, এই আয়াতের মানে সূরা আল্-আন্'আম এর ৯৭ নম্বর আয়াতের অনুরূপ।

যাহোক, এই আয়াত বা কোরআনের অন্যান্য আয়াত ব্যবহার করে জ্যোতিষবিদ্যা সংক্রান্ত অপ্রকৃত বিজ্ঞান অধ্যয়ন এবং এর প্রয়োগ সমর্থন করা, সম্পূর্ণভাবে অকার্যকর। এটা কোরআনের অন্যান্য অসংখ্য আয়াতে স্বীকৃত একমাত্র আল্লাহই যে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জ্ঞাত তা অস্বীকার করে এবং সুস্পষ্টভাবে বিরোধিতা করে অসংখ্য হাদিসকে যেখানে জ্যোতিষবিদ্যা সংক্রান্ত অপ্রকৃত বিজ্ঞান শিখতে এবং বিশ্বাস করতে নিষেধ করা হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, রাসূলের (সঃ) সাহাবী ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন যে তিনি বলেছেন, *"যে জ্যোতিষশাস্ত্রের একটি শাখা সম্বন্ধে শিক্ষা গ্রহণ করল, সে জাদুবিদ্যার একটি শাখার শিক্ষা গ্রহণ করল।[১২৮]* আবু মাহ্যামও উল্লেখ করেন যে রাসূল (সঃ) বলেছেন, *" আমার সময়ের পর আমার জাতির জন্য আমি যা সবচেয়ে বেশী আশংকা করি তা হল ঃ তাদের নেতাদের অবিচার, নক্ষত্রে বিশ্বাস এবং স্বর্গীয় নিয়তিকে অস্বীকার।"[১২৯]*

সুতরাং, ইসলামে জ্যোতিষশাস্ত্র বিশ্বাস করা এবং চর্চা করার কোন ভিত্তি নেই। যারাই তাদের নিজস্ব অসাধু আকাঙ্ক্ষা নিজের উপযোগী করার জন্য ধর্মীয় পুস্তকের বিষয়বস্তু বিকৃত করে তারা প্রকৃতপক্ষে ইহুদীদেরই অনুকরণ করে। ইহুদীরা প্রাসঙ্গিকতার বাইরে তৌরাতের আয়াতের অর্থ সজ্ঞানে পরিবর্তন করেছিল।[১৩০]

---

১২৭. ইব্‌নে যারীর আত্-তাবারীর তাফসীরের পুস্তক " যা'মি আল্-বাইয়ান ' আন ত'য়ীল আল্-কুরআন "হ'তে সংগৃহীত। (Jaami al-Bayaan an Taiweel al-Quriaan, Egypt: al-Halahee Publishing , 1968, vol. 14, p. 91)

১২৮. আবু দাউদ এবং ইব্‌নে মা'যা কর্তৃক সংগৃহীত। (Sunan Abu Dawud, English Trans, vol. 3, p. 1095, no. 3896)

১২৯. ইব্‌নে আছা'কির কর্তৃক সংগৃহীত এবং আস্-সয়ূতি কর্তৃক সমর্থিত। (Quoted in Tayseer al-Azeez al-Hameed, p. 445)

১৩০. সূরা আন্-নিসা ৪ঃ৪৭ এবং সূরা আল্-মা'য়েদা ৫ ঃ১৩ এবং ৪১ দেখা যেতে পারে।

রাশিচক্র সম্বন্ধে ইসলামের রায়

আগেও উল্লেখ করা হয়েছে যে জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চা শুধু হারামই নয় একজন জ্যোতিষবিদের কাছে যাওয়া এবং তার ভবিষ্যদ্বাণী শোনা, জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর বই কেনা অথবা একজনের কোষ্ঠী যাচাইও নিষেধ। যেহেতু জ্যোতিষশাস্ত্র প্রধানত ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য ব্যবহৃত হয়, যারা এই বিদ্যা চর্চা করে তাদের জ্যোতিষী বা গণক বলে গণ্য করা হয়। ফলস্বরূপ, যে তার রাশিচক্র খোঁজে সে রাসূল (সঃ) প্রদত্ত বিবৃতির রায়ের অধীনে পড়েঃ *"যে গণকের কাছে যায় এবং কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে তার চল্লিশ দিন ও রাত্রির নামাজ গ্রহণযোগ্য হবে না।"*১৩১

এমনকি জ্যোতিষের বক্তব্যের সত্যতায় সন্দিহান হওয়া সত্ত্বেও একজনের শুধু তার কাছে যাওয়া এবং প্রশ্ন করার শাস্তি এই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। যদি কেউ জ্যোতিষ-সংক্রান্ত তথ্যাদির সত্য মিথ্যায় সন্দিহান হয়, তবে সে আল্লাহর পাশাপাশি অন্যরাও হয়তো অদৃশ্য এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জানে বলে সন্দেহ পোষণ করে। এটা এক ধরনের শিরক্। কারণ আল্লাহ স্পষ্ট করে বলেছেন ঃ

﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ﴾

" অদৃশ্যের কুঞ্জি তাঁহারই নিকট রহিয়াছে, তিনি ব্যতীত কেহ জানে না।"

(সূরা আল্-আন্আম ৬ ঃ ৫৯)

﴿ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللّٰهُ ﴾

" বল আল্লাহ ব্যতীত আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে কেহই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না।"

(সূরা আন্-নাম্ল ২৭ ঃ ৬৫)

যতই জ্যোতিষ বলুক অথবা যা কিছুই জ্যোতিষশাস্ত্রের বইয়ে থাকুক, কেউ তার রাশিচক্রে প্রদত্ত ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্বাস করলে সে সরাসরি কুফরি (অবিশ্বাস) করে। কারণ রাসূল (সঃ) বলেছেন, *"যে একজন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা অথবা গণকের নিকট গেল এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করল, মুহাম্মাদের নিকট যা অবতীর্ণ হয়েছিল সে তা অবিশ্বাস করল।"*১৩২

---

১৩১. হাফ্সা কর্তৃক বর্ণিত এবং মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Muslim, English Trans, vol. 4, p. 1211, no. 5540)

১৩২. আবু হুরায়রাহ কর্তৃক বর্ণিত এবং আহমদ ও আবু দাউদ কর্তৃক সংগৃহীত। (Sunan Abu Dawud, English Translation, vol. 3, p. 1095, no. 3895)

পূর্বে বর্ণিত হাদিসের মত এই হাদিসে শাব্দিকভাবে গণকের সম্বন্ধে উল্লেখ করা হলেও জ্যোতিষবিদদের জন্যও সমভাবে প্রযোজ্য। উভয়ই ভবিষ্যতের জ্ঞানের অধিকারী বলে দাবি করে। জ্যোতিষবিদদের দাবি সাধারণ গণকদের তৌহিদের বিরোধিতা করার মত। সে দাবি করে যে মানুষের ব্যক্তিত্ব নক্ষত্র দ্বারা নিরূপিত এবং তাদের ভবিষ্যৎ কর্মকান্ড এবং তাদের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী নক্ষত্রে লিপিবদ্ধ রয়েছে। সাধারণ গণক দাবি করে যে একটি কাপের তলায় চায়ের পাতার গঠন অথবা হাতের তালুর রেখা একই বিষয় বলে। উভয় ক্ষেত্রে তারা সৃষ্ট বস্তুর বাস্তব বিন্যাসের মধ্যে অদৃশ্যের জ্ঞানের ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা দাবি করে।

জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাস এবং রাশিচক্র পরীক্ষা করা পরিষ্কারভাবে ইসলামের শিক্ষা এবং বিশ্বাসের বিপক্ষে। সেটাই সত্যিকারের শূন্য ও নিঃস্ব আত্মা যা খাঁটি ঈমানের (বিশ্বাসের) স্বাদ গ্রহণ করেনি এবং এই সব পথ খুঁজে বেড়ায়। অপরিহার্যভাবে, এই সব রাস্তা পূর্বনির্ধারিত নিয়ত হ'তে মুক্তি পাবার একটি নিষ্ফল প্রচেষ্টার প্রতীক। অজ্ঞ লোকেরা মনে করে যে তারা যদি জানে আগামী কাল তাদের ভাগ্যে কি রয়েছে, তারা আজ থেকে তার জন্য প্রস্তুতি নিতে পারে। ঐভাবে তারা অমঙ্গল এড়াতে সক্ষম হ'তে পারে এবং মঙ্গল নিশ্চিত করতে পারে। তথাপি, আল্লাহ্ কর্তৃক আল্লাহর রাসূল (সঃ) কে বলা হয়েছে ঃ

﴿ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ۚ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾

" বল, আল্লাহ যাহা ইচ্ছা করেন তাহা ব্যতীত আমার নিজের ভাল মন্দের উপরও আমার কোন অধিকার নাই। আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানিতাম তবে তো আমি প্রভূত কল্যাণই লাভ করিতাম এবং কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করিত না। আমি তো শুধু মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য সর্তককারী ও সুসংবাদবাহী।" (সূরা আল্-আ'রাফ ৭ ঃ১৮৮)

সুতরাং সত্যিকার মুসলমানগণ এই সব ক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে থাকতে নৈতিকভাবে বাধ্য। একইভাবে আংটি, গলার হার ইত্যাদির উপর যদি রাশিচক্রের চিহ্ন থাকে তবে তা পরা উচিত নয়, এমনকি কেউ তাতে বিশ্বাস না করলেও। এটি একটি বানোয়াট পদ্ধতির অংশ যা কুফর বিস্তার করে এবং একে সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করা উচিত। কোন বিশ্বাসী মুসলমানের রাশিচক্র কি তা জিজ্ঞাসা করা অথবা তার প্রতীক অনুমান করার চেষ্টা করাও উচিত নয়। কোন পুরুষ অথবা মহিলা কর্তৃক খবরের কাগজের রাশিচক্রের কলাম পড়া অথবা পড়তে শোনাও অনুচিত। যে মুসলমান তার কার্যক্রম নির্ধারণ করতে জ্যোতিষতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় পূর্বাভাস ব্যবহার করে,তার উচিত আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা (তওবা) করা এবং ইসলামের উপর বিশ্বাস নবায়ণ করা।

সপ্তম অধ্যায় ঃ জাদু

জাদুকে এই ভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় যে অতি প্রাকৃতিক মাধ্যমকে আচার অনুষ্ঠান দ্বারা আহ্বান করে প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণে আনা অথবা ভবিষ্যত দেখা, উপরন্তু এই বিশ্বাসও করা যে কতিপয় অনুষ্ঠান, পদ্ধতি ও কাজ দ্বারা মানুষ প্রকৃতির শক্তিকে জোরপূর্বক নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে ।[১৩৩] স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুর অধ্যয়ন, যাকে প্রথাগতভাবে "সাদা" অথবা "প্রাকৃতিক জাদু' (white or natural magic) বলা হয় তা পাশ্চাত্য সমাজে আধুনিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞান হিসাবে প্রসার লাভ করে। এর সঙ্গে "কালো জাদু" অথবা "মায়াবিদ্যার" (Black Magic) পার্থক্য হল ব্যক্তিগত অথবা অশুভ উদ্দেশ্যের জন্য অলৌকিক ক্ষমতা ব্যবহার করার প্রচেষ্টা। ডাকিনী বিদ্যা, দেবত্ব প্রাপ্তি এবং প্রেতসিদ্ধি শব্দগুলি জাদু এবং এই পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের উল্লেখ করার জন্য বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। অপদেবতা কর্তৃক প্রভাবান্বিত মহিলার দ্বারা জাদু চর্চা করাকেই ডাকিনী বিদ্যা বলা হতো। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অলৌকিক জ্ঞান লাভের প্রচেষ্টাকে দেবত্ব প্রাপ্তি (divination) হিসাবে উল্লেখ করা হয়। পক্ষান্তরে প্রেতসিদ্ধি অথবা মৃতের সঙ্গে যোগাযোগ দেবত্ব প্রাপ্তির প্রক্রিয়াগুলির একটি।

আরবী ভাষায়, অবশ্য, "*সিহ্‌র*" (জাদু) শব্দটি জাদুবিদ্যার বিভিন্ন শাখার মধ্যে কোন পার্থক্য করে না। তাই, এর মধ্যে মায়াবিদ্যা, ডাকিনী বিদ্যা, দেবত্বপ্রাপ্তি এবং প্রেতসিদ্ধি সবই অন্তর্ভুক্ত। গুপ্ত অথবা অতিসূক্ষ্ম শক্তি হ'তে যা ঘটে তাকে আরবী ভাষায় সিহ্‌র বলা হয়।[১৩৪] যেমন, রাসূল (সঃ) বলেছেন *"যথার্থই কতক ধরনের বক্তৃতা হইল জাদু"*।[১৩৫] একজন ভীষণ বাকপটু বক্তা,

---

১৩৩. Reader's Digest Great Enyclopedic Dictionary, (New York : Fund & Wagnalls Publishing Co, 10th ed, 1975), p 813.

১৩৪. Arabic-English Lexicon, vol. 1, pp. 1316-7.

১৩৫. আল্‌-বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ এবং আত্‌-তিরমীজি কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Al-Bukhari, Arabic English, vol. 7, p 445, no. 662 and Sunan Abu Dawud, English Trans, vol. 3, p. 1393, no. 4989).

ভালোকে মন্দ এবং মন্দকে ভালো হিসাবে দেখাতে সক্ষম। তাই প্রতারণামূলক বাকপটুতাকে রাসূল (সঃ) জাদু হিসাবে উল্লেখ করেছেন। রোজা রাখার আগে ভোরের খাবারকে " সাহুর" (মূল সিহর হ'তে)[১৩৬] বলা হয় কারণ এই সময় রাত্রি শেষের অন্ধকার থাকে।[১৩৭]

জাদুর বাস্তবতা

জাদুর মধ্যে যে আদৌ কোন বাস্তবতা আছে এটা অস্বীকার করা আধুনিককালে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। হিষ্টিরিয়া ইত্যাদির মত মানসিক ব্যাধি জাদুর প্রভাবের কারণে হয় বলে জনপ্রিয় গল্পগুলিতে ব্যাখ্যা দেয়া হয় এবং বলা হয় যে যারা এতে বিশ্বাস করে জাদু শুধুমাত্র তাদের উপর কাজ করে ।[১৩৮] সকল জাদুর কৃতিত্বকে অনেকগুলি ভ্রম এবং চাতুরীর ঘটনা ভিত্তিক ধোঁকাবাজী বলে বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

অমঙ্গল প্রতিরোধ করা এবং সৌভাগ্যকে আকর্ষণ করার জন্য জাদুমন্ত্র এবং মন্ত্রপূত কবচের যে প্রভাব রয়েছে এ বিষয় ইসলাম প্রত্যাখ্যান করলেও জাদুর বিশেষ কিছু অংশকে ইসলাম বাস্তব বলে স্বীকৃতি দেয়। এটা ঠিক যে আজকালকার জাদুর বেশীর ভাগই প্রতারণার দ্বারা সৃষ্ট যা দর্শকদের ঠকানোর জন্য চাতুরীপূর্ণভাবে তৈরী করা কলকজা সম্পৃক্ত। কিন্তু কিছু লোক আছে যারা তাদের সঙ্গে শয়তানদের (খারাপ জিনের) যোগাযোগ থাকার কারণে ভাগ্য গণনার মত সত্যিকার জাদুবিদ্যা চর্চা করে। জিন এবং তাদের ক্ষমতার দিকে দৃষ্টি দেবার পূর্বে আমরা কোরআন এবং সুন্নার আলোকে জাদুর বিশ্লেষণ করি। বিষয়টির প্রতি এইভাবে অগ্রসর হওয়া অত্যাবশ্যক, কারণ ইসলামে সত্য এবং মিথ্যার চূড়ান্ত মানদন্ড মানুষের কাছে প্রেরিত কোরআন এবং সুন্নাহর প্রত্যাদেশের মধ্যে নিহিত। আল্লাহ কোরআনের নিম্নবর্ণিত আয়াতে জাদুর ব্যাপারে মৌলিক ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করেছেন ঃ

---

১৩৬. অথবা সুহর । See Arabic - English Lexicon, vol. 1, p 1317.

১৩৭. Tayseer al-Azeez al-Hameed, p 382.

﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ ۙ كِتٰبَ اللّٰهِ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ كَاَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴾

" যখন আল্লাহর পক্ষ হইতে তাহাদের নিকট রাসূল আসিল, যে তাহাদের নিকট যাহা রহিয়াছে উহার সমর্থক, তখন যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের একদল আল্লাহর কিতাবটিকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করিল যেন তাহারা জানে না।" (সূরা আল্-বাকারা ২ ঃ ১০১)

ইহুদীদের নিকট প্রেরিত পয়গম্বরদের সাথে তাদের (ইহুদীদের) ভন্ডামির কথা উল্লেখ করার পর পয়গম্বর সুলায়মান সম্বন্ধে উদ্ভাবিত তাদের একটি মিথ্যা সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন ঃ

﴿ وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ۗ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ۗ وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۗ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ۗ وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۗ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۗ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ ۗ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴾

"এবং সুলায়মানের রাজত্বে শয়তানগণ যাহা আবৃত্তি করিত তাহারা তাহা অনুসরণ করিত। সুলায়মান সত্য প্রত্যাখ্যান করে নাই, কিন্তু শয়তানগণই কুফ্রী করিয়াছিল। তাহারা মানুষকে জাদু শিক্ষা দিত এবং যাহা বাবিল শহ্রে হারুত ও মারুত ফিরিশতাদ্বয়ের উপর অবতীর্ণ হইয়াছিল। তাহারা কাহাকেও শিক্ষা দিত না এই কথা না বলিয়া যে, আমরা পরীক্ষা-স্বরূপ; সুতরাং, তোমরা

---

১৩৮. আশারীয় পন্ডিত, ফখরুদ্দিন আর্-রাজী (মৃত্যু ১২১০ খ্রিঃ) সূরা আল্-বাকারার ১০২ নং আয়াতের উপর প্রদত্ত মন্তব্যে এই ধারণার প্রস্তাব করেন এবং প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ইব্নে খালদূন এটাকে আরও পূর্ণতর করেন।

কুফ্‌রী করিও না। 'তাহারা তাহাদের নিকট হইতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যাহা বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে তাহা শিক্ষা করিত, অথচ আল্লাহ্‌র নির্দেশ ব্যতীত তাহারা কাহারও কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিত না। তাহারা যাহা শিক্ষা করিত তাহা তাহাদের ক্ষতি সাধন করিত এবং কোন উপকারে আসিত না ; আর তাহারা নিশ্চিতভাবে জানিত যে, যে কেহ উহা ক্রয় করে পরকালে তাহার কোন অংশ নাই। উহা কত নিকৃষ্ট যাহার বিনিময়ে তাহারা স্বীয় আত্মাকে বিক্রয় করিয়াছে, যদি তাহারা জানিত।" (সূরা আল্‌-বাকারা ২ ঃ ১০২)

ইহুদীরা " কাবালা" নামে একটি দুর্বোধ্য মরমী পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত জাদু চর্চার সত্যতা দেয়ার জন্য দাবি করত যে স্বয়ং পয়গম্বর সুলায়মানের নিকট হ'তে তারা এটা শিখেছিল । আল্লাহ্‌ বর্ণনা দেন যে, স্বর্গীয় ধর্মগ্রন্থগুলিকে তাদের পিছনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এবং শেষ পয়গম্বরকে প্রত্যাখ্যান করে ইহুদীরা শয়তান কর্তৃক শিক্ষাপ্রাপ্ত জাদুর পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করা পছন্দ করে নেয়। শুধু যাদু শিক্ষা দিয়েই এই শয়তানরা কুফরী করেছে। তারা জ্যোতিষশাস্ত্র নামে একটি মায়াবিদ্যার কৌশলও শিখিয়েছে। প্রাচীনকালে ব্যবিলনের জনগণের পরীক্ষা হিসাবে পাঠানো হারূত এবং মারূত নামে দুই জন ফেরেশতা তাদের এই বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছিল। ফেরেশতারা মায়াবিদ্যার মূলতত্ত্বগুলি শিক্ষা দেবার পূর্বে জনগণকে এই বিদ্যা শিখে অবিশ্বাসের কাজ না করার জন্য সাবধান করে দিত। কিন্তু তারা সে সাবধান বাণীতে কর্ণপাত করেনি। মানুষের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি কি ভাবে করা যায় এবং বিবাহ কি ভাবে ধ্বংস করা যায় তা তারা জ্যোতিষশাস্ত্রের সাহায্যে এমন এক পর্যায় পর্যন্ত শিখেছিল যে তারা মনে করত যাকে ইচ্ছা তাকেই তারা ক্ষতি করতে সক্ষম হবে। তবে আল্লাহই একমাত্র সত্ত্বা যিনি প্রকৃতপক্ষে ঠিক করেন কার ক্ষতি হবে এবং কার হবে না। তাদের এই জ্ঞান তাদের সত্যিকার কোন উপকারে আসেনি। সুতরাং তারা এটা শিখে শুধু তাদের নিজেদের ক্ষতি করেছিল। খাঁটি জাদু বিদ্যা চর্চা অবিশ্বাসের কাজ হবার কারণে তারা নিজেদের জন্য দোজখে তাদের স্থান নিশ্চিত করে নিয়েছিল।

ইহুদীদের মধ্যে যারা এই কৌশল শিখেছিল তারা ভালভাবেই জানত যে তারা অভিশপ্ত কারণ তাদের ধর্মগ্রন্থেও এটা নিষিদ্ধ ছিল। এখনও তৌরাতে নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি পাওয়া যায় ঃ

প্রভু, তোমার স্রষ্টা, তোমাকে যে ভূমি প্রদান করিয়াছেন উহাতে যখন প্রবেশ করিবে তখন তুমি ঐসকল জাতির জঘন্য আচার অনুষ্ঠান অনুসরণ করিবে না। তোমাদের মধ্য হইতে কেহ তাহার পুত্র অথবা কন্যাকে উৎসর্গ করিবার জন্য আগুনে পুড়াইবে না, দেবত্ব চর্চা করিবে না, একজন ভবিষ্যৎ-বক্তা (soothsayer), দৈবজ্ঞ (augur), মায়াবিনী (Charmer), মাধ্যম (medium), ভেলকিবাজ (wizard) অথবা প্রেতসিদ্ধ (necromancer) হইবে না। যে কেহ এই সকল কার্যাদি সম্পন্ন করিবে সে প্রভুর নিকট একজন নিদারুণ ঘৃণ্য ও বিভীষিকাজনক ব্যক্তি হইবে এবং এই ঘৃণ্য ও বিভীষিকাময় কার্যাদির জন্য প্রভু, তোমার স্রষ্টা তাহাদিগকে বিতাড়িত করিবে।[১৩৯]

তখন তারা সেখানে ছিল না বলে ভান করে এসব ধর্মীয় আদেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করেনি। এটা তৌরাতেও লেখা ছিল যে যারা জাদু চর্চার অংশীদার হবে তারা স্বর্গের যে কোন পুরস্কার হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে চিরন্তন আগুনে থাকবে। কিন্তু ইহুদীরা এই পংক্তিগুলি তৌরাত হতে বাদ দিয়েছে এবং জাদুর কলাকৌশল অনুশীলন করছে।

তাদের অবস্থার গুরুত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করার জন্য আল্লাহ অনুকম্পার সুরে পংক্তিটি সমাপ্ত করেন।

পরবর্তী জীবনের শাস্তি যে কত কঠিন ইহুদীরা যদি তা শুধু জানত, তাহলে এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে কিছু সস্তা দক্ষতা অর্জনের জন্য তাদের আত্মার ভবিষ্যৎ বিক্রয় করে দেয়া যে কত ভয়াবহ তা তারা উপলব্ধি করতে সক্ষম হ'ত।

আয়াতগুলির মধ্যে ঃ "*যে কেহ উহা ক্রয় করে পরকালে তাহার বেহেশতের কোন অংশ নাই*" স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে যে জাদু হারাম (নিষিদ্ধ)।[১৪০] একমাত্র চরম হারাম কাজের শাস্তি হতে পারে আগুনে স্থায়ী বাসস্থান। এই আয়াত আরও প্রমাণ করে যে জাদুকরের পাশাপাশি যে শিক্ষা গ্রহণ করে অথবা শিক্ষা প্রদান করে তারাও কাফের (অবিশ্বাসী)। "*যাহারাই ইহা ক্রয় করে*" (অর্থাৎ অর্জন

১৩৯. Deuteronomy 18 : 9-12
১৪০. সূরা আল-বাকারা ২ ঃ ১০২

করে) উক্তিটির নিহিতার্থ সার্বজনীন। যে জাদু শিক্ষা দানের মাধ্যমে ধনসম্পদ অর্জন করে এবং যে শিক্ষা গ্রহণের জন্য ব্যয় করে অথবা যারই এ সম্বন্ধে শুধুমাত্র জ্ঞান আছে তারাই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। জাদু করা কুফ্‌র (অবিশ্বাস), আল্লাহ এটাও এই উক্তির মধ্যে উল্লেখ করেছেন, " *আমরা পরীক্ষা স্বরূপ ঃ সুতরাং তোমরা কুফ্‌রী করিও না* " এবং " *সুলায়মান সত্য প্রত্যাখ্যান করে নাই, কিন্তু শয়তানগণই কুফ্‌রী করিয়াছিল। তাহারা মানুষকে জাদু শিক্ষা দিত--"* ।১৪১

পূর্ব উল্লেখকৃত আয়াত নিঃসন্দেহে এটাই প্রমাণ করে যে, জাদুর মধ্যে কিছু বাস্তবতা রয়েছে। সহীহ আল্‌-বুখারী এবং আরও অন্যান্য হাদিসে উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূল (সঃ) জাদুর প্রভাবে কষ্ট ভোগ করেছিলেন। *যাইদ ইব্‌নে আরকাম বর্ণনা দেন যে, লাবীব ইব্‌নে আ'সাম নামে এক ইহুদী রাসূলের (সঃ) উপর জাদু করেছিল। তিনি যখন এর থেকে কষ্ট পেতে থাকেন জিবরাইল (আঃ) তার কাছে এসে মু'আওয়াধ্‌ধাতান (আল ফালাক্‌ ও আন্‌-নাস্‌ সূরাদ্বয়) অবতীর্ণ করলেন এবং তাঁকে বললেন, " নিশ্চয়ই একজন ইহুদী আপনার উপর এই জাদুমন্ত্র করেছিল এবং জাদুর মন্ত্রটি একটি কূয়ার ভিতর রয়েছে।" রাসূল (সঃ) আলী ইব্‌নে আবু তালিবকে জাদুমন্ত্রটি নিয়ে আসার জন্য পাঠালেন। তিনি যখন নিয়ে এলেন রাসূল (সঃ) এক এক করে এর গিঁটগুলি খুলতে বললেন এবং প্রতিটির সঙ্গে সূরা দু'টি থেকে আয়াত পড়তে বললেন। যখন তিনি তা করলেন, রাসূল (সঃ) এমনভাবে উঠে পড়লেন তাতে মনে হ'ল যেন তিনি বাঁধন মুক্ত হলেন।*১৪২

পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির কাছে সাক্ষ্যপ্রমাণ রয়েছে যে তারা কোন না কোন ধরনের জাদুবিদ্যা চর্চা করেছে। যদিও এই সাক্ষ্যপ্রমাণের কিছুটা মিথ্যা হ'তে পারে তবুও এটা অসম্ভব যে সমস্ত মানবজাতি জাদু সম্বন্ধীয় এবং অতিপ্রাকৃত ঘটনাবলীর ব্যাপারে একই ধরনের গল্প বানাতে সম্মত হয়েছিল। যদি কেউ গভীর চিন্তা করে, তাহলে সে অতিপ্রাকৃত ঘটনাগুলির ব্যাপক লিপিবদ্ধ ঘটনা

---

১৪১ সূরা আল্‌-বাকারা ২ ঃ ১০২

১৪২. আবদ্‌ ইব্‌নে-হুমাইদ এবং আল্‌-বায়হাকী কর্তৃক সংগৃহীত। এর অনেকাংশ আল্‌-বুখারী ও মুসলিমে দেখা যায় (Sahih Al-Bukhari. Arabic-English. vol. 7 pp. 443-4. no. 660 and Sahih Muslim. English Trans. vol. 3. pp 1192-3. no. 5428.

হতে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারবে যে এ সবের মধ্যে নিশ্চয়ই একটি সাধারণ বাস্তব যোগসূত্র বিদ্যমান। জিনের জগৎ সম্বন্ধে যারা অপরিচিত তাদের কাছে ভুতুড়ে বাড়ী, আধ্যাত্ম্য বৈঠক (seances), উইজা তক্তা (Ouija boards), ডাকিনীবিদ্যাসর্বস্ব বিকৃত ধর্ম (voodoo), পিশাচাবিষ্ট হওয়া, জিহ্বা দিয়ে কথা বলা, দেহকে শূন্যে ভাসমান করা (levitation) ইত্যাদি সব দুর্বোধ্য মনে হতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় এই সব ঘটনার নিজস্ব প্রকাশ রয়েছে। এমনকি মুসলমান জগতও এর দ্বারা পীড়িত, বিশেষ করে বিভিন্ন চরমপন্থী সূফী (মরমী) বিধানের শাইখগণ (সর্দারগণ)। তাদের অনেকে দেহকে শূন্যে ভাসাতে, মুহূর্তের মধ্যে বহু দূরত্ব অতিক্রম করতে, শূন্য হতে খাদ্য অথবা অর্থ হাজির করতে পারে বলে মনে হয়। তাদের অজ্ঞ অনুসারীরা ঐ সব জাদুর ভেলকিকে স্বর্গীয় অলৌকিক ঘটনা বলে বিশ্বাস করে। তাই, তাদের পীরদের জন্য তাদের অর্থ ও জীবন স্বেচ্ছায় উৎসর্গ করে। এই সব ঘটনার পিছনে গোপন এবং অশুভ জিন জগৎ লুকিয়ে রয়েছে।

পূর্বের অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, যারা সাপ এবং কুকুরের আকারে আছে তারা ব্যতীত মূলত সব জিনই অদৃশ্য।[১৪৩] অবশ্য তাদের মধ্যে কিছু আছে যারা তাদের ইচ্ছা মত মানুষসহ যে কোন আকারে রূপ নিতে সক্ষম। যেমন, আবু হুরায়রাহ বলেছেন, *"আল্লাহর রাসূল (সঃ) আমাকে রমজান মাসের যাকাত (দান) পাহারা দেবার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। আমি যখন তা করছিলাম তখন একজন এসে খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে খোঁড়া শুরু করলে আমি তাকে ধরে ফেললাম। আমি বললাম, " আল্লাহর শপথ, আমি তোমাকে আল্লাহর রাসূলের (সঃ) কাছে নিয়ে যাচ্ছি।" লোকটি অনুনয় করে বলল, "নিশ্চয়ই আমি গরীব এবং আমার পোষ্য আছে। আমি খুব অভাবে আছি"। সুতরাং আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। পরের দিন সকালে রাসূল (সঃ) বললেন " ওহে আবু হুরায়রাহ, গত রাতে তোমার বন্দী কি করেছিল"? আমি বললাম, " সে খুব অভাবে আছে এবং তার পরিবার আছে বলে অভিযোগ করায় আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি"। রাসূল (সঃ) উত্তর দিলেন "সে নিশ্চয়ই তোমার কাছে মিথ্যা বলেছে এবং সে আবার তোমার*

১৪৩. এই ঘটনার সাক্ষ্য প্রমাণের জন্য ভাগ্য গণনা বিষয়ক পঞ্চম অধ্যায়ের ৮১ পৃষ্ঠা দেখুন।

কাছে আসবে" । যেহেতু আমি জানতাম সে ফেরৎ আসবে তাই তাকে ধরার জন্য আমি অপেক্ষা করি। যখন সে ফিরে এসে খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে খুঁড়তে শুরু করল আমি তাকে ধরলাম এবং বললাম, " আমি নিশ্চয়ই তোমাকে আল্লাহর রাসূলের (সঃ) কাছে নিয়ে যাব" । সে অনুনয় বিনয় করে বলল, " আমাকে যেতে দিন, আমি নিশ্চয়ই একজন গরীব লোক এবং আমার পরিবার আছে। আমি ফেরৎ আসব না" । সুতরাং তার উপর করুণা হল এবং আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। পরের দিন সকালে আল্লাহর রাসূল (সঃ) বললেন, " ওহে আবু হুরায়রাহ তোমার বন্দী গত রাতে কি করেছে" । আমি বললাম যে, যেহেতু সে তার ভীষণ অভাবের কথা এবং পরিবার আছে বলে অভিযোগ জানাল আমি তাকে যেতে দিলাম। রাসূল (সঃ) উত্তর দিলেন, " নিশ্চয়ই সে মিথ্যা কথা বলেছে এবং সে পুনরায় আসবে" । সুতরাং আমি তার জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম এবং সে এসে যখন চারিদিকে খাদ্যদ্রব্য ছড়াতে শুরু করল আমি তাকে আবার ধরলাম। আমি বললাম, " আল্লাহর শপথ, আমি তোমাকে আল্লাহর রাসূলের (সঃ) কাছে নিয়ে যাব। এই বার নিয়ে তৃতীয় বার এবং তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে যে ফেরৎ আসবে না। তারপরও তুমি ফেরৎ এসেছ" । সে বলল, " আমাকে কিছু কথা বলতে দাও যার দ্বারা আল্লাহ তোমাকে মঙ্গল দান করবেন" । আমি বললাম, " সে কথাগুলি কি" ? সে উত্তর দিল, " যখনই বিছানায় শুতে যাবে তখনই তুমি আয়তাল-কুরসীর[১৪৪] প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আবৃতি করবে। তুমি যদি তা কর আল্লাহর তরফ থেকে একজন অভিভাবক সব সময় তোমার সঙ্গে থাকবে এবং সকাল পর্যন্ত কোন শয়তান তোমার কাছে আসতে পারবে না" । অতঃপর আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। পরের দিন সকালে আল্লাহর রাসূল (সঃ) বললেন, "তোমার বন্দী গত রাতে কি করেছিল" ? আমি বললাম যে, সে আমাকে কিছু কথা শিখিয়েছিল যা দ্বারা আল্লাহ আমাকে মঙ্গল দেবেন এই দাবি করায় আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। যখন রাসূল (সঃ) জিজ্ঞাসা করলেন কথাগুলি কি, আমি তাকে বললাম যে, সেগুলি শুতে যাবার আগে আয়াতাল-কুরসী পড়া। আমি তাঁকে আরও বললাম যে, সে বলেছে আল্লাহর তরফ থেকে এক অভিভাবক আমার সঙ্গে থাকবে এবং সকালে ঘুম ভাঙ্গার পূর্ব পর্যন্ত কোন শয়তান আমার কাছে আসবে

---

১৪৪. সূরা আল বাকারাহ ২ ঃ ২৫৫ নম্বর আয়াত।

না। রাসূল (সঃ) বললেন "নিশ্চয়ই সে সত্য কথা বলেছে যদিও সে একজন স্বভাবগত মিথ্যাবাদী। ওহে আবু হুরাযরাহ, তুমি কি জান গত তিন রাত্র ধরে তুমি কার সঙ্গে কথা বলছিলে"? আমি উত্তর দিলাম, "না"। এবং তিনি বললেন, " ওটি একটি শয়তান ছিল"।১৪৫

তারা বিশাল দূরত্ব নিমেষের মধ্যে ভ্রমণ করতে এবং মানুষের শরীরে ঢুকতে সক্ষম। আল্লাহ তাদেরকে এই অসাধারণ ক্ষমতা প্রদান করেছেন যেভাবে অন্যান্য প্রাণীকেও মানুষের ক্ষমতার চেয়েও বেশী ক্ষমতা প্রদান করেছেন। তবুও, তিনি মানুষকে সকল সৃষ্টির উপরে রাখার জন্য পছন্দ করেছেন।

যদি জিনদের ক্ষমতার মৌলিক বিষয়গুলি মনে রাখা যায় তাহলে সব অলৌকিক এবং জাদু সম্বন্ধীয় ঘটনাবলি যা ধোঁকাবাজি নয়, সে গুলির সহজেই ব্যাখ্যা দেয়া যায়। যথা ভুতুড়ে বাড়ীর ক্ষেত্রে, যেখানে আলো জ্বলে ও নিভে, দেয়াল থেকে ছবি পড়ে যায়, জিনিষপত্র বাতাসে উড়ে বেড়ায়, মেঝে ফেটে যায় ইত্যাদি। জিনরা অদৃশ্য অবস্থায় বিদ্যমান থেকে জড় উপাদানের উপর সক্রিয় হয়। এটি আধ্যাত্ম্য বৈঠকের বেলায়ও সত্যি যেখানে মৃত ব্যক্তির আত্মা আপাত দৃষ্টিতে জীবিতদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। যারা তাদের মৃত আত্মীয়স্বজনদের গলার স্বর চিনে তারা তাদের (মৃতদের) জীবনের ঘটনাবলি বলতে শোনে। মৃত ব্যক্তির জন্য নিয়োজিত করা হয়েছে এমন জিনকে মাধ্যম দিয়ে ডেকে এনে এই কৃতিত্ব সম্পন্ন করা হয়। এই জিনই মৃত ব্যক্তির গলার স্বর নকল করে এবং ব্যক্তিটির অতীতের ঘটনাসমূহ থেকে বলে। অনুরূপভাবে উইজা তক্তারও প্রশ্নের উত্তর দিতে দেখা যায়। যদি পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রস্তুত করা যায় তাহলে জিন কর্তৃক প্রদত্ত অদৃশ্য খোঁচা সহজেই বিস্ময়কর ফল দিতে পারে। যারা শূন্যে ভাসতে অথবা কোন জিনিষকে না ধরেই উঠাতে সক্ষম বলে মনে হয়, সেগুলিও জিনের অদৃশ্য হাত দিয়ে শূন্যে তোলা মাত্র। অনেকে তাদের অদৃশ্য সঙ্গীদের কর্তৃক পরিবাহিত হবার কারণে অথবা এমনকি জিন তাদের রূপ ধরে দৃশ্যমান হবার কারণে বিশাল দূরত্ব ভ্রমণ করতে সক্ষম হয় এবং প্রায় একই সময়ে দুই

---

১৪৫. সহীহ আল্-বুখারী কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Al-Bukhari, Arabic-English, vol. 9, pp 491-2, no. 530.

জায়গায় উপস্থিত থাকতে পারে। অনুরূপ, যারা শূন্য থেকে খাদ্যদ্রব্য অথবা টাকাকড়ি উপস্থিত করতে সক্ষম হয় তা তারা অদৃশ্য এবং দ্রুতগতি সম্পন্ন জিন্দের সাহায্যে করে।[১৪৬] আপাতদৃষ্টিতে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হবার বিস্ময়কর ঘটনা রয়েছে, যেমন ভারতে শান্তি দেবী নামে সাত বৎসরের একটি বালিকা তার অতীত জীবনের ঘটনাবলির সুস্পষ্ট এবং নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছিল। সে যেখানে বাস করত সেখান থেকে অনেক দূরের প্রদেশের মুতরা নামে একটি শহরে অবস্থিত তার পূর্বের বাড়ীর বর্ণনা দিয়েছিল। লোকেরা সেখানে পরীক্ষা করার জন্য গেলে, মেয়েটি যে রকম বর্ণনা দিয়েছিল অনুরূপ একটি বাড়ী এক সময় ওখানে ছিল বলে স্থানীয় জনগণ স্বীকার করল। তারা মেয়েটির অতীত জীবনের কিছু বৃত্তান্তেরও সত্যতা স্বীকার করল।[১৪৭] স্পষ্টতঃই, জিনরা এই সব তথ্যাদি তার অবচেতন মনে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিল। রাসূল (সঃ) এই বিষয় সমর্থন করে বলেন, *"মানুষ ঘুমের মধ্যে যে স্বপ্ন দেখে তা তিন প্রকার ঃ আর-রাহমান (আল্লাহ) হতে স্বপ্ন, শয়তান থেকে বিষাদপূর্ণ স্বপ্ন এবং অবচেতন স্বপ্ন।"*[১৪৮] এতে কোন সন্দেহ নেই যে, জিন যেমন মনের ভিতর প্রবেশ করতে পারে তদ্রুপ মানুষের দেহেও প্রবেশ করতে পারে। জিনের আছর হওয়ার ঘটনা অসংখ্য। এই ধরনের ঘটনা ক্ষণস্থায়ী হতে পারে। যেমন, বহু খৃষ্টান এবং পৌত্তলিক গোষ্ঠির মধ্যে মানুষ শারীরিক ও মানসিক প্রবল উত্তেজনার মধ্যে অচেতন অবস্থায় পড়ে যেয়ে বিজাতীয় ভাষায় কথা বলতে শুরু করে। ঐ ধরনের দুর্বল অবস্থার সময় জিন খুব সহজেই তাদের শরীরে ঢুকতে এবং তাদের মুখ দিয়ে আবোল-তাবোল বলাতে পারে। সুফিদের[১৪৯] জিকির[১৫০] বৈঠকের মধ্যেও এই ধরনের ঘটনার প্রমাণ আছে। অথবা জিনের আছর দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে যেখানে ব্যক্তিগত অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ভূতাবিষ্ট ব্যক্তি প্রায়ই বিচারবুদ্ধিহীন

---

১৪৬. এই ধরনের ঘটনার বিভিন্ন বর্ণনার জন্য Ibn Taymeeyah's Essay on the Jinn পুস্তকের ৪৭-৫৯ পৃষ্ঠা দেখুন।

১৪৭. Colin Wilson, The Occult, New York: Random House, 1971, pp 514-515.

১৪৮. আবু হুরায়রাহ কর্তৃক বর্ণিত এবং আবু দাউদ কর্তৃক সংগৃহীত। (Suman Abu Dawud, English Trans, vol 3, p. 1395, no. 5001)

ভাবে ব্যবহার করে, আসুরিক শক্তি প্রদর্শন করে অথবা প্রকৃতপক্ষে জিন তাদের মাধ্যমে কথাবার্তা বলতে পারে।

(অনুবাদকের কথা ঃ ইসলাম অনুযায়ী ভুতপ্রেত ইত্যাদি বলতে কিছু নেই। তথাকথিত সব ভুতুড়ে ঘটনা এবং কাজই হচ্ছে জিনের কাজ এবং ভেলকিবাজী।)

মধ্যযুগে ইউরোপে ভুতপ্রেত (জিন) বিতাড়ন প্রথা[১৫১] বহুলবিস্তৃত হয়। বাইবেলে যিশু কর্তৃক ভুতাবিষ্ট লোকদের মন্ত্রের সাহায্যে ভুতপ্রেত দূর করার অসংখ্য কাহিনীর বর্ণনা হ'ল খ্রিস্টীয় আচারের প্রেত -বিতাড়নের ভিত্তি। একটি বর্ণনায় আছে যে যিশু এবং তাঁর সহচরগণ জেরাসিনেস এসে একটি ভুতাবিষ্ট লোকের দেখা পান। যিশু প্রেতদের তাকে ছেড়ে যেতে আদেশ দিলে তারা তাকে ছেড়ে দেয় এবং নিকটবর্তী একটি পাহাড়ের গায়ে খাদ্য গ্রহণরত একটি শূকরপালের মধ্যে ঢুকে পড়ে। শুকরগুলো তখন পাহাড়ের খাড়া গা ঘেষে নীচে ছুটে যেয়ে হ্রদে পড়ল এবং ডুবে মরল[১৫২]। এটি সত্তর এবং আশির দশকের শেষের দিকে প্রকাশিত বহু সিনেমাতেও (যথা ' The Exorcist, Rosemary's Baby ইত্যাদি) আলোচ্য বিষয়বস্তু ছিল। অতিপ্রাকৃত সব কিছু প্রত্যাখ্যান করা পশ্চিমা বস্তুবাদীদের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি। সুতরাং, পাশ্চাত্যে প্রেতবিতাড়ন তত্ত্বের কোন যৌক্তিক ভিত্তি নেই এবং একে কুসংস্কারের ফল হিসাবে গণ্য করা হয়। অন্ধকার এবং মধ্যযুগে ইউরোপে ব্যাপক হারে ডাইনি খুঁজে বের করা এবং জ্বালানোর ঘটনা এই মনোভাবের কারণ। তবে, ভূতাবিষ্ট হবার ঘটনা এবং এর থেকে উদ্ভূত অন্যান্য অসুখের চিকিৎসার বৈধ উপায় হিসাবে ইসলামে জিন ছাড়ানোর চর্চা স্বীকৃত, যদি এর পদ্ধতি কোরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক হয়।

---

১৪৯. মরমীবাদ যা মুসলমান জনগণের মধ্যে প্রকাশ পায়।

১৫০. প্রায়শঃই শরীর দুলিয়ে এবং সুর করে অথবা এমনকি নাচের মধ্যে দিয়ে অনবরত স্রষ্টার নাম উচ্চারণ করা হয়।

১৫১. ভূতাবিষ্ট ব্যক্তি অথবা স্থান হ'তে শয়তান আত্মাদের অথবা প্রেতদের বিতাড়িত করা।

১৫২. Mathew 8 : 28-34, Mark 5: 1-20 এবং Luke 8: 26-39 দেখুন।

একজন ভূতাবিষ্ট লোকের উপর থেকে জিন দূর করার জন্য মূলতঃ তিন ধরনের পদ্ধতি রয়েছে।

একঃ অন্য একটি জিনকে তলব করে জিন দূর করা যায়। কিন্তু জিন ডাকতে প্রায়ই ধর্মবিরোধী কার্যাদির শরণাপন্ন হতে হয় বিধায় এই পদ্ধতি ইসলামে নিষিদ্ধ। এই ধরনের কাজের মাধ্যমেই একজন জাদুকর অথবা ডাইনি অন্যের দ্বারা চালিত জাদুমন্ত্র নষ্ট করে।

দুই ঃ জিন এর সামনে দৃঢ়ভাবে শিরক্ বলবৎ করে তাকে তাড়ানো যায়। ভূতের ওঝার দ্বারা সংঘটিত শিরক্-এ সন্তুষ্ট হয়েও জিন চলে যেতে পারে। তা করতে যেয়ে, সে ওঝাকে আশ্বাস দেয় যে, তার শিরক জড়িত প্রক্রিয়া এবং বিশ্বাস সঠিক। খৃস্টান যাজকগণও যিশুকে ডেকে এবং ক্রুশ ব্যবহার করে জিন তাড়ায়। একইভাবে পৌত্তলিক প্রধান যাজকগণও তাদের মিথ্যা দেবতাদের নাম নিয়ে ভূত তাড়ায়।

তিনঃ আল্লাহর আশ্রয় চেয়ে প্রার্থনা করে এবং কোরআন আবৃত্তি করেও জিনকে বিতাড়িত করা যায়। এই সব স্বর্গীয় শব্দাবলি এবং ধর্মীয় ভাবে অনুমোদিত বিধিসমূহ ভূতাবিষ্টের চতুর্দিকের পরিবেশে পরিবর্তন আনতে সাহায্য করে। তখন আদেশ দিয়ে এমনকি আঘাতের মাধ্যমে জিনকে শরীর থেকে তাড়িয়ে দেয়া যায়। তবে এসব অনুশীলন ব্যর্থ হবে যদি যে এসব করছে তার ঈমান (বিশ্বাস) দৃঢ় না থাকে এবং ন্যায়পরায়ণ কার্যাদির ভিত্তিতে আল্লাহর সাথে উত্তম যোগাযোগ না থাকে।

আজকালকার কিছু মুসলমান পাশ্চাত্য ধর্মনিরপেক্ষতার প্রভাবে ভূতাবিষ্ট হওয়াকে খোলাখুলিভাবে অসত্য বলে ঘোষণা করে। এই সব লোকেরা এমনকি জিনের অস্তিত্ব অস্বীকার করলেও, কোরআন এবং সুন্নাহ উভয়ই ভিন্ন কথা বলে। বহু নির্ভরযোগ্য হাদিস রয়েছে যার মধ্যে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (সঃ) ভূতাবিষ্ট লোকদের থেকে জিন দূর করেছেন। এমন হাদিসও আছে যেখানে বর্ণিত আছে যে, তাঁর সাহাবাগণও তাঁর অনুমতি নিয়ে এই কাজ করেছেন। তিনটি ভিন্ন প্রক্রিয়ার বিবরণ নিম্নরূপঃ

ইয়া'লা ইব্‌নে মাররাহ বলেন, "একদিন আমি যখন রাসূলের (সঃ) সঙ্গে ভ্রমণে যাচ্ছিলাম, তখন একটি মহিলাকে তার বাচ্চা সহ রাস্তায় বসে থাকতে দেখলাম। মহিলাটি বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এই ছেলেটি অসুস্থ এবং আমাদের অনেক কষ্টে ভোগাচ্ছে। আমি জানি না প্রতিদিন কতবার তার উপর আছর পড়ে।' রাসূল (সঃ) বললেন, "ওকে আমার কাছে দাও।" সুতরাং মহিলাটি তাকে উঠিয়ে রাসূলের (সঃ) কাছে দিলে তিনি তাঁর সম্মুখে অশ্বপৃষ্ঠের মাঝামাঝি ছেলেটিকে রাখলেন। তারপর তিনি ছেলেটির মুখ খুলে তিনবার ফুঁ ১৫৩ দিলেন এবং বললেন, " বিস্‌মিল্লাহ (আল্লাহর নামে)। আমি আল্লাহর একজন দাস, কাজেই চলে যাও, হে আল্লাহর শত্রু।" তারপর তিনি ছেলেটিকে মহিলার নিকট ফেরৎ দিয়ে বললেন, " আমাদের ফিরতি পথে এখানে সাক্ষাৎ করবে এবং বলবে কি হ'ল।" তারপর আমরা চলে গেলাম এবং ফিরতি পথে আমরা তাকে ঐ স্থানে পেলাম। তার সঙ্গে তিনটি ভেড়া দেখতে পেয়ে রাসূল (সঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, " তোমার ছেলেটি কেমন আছে?" মহিলাটি উত্তর দিল, "তার নামে শপথ যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন, তারপর থেকে আমরা আর তার কোন খারাপ দেখি নাই, তাই আমি আপনার জন্য এই ভেড়াগুলি নিয়ে এসেছি।" রাসূল (সঃ) আমাকে বললেন, " বাহন থেকে নামো এবং একটি নাও। তারপর বাকী গুলো তাকে ফেরৎ দিয়ে দাও। "১৫৪

উম্ আব্বান বিন্‌তে আল-ওয়া'জী উল্লেখ করেন যে, যখন তার পিতামহ যা'রী তাদের উপজাতি হতে একটি প্রতিনিধিদল নিয়ে আল্লাহর রাসূলের (সঃ) সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান, তখন তার সঙ্গে তার একটি পাগল ছেলে ছিল। সে আল্লাহর রাসূলের (সঃ) কাছে পৌঁছে বলল, " আমার সঙ্গে আমার একটি ছেলে রয়েছে যে পাগল, তাই আমি তাকে আপনার কাছে নিয়ে এসেছি তার জন্যে দোয়া চাইতে।" রাসূল (সঃ) তাকে নিয়ে আসতে বললেন। সে তার ছেলের যাত্রাপথের পোশাক বদলে দিয়ে কিছু ভাল কাপড় পরিয়ে রাসূলের (সঃ) কাছে

---

১৫৩. যে আরবী শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে তা হ'ল নাফাখা যার মানে জিহ্বার অগ্রভাগ দুই ঠোঁটের মধ্যে দিয়ে ফুঁ দেয়া। তাই এটা ফুঁ দেয়া (নাফাখা) এবং [illegible] থু থু [illegible] সংমিশ্রণ।

১৫৪. আহমদ কর্তৃক সংগৃহীত

নিয়ে এল। রাসূল (সঃ) বললেন, "তাকে আমার কাছে নিয়ে এস এবং পিছন ফিরে দাঁড় করাও।" রাসূল (সঃ) তখন শক্ত করে ছেলেটির কাপড় ধরলেন এবং তার পিঠের উপর প্রচন্ডভাবে আঘাত করতে লাগলেন। যখন তাকে আঘাত করছিলেন তিনি বলছিলেন, "দূর হ, আল্লাহর শত্রু দূর হ।" ছেলেটি এমনভাবে চতুর্দিকে দেখতে লাগল যেন ভাল হয়ে গেছে। রাসূল (সঃ) তাকে তাঁর সামনে বসালেন এবং কিছু পানি আনতে বললেন। তিনি তখন ছেলেটির মুখ মুছে দিলেন এবং তার জন্য দোয়া করলেন। রাসূল (সঃ) দোয়া করার পর প্রতিনিধিদলের মধ্যে ছেলেটির মত সুস্থ আর কেউ ছিল না। ১৫৫

খা'রিজা ইব্‌নে আস-সাল্‌ত বর্ণনা দেন যে তার চাচা বলেছিলেন, "একদিন, আল্লাহর রাসূলের (সঃ) সাহচর্য ছেড়ে রওয়ানা দিলে একটি বেদুইন উপজাতির সাক্ষাৎ পেলাম। তাদের কয়েকজন বলল, "আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমরা ঐ লোকটির অর্থাৎ রাসূল (সঃ)-এর কাছ থেকে কিছু ভাল ভাল জিনিস নিয়ে এসেছ। তোমাদের কাছে কি একটি ভূতাবিষ্টের জন্য ওষুধ বা মন্ত্র আছে?" আমরা উত্তর দিলাম " হ্যা," । তাই তারা সম্মোহনগ্রস্থ এক পাগলকে নিয়ে এল। আমি তিন দিন প্রতি সকাল ও সন্ধ্যায় তার উপর ফাতিহা আবৃত্তি করলাম। প্রত্যেক বার আবৃত্তি শেষ করার পর তার মুখে থু থু ফেললাম। শেষে সে এমন ভাবে উঠে দাঁড়াল যেন বন্ধন মুক্ত হল। বেদুইনরা তখন পুরস্কার হিসাবে একটি উপহার নিয়ে এল। তাই আমি তাদের বললাম, "আল্লাহর রাসূলকে (সঃ) জিজ্ঞাসা না করে আমি এটি গ্রহণ করতে পারি না।" আমি যখন রাসূলকে (সঃ) জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন, "গ্রহণ কর, আমার জীবনের শপথ, যে কেউ মিথ্যা জাদুমন্ত্র পড়ে আয় করে খাবে সে তার গুণাহর বোঝা বহন করবে। কিন্তু তুমি ওটা অর্জন করেছ সত্য আয়াত পড়ে।" ১৫৬

---

১৫৫. মাতার ইব্‌নে আবদ্ আর্-রহমান হতে আহমদ এবং আবু দাউদ আত্-তায়আলাসী কর্তৃক সংগৃহীত (Usud al-Ghaabah, vol. 2, p. 145)| ইব্‌নে হাযার, উম্ম আবা'নকে গ্রহণযোগ্য বর্ণনাকারী হিসাবে গণ্য করেছিলেন।

১৫৬. আবু দাউদ কর্তৃক সংগৃহীত (Sunan Abu Dawud, English Trans, vo.3, p. 1092, no. 3887)

জাদু সম্বন্ধে ইসলামের রায়

যেহেতু জাদু চর্চা এবং শেখা উভয়ই ইসলামে কুফরের (অবিশ্বাস) অন্তর্ভুক্ত যে কেউ এটি চর্চা করছে বলে ধরা পড়বে তার জন্য শরিয়াহ (আইন) পৃথকভাবে খুব কঠিন শাস্তি নির্ধারিত করেছে। যে কেউ এটা চর্চা করছে বলে ধরা পড়বে, সে যদি অনুতপ্ত না হয় এবং ছেড়ে না দেয় তাহলে তার শাস্তি মৃত্যুদন্ড। যন্দুব ইব্‌নে কা'ব কর্তৃক বর্ণিত নিম্নলিখিত একটি হাদিস হ'ল এই আইনটির ভিত্তি। রাসূল (সঃ) বলেছেন, " *জাদুকরের জন্য নির্ধারিত শাস্তি হ'ল তাকে তরবারি দ্বারা প্রাণবধ করা।*"১৫৭

রাসূলের (সঃ) মৃত্যুর পর যে সব নীতিবান খলিফাগণ মুসলমান জাতিকে পরিচালিত করেছিলেন তাঁরা এই আইন কঠোর ভাবে প্রয়োগ করেন। বাজালাহ্ ইব্‌নে আবদাহ বর্ণনা দেন যে খলিফা ওমর ইব্‌নে আল্-খাত্তাব রোম এবং পারস্যের বিরুদ্ধে অভিযানে লিপ্ত একটি মুসলিম বাহিনীর কাছে প্রেরিত একটি পত্রে তাদের মাতা, কন্যা এবং ভগ্নিদের বিবাহকৃত সকল যুরাষ্ট্রীয়দের (অগ্নি উপাসক) বিবাহ বাতিল করার আদেশ দেন। *আহলুল-কিতাব* শ্রেণীভুক্ত করার জন্য তাদেরকে (মুসলিম বাহিনীকে) যুরাষ্ট্রীয় খাবার খেতেও বলা হয়েছিল।১৫৮ *অবশেষে মুসলিম বাহিনীকে যে সব গণক ও জাদুকরদের সাক্ষাৎ পাবে তাদেরকেই মেরে ফেলার আদেশ দেন।* বাজালাহ্ বলেন যে, এই আদেশের অধীনে তিনি নিজে তিনজন জাদুকরের প্রাণবধ করেছিলেন। ১৫৯

মোহাম্মদ ইব্‌নে আবদুর রহমান বর্ণনা দেন যে রাসূলের (সঃ) স্ত্রী এবং ওমরের কন্যা হাফসার উপর কিছু জাদু করার কারণে তাঁর একটি চাকরানীকে মেরে ফেলা হয়েছিল। ১৬০

---

১৫৭. আত্-তিরমিজী কর্তৃক সংগৃহীত। এই হাদিসটি যদিও দয়ীফ (দুর্বল) তবুও এর বর্ণনার পরস্পর সংযুক্ত ঘটনাবলিতে সমর্থনযোগ্য সাক্ষ্য প্রমাণ বিদ্যমান বিধায় হাসান (অপেক্ষাকৃত নির্ভরযোগ্য) পর্যায়ে উন্নীত করা হয়েছে। মুখ্য চারজনের মধ্যে তিনজন আইনপ্রণেতা (আহমদ, আবু হানিফা এবং মালিক) এর ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন করেছেন। কিন্তু চতুর্থ জন, আশ-শা'ফী বিধান করেন যে জাদুকরকে তখনই প্রাণবধ করতে হবে যখন তার জাদু কুফর পর্যায় পৌঁছায়। (Tayseer al-Azeez al-Hameed, পুস্তকের ৩৯০-১ পৃষ্ঠা দেখুন)

১৫৮. ইহুদী এবং খৃষ্টানগণদের মত যারা স্বর্গীয়ভাবে অবতীর্ণ ধর্মগ্রন্থ অনুসরণ করে। বর্ণনার এই অংশ পর্যন্ত আল-বুখারী, আত্-তিরমিজী এবং আন্-নাসায়ী কর্তৃক সংগৃহীত।

১৫৯. আহমদ, আবু দাউদ এবং আল্-বায়হাকী কর্তৃক সংগৃহীত।

১৬০. মালিক কর্তৃক সংগৃহীত। (Muwatta, Imam Malik, English Trans. pp 344-5, no. 1511).

জাদু যে নিষিদ্ধ তা ইহুদী ও খৃষ্টানদের জানিয়ে আজও পর্যন্ত তৌরাতে এই শাস্তির উল্লেখ রয়েছেঃ

"পুরুষ অথবা মহিলা যে মৃত আত্মার মাধ্যম অথবা জাদুকর হবে তাকে প্রাণদন্ড দেয়া হবে, তাদেরকে পাথর ছুঁড়ে মারা হবে, তাদের রক্ত তাদের উপর স্থাপন করা হবে।"[১৬১]

নীতিবান খলিফাদের সময়ের পর আইনকানুন শিথিল হয়ে পড়ে। উমাইয়া রাজারা জাদুকর এবং গণকদের নিষিদ্ধ কাজের অনুমতিই শুধু দেয়নি এমনকি তাদের রাজদরবারে চালুও করেছিল। রাষ্ট্র এই আইন প্রয়োগ স্থগিত করায় কিছু সাহাবাগণ (রাসূলের (সঃ) সহচরবৃন্দ) নিজেরাই এই আইন বলবৎ রাখার দায়িত্ব নেন। আবু ওসমান আন-নাহদী বর্ণনা দেন যে, খলিফা আল-ওয়ালিদ ইব্‌নে আবদিল-মালিক (শাসনকাল ৭০৫-৭১৫ খৃঃ) তার দরবারে একটি লোক রেখেছিল যে চাতুর্যপূর্ণ জাদু প্রদর্শন করত। একদিন সে একটি লোকের মাথা বিচ্ছিন্ন করে শরীর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে ফেলে। তার কাজে দর্শকবৃন্দ প্রচন্ড চমকে উঠলে, সে মাথাটি পুনরায় সংযুক্ত করে তাদেরকে আরও বিস্ময়াভিভূত করল এবং লোকটি এমনভাবে উপস্থিত হল যেন তার মাথা কখনও কাটা হয়নি। দর্শকরা দম বন্ধ হয়ে আসার মত হয়ে বলল "সুব্‌হানাল্লাহ (মহিমা আল্লাহর) লোকটি মৃত ব্যক্তির জীবন দিতে সক্ষম!" যন্দুব আল্-আযাদী নামে এক সাহাবা আল্-ওয়ালিদের দরবারে উত্তেজনা দেখে উপস্থিত হলেন এবং জাদুকরের অনুষ্ঠান দেখলেন। পরদিন, পিঠে তাঁর তরবারি বেঁধে নিয়ে ফিরলেন। যখন জাদুকর তার প্রদর্শনী দেখানোর জন্য এগিয়ে গেল, তখন যুন্দুব তাঁর তরবারি খুলে নিয়ে দর্শকদের মধ্য দিয়ে ছুটে গেলেন এবং জাদুকরের মাথাটা কোপ দিয়ে কেটে ফেললেন। তারপর তিনি হতবাক দর্শকদের দিকে ফিরে বললেন, " সে যদি সত্যি মৃত ব্যক্তির জীবন ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয় তাহলে তার নিজের জীবন ফেরৎ নিয়ে আসুক।" আল্-ওয়ালিদ তাঁকে বন্দী করে এবং কারাগারে নিক্ষেপ করে।[১৬২]

---

১৬১ Leviticus 20 : 27

১৬২. আল্-বুখারী কর্তৃক লিখিত তাঁর ইতিহাসের পুস্তক হতে সংগৃহীত।

শুধু আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য স্বর্গীয় গুণাবলী জাদুকরের উপর আরোপ করে সমাজের দুর্বল লোকেরা যাতে *তৌহিদ আল্-আস্‌মা ওয়াস -সিফাতের* শিরক্ এর মধ্যে না পড়ে সে জন্যই মূলতঃ জাদুকরের উপর আইনের এই কঠোরতা। যারা ডাকিনীবিদ্যা চর্চা করে সে সব জাদুকররা ধর্মদ্রোহিতা সংঘটিত করা ছাড়াও সমর্থকমন্ডলীকে আকর্ষণ এবং খ্যাতি অর্জনের জন্য প্রায়শঃই অলৌকিক ক্ষমতা এবং স্বর্গীয় গুণাবলির অধিকারী বলে নিজেদের দাবি করে।

অষ্টম অধ্যায় ঃ অপার এবং অসীম আল্লাহ্

মানুষ যাতে আল্লাহকে অধিকতর উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় সেজন্য সর্বশক্তিমান এবং মহামহিমান্বিত আল্লাহ আসমানী কিতাবসমূহ এবং তাঁর পয়গম্বরদের মাধ্যমে নিজের বর্ণনা দিয়েছেন। জ্ঞানে এবং প্রসারতায় মানুষের বিচারশক্তি সীমিত বিধায় তাদের পক্ষে অসীম কিছু বুঝা অসম্ভব। মানবজাতি যাতে আল্লাহর গুণাবলির সঙ্গে সৃষ্ট বস্তুর গুণাবলি তালগোল পাকিয়ে না ফেলে সেজন্য দয়াপরবশ হয়ে আল্লাহ তাঁর গুণাবলির কিয়দাংশ মানুষের কাছে প্রকাশ করার দায়িত্ব তাঁর নিজের উপর নিয়েছেন। আল্লাহর গুণাবলির সঙ্গে সৃষ্টির গুণাবলি মিশিয়ে ফেলে মানুষ পরিশেষে সৃষ্ট বস্তুর উপর দেবত্ব আরোপ করে। সৃষ্টির উপর এই ধরনের দেবত্ব আরোপই সকল প্রকার পৌত্তলিকতার সারাংশ এবং ভিত্তি। সকল পৌত্তলিক ধর্ম এবং ধর্ম বিশ্বাসে মানুষ সৃষ্টিজাত প্রাণী অথবা বস্তুর উপর মিথ্যাভাবে স্বর্গীয় গুণাবলি আরোপ করে এবং ফলশ্রুতিতে সেগুলি আল্লাহ ছাড়া অথবা আল্লাহসহ উপাসনার বস্তুতে পরিণত হয়।

আল্লাহর অগণিত গুণাবলির মধ্যে সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ গুণটি হল একমাত্র তিনিই সকল ইবাদতের যোগ্য। গ্রীকদর্শন প্রভাবিত মুতাজিলাহ মতাদর্শ অনুসারীদের আবির্ভাবের কারণে মুসলমানরা এই গুণটি সম্পর্কে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং এখনও বহু মুসলমান বিভ্রান্তিতেই আছে।১৬৩ এই চরম গুরুত্বপূর্ণ গুণটি হ'ল আল্-উলু , (al-Uloo) যার ইংরেজী অর্থ মহামান্য অথবা যা সমস্ত সীমার উর্দ্ধে। আল্লাহকে বর্ণনা করার জন্য যখন এটা ব্যবহার করা হয় তখন এই গুণটি হচ্ছে আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির উর্দ্ধে এবং সৃষ্টিসীমা বহির্ভূত। তিনি সৃষ্টির দ্বারা পরিবেষ্টিত নয় কিংবা সৃষ্টির কোন অংশ কোনভাবেই তার উর্দ্ধে নয়। তিনি সৃষ্টিজগতের অংশ নন কিংবা সৃষ্টিজগৎ তাঁর অংশ নয়। প্রকৃতপক্ষে তাঁর সত্তা তার সৃষ্টি হতে সম্পূর্ণ ভাবে স্বতন্ত্র এবং পৃথক। তিনি স্রষ্টা। বিশ্ব এবং এর মধ্যস্থিত সকল বস্তু তাঁর সৃষ্টির অংশ। তবে সৃষ্টির প্রকারভেদ সত্ত্বেও তাঁর

---

১৬৩. নাসিরউদ্দীন আল্-আলবানী, মুখতাসার আল উলু (Beirut : al-Maktab al-Islamee. 1st ed., 1981) p. 23.

গুণাবলী অপরিবর্তিত। তিনি সমস্ত কিছু দেখেন, শুনেন এবং জানেন এবং তিনি হলেন সৃষ্ট জগতে সমস্ত কিছু ঘটার মুখ্য হেতু। তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই ঘটে না। ফলশ্রুতিতে, এ কথা বলা যেতে পারে যে আল্লাহর সাথে তাঁর সৃষ্টির সম্পর্ক সম্বন্ধে ইসলাম দ্বৈত মতবাদ পোষণ করে। এই দ্বৈতবাদিতা এই অর্থে যে, আল্লাহ আল্লাহই এবং সৃষ্টি সৃষ্টিই। দুটি আলাদা সত্ত্বা, স্রষ্টা অসীম এবং সৃষ্টি সসীম। একটি অপরটি নয় অথবা তারা উভয়ে এক নয়। একই সঙ্গে ইসলামি মতবাদ আপোষহীনভাবে এককত্বের দর্শন এই অর্থে যে আল্লাহ সম্পূর্ণ ভাবে স্বতন্ত্র এবং মাতাপিতা, সন্তানসন্ততি অথবা অংশীদার বিহীন। তিনি তাঁর ঐশী শক্তিতে অনন্য এবং কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি মহাবিশ্বের সকল ক্ষমতার একমাত্র উৎস এবং সব কিছুই তাঁর উপর নির্ভরশীল। অনুরূপভাবে, সৃষ্টির সাথে সম্পর্কে তিনি দৃঢ়ভাবে একক, কারণ সমস্ত বিশ্বের সকল বস্তু আল্লাহ একাই সৃষ্টি করেছেন। সমস্ত সৃষ্ট প্রাণী এবং সত্ত্বা একই সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি এবং এই কারণে "প্রকৃতি" সৃষ্টির উপাদানসমূহ একই প্রাথমিক পদার্থ সমূহ হতে নির্মিত।

তাৎপর্য

উপাসনার ক্ষেত্রে আল্লাহর অপারতা ও অসীমতার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। ইসলাম আবির্ভূত হবার পূর্বে এই মহৎ গুণের নিহিতার্থ হতে মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে বহুদূর চলে গিয়েছিল। খৃষ্ঠানরা দাবি করে যে, আল্লাহ পৃথিবীতে রক্ত মাংসের মানুষের আকারে পয়গম্বর ঈশা (যিশু) হিসাবে আবির্ভূত হন যাকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়। এদের আগে ইহুদীরা দাবি করেছিল যে আল্লাহ মানুষের রূপে পৃথিবীতে এসেছিলেন এবং একটি মল্লযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় পয়গম্বর ইয়াকুব (জেকব) এর কাছে হেরে যান।[১৬৪] পারস্যবাসীরা তাদের রাজাদের আল্লাহর সকল গুণাবলীতে ভূষিত দেবতা বলে গণ্য করত এবং তাদের পূজা করত। হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে ব্রহ্মা সর্বোচ্চ সত্ত্বা সর্বস্থানে এবং সকল বস্তুর মধ্যে বিরাজমান। ফলশ্রুতিতে তারা অসংখ্য মূর্তি, মানুষ এমনকি জন্তুকেও ব্রহ্মার ব্যক্তি রূপের প্রকাশ বলে পূজা করে।[১৬৫] প্রকৃতপক্ষে, এই বিশ্বাস হিন্দুদেরকে

১৬৪. Genesis 33 : 24-30

১৬৫. John R. Hinnells, Dictionary of Religions, (England : Penguin Books, 1984), pp 67-8.

এমন এক অবিশ্বাস্য পর্যায়ে নিয়ে গেছে যেখানে শিব দেবতা, যাকে পুরুষের উত্তোলিত লিঙ্গ হিসাবে প্রকাশ করা হয়েছে এবং আদর করে যাকে "লিঙ্গম" বলা হয়, তাকে পূজা করার জন্য তারা তাদের পবিত্র শহর বানারসে তীর্থযাত্রা করে।166

ব্রহ্মা সর্বত্র বিরাজমান- এই হিন্দু মতবাদ পরবর্তীতে খৃষ্টীয় বিশ্বাসের একটি অংশ হয়ে যায় এবং রাসূলের (সঃ) বহু প্রজন্ম পর অবশেষে মুসলমানদের মধ্যেও এই বিশ্বাস ঢুকে পড়ে। আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের স্বর্ণ যুগে যখন ভারতবর্ষ, পারস্য এবং গ্রীক দেশের দর্শন শাস্ত্রের পুস্তকগুলি অনুবাদ করা হয়; আল্লাহ সকল স্থানে এবং সব কিছুর মধ্যে বিরাজমান এই মতবাদ তখন দার্শনিক পরিমন্ডলে উপস্থাপন করা হয়। সূফীরা (মরমীরা) তখন এই মতবাদের অনুসরণ শুরু করে। অবশেষে, মুতাজিলাহর (যুক্তিবাদী) অনুসারীদের মধ্যে (যারা একটি দর্শনভিত্তিক গোষ্ঠী নামে পরিচিত এবং যাদের মধ্যে অনেকে আব্বাসীয় খলিফা, মা'মুনের (শাসনকাল : ৮১৩ থেকে ৮৩২ খৃঃ) প্রশাসনের সময় গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন) এই মতবাদ আলোড়ন সৃষ্টি করে। খলিফার পৃষ্ঠপোষকতায়, মুতাজিলাহরা তাদের বিকৃত দর্শন ও মতবাদ ব্যাপকভাবে প্রচার করতে শুরু করল। সারা সাম্রাজ্যে আদালত বসানো হয় এবং মুতাজিলাহ দর্শনের বিরোধিতা করার কারণে বহু বিদ্বান ব্যক্তিকে মৃত্যুদন্ড, জেল ও নিপীড়ন করা হয়।

এই অবস্থায় ইমাম আহমদ ইব্‌নে হাম্বলই প্রথম (৭৭৮-৮৫৫ খৃঃ) নিজ অবস্থানে দৃঢ় থেকে প্রথম দিকের মুসলমান আলেম এবং সাহাবাদের (রাসূলের (সঃ) সহচরবৃন্দ) পক্ষাবলম্বন করেন এবং অবস্থার পরিবর্তন ঘটান। খলিফা

---

১৬৬ Collier's Encyclopedia, vol. 12, p. 130. See Santha Rama Rau's article" Banaras : India's City of Light. National Geographic, February, 1986, p. 235 " শিব, একজন দ্বৈত স্বভাবের দেবতা যে ধ্বংস করে কিন্তু সৃষ্টিও করে। সাধারণতঃ পাথর থেকে আকৃতিতে আনা লিঙ্গম উত্তেজিত পুরুষের লিঙ্গের প্রতীক হিসাবে ঈশ্বরের পুনঃবিকশিত করার ক্ষমতাকে প্রকাশ করে। বিরাট বিরাট লিঙ্গ মন্দিরগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য। একটি বৃত্তাকার ভিত যাকে যোণী (মহিলা অঙ্গ) বলা হয় এবং শক্তি নামে দেবতার অর্দ্ধেক মহিলা অংশ এবং স্বর্গীয় শক্তির উৎস হিসাবে প্রকাশ করা হয়; তার উপর বৈশিষ্ট্যসূচকভাবে লিঙ্গ বসানো হয়। সাধারণ অর্থে, লিঙ্গ হল হিন্দু বিশ্বে সম্পূর্ণতার প্রতীক.......। একটি সাধারণ হিন্দু অনুষ্ঠানে, একজন পুরোহিত একটি লিঙ্গকে পুষ্প দ্বারা শোভিত করে, ঘি মাখায় এবং পুষ্প ও পানি দ্বারা ধৌত করে।

আল্‌মুতাওয়াক্কিল (al-Mutawakkil, শাসনকাল ৮৪৭-৮৬১) এর রাজত্বকালে মুতাজিলাহভুক্ত দার্শনিকদের সরকারের গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদ থেকে অপসারণ করা হয় এবং তাদের দর্শন সরকারী ভাবে বাতিল বলে গণ্য করা হয়। যদিও তাদের বেশীর ভাগ মতবাদ সময়ের সাথে সাথে অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, তবুও আল্লাহ যে সর্বত্র বিরাজমান (সর্বব্যাপী) তা আশারীয় মতবাদ অনুসারীদের মধ্যে আজও পর্যন্ত বিদ্যমান।[১৬৭] যে সকল পন্ডিতগণ মুতাযিলাহ দর্শন পরিত্যাগ করেন এবং মুতাজিলাহ তত্ত্বের মাত্রাধিক দার্শনিক ভিত্তি খন্ডন করার প্রচেষ্টা করেন তাঁরাই আশারীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

সর্বব্যাপিতা মতবাদে বিপদ

স্বর্গীয় সর্বব্যাপিতা (স্রষ্টা সর্বত্র বিরাজমান এই বিশ্বাস) নামক ভ্রান্ত গুণাবলির ভিত্তিতে কেউ কেউ দাবি করে যে, স্রষ্টা প্রাণী, গাছপালা অথবা খনিজ পদার্থের চেয়ে মানুষের মধ্যে বেশী বিদ্যমান ছিল। ঐ তত্ত্ব হ'তে কেউ কেউ দাবী করেছিল যে অন্যান্য মানুষের তুলনায় স্রষ্টা, হুলূল (মানুষের মধ্যে বসবাসকারী আল্লাহ) অথবা ইত্তিহাদ (মানুষের আত্মার সঙ্গে আল্লাহর আত্মার সম্পূর্ণ এককত্বতা) এর কারণে তাদের নিজেদের মধ্যে বেশী বিরাজমান। নবম শতাব্দীর মুসলমানগণের মধ্যে আল্‌-হাল্লাজ (৮৫৮-৯৯২ খৃঃ) নামে একজন উন্মাদ সাধক এবং তথাকথিত ওলি খোলাখুলিভাবে ঘোষণা দেয় যে, সে এবং

১৬৭. আবুল-হাসান আলী আল্‌-আশ'আরী (৮৭৩-৯৩৫) খৃঃ) নামে বসরায় জন্মগ্রহণকারী একজন ধর্মতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ ছিলেন যিনি চল্লিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত মুতাযিলা ধর্ম বিশেষজ্ঞ আল্‌-যুবা'ই এর ছাত্র ছিলেন। তার নাম অনুসারে আশারীয় ধর্মতত্ত্বের নামকরণ করা হয়। আবুল হাসান হাদিস অধ্যয়ন করার পর মুতাজিলাহ্ মতবাদ এবং ইসলামি ধ্যান ধারণার (Spirit of Islam) মধ্যে বিদ্যমান অসংগতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নতুন মধ্যযুগীয় দর্শন প্রতিষ্ঠা করেন যা পরবর্তীতে আশারীয় দর্শন হিসাবে বিস্তার লাভ করে। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত কীর্তি হ'ল আল্‌-ইবা'নাহ উসূল আদ-দিয়ানাহ এবং মাকা'লা'ত আল্‌-ইসলা'মী'য়ীন (al-Ibaanah 'an Usool ad-Diyaanah, Translated by W.C. Klem, New aven, 1940 and Maqaalaat al-Islaameeyeen Cairo : Maktabahn-Nahdah al-Misreeyah, 2nd ed, 1969)। আল-আশ'আরী তাঁর জীবনের শেষের দিকে সম্পূর্ণভাবে মধ্যযুগীয় দর্শন পরিত্যাগ করেন এবং এককভাবে হাদিসের উপর নির্ভর করেন। তবে অন্যান্য ধর্ম তাত্ত্বিকগণ বিশেষ করে শা'ফী মতবাদের কিছু ধর্ম বিশেষজ্ঞ তার আগেকার মতবাদ গ্রহণ করে আশারীয় মতবাদ তাদের নিজেদের মত করে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করে। (Shorter Encyclopedia of Islam, pp. 46-7 and pp. 210-215).

১৬৮. A. J. Arberry, Muslim Saints and Mystics, London : Routledge and Kegan Paul, 1976, pp 266-271.

আল্লাহ এক।[১৬৮] দশম শতাব্দীর শিয়া সম্প্রদায় হতে দলত্যাগী নুশারাইতগণ দাবি করেছিল যে রাসূলের (সঃ) জামাতা আলী ইব্নে আবু-তালিব এর মাধ্যমে আল্লাহ নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন।[১৬৯] একাদশ শতাব্দীতে দ্রুজ নামে অপর এক দলত্যাগী শিয়া সম্প্রদায় দাবি করেছিল যে, ফাতেমীয় শিয়া খলিফা আল্-হাকিম বিন্-আম্রিল্লাহ (৯৯৬-১০২১ খৃঃ) মানুষের মধ্যে স্রষ্টার শেষ দেহধারণ।[১৭০] ইব্নে-আরাবী (১১৬৫-১২৪০ খৃঃ) নামে দ্বাদশ শতাব্দীর এক তথাকথিত সূফী ওলি বিশ্বাস করত যে, স্রষ্টা মানুষের ভিতরে বিরাজমান। কাজেই তার কবিতার মাধ্যমে তার অনুসারীদের নিজেদেরকে প্রার্থনা করার এবং নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে প্রার্থনা না করায় উদ্বুদ্ধ করেছিল।[১৭১] এই একই মতবাদের সারমর্ম অনুযায়ী আমেরিকায় এলাইজা মুহাম্মদ (মৃত্যুঃ১৯৭৫) দাবি করে যে প্রত্যেক কৃষ্ণকায় মানুষের মধ্যেই আল্লাহ আছে এবং তার পরামর্শদাতা ফারদ মুহাম্মদ নিজেই সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহ।[১৭২] মানুষের নিজেকে স্রষ্টা বলে দাবি করা এবং তা মেনে নেবার সবচেয়ে সাম্প্রতিক উদাহরণ হল ১৯৭৯ সনে গায়ানায় রেভারেন্ড জিম জোনস (Reverend Jim Jones) তাঁর ৯০০ জন অনুসারীসহ নিজস্ব জীবন বিসর্জন করা। প্রকৃতপক্ষে, জিম জোনস অন্য আর একজন আমেরিকান যে নিজের নাম "ফাদার ডিভাইন" (Father Divine) রেখেছিল, তার কাছ থেকে নিরপরাধ লোকদের কাজে লাগিয়ে নিজ উদ্দেশ্য সাধনের দর্শন এবং মনস্তাত্ত্বিক কৌশল শিখেছিল। ফাদার ডিভাইন এর সত্যিকার নাম ছিল জর্জ বেকার (George Baker)। ১৯২০ সনের পূর্বের মন্দা (depression) কালে জর্জ বেকার গরীবদের জন্য রেষ্টুরেন্ট খুলেছিল। তাদের পেট জয় করার পর, সে তাদের উপর এই দাবি প্রক্ষেপ করেছিল যে সে মূর্তিমান

---

১৬৯. Shorter Encyclopedia of Islam, pp 454-455.

১৭০. একই পুস্তকের পৃঃ ৯৪-৫।

১৭১. ইব্নে-আরাবী আল্লাহকে এমনভাবে বর্ণনা দিয়েছিল, " মহিমা হোক তাঁর, যিনি সকল বস্তুকে প্রকাশিত করার সময় তাদের সত্ত্বা হয়েছেন।" See, Ibn Arabee, al-Futoohaat al-Makkeeyah, vol. 2, p. 604, quoted in Haadhihee Heya as-Soofeeyah by Abdur-Rahmaan al-Wakeel, Makkah : Daar al-Kutub al-Ilmeeyah, 3rd ed, 1979, p. 35).

১৭২. Elijah, Muhammad, Our Saviour Has Arrived, (Chicago : Muhammadis Temple of Islam, no. ? 1974), pp 26, 56, 57, 39, 39-46.

ঈশ্বর। সময় কালে সে বিবাহ করে এবং তার কানাডীয় স্ত্রীর নাম রাখে মাদার ডিভাইন। ত্রিশ দশকের মাঝামাঝির মধ্যে তার অনুসারীদের সংখ্যা নিযুত ছাড়িয়ে যায় এবং সমগ্র যুক্তরাষ্ট্র এমনকি ইউরোপেও তার অনুসারীদের দেখা যায়।১৭৩

এইভাবে ঈশ্বরত্বের এই সব দাবি কোন নির্দিষ্ট স্থান অথবা ধর্মীয় গোষ্ঠির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তারা যেখানেই উর্বর জমি পেয়েছে সেখানেই সহজে শিকড় গজিয়েছে। মানুষরূপী-ঈশ্বর মতবাদ গ্রহণ করার জন্য কারোর মনে যদি ইতিমধ্যেই ঈশ্বরের সর্বব্যাপিতায় বিশ্বাসের ক্ষেত্র তৈরী হয়ে থাকে তাহলে যারা দেবত্ব দাবি করে তারা সহজেই এদেরকে অনুসারী হিসাবে পেয়ে যায়।

এই উপসংহারে উপনীত হওয়া যায় যে "আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান" এই বিশ্বাস অতিশয় বিপজ্জনক; মূখ্যত এই কারণে যে, এই বিশ্বাস আল্লাহর সৃষ্টিকে উপাসনা করার মত সবচেয়ে বড় পাপকে উৎসাহিত করে, নিরাপত্তাবিধান করে এবং যুক্তিসম্মতভাবে ব্যাখ্যা করে। এটা তৌহিদ আল্-আস্মা ওয়াস-সিফাত অন্তর্গত শিরকেরও একটি রূপ কারণ এটি স্রষ্টার জন্য এমন গুণ দাবি করে যা তাঁর নয়। কোরআন অথবা রাসূলের (সঃ) জবানীতে আল্লাহর এই ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে কোরআন এবং সুন্নাহ এর বিপরীত নিশ্চিত করে।

স্পষ্ট প্রমাণাদি

যেহেতু আল্লাহর দৃষ্টিতে সবচেয়ে বড় গুনাহ হ'ল তাকে ছাড়া অথবা তাঁর পাশাপাশি অন্যকে উপাসনা করা এবং তিনি ব্যতীত অন্য সকলই তাঁর সৃষ্টি, সেহেতু ইসলামের সকল দর্শন প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে সৃষ্টিকে উপাসনা করার বিরোধিতা করে। বিশ্বাসের মৌলিক দর্শন স্রষ্টা এবং তার সৃষ্টির মধ্যে অতি পরিষ্কার স্বাতন্ত্র্য তৈরী করে। আল্লাহ সম্পূর্ণরূপে তাঁর সৃষ্টি হতে পৃথক এবং তাঁর সৃষ্টির ঊর্দ্ধে এই বিষয়টি মুসলমান আলেমগণ প্রতিষ্ঠা করান এবং সুন্নাহর উপর ভিত্তি করে যে অসংখ্য প্রমাণাদি রয়েছে তা ব্যবহার করেন। এই ধরনের সাতটি প্রমাণ নিম্নরূপ ঃ

---

১৭৩. E. U. Essien-Udom, Black Nationalism, (Chicago : University of Chicago Press, 1962)

১। সহজাত প্রবৃত্তি থেকে প্রমাণ ঃ

ইসলামি দৃষ্টিকোণ হতে মানুষ কিছু স্বাভাবিক প্রবণতা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে এবং সে কেবলমাত্র তার পরিবেশের সৃষ্টি নয়। এই বিষয়টির ভিত্তি কোরআনের সেই অংশ যেখানে আল্লাহ বর্ণনা দিয়েছেন যে যখন তিনি আদম সৃষ্টি করেন তখন তিনি আদম হতে তার সকল বংশধরদের বের করেন এবং তাঁর এককত্বের সাক্ষী করেন। এই মতবাদটি আরও জোরদার হয় রাসূলের (সঃ) বিবৃতিতে যে, প্রতিটি সদ্যজাত শিশু আল্লাহকে প্রার্থনা করার প্রবণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু তার পিতামাতা তাকে একজন ইহুদী, একজন জাদুকর অথবা একজন খৃষ্টান হিসেবে তৈরী করে।১৭৪ আল্লাহকে প্রার্থনা করার এই সহজাত প্রতিক্রিয়া "আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান"- এই বিশ্বাসের যুক্তি হিসেবে কেউ ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু যদি আল্লাহ সব জায়গায় এবং সব কিছুর মধ্যে বিদ্যমান থাকে তাহলে এটা ইঙ্গিত করে যে ঈশ্বরের নির্যাস নোংরা বস্তু এবং নোংরা স্থানেও দেখা যাবে। বেশীর ভাগ লোকই স্বাভাবিকভাবে এই চিন্তা করতেই অরুচি বোধ করে। সহজাত ভাবে তারা এমন কোন বিবৃতি গ্রহণ করতে অপারগ যা এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে যে বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা মানুষের বিষ্ঠা অথবা অন্য কোন বস্তুর মধ্যে অথবা মহামান্যের জন্য যথাযথ নয় এমন স্থানে বিদ্যমান। সুতরাং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, "আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান" এই দাবি সঠিক হবার সম্ভাবনা খুবই কম। যারা " স্রষ্টা সর্বত্র বিরাজমান" এই বিশ্বাস পরিত্যাগ করতে ইচ্ছুক নয়, তারা তর্ক করতে পারে যে সহজাত প্রবৃত্তির জন্য নয়, ছেলেবেলার শিক্ষাদীক্ষা এবং সামাজিক অবস্থানের ফলশ্রুতিতে মানুষের এই মতবাদের প্রতি বিকর্ষণ। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ স্বল্প বয়স্ক ছেলেমেয়েরা আল্লাহ যে সর্বত্র বিরাজমান সে সম্বন্ধে পূর্বেই শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও দ্বিধা অথবা গভীর চিন্তা ছাড়াই তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই মতবাদ প্রত্যাখ্যান করে।

১৭৪ আবু হুরায়রাহ কর্তৃক বর্ণিত এবং আল্-বুখারী, এবং মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Al-Bukhari, Arabic-English, vo. 8, pp 369-90, no. 597 and Sahih Muslim, English Trans, vol. 4, p. 1399, no. 6429).

২। প্রার্থনা থেকে প্রমাণ ঃ

ইসলামের নিয়ম অনুযায়ী সালাতের স্থান সমূহকে মূর্তি অথবা চিত্র দ্বারা আল্লাহ বা তার সৃষ্টিকে প্রকাশিত করা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখতে হবে। এই ভিত্তি সালাতের বিভিন্ন ভঙ্গি (আনত হওয়া, অবনত হওয়া ইত্যাদি) আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি উদ্দেশ্য করা নিষিদ্ধ। স্রষ্টা যদি সকল স্থান, বস্তু এবং প্রত্যেক ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে বিরাজমান হ'ত তাহ'লে অখ্যাত সূফী "ওলি" ইব্নে আরাবীর দাবী অনুযায়ী একজন অপরকে উদ্দেশ্য করে অথবা এমনকি স্বয়ং তাদের নিজেদেরকে উদ্দেশ্য করে তাদের ইবাদত পরিচালনা করা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণীয় হত। একজন মূর্তিপূজারীকে অথবা গাছ এবং প্রাণী পূজারীকে যৌক্তিকভাবে বুঝান সম্ভব হবে না যে তার পূজার পদ্ধতি ভুল এবং অদৃশ্য স্রষ্টা যিনি একা এবং অংশীদার বিহীন শুধু তাঁরই প্রার্থনা করা উচিত। মূর্তিপূজারী স্রেফ উত্তর দেবে যে, সে বস্তুকে পূজা করছে না, সে এই বস্তুর মধ্যে নিহিত স্রষ্টার অংশ অথবা মানুষ বা প্রাণীর রূপ আকারে প্রকাশিত স্রষ্টাকে পূজা করছে। তথাপি হাজার যুক্তি সত্ত্বেও যে কেউ এই ধরনের কাজ করে ইসলাম তাকে কাফির (অবিশ্বাসী) শ্রেণীভুক্ত করে। প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের ব্যক্তি বিশেষ স্রষ্টার সৃষ্টির সম্মুখে সিজদায় যায়। মানুষ এবং অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর উপাসনা থেকে সরিয়ে নিয়ে একমাত্র স্রষ্টাকে উপাসনার দিকে ফিরিয়ে আনার জন্য ইসলামের আবির্ভাব হয়েছিল। সুতরাং উপাসনা সম্বন্ধে ইসলাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে যে, আল্লাহকে সৃষ্টি করা বস্তুর মধ্যে পাওয়া যাবে না; তিনি তাদের থেকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা। এই অবস্থান আরও মজবুত হয় এই কারণে যে স্রষ্টা অথবা প্রাণীজগতের জীবন্ত কিছুকে চিত্র দ্বারা প্রকাশ করাকে ইসলাম সম্পূর্ণ ভাবে নিষিদ্ধ করেছে।

৩। মি'রাজ থেকে প্রমাণ ঃ

মদীনায় হিজরত করার দুই বৎসর পূর্বে রাসূল (সঃ) মক্কা হতে জেরুজালেমে অলৌকিক রাত্রি ভ্রমণ (ইস্রা) করেন এবং সেখান হতে তিনি (সঃ) মি'রাজে[১৭৫] চড়ে সাত আসমানের সৃষ্টির সর্বোচ্চ সীমায় গমন করেন। তিনি যাতে সরাসরি আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে পারেন এ জন্য তাঁকে এই

১৭৫. মি'রাজ (আক্ষরিক অর্থে সিঁড়ি অথবা মই) প্রকৃতপক্ষে একটি বাহন যা রাসূলকে (সঃ) আকাশের মধ্য দিয়ে উর্দ্ধে নিয়ে গিয়েছিল। তবে স্বর্গারোহণকে সাধারণত এই নামে বলা হয়। (Lane's, Arabic- English Lexicon, vol. 2, pp 1966-7 দেখুন)।

অলৌকিক ভ্রমণ করান হয়েছিল। সেখানে সপ্তম আসমানের উর্দ্ধে, দিনে পাঁচবার সালাত (আনুষ্ঠানিক প্রার্থনা) বাধ্যতামূলক করা হয়, আল্লাহ সরাসরি রাসূলের (সঃ) সঙ্গে কথা বলেন এবং সূরা আল্-বাকারার (কোরআনের দ্বিতীয় সূরা) শেষ আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয় ।[১৭৬]

যদি আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান হতেন তাহলে রাসূলকে (সঃ) কোথাও যেতে হ'ত না। তিনি নিজের বাড়ীতে সরাসরি আল্লাহর সম্মুখে হাজির হতে পারতেন। সুতরাং, অলৌকিক ঘটনার মধ্যে দিয়ে উর্দ্ধে স্বর্গারোহণে একটি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে যে আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির উর্দ্ধে এবং এর কোন অংশ নয়।

৪। **কোরআন থেকে প্রমাণ ঃ**

আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির উর্দ্ধে কোরআনে বর্ণিত এরূপ প্রচুর আয়াত আছে। এইগুলি কোরআনের প্রায় প্রতি সূরাতেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পাওয়া যায়। যে সব আয়াতে কোন জিনিষের স্রষ্টা পর্যন্ত উর্দ্ধে গমন অথবা তাঁর নিকট হতে অবতরণের উল্লেখ রয়েছে ঐগুলি পরোক্ষ ইঙ্গিতের মধ্যে পড়ে। যথা, সূরা আল্-ইখলাছে আল্লাহ নিজেকে আস-সামাদ[১৭৭] বলে নাম দিয়েছেন, যার অর্থ ঃ বস্তু যার নিকট উর্ধ্বগামী হয়। অনেক ক্ষেত্রে এই ধরনের উল্লেখ আক্ষরিক, যেমন ফেরেশতাদের সম্বন্ধে আল্লাহ বলেছেন ঃ

﴿ تَعْرُجُ الْمَلَٰئِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾

"ফেরেশতা এবং রূহ আল্লাহর দিকে উর্দ্ধগামী হয় এমন একদিনে যাহা পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বৎসরের সমান।" (সূরা আল্-মা'আরিজ ৭০ ঃ ৪)

এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক, যেমন সালাত এবং যিকির সম্বন্ধে আল্লাহ বলেছেন ঃ

﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ ﴾

" তাঁহারই দিকে পবিত্র বাণীসমূহ আরোহণ করে ।" (সূরা ফা'তির ৩৫ ঃ ১০)

---

১৭৬. রাসূলের (সঃ) এই ঘটনার বিবরণের জন্য পড়ুন Sahih Al-Bukhari. Arabic-English vol. 9. pp. 449-50. no. 608 এবং Sahih Muslim. English Trans. vol. 1. pp 103-4. no. 313.

১৭৭. সূরা আল-ইখ্লাছ ১১২ ঃ ২।

এমনকি নিম্নোক্ত সূরায়

﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰهَامٰنُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ۙ أَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا ﴾

" ফিরআউন বলিল, ' হে হামান আমার জন্য তুমি নির্মাণ কর এক সুউচ্চ প্রাসাদ যাহাতে আমি পাই অবলম্বন আসমানে আরোহণের অবলম্বন, যেন দেখিতে পাই মূসার ইলাহকে; তবে আমি তো উহাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি, ... ।" (সূরা মু'মিন ৪০ ঃ ৩৬-৭)

আল্লাহর নিকট হ'তে অবরোহণ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত সূরায় উদাহরণ পাওয়া যাবে ঃ

﴿ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾

" বল তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে রুহুল কুদ্স জিব্রাইল সত্যসহ কোরআন অবতীর্ণ করিয়াছে, যাহারা মু'মিন তাহাদিগকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এবং হিদায়াত ও সুসংবাদ স্বরূপ আত্মসমর্পণকারীদিগের জন্য।" (সূরা আন্-নাহ্ল ১৬ ঃ ১০২)

আল্লাহর নামগুলিতে এবং তাঁর প্রদত্ত স্পষ্ট বাণীতে প্রত্যক্ষ উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন, আল্লাহ নিজেকে আল্-আলী এবং আল্-'আলা বলে নাম দিয়েছেন, যার উভয়ের অর্থ সুউচ্চ, যার উপরে আর কিছু নেই। উদাহরণস্বরূপ, "আল্-'আলী আল্-আধ্হী'ম" [১৭৮] "রাব্বিকাল্-আ'লা।"[১৭৯] তিনি নিজেকে তাঁর দাসগণের উর্দ্ধে বলেও সুনির্দ্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন ঃ

﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾

" তিনি আপন বান্দাদিগের উপর পরাক্রমশালী" ।

(সূরা আল্-আন্ 'আম ৬ ঃ ১৮ এবং ৬১)

১৭৮. সূরা আল্-বাকারা ২ ঃ ২২৫।

১৭৯. সূরা আল্-আ'লা ৮৭ ঃ ১।

এবং তিনি তাঁর ইবাদতকারীদেরও যেমন বর্ণনা দেন ঃ

﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ ﴾

"উহারা ভয় করে, উহাদিগের উপর পরাক্রমশালী। উহাদিগের প্রতিপালককে"। (সূরা আন্-নাহ্ল ১৬ ঃ ৫০)

সুতরাং, যারা গভীরভাবে চিন্তা করে, কোরআন নিজেই তাদের স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির অনেক উর্দ্ধে এবং কোন ভাবেই এর ভিতরে অথবা এর দ্বারা পরিবেষ্টিত নয়। ১৮০

৫। হাদিস থেকে প্রমাণ ঃ

রাসূলের (সঃ) বিবরণের মধ্যে প্রচুর প্রমাণ রয়েছে যেগুলি পরিষ্কারভাবে প্রতিষ্ঠা করে যে আল্লাহ পৃথিবী অথবা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে বিদ্যমান নয়। কোরআনের আয়াতগুলির মত হাদিসে কিছু পরোক্ষ এবং কিছু প্রত্যক্ষ উল্লেখ রয়েছে। পরোক্ষ হাদিস ঐগুলি যেগুলিতে ফেরেশতাদের আল্লাহ পর্যন্ত উর্দ্ধগমনের কথা উল্লেখ রয়েছে। যেমন আবু হুরায়রাহর হাদিসে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেছেন, *"(একদল) ফেরেশতারা রাত্রে এবং (অন্য আর একদল) দিনে তোমার সঙ্গে থাকে এবং আসর (সন্ধ্যা) ও ফজর (প্রত্যূষ) সালাতের সময় উভয় দল মিলিত হয়। তারপর যে সব ফিরিশতা সারা রাত তোমার কাছে ছিল তারা উর্দ্ধে গমন (আসমানে) করে এবং আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন (তোমাদের সম্বন্ধে)-যদিও তিনি তোমার সম্বন্ধে সবই জানেন....... ।"* ১৮১

পরোক্ষ উল্লেখের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ঐগুলি যেগুলি প্রকাশ করে যে আল্লাহ তাঁর সিংহাসনের উর্দ্ধে রয়েছেন এবং যে সিংহাসন সকল সৃষ্টির উপরে। এই ধরণের একটি উদাহরণ আবু হুরায়রাহর বর্ণনায় পাওয়া যায় যেখানে রাসূল (সঃ) বলেছেন, *"যখন আল্লাহ সৃষ্টি সমাপ্ত করলেন, তিনি তাঁর কাছে তাঁর সিংহাসনের*

---

১৮০. al-Aqeedah at Talaaweeyah পৃষ্টা ২৮৫-৬ দেখুন।

১৮১. আল্-বুখারী, মুসলিম এবং আন-নাসায়ী কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih al-Bukhari, Arabic English, vol.3, pp. 386-7, no. 525 and Sahih Muslim, English Trans, vol. 1, pp. 306-7 no. 1320).

*ঊর্দ্ধে রক্ষিত একটি পুস্তকে (যা তিনি রেখেছিলেন) লিখেছিলেন, ' নিশ্চয়ই আমার করুণা আমার ক্ষোভ হতে অগ্রগামী হবে।"*১৮২

প্রত্যক্ষ উল্লেখের একটি উদাহরণ হ'ল রাসূলের (সঃ) স্ত্রী জয়নাব বিন্‌তে যাহশ যিনি রাসূলের (সঃ) অন্য স্ত্রীগণের নিকট গর্ব করতেন যে, যখন আল্লাহ সপ্তম আসমান এর ঊর্দ্ধে হতে তাকে বিবাহ দিলেন তখন তার পরিবার তাকে রাসূলের (সঃ) কাছে সম্প্রদান করলেন।১৮৩

আরেকটি উদাহরণ পাওয়া যায় দুয়ায় (প্রার্থনা) যাদ্বারা *রাসূল (সঃ) অসুস্থদের তাদের নিজেদের জন্য প্রার্থনা করতে শিখিয়েছিলেন ঃ*

<< ربنا الله الذى فى السماء تقدس أسمك >>

" *রাব্বানা আল্লাহ আল্লাজি ফিস্‌-সামায়ী তাকাদাসাস্‌মুকা ....।*"

(আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ যিনি আসমানের উপরে, আপনার নাম পবিত্র হউক ....।" ১৮৪

নিম্নোক্ত হাদিসটি বোধ হয় প্রত্যক্ষ উল্লেখের মধ্যে সবচেয়ে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত ঃ

মু'আবিয়াহ ইব্‌নে আল্‌-হাকাম বলেন, *"আমার একটি চাকরানী ওহোদ পাহাড় এলাকার আল্‌-জাওয়ারীয়াহ নামে একটি জায়গায় ভেড়া চরাত। একদিন আমি এসে দেখলাম যে একটি নেকড়ে বাঘ তার ভেড়ার পাল থেকে একটি ভেড়া তুলে নিয়ে গেছে। যেহেতু আদমের অন্যান্য বংশধরদের মত আমার মধ্যে দুঃখজনক কাজ করার প্রবণতা ছিল, আমি তার মুখে সজোরে থাপ্পড় মারলাম। আমি যখন ঘটনাটি আল্লাহর রাসূলের (সঃ) কাছে বর্ণনা দিলাম, তিনি এটাকে আমার পক্ষ হতে গুরুতর কাজ সংঘটিত হয়েছে বলে গণ্য করলেন। আমি*

১৮২. আল্‌-বুখারী এবং মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih al-Bukhari, Arabic-English, vol. 9, pp. 382-3, no. 518 and Sahih Muslim, English Trans, vol. 4, p. 1437, no. 6628).

১৮৩. আনাস কর্তৃক বর্ণিত এবং আল্‌-বুখারী কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih al-Bukhari, Arabic-English, vol. 9, p. 382, no. 517).

১৮৪. আবু দাউদ কর্তৃক সংগৃহীত। (Sunan Abu Dawud, English Trans, vol. 3, p. 109, no. 3883).

বললাম, " হে আল্লাহর রাসূল (সঃ) আমি কি তাকে মুক্তি দিতে পারি না?"[১৮৫] *তিনি উত্তর দিলেন,"তাকে আমার কাছে নিয়ে এস।" সুতরাং আমি তাকে নিয়ে এলাম। তিনি (রাঃ) তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, " আল্লাহ কোথায়?" এবং সে উত্তর দিল," আসমানের উপরে।" তারপর তিনি মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলেন,"আমি কে?" এবং সে উত্তর দিল, "আপনি আল্লাহর রাসূল।" সুতরাং তিনি বললেন, " তাকে মুক্তি দাও, কারণ নিশ্চয়ই সে একজন সত্যিকার বিশ্বাসী।"*[১৮৬]

অন্যের বিশ্বাস পরীক্ষা করার সময় তাকে জিজ্ঞাসা করার জন্য যৌক্তিক প্রশ্ন হবে" তুমি কি আল্লাকে বিশ্বাস কর?" রাসূল (সঃ) ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেননি কারণ ঐ সময় বেশীর ভাগ লোকই আল্লাহয় বিশ্বাস করত, যেমন বারংবার কোরআন উল্লেখ করে,

﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ ﴾

"যদি তুমি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, কে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং চন্দ্র-সূর্যকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন? উহারা অবশ্যই বলিবে, আল্লাহ্।" (সূরা আন্ কাবুত ২৯ ঃ ৬১)

যেহেতু ঐ সময়কার পৌত্তলিক মক্কাবাসীরা বিশ্বাস করত যে, আল্লাহ যে কোন ভাবেই হোক তাদের মূর্তিদের মধ্যে বিদ্যমান এবং তার ফলে সৃষ্টির কিছু অংশের মধ্যে বিদ্যমান, রাসূল (সঃ) বের করতে চেয়েছিলেন যে অন্যান্য

---

১৮৫. আল্-বুখারী, মুসলিম এবং আবু দাউদ, আবু হুরায়রাহ কর্তৃক প্রেরিত একটি হাদিস সংগ্রহ করেন যেখানে আবু হুরায়রাহ বর্ণনা দিয়েছেন যে আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেছেন, " যখন তুমি আঘাত কর (অন্যকে), মুখমন্ডল এড়িয়ে কর"। (দেখুন Sahih Muslim, English Trans, vol. 4, p. 1378, no. 6321-6). এবং Sunan Abu Dawud, English Trans, vol. 3 p. 1256, no. 4478). এটা উল্লেখ আছে যে তিনি বলেছেন, " একজন দাসকে থাপ্পড় মারা অথবা প্রহার করার খেসারত হিসাবে তাকে আজাদ করে দাও"। (Sahih Muslim, English Trans, vol. 3, pp. 882-3, no. 4078)

১৮৬. মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Muslim, English Trans, vol. 1, pp. 271-2, no. 1094).

মক্কাবাসীদের মত ঐ মেয়েটির বিশ্বাস বিভ্রান্ত এবং পৌত্তলিক ভাবধারার ছিল, নাকি স্বর্গীয় শিক্ষানুযায়ী পরিষ্কারভাবে এককত্বের দর্শনের মধ্যে ছিল। এই কারণে রাসুল (সঃ) এমনভাবে প্রশ্নটি করলেন যার ফলে নির্ধারণ করা যায় যে মেয়েটি কি জানে যে, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির অংশ নয়, নাকি সে বিশ্বাস করে যে সৃষ্টির মাধ্যমে স্রষ্টার উপাসনা করা যায়। খাঁটি মুসলমানদের ধরে নিতে হবে যে, ' আল্লাহ আসমানের উপরে', মেয়েটির এই উত্তর "আল্লাহ কোথায়" এই প্রশ্নের একমাত্র বৈধ উত্তর। কারণ এরই ভিত্তিতে রাসূল (সাঃ) রায় দিয়েছেন যে, মেয়েটি সত্যিকার মুসলমান। যদি আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান হ'ত, যা নিয়ে এখনও কিছু মুসলমান তর্ক করে, তাহলে রাসূল (সঃ) "আসমানের উপরে" এই উত্তরের ভুল সংশোধন করতেন। রাসূলের (সঃ) সামনে যা কিছু বলা হ'ত তা তিনি প্রত্যাখ্যান না করলে ইসলামি আইন হিসাবে অনুমোদিত সুন্নাহ (তাকরীরিয়াহ) বলে গণ্য হত এবং তা বৈধ হত। যাহোক, রাসূল (সঃ) মেয়েটির বক্তব্য শুধু গ্রহণই করেননি, বরং তিনি তাকে একজন সত্যিকার বিশ্বাসী হিসাবে গণ্য করার একটি ভিত্তি হিসাবেও ব্যবহার করেছিলেন।

৬। যুক্তিসম্মত প্রমাণ ঃ

যুক্তিসম্মতভাবে বলতে গেলে, এটা সুস্পষ্ট যে যখন দুইটি জিনিষ বিদ্যমান থাকে, তাদের মধ্যে একটি নিশ্চয়ই অপরটির একটি অংশ এবং এর গুণাবলির উপর নির্ভরশীল হয় অথবা অন্যটির থেকে স্বতন্ত্রভাবে বিরাজ করে। এতদানুসারে স্রষ্টা যখন বিশ্ব সৃষ্টি করেছিলেন তখন হ'য় তিনি তাঁর নিজের ভিতরে তা সৃষ্টি করেছিলেন অথবা তাঁর নিজের বাইরে সৃষ্টি করেছিলেন। প্রথম সম্ভাবনা গ্রহণযোগ্য নয় কারণ তখন এটার অর্থ এই হত যে আল্লাহর অসীম সত্তার মধ্যে অসম্পূর্ণ এবং দুর্বল সসীম গুণাবলি বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং তিনি নিশ্চয়ই তাঁর নিজের বাইরে তাঁর থেকে স্বতন্ত্র অথচ তাঁর উপর নির্ভরশীল একটি সত্ত্বা হিসাবে বিশ্ব সৃষ্টি করেছিলেন। নিজের থেকে বাইরে বিশ্ব সৃষ্টি করে মনে হয় তিনি তাঁর থেকে উপরে অথবা নীচে এই বিশ্ব সৃষ্টি করেছিলেন। যেহেতু মানব জাতির অভিজ্ঞতায় নীচের দিকে প্রার্থনা করা কোথাও নিশ্চিত করে না এবং সৃষ্টির নীচে হওয়াকে স্রষ্টার মহত্ত্ব মহিমা এবং সার্ব্বভৌমত্বের বিরোধিতা করা হয়, সেহেতু স্রষ্টা নিশ্চয়ই তাঁর সৃষ্টির উর্দ্ধে এবং এর থেকে স্বতন্ত্র। স্রষ্টা

পৃথিবীর সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, এর থেকে পৃথকও নয় অথবা তাঁর অস্তিত্ব পৃথিবীর মধ্যেও নয় এবং এর বাইরেও নয়।১৮৭. এই ধরনের পরস্পর বিরোধী বক্তব্য শুধু অযৌক্তিকই নয় এগুলি প্রকৃতপক্ষে স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে।১৮৮ এই ধরনের দাবি স্রষ্টাকে মানুষের চিন্তার পরবাস্তববাদী (surrealistic) রাজ্যে নিয়ে যায় যেখানে বিপরীত বস্তু সহ-অবস্থানে থাকতে পারে এবং অসম্ভব বিদ্যমান থাকে (যেমন একের মধ্যে তিন স্রষ্টা)।

৭। পূর্বেকার আলেমদের ঐকমত্য ঃ

স্রষ্টার সীমাবহির্ভূত অস্তিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পূর্বেকার ইসলামি আলেমগণের এত অসংখ্য বক্তব্য আছে যে তা তুলে ধরা এই সংক্ষিপ্ত প্রচেষ্টার বাইরে। পঞ্চদশ শতকের হাদিস পন্ডিত আধ-ধাহাবী আল্লাহর অপার এবং অসীম অস্তিত্ব নিশ্চিত করে অতীতের দুই শতেরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ আলেমদের বক্তব্য আল্-উলু লিল্-'আলী আল্-আধহীম' নামে একটি পুস্তকে গ্রন্থিত করেছিলেন।১৮৯

এই ধরনের বক্তব্যের একটি উত্তম উদাহরণ মূতী আল্-বালাখীর বর্ণনায় পাওয়া যায় যেখানে তিনি আবু হানিফার কাছে জানতে চান সেই ব্যক্তি সম্বন্ধে যে জানে না তার প্রতিপালক আসমানে না জমিনের উপর বিদ্যমান। আবু হানিফা উত্তর দিলেন, " সে অবিশ্বাস করেছে, কারণ আল্লাহ বলেছেন, " **দয়াময় 'আরশে সমাসীন'** (সূরা তা'হা' ২০ ঃ ৫) এবং তাঁর সিংহাসন সপ্তম আসমানের উর্দ্ধে।" অতঃপর তিনি (আল্-বালাখী) বললেন, " যদি সে বলে যে, তিনি (আল্লাহ) সিংহাসনের উপরে কিন্তু যে জানে না সিংহাসনটি আসমানে না জমিনের উপরে, তাহলে কি হবে?" তিনি (আবু হানিফা) উত্তর দিলেন, "সে অবিশ্বাস করেছে কারণ তিনি (আল্লাহ) আসমানের উর্দ্ধে বিদ্যমান এ কথা সে অস্বীকার করেছে এবং তিনি আসমানের উর্দ্ধে এ কথা যে অস্বীকার করবে সে

---

১৮৭. See Haashiyah al-Beejooree alaa al-Jawharah, p. 58.

১৮৮. Al-Aqeedah at-Tahaaweeyah, pp. 290-1. See also Ahmad ibn Hanbals ar-Radd Alaa al-Jahmeeyah.

১৮৯. Mukhtasar al-Uloo, p. 5.

অবিশ্বাসী।"১৯০ যদিও আবু হানিফার আইন শিক্ষার বহু অনুসারীগণ আজকাল দাবি করে যে আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান, পূর্বের অনুসারীগণ এই দাবির সঙ্গে একমত ছিলেন না । ঐ সময়ের এবং তৎকালীন সময়ের বহু পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে যে বিশ্র আল্-মারীছী১৯১ যখন আল্লাহ সিংহাসনের উর্দ্ধে এ কথা অস্বীকার করেছিল তখন আবু হানিফার প্রধান ছাত্র আবু ইউসুফ তাকে অনুতপ্ত হতে বলেছিলেন।১৯২

সারমর্ম ঃ

সুতরাং, ইসলাম এবং এর প্রধান তত্ত্ব তৌহিদ অনুসারে নিরাপদে বলা যায় যে ঃ

(১) আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি হ'তে সম্পূর্ণ আলাদা।

(২) কোন প্রকারেই সৃষ্টি তাঁকে বেষ্টিত করে নেই অথবা তাঁর উর্দ্ধে বিদ্যমান নেই।

(৩) আল্লাহ সকল বস্তুর উর্দ্ধে।

ইসলামের মূল সূত্র হিসাবে আল্লাহ সম্বন্ধে এটাই হল সঠিক মতবাদ। এটা খুব সহজ এবং দৃঢ়। এতে এমন কোন স্থান নেই যার ফলে সৃষ্টিকে উপাসনা করার মত ভ্রান্ত পথে পরিচালনা করার সম্ভাবনা থাকে।

এই মতবাদ অবশ্য অস্বীকার করে না যে, আল্লাহর গুণাবলি তাঁর সৃষ্টির সর্বাংশে চালু রয়েছে। কিছুই তাঁর দৃষ্টি, জ্ঞান এবং শক্তি এড়িয়ে যেতে পারে না। ঘরের আরামদায়ক পরিবেশে বসে পৃথিবীর অপর প্রান্তের ঘটনা অবলোকন করাকে যখন প্রযুক্তির প্রধান অগ্রগতি মনে করা হয়, সেখানে এটা মোটেও

---

১৯০. আবু ইসমা'য়ীল আল্-আছা'বী কর্তৃক তাঁর al-Faarooq পুস্তকে বর্ণিত এবং al-Aqeedah al-Tahaasseeyah পুস্তকে ২৮৮ নং পৃষ্ঠা হ'তে উদ্ধৃত।

191. বাগদাদের বিশর (মৃঃ ৮৩৩ খৃঃ) মানবিক আইনের বিজ্ঞান ও দর্শন এবং নীতিশাস্ত্রের একজন মুতাযিলীয় পন্ডিত ছিলেন। (দেখুন al-Alaam, Beirut : Daar al-Ilm lil-Malaayeen, 7th ed. 1984, vol. 2, p. 55 by Khairuddeen az-Ziriklee)

192. আবদুর রহমান ইবনে হা'তিম এবং অন্যানদের কর্তৃক বর্ণিত। al-Aqeedah al-Tahaaweeyah, পুস্তকের ২৮৮ পৃষ্ঠা দেখুন।

অসম্ভব নয় যে বিশ্বের মধ্যে বিদ্যমান না থেকেও আল্লাহ যেখানে যা কিছু ঘটে তা সবই দেখতে, শুনতে এবং জানতে পান। ইব্‌নে আব্বাস বলেছেন "তোমাদের হাতে সরিষার দানা যেমন, আল্লাহর হাতে সপ্ত আসমান, সপ্ত পৃথিবী, তাদের অভ্যন্তরস্থ এবং মধ্যস্থ সকল বস্তু তেমন।"১৯৩ রিমোট কন্ট্রোলের (Remote Control) সাহায্যে টেলিভিশন চালানোকে যেখানে প্রযুক্তির বিরাট অগ্রগতি গণ্য করা হয়, সেখানে সৃষ্টির ক্ষুদ্রতম কণার নিয়ন্ত্রণ আল্লাহর উপস্থিতি ব্যতিরেকেই অবিঘ্নিতভাবে ঘটা কোন ব্যাপার নয়। প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির মধ্যে বিদ্যমান, এই দর্শন তৌহিদ আল্‌-আসমা ওয়াস-সিফাত বিরোধী শিরক্। কারণ এখানে আল্লাহর উপর মানুষের দুর্বলতা আরোপ করা হয়েছে। পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে তা দেখা, শুনা, জানা এবং প্রভাব ফেলতে হলে মানুষকেই এই পৃথিবীতে উপস্থিত থাকতে হয়।

অপরপক্ষে, আল্লাহর জ্ঞান ও ক্ষমতার কোন সীমা নেই। মানুষের চিন্তাভাবনা আল্লাহর নিকট একবারেই অনাবৃত এবং এমনকি তার হৃদয়ের আবেগপূর্ণ কার্যাদিও আল্লাহর নিয়ন্ত্রণের উপর নির্ভরশীল। এই জ্ঞানালোকের দ্বারা কতিপয় আয়াত যেগুলি আল্লাহর নিকটবর্তীতার ইঙ্গিত করে তা বুঝার চেষ্টা করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, আল্লাহ বলেছেন ঃ

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴾

"আমিই মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তাহার প্রবৃত্তি তাহাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তাহা আমি জানি। আমি তাহার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর।"
(সূরা কা'ফ ৫০ ঃ ১৬)

তিনি আরও বলেছেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾

১৯৩. al-Aqeedah at-Tahaaweeyah. p. 281.

"হে মু'মিনগণ, রাসূল যখন তোমাদিগকে এমন কিছুর দিকে আহবান করে যাহা তোমাদিগকে প্রাণবন্ত করে, তখন আল্লাহ ও রাসূলের আহবানে সাড়া দিবে এবং জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ মানুষ ও তাহার অন্তরের অন্তরালে থাকেন এবং তাহারই নিকট তোমাদিগকে একত্র করা হইবে।"

(সূরা আল্-আন্ ফাল ৮ ঃ ২৪)

এই আয়াতগুলো দ্বারা এই মনে করা উচিত হবে না যে, আল্লাহ মানুষের ঘাড়ের মোটা শিরা থেকেও কাছে রয়েছে অথবা মানুষের হৃদয়ের অভ্যন্তরে থেকে এর অবস্থার পরিবর্তন করছে। এগুলোর অর্থ এই যে আল্লাহর নজরে কিছুই এড়ায় না, এমনকি মানুষের অন্তরের চিন্তাভাবনা ও তার হৃদয়ের ভাবাবেগও আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবর্তনের ক্ষমতার বাইরে নেই। যেমন আল্লাহ বলেছেন,

﴿ اَوَلَايَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَايُسِرُّوْنَ وَمَايُعْلِنُوْنَ ﴾

" তাহারা কি জানে না যে, যাহা তাহারা গোপন রাখে কিংবা ঘোষণা করে নিশ্চতভাবে আল্লাহ তাহা জানেন।" (সূরা আল্-বাকারা ২ ঃ ৭৭)

﴿ وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْكُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ اِخْوَانًا ﴾

"(স্মরণ কর) তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন। ফলে তাঁহার অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হইয়া গেলে।" (সূরা আলে-ইমরান ৩ ঃ ১০৩)

এবং রাসূল (সঃ) প্রায়শঃই এই মর্মে প্রার্থনা করতেন,

<< يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك >>

" ইয়া মুকাল্লিব আল্-কুলুব" (হে হৃদয় পরিবর্তনকারী) "ছাব্বিত ক্বাল্বী আলা দীনিক্ " (তোমার ধর্মে আমার অন্তর স্থির করে দাও)।[১৯৪]

---

১৯৪. আত-তিরমিজী কর্তৃক সংগৃহীত এবং মুহাম্মদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানী কর্তৃক প্রমাণকৃত (Saheeh Sunan at-Tirmidhee, Riyadh : Arab Burea of Education for the Gulf States, 1st ed. 1988, vol. 3, p. 171, no. 2792).

অনুরূপভাবে, আয়াতগুলি,

﴿ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَمَا كَانُوا ﴾

" তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাহাতে চতুর্থজন হিসাবে তিনি উপস্থিত থাকেন না। এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাহাতে ষষ্ঠজন হিসাবে তিনি উপস্থিত থাকেন না; উহারা এতদপেক্ষা কম হউক বা বেশি হউক, উহারা যেখানেই থাকুক না কেন আল্লাহ উহাদিগের সঙ্গে আছেন।" (সূরা আল্-মুজাদালা ৫৮ ঃ ৭)

বুঝতে হবে তাদের পটভূমি অনুসারে। একই আয়াতের পূর্ববর্তী অংশ পড়ে,

﴿ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ﴾

" তুমি কি অনুধাবন কর না, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে আল্লাহ তাহা জানেন।"

এবং আয়াতের উপসংহার থেকে,

﴿ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴾

"উহারা যাহা করে, তিনি উহাদিগকে কিয়ামতের দিন তাহা জানাইয়া দিবেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক অবগত।"

এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহ এখানে তাঁর সর্বব্যাপীতা নয় বরং তাঁর জ্ঞান সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কারণ তিনি তাঁর সৃষ্টির উর্দ্ধে এবং নাগালের বাইরে।[১৯৫]

অনেকে দাবী করে রাসূল (সঃ) বলেছেন, যেটা আসলে অনির্ভরযোগ্য হাদীস, " আসমান এবং পৃথিবী আল্লাহকে ধারণ করতে পারে না কিন্তু সত্যিকার মুমিনের অন্তর তাঁকে ধারণ করতে পারে।" কিন্তু, কোন যুক্তিবাদী ব্যক্তির পক্ষেই

১৯৫ Ahmad ibn al-Husain al-Bayhaqee. Kitaab al-Asman was-Sifat. Beirut : Daar al-Kutub al-Ilmeeyah. 1st ed. 1984. pp. 541-2.

আল্লাহ যে ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান এই অনুমান করার কোন উপায় নেই। যদি একজন বিশ্বাসীর অন্তর আল্লাহকে ধারণ করে এবং সেই বিশ্বাসী যদি আসমান এবং জমিনের মধ্যে অবস্থান করে তাহলে আল্লাহ আসমান এবং জমিনের অন্তর্ভুক্ত। কারণ যদি ক, খ-এর ভিতরে থাকে এবং খ, গ-এর ভিতরে থাকে তাহলে ক অবশ্যই গ-এর ভিতরে আছে।

সুতরাং, কোরআন ও রাসূলের (সঃ) সুন্নাহ ভিত্তিক চিরায়ত ইসলামি দৃষ্টিভংগী অনুসারে মহাবিশ্ব এবং এর অন্তর্গত সকল কিছুর উর্দ্ধে আল্লাহ এমনভাবে বিদ্যমান আছেন যা তাঁর মহিমার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এর অভ্যন্তরস্থ বস্তুদির উর্দ্ধে এবং তিনি কোন ভাবেই তাঁর সৃষ্টির মধ্যে অথবা তাঁর নিজের মধ্যে ধারণকৃত নয়। কিন্তু তাঁর সৃষ্টির সমস্ত কণিকার মধ্যে কোন বাধা ছাড়াই তাঁর অসীম জ্ঞান, ক্ষমাশীলতা এবং নিয়ন্ত্রণ কার্য সম্পাদন করে।[১৯৬]

---

১৯৬. Umar al-Ashqar, al-Aqeedah fee Allah, Kuwait . Maktabah al-Falaah, 2nd ed. 1997, p. 171.

নবম অধ্যায় ঃ আল্লাহ্‌কে দেখা

আল্লাহর প্রতিচ্ছবি

পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, মানুষের মানসিক ক্ষমতা সীমিত এবং আল্লাহ সীমাহীন ; সুতরাং আল্লাহ যতটুকু প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেন ততটুকু ছাড়া মানুষ আল্লাহর গুণাবলির কিছুই উপলব্ধি করতে সক্ষম নয়। মানুষ যতখানি উপলব্ধি করতে সক্ষম আল্লাহ তার থেকে ভিন্ন বিধায় মানুষ যদি আল্লাহকে মনে মনে কল্পনা করতে চায় তাহলে সে শুধু বিপথেই যাবে। মানুষ তার কল্পনায় স্রষ্টার যে প্রতিচ্ছবি তৈরী করে তা সৃষ্টির কিছু অংশ হতে তৈরী অথবা তার দেখা বিভিন্ন সৃষ্ট বস্তুর যৌগিক উৎপাদন । সুতরাং সে যদি তার কল্পনায় আল্লাহর ছবি অংকণ করে তাহলে সে আল্লাহর উপর সৃষ্টির গুণাবলি আরোপ করে। তবে মানুষের পক্ষে জ্ঞান অথবা আবেগের মাধ্যমে আল্লাহর কিছু কিছু গুণাবলি উপলব্ধি করা সম্ভব। তাই আল্লাহ তার গুণাবলির কিছু কিছু মানুষের কাছে প্রকাশ করেছেন যথা, আল-কা'দির, সর্ব-শক্তিমান, যার অর্থ এমন কিছুই নেই যা আল্লাহ করতে অক্ষম। অনুরূপভাবে, আর-রহমান ঃ সর্ব-করুণাময়, যার অর্থ সৃষ্টিজগতে এমন কিছুই নেই যার যোগ্যতা থাক বা না থাক আল্লাহ তার উপর করুণা বর্ষণ করেননি। এই ধরনের উপলব্ধির জন্য অন্তরে চিত্র দ্বারা প্রকাশিত কোন প্রতীকের প্রয়োজন হয় না। সুতরাং একমাত্র এই ভাবেই মানুষের অন্তর সঠিকভাবে আল্লাহকে বুঝতে সক্ষম। পয়গম্বর যিশুর সত্যিকার শিক্ষা হতে গ্রীস ও রোমের প্রাচীন খৃষ্টানদের বিপথে যাবার বিবিধ কারণগুলির মধ্যে একটি হ'ল আল্লাহকে একটি সীমারেখার মধ্যে কল্পনা করার প্রচেষ্টা। যে সব ইউরোপীয়রা খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল তারা তাদের গির্জা এবং পুণ্যস্থানে লম্বা সাদা দাড়ি বিশিষ্ট প্রবীণ ইউরোপীয় বিশপের আকারে স্রষ্টার ছবি ও মূর্তি স্থাপন করতো। প্যালেস্টাইনের আদি খৃস্টানরা ইহুদী পশ্চাৎপট (background) থেকে এসেছিল বিধায় তাদের মধ্যে যে কোন চিত্র দ্বারা স্রষ্টার রূপায়ন দৃঢ়ভাবে নিষিদ্ধ ছিল। ইউরোপীয়রা অবশ্য তাদের দেবতাদের মানুষের আকারে রূপায়ন করার দীর্ঘ ঐতিহ্য এবং ধর্মীয় পথনির্দেশের জন্য ইহুদীদের বিকৃত ধর্মগ্রন্থগুলির উপর

নির্ভরতার কারণে বিপথে চলে গিয়েছিল। সৃষ্টিতত্ত্ব (Genesis), তৌরাতের প্রথম গ্রন্থে, মানুষের সৃষ্টি সম্বন্ধে ইহুদীরা নিম্নরূপ লিখেছিল ঃ

" তারপর স্রষ্টা বলিলেন,'চল আমাদিগের প্রতিচ্ছবি দ্বারা একটি মানুষ তৈয়ারী করি, আমাদিগের সাদৃশ্যে।' সুতরাং স্রষ্টা তাঁহার নিজের প্রতিচ্ছবির মত মানুষ সৃষ্টি করিলেন, স্রষ্টার প্রতিচ্ছবির মধ্যে তিনি তাহাকে সৃষ্টি করিলেন।" (১ঃ ২৬, ২৭)

তৌরাতের এই ধরণের উক্তির কারণেই ইউরোপীয় খৃস্টানগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, পৌরাণিক দেবতাদের যেভাবে মানুষের প্রতিকৃতিতে অঙ্কণ করা হয়েছিল অনুরূপভাবে স্রষ্টাও মানুষের মত একই রকম দেখতে। ফলশ্রুতিতে তারা প্রচুর ধনদৌলত, সময় এবং সামর্থ্য ব্যয় করে মূর্তি নির্মাণ এবং চিত্রাঙ্কণের মাধ্যমে স্রষ্টাকে মানুষের আকারে রূপদান করেছিল।

স্রষ্টাকে মানুষের আকারে রূপদানের ব্যাপক প্রচলন আগেও ছিল এবং এখনও আছে। স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির অনুরূপ নয় এই স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের সঙ্গে মানুষ যখন সংস্পর্শ হারাল তখন সে তার উপাসনা সৃষ্টির দিকে চালনা শুরু করল। এই করতে যেয়ে সে প্রায়শই স্রষ্টাকে মানুষের আকারে রূপদান করা বেছে নিল। কারণ স্পষ্টত মানুষ পৃথিবীতে সর্বোৎকৃষ্ট প্রাণী। উদাহরণস্বরূপ, চৌ রাজবংশের (১০২৭ খৃঃ পূঃ - ৪০২ খৃঃ) সময়কাল হতে চীন দেশের রাষ্ট্রীয় ধর্মে বিমূর্ত দেবতা " তিয়েন" (T'ien) (স্বর্গ) কে "ইউ হুয়াং" (Yu Huang) নামের পরিশ্রান্ত সম্রাট, সর্বোচ্চ প্রভু, স্বর্গীয় বিচারালয়ের শাসক হিসাবে মানুষের রূপ দেয়া হয়েছিল।১৯৭

কোরআনে আল্লাহ খুবই পরিষ্কার করে উল্লেখ করেন যে, কোন কিছুতেই আমরা তার মত করে কল্পনা করতে পারি না। আল্লাহ বলেন,

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾

"কোন কিছুই তাঁহার সদৃশ নহে, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"

(সূরা আশ-শূরা ৪২ ঃ ১১)

---

১৯৭. Dictionary of Religion. p. 85.

এবং

﴿ ولم يكن له كفوا أحد ﴾

"এবং তাঁহার সমতুল্য কেহই নাই।" (সূরা আল্-ইখলাছ ১১২ ঃ ৪)

পয়গম্বর মূসা আল্লাহর দর্শন চান ঃ

তিনি তাঁর সৃষ্টির সদৃশ নন এটা পরিষ্কার করে দেয়ার পর আল্লাহ আমাদের জানিয়ে দেন যে, আমাদের চক্ষু তাঁকে উপলব্ধি করতে সক্ষম নয়। তিনি বলেন,

﴿ لَاتُدْرِكُهُ الْأَبْصٰرُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ﴾

" **তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নহেন কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তাঁহার অধিগত।"**

(সূরা আল্-আন্ 'আম ৬ ঃ১০৩)

এই আয়াত নির্দেশ করে যে, মানুষ আল্লাহকে অবলোকন করতে অক্ষম।

এই বিষয়টির উপর আরও গুরুত্ব প্রদানের জন্য আল্লাহ কোরআনে পয়গম্বর মূসার (Moses) জীবনের একটি প্রাসঙ্গিক ঘটনার বর্ণনা দেন ঃ

﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُوسٰى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِيٓ أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرٰنِي وَلٰكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرٰنِي فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسٰى صَعِقًا فَلَمَّآ أَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

" **মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হইল এবং তাহার প্রতিপালক তাহার সহিত কথা বলিলেন তখন সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক। আমাকে দর্শন দাও, আমি তোমাকে দেখিব', তিনি বলিলেন, 'তুমি আমাকে কখনোই দেখিতে পাইবে না। তুমি বরং পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্য কর, উহা স্বস্থানে স্থির থাকিলে তবে তুমি আমাকে দেখিবে।' যখন তাহার প্রতিপালক পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করিলেন তখন উহা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিল আর মূসা সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল। যখন সে জ্ঞান ফিরিয়া পাইল, তখন বলিল, 'মহিমাময় তুমি, আমি অনুতপ্ত হইয়া তোমাতেই প্রত্যাবর্তন করিলাম এবং মু'মিনদিগের মধ্যে আমিই প্রথম।"** (সূরা আল্-আরাফ ৭ ঃ ১৪৩)

পয়গম্বর মূসা মনে করেছিলেন যে, যেহেতু আল্লাহ তাঁর স্বর্গীয় বাণী নাযিল করতে ঐ সময়কার মানবজাতির মধ্যে তাকে পছন্দ করেছিলেন সেহেতু সে হয়ত স্রষ্টার দর্শন পাবে।১৯৮ কিন্তু আল্লাহ এটা পরিষ্কার করে দেন যে, মূসা বা অন্য কারোর পক্ষেই তা সম্ভব না। আল্লাহর অসীম সত্ত্বাতো দূরের কথা তার জ্যোতির উজ্জ্বলতাই মানুষ সহ্য করতে পারবে না।১৯৯ যখন পাহাড় টুকরা টুকরা হয়ে গেল, পয়গম্বর মূসা তার ভুল বুঝতে সক্ষম হলেন এবং যে জিনিষের অনুমতি নেই তা চাইবার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

রাসূল (সঃ) কি আল্লাহর দর্শন লাভ করেছিলেন ?

কিছু কিছু মুসলমান মনে করে যে, পয়গম্বরদের মধ্যে শেষ পয়গম্বর রাসূল (সঃ) এর সময় আল্লাহ এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটান। তারা মনে করে আল্লাহ্ যখন রাসূল (সাঃ)-কে মিরাজে নিয়ে যান এবং সেখানে রাসূল (সঃ) সেই সীমা অতিক্রম করেন যে পর্যন্ত ফেরেশতাদেরও যাওয়ার অনুমতি নেই, সেখানেই নবী করিম (সঃ) আল্লাহর দেখা পান। কিন্তু যখন মাশরূখ নামে একজন তাবেয়ী২০০ রাসূল (সঃ)-এর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, রাসূল (সঃ) প্রতিপালকের দর্শন পেয়েছিলেন কি না, তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, " আপনি যা জিজ্ঞাসা করছেন তাতে আমার কেশাগ্র খাড়া হয়ে যাচ্ছে। যে বলেছে রাসূল (সঃ) আল্লাহর দর্শন লাভ করেছিলেন সে মিথ্যা বলেছে।"২০১ যখন আবু জর রাসূলকে (সঃ) জিজ্ঞাসা করলেন যে তিনি প্রতিপালকের দর্শন পেয়েছেন কি না, রাসূল (সঃ) উত্তর দিলেন , "*সেখানে শুধু জ্যোতি ছিল, আমি কি ভাবে তাঁকে*

---

১৯৮. সূরা আল্-আরাফ০৭ ঃ ১৪৪।
(" **তিনি বলিলেন, হে মূসা আমি তোমাকে আমার রিসালত ও বাক্যালাপদ্বারা মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি, সুতরাং আমি যাহা দিলাম তাহা গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞ হও।**")

১৯৯. al-Aqeedah at-Tahaaweeyah, p. 191

২০০. রাসূলের (সঃ) সাহাবাগণের ছাত্রবৃন্দ।

২০১. মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Muslim, English Trans. vol. 1, pp. 111-112, no. 337 & 339).

দেখব"।[২০২] অন্য আর এক সময় রাসূল (সঃ) আলোর জ্যোতি যে স্বয়ং আল্লাহ নন তার ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন, "*আল্লাহ নিদ্রা যান না, এবং নিদ্রা যাওয়া তার জন্য মানানসই নয়। তিনিই মানদন্ড হ্রাস করেন এবং বৃদ্ধি করেন। দিনের কাজের আগেই রাতের কাজ এবং রাতের কাজের আগেই দিনের কাজ তার কাছে পৌঁছায় এবং জ্যোতি হ'ল তাঁর অবগুণ্ঠন।*"[২০৩]

সুতরাং নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, রাসূল (সঃ) তাঁর পূববর্তী পয়গম্বরদের মত এই জীবনে মহান এবং করুণাময় আল্লাহকে দেখেননি। এই ঘটনার ভিত্তিতে যারা এই জীবনে আল্লাহর দর্শন পেয়েছে বলে দাবি করে তাদের দাবি মিথ্যা প্রমাণিত হয়। যেখানে পয়গম্বরগণ, যাদেরকে স্রষ্টা সকল মানব জাতির মধ্য হতে পছন্দ করেছিলেন, তারা তাঁর দর্শন লাভ করতে সক্ষম হননি, সেখানে একজন মানুষ, সে যত ন্যায়নিষ্ঠ ও ধার্মিকই হোক না কেন, কি ভাবে তাঁর দর্শন পেতে সক্ষম? আল্লাহর দর্শন পাওয়া গেছে বলে কেউ দাবি করলে প্রকৃতপক্ষে, সেটি একটি ইসলাম বিরুদ্ধ বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসপূর্ণ বিবৃতি। কারণ এর অর্থ দাঁড়ায় যে, সে পয়গম্বরদের থেকেও উর্দ্ধে।

শয়তান আল্লাহ বলে ভান করে ঃ

এতে কোন সন্দেহ নেই যে অনেক সাধক (সূফীগণ) যারা আল্লাহর দর্শন লাভ করেছে বলে দাবি করে তারা কিছু একটা দেখেছিল। তারা প্রায়ই জমকালো আলোর জ্যোতি এবং এমনকি অপার্থিব বস্তু দেখেছে বলে দাবী করে। তবে, এই ধরনের অভিজ্ঞতার পরে অনেক সাধক যখন ইসলামের মৌলিক অনুশীলন বাতিল করে দেয় তখন এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে তারা যার মধ্যে সম্পৃক্ত হয়েছে তা শয়তান প্ররোচিত এবং আসমানী নয়। যারা ঘোষণা দেয় যে তারা আল্লাহর দর্শন লাভ করেছে তারা প্রায়ই দাবি করে যে সাধারণ জনগণের মত তাদের নামাজ পড়ার এবং রোজা রাখার প্রয়োজন নেই। কারণ আধ্যাত্মিকভাবে

---

২০২. মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Muslim, English Trans, vol. 1, pp. 113 no. 341).

২০৩. আল মূসা আল্-আশ'আরী কর্তৃক বর্ণিত এবং মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Muslim, English Trans, vol. 1, pp. 113 no.343).

তারা জনসাধারণের সমতল হতে উর্দ্ধে পৌঁছে গেছে। শেখ আবদুল কা'দির জিলানী (১০৭৭-১১৬৬ খৃঃ), যার নামানুসারে কাদেরীয় সূফী মতবাদের নামকরণ হয়েছে, এই ধরনের একটি ঘটনায় যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন তার বর্ণনা দেন। যারা আবিষ্ট অবস্থায় আল্লাহর দর্শন লাভ করেছিল বলে দাবি করে এবং এই ধরনের দর্শন লাভের পর কেন তারা প্রায়ই ইসলামের মৌলিক অনুশীলন বাতিল করে দেয় এই ঘটনায় তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তিনি বলেন, "একদিন আমি যখন গভীরভাবে ইবাদতে মগ্ন ছিলাম তখন হঠাৎ আমার সম্মুখে একটি চমৎকার সিংহাসন দেখতে পেলাম যার চতুর্দিকে অতিশয় উজ্জল আলোর জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। তখন একটি বজ্রধ্বনিতুল্য স্বর আমার কানে আঘাত করল, 'ওহে, আবদুল-কা'দির আমি তোমার প্রভু; আমি অন্যের জন্য যা নিষিদ্ধ (হারাম) করেছি তোমার জন্য তা বৈধ (হালাল) করলাম। আবদুল কা'দির জিজ্ঞাসা করলেন, " তুমি কি আল্লাহ, যিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই'"। যখন কোন উত্তর এল না, তিনি বললেন, " দূর হও, হে আল্লাহর শত্রু" । সাথে সাথে আলোটি নিভে গেল এবং অন্ধকার তাকে আচ্ছন্ন করল।' স্বরটি তখন বলল, 'আবদুল-কাদির, ধর্ম সম্বন্ধে তোমার বোধশক্তি এবং জ্ঞানের কারণে তুমি আমার পরিকল্পনাকে হারাতে পেরেছ। আমি এই কৌশল দ্বারা সত্তর জনেরও বেশি পুণ্যাত্মা ইবাদতকারীকে বিপথে চালিত করতে সক্ষম হয়েছিলাম'। পরবর্তিতে লোকে আবদুল-কাদিরকে জিজ্ঞাসা করল তিনি কি ভাবে বুঝলেন যে সেটা শয়তান ছিল। তিনি উত্তর দিলেন, " আমি জানতাম যে রাসূলের (সঃ) নিকট যে ধর্মীয় প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়েছে তা বাতিল বা পরিবর্তন করা যায় না। তাই অন্যের জন্য যা নিষিদ্ধ (হারাম) আমার জন্য তা বৈধ (হালাল) করার দাবি করাতেই আমি চিনতে পেরেছিলাম যে সে একটা শয়তান। যখন শয়তান ঘোষণা করল যে, সে আমার প্রভু, কিন্তু সে যে শরীকবিহীন আল্লাহ তা দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করতে পারলো না তখন আমি আরও বুঝতে পারলাম সে কে ছিল" ।২০৪

---

২০৪. Ibn Taymeeyah. at-Tawassul wal-Waseelah. Riyadh : Daar al-Iftaa. 1984. p.28

একই ভাবে অতীতে কিছু লোক বর্ণনা দিয়েছিল যে তারা আবিষ্ট অবস্থায় কা'বা দেখেছিল এবং তার চারদিকে প্রদক্ষিণ করেছিল । অন্যরা আরো বর্ণনা দিয়েছিল যে একটি বিশাল সিংহাসন তাদের সামনে প্রসারিত করা হয় যার উপর সম্মানিত একজন উপবিষ্ট ছিল এবং অসংখ্য লোক তার চতুর্দিকে আরোহণ এবং অবরোহণ করছিল। তারা লোকগুলিকে ফেরেশতা এবং সিংহাসনে আরোহনকারীকে মহিমান্বিত আল্লাহ বলে মনে করেছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা ছিল শয়তান এবং তাদের অনুসারীরা।২০৫

ফলে, এটা ধরে নেয়া যেতে পারে যে, স্বপ্নে অথবা উন্মুক্ত দিনের আলোয় আল্লাহর দর্শন লাভের দাবি সমূহের উৎস হল শয়তানি মনস্তাত্ত্বিক এবং আবেগপ্রবণ অবস্থা। এই অবস্থায় শয়তান উজ্জ্বল আলোর আকার ধারণ করে এবং যারা আবিষ্ট অবস্থায় আছে তাদের কাছে দাবি করে যে সে তাদের প্রতিপালক। খাঁটি তৌহিদ সম্বন্ধে অজ্ঞতার কারণে তারা এই ধরনের দাবি গ্রহণ করে এবং ফলশ্রুতিতে বিপথে যায়।

আন্-নজম্ সূরার অর্থ ঃ

সূরা আন্-নজম্ এর নিম্নোক্ত আয়াত ব্যবহার করে কিছু লোক ২০৬ দাবি করে যে রাসূল (সঃ) আল্লাহকে দেখেছিলেন ঃ

﴿ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلٰى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى
فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى اَفَتُمٰرُوْنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى
وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ﴾

"তখন সে উর্দ্ধ দিগন্তে; অতঃপর সে তাহার নিকটবর্তী হইল, অতি নিকটবর্তী অথবা উহারও কম। দুই ধনুকের ব্যবধান রহিল তখন আল্লাহ তাঁহার দাসের প্রতি যাহা ওহী (প্রত্যাদেশ) করিবার তাহা ওহী (প্রত্যাদেশ) করিলেন। যাহা সে দেখিয়াছে তাহার অন্তঃকরণ তাহা অস্বীকার করে নাই। সে যাহা দেখিয়াছে তোমরা কি সে বিষয়ে তাহার সঙ্গে বিতর্ক করিবে ? নিশ্চয়ই সে তাহাকে আরেকবার দেখিয়াছিল প্রান্তবর্তী বদরিকা বৃক্ষের নিকট।"

(আন্-নাজম্ ৫৩ ঃ ৭-১৪)

---

২০৫. Ibn Taymeeyah, at-Tawassul wal-Waseelah, Riyadh : Daar al-Iftaa, 1984, p 28

২০৬. তাদের মধ্যে একজন হ'ল আন-নাওয়ায়ী যিনি সহীহ মুসলিম, খন্ড : তিন, পৃষ্ঠা ১২ তে মন্তব্য করেছেন। (দেখুন, Sahih Kitab at-Tawheed min Saheeh al-Bukhaaree (Madeenah Maktabah ad Daar, 1985) pp 115-6 by Abdullah Aal Ghunaimaan)

তারা দাবি করে যে এই আয়াতগুলি রাসূল (সঃ) কর্তৃক আল্লাহর দর্শন লাভ সম্পর্কিত। তবে মাশরুখ যখন রাসূলের (সঃ) স্ত্রী আয়েশাকে এই আয়াতগুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন তখন তিনি উত্তর দিলেন," আমি এই উম্মাহর (মুসলমান জাতির) প্রথম ব্যক্তি যে আল্লাহর রাসূলকে (সঃ) ঐ সম্বন্ধে জিজ্ঞাস করলে রাসূল (সঃ) উত্তর দিয়েছিলেন, '*তিনি অবশ্যই জিবরাইল ছিলেন, তাঁর উপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হউক। আমি মাত্র দু'বার ব্যতীত তাঁকে যে ভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে সে আকারে দেখি নাই; আমি তাঁকে আসমান হতে অবতরণ করতে দেখেছি এবং তাঁর আকৃতি এতই বৃহৎ ছিল যে, আসমান এবং জমিন পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।*" তারপর আয়েশা (রাঃ) বললেন, 'আপনি কি শোনেননি যে, আল্লাহ বলেছেন " **তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নহেন কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তাঁহার অধিগত; এবং তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক পরিজ্ঞাত**" (সূরা আল্-আন আম ৬ ঃ ১০৩) এবং আপনি কি শোনেননি যে, আল্লাহ বলেছেনঃ "**মানুষের এমন মর্যাদা নাই যে, আল্লাহ্ তাহার সহিত কথা বলিবেন ওহীর মাধ্যম ব্যতিরেকে, অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতিরেকে, অথবা এমন দূত প্রেরণ ব্যতিরেকে।**" (সূরা আশ-শূরা ৪২ঃ৫১)[২০৭] সূরা আন-নাজম এর আয়াতগুলি রাসূলের (সঃ) নিজ প্রদত্ত ব্যাখ্যার আলোকে বিবেচনা করা হলে কোন ক্রমেই সমর্থন করা যায় না যে রাসূল (সঃ) আল্লাহর দর্শন লাভ করেছিলেন।[২০৮]

আল্লাহর দর্শন লাভ না করার পিছনে বিজ্ঞতা ঃ

যদি এই জীবনে আল্লাহর দর্শন পাওয়া যেত তাহলে এই জীবনের পরীক্ষা অর্থহীন হ'ত। আল্লাহকে বাস্তবে না দেখে তাঁকে স্বেচ্ছায় বিশ্বাস করার মধ্যেই এই জীবনের সত্যিকারের পরীক্ষা। যদি আল্লাহ দৃশ্যমান হত, তাহলে সবাই তাঁকে এবং পয়গম্বরগণ (সঃ) যা শিক্ষা দিয়েছিলেন তা বিশ্বাস করত।

---

২০৭. মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Muslim, English Trans. vol. 1, pp. 111-112, no. 337.

২০৮. ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত বলে গণ্য করা হয় এবং কিতাব আত-তৌহিদ (Kitab at-Tawheed) হ'তে ইবনে খুজাইমাহ কর্তৃক সংগৃহীত একটি বর্ণনা যে রাসূল (সঃ) তাঁর নিজের চোখে আল্লাহর দর্শন [illegible] (অনির্ভরযোগ্য)। See al-Aqeedah at-Tahaweeyah [illegible] 166

প্রকৃতপক্ষে, মানুষের পরিণতি হ'ত ফেরেশতাদের মত, আল্লাহর পূর্ণ আজ্ঞানুবর্তিতার মধ্য দিয়ে। যেহেতু আল্লাহ মানুষকে ফেরেশতাদের (ফেরেশতাদের আল্লাহকে বেছে বিশ্বাস করে নেবার কোন অধিকার ছিল না) থেকে শ্রেষ্ঠ করে সৃষ্টি করেছেন, সেহেতু অবিশ্বাস ছেড়ে আল্লাহকে বিশ্বাস করে নেবার অধিকার এমন একটা পরিস্থিতিতে হওয়া উচিত যেখানে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগে। তাই আল্লাহ নিজে মানবজাতির দৃষ্টির অন্তরালে রয়েছেন এবং শেষদিন পর্যন্ত সে ভাবে থাকবেন।

পরবর্তী জীবনে আল্লাহর দর্শন লাভ ঃ২০৯

কোরআনে অনেকগুলি ঘটনা বর্ণিত আছে যেখানে আল্লাহ পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে, মানুষ পরবর্তী জীবনে তাঁর দর্শন লাভ করবে। পুনরুত্থান দিবসের (কিয়ামত) কিছু ঘটনা বর্ণনা করতে যেয়ে আল্লাহ্ বলেছেন,

﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ۝ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾

"সেদিন কোন কোন মুখমন্ডল উজ্জ্বল হইবে, তাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের প্রতি তাকাইয়া থাকিবে।" (সূরা আল্-কিয়ামা ৭৫ ঃ ২২-২৩)

রাসূল (সঃ) এই মহান ঘটনাটির আরও ব্যাখ্যামূলক বর্ণনা দিয়েছেন। যখন কয়েকজন সাহাবী (সহচরবৃন্দ) জিজ্ঞাসা করলেন, " *আমরা কি কিয়ামতের দিনে আল্লাহর দর্শন লাভ করব?*" তখন তিনি উত্তর দিলেন, " *পূর্ণ চন্দ্রের দিকে তাকালে তোমরা কি ক্ষতিগ্রস্ত হও"? তারা উত্তর দিলেন, " না" । তখন তিনি বললেন, "তোমরা ঐ রকম ভাবেই তাঁকে দেখবে"।* ২১০ অন্য আর এক সময় তিনি বলেছিলেন, " *তুমি যেদিন অবশ্যই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে সেদিন তোমরা*

---

২০৯. অতীতে যে সব প্রধান মুসলমান সম্প্রদায়গুলি পরবর্তী জীবনে আল্লাহর দর্শন পাওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে সেগুলি হ'ল যাহামাইট, মুতাজিলাহ সম্প্রদায়ের এবং খারেজী সম্প্রদায়ের মধ্য হতে তাদের অনুসারীগণ। বর্তমান কালে কেবলমাত্র বারোটি শিয়া সম্প্রদায় পরবর্তী জীবনে আল্লাহর দর্শন পাওয়া অস্বীকার করে চলেছে । (See al-Aqeedah at-Tahaaweeyah, p. 189).

২১০. আবু হুরায়রাহ কর্তৃক বর্ণিত এবং আল্-বুখারী এবং মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Al-Bukhari, Arabic-English, vol. 9, pp. 390-1, no. 532 and Sahih Muslim, English Trans, vol. 1, p. 115, no. 349)

প্রত্যেকে আল্লাহকে দেখতে পাবে এবং তোমার এবং তাঁর মাঝখানে কোন পর্দা অথবা কোন অনুবাদক থাকবে না।" ২১১ ইব্‌নে উমর আরও বর্ণনা দেন যে, একদিন রাসূল (সঃ) বলেছিলেন, *" কিয়ামতের দিনই প্রথম দিন যে দিন কোন চক্ষু সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মহিমান্বিত আল্লাহকে দেখতে পাবে।"*২১২ আল্লাহর দর্শন লাভ করা বেহেশতবাসীদের জন্য একটি বিশেষ আশীর্বাদ। বেহেশতের বাগান সমূহের সৎকর্মশীল উত্তরাধীকারীদের জন্য আল্লাহ কর্তৃক জমাকৃত অন্যান্য যে কোন আনন্দের তুলনায় এই অনুগ্রহ অধিকতর আনন্দদায়ক। আল্লাহ এই আনন্দ সম্বন্ধে বলেছেন,

﴿ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾

" যেথায় তাহারা যাহা কামনা করিবে তাহাই পাইবে এবং আমার নিকট রহিয়াছে তাহারও অধিক।" (সূরা কাফ ৫০ ঃ ৩৫)

রাসূলের (সঃ) দুজন বিশিষ্ট সহচর (সাহাবা) আলী ইব্‌নে আবী তালেব এবং আনাস বর্ণনা দিয়েছেন বলে উল্লেখ আছে যে, আল্লাহ এখানে যে "অধিক" জিনিষের উল্লেখ করেছেন তা হল তাঁকে দর্শন করা।২১৩ সহচর (সাহাবী) শুয়াইব উল্লেখ করেন যে, আল্লাহর রাসূল (সঃ) আবৃত্তি করেছিলেন (আয়াত),

﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ﴾

"যাহারা মঙ্গলকর কার্য করে তাহাদিগের জন্য আছে মঙ্গল এবং আরও অধিক।" (সুরাইউনুস১০ ঃ ২৬)

এবং বলেছিলেন, *" যখন বেহেশত প্রাপ্তির উপযুক্ত লোকেরা বেহেশতের মধ্যে প্রবেশ করবে এবং দোযখ প্রাপ্তির উপযুক্ত লোকেরা দোযখের মধ্যে প্রবেশ করবে তখন একজন ঘোষক চিৎকার করে ঘোষণা দেবে, 'ওহে বেহেশত*

---

২১১. আদি ইব্‌নে আবী হা'তিম কর্তৃক বর্ণিত এবং আল্‌-বুখারী কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Al-Bukhari, Arabic-English, vol. 9, p.403, no. 535).

২১২. আদ্‌-দারাকুতনী এবং আদ্‌-দারিমী কর্তৃক সংগৃহীত একটি নির্ভরযোগ্য বর্ণনা। (ar-Radd alaa al-Jahmeeyah (Refutation of the Jahmites). Beirut : al-Maktab al-Islaamee, n. d, p. 57)

২১৩. অত্‌-তাহারী কর্তৃক সংগৃহীত । (al-Aqeedah at-Tahaaweeyah পুস্তকের ১৯০ পৃষ্ঠা দেখুন)।

*বাসীগণ, আল্লাহ তোমাদের জন্য যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা তিনি পালন করতে ইচ্ছুক।' তারা জিজ্ঞাসা করবে, 'তা কি ? তিনি কি আমাদের মানদন্ড (ভাল কাজের) ভারী করেননি, আমাদের মুখমন্ডল উজ্জ্বল করেননি, আমাদের কি বেহেশতে স্থান দেন নি এবং আমাদের (কয়েকজনকে) দোযখ হ'তে বের করে আনেননি?' তখন পর্দা অপসারিত হবে এবং তারা তাঁর প্রতি তাকাবে। তাদের যা কিছু প্রদান করা হয়েছে সেগুলির কিছুই তাঁর দর্শন লাভ থেকে বেশী প্রিয় হবে না। এবং সেটাই 'অধিক' কিছু।"*২১৪ পূর্বে উল্লেখকৃত আয়াত," **তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নহেন কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তাঁহার অধিগত,"** এই জীবনে আল্লাহর দর্শন লাভের বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে দেয়। কিন্তু এই আয়াত পরবর্তী জীবনে কেবলমাত্র সামগ্রিকভাবে আল্লাহর দর্শন লাভের সম্ভাবনা বাতিল করে। শুধুমাত্র সৎকর্মশীলগণই আল্লাহর একটি অংশমাত্রের দর্শন লাভ করতে সক্ষম হবে। কারণ তাদের দৃষ্টিশক্তি তখনও সসীম থাকবে পক্ষান্তরে আল্লাহ সর্বদাই অসীম, অসৃষ্ট প্রভু যাকে দৃষ্টিশক্তি, জ্ঞান অথবা শক্তি দ্বারা পরিবেষ্টন করা যায় না।২১৫ যারা অবিশ্বাসী তারা পরবর্তী জীবনে আল্লাহর দর্শন পাবে না যা তাদের জন্য খুবই দুঃখজনক ও হতাশাব্যঞ্জক হবে। আল্লাহ বলেছেন,

﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ﴾

"না অবশ্যই সেই দিন উহারা উহাদিগের প্রতিপালক হইতে অন্তরিত থাকিবে।" (সূরা আল-মুতাফ্‌ফিফীন ৮৩ ঃ ১৫)

রাসূলের (সঃ) দর্শন ঃ

এটা অন্য আর একটি ক্ষেত্র যার কিছু অংশ মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটি উৎস হিসাবে কাজ করছে। লোকে রাসূলের (সঃ) দর্শন লাভ এবং তাঁর কাছ থেকে বিশেষ পথনির্দেশ প্রাপ্তির দাবি করে থাকে। কেউ কেউ দাবি করে যে স্বপ্নের মধ্যে তারা রাসূল (সঃ)-এর দর্শন পেয়েছে। অথবা তাঁকে প্রকৃতপক্ষে জাগ্রত অবস্থায় দেখেছে বলে দাবি করে। যারা এই

---

২১৪. আত্-তিরমীজি, ইবনে মা'যাহ এবং আহমদ কর্তৃক সংগৃহীত।

২১৫. al-Aeedah at-Tahaaweeyah, p. 188, 193, 198 আরও দেখুন সূরা তা'হা (২০ঃ১১০) যেখানে আল্লাহ বলেছেন ঃ

" উহারা (মানুষ) জ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে আয়ত্ত্ব করিতে পারে না" ।

ধরনের দাবি করে তারা সাধারণতঃ জনগণের কাছ থেকে গভীর শ্রদ্ধা অর্জন করে। তারা প্রায়ই বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় নব্যতা প্রবর্তন (বিদা) করে এবং সেগুলি রাসূলের (সঃ) উপর আরোপ করে। এই সব দাবির ভিত্তি হ'ল আবু হুরায়রাহ, আবু কাতাদাহ এবং যাবির ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণিত হাদিস যেখানে, রাসূল (সঃ) বলেছেন, " *যে আমাকে স্বপ্নে দেখেছে সে সত্যি আমাকে দেখেছে কারণ শয়তান আমার রূপ ধারণ করতে পারে না।*"২১৬ এই হাদীসটি সহীহ (খাঁটি) এবং নির্ভরযোগ্য এতে কোন সন্দেহ নেই এবং এই কারণে অস্বীকার বা অবিশ্বাস করা যায় না। তবে এর অর্থের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে ঃ

(ক) হাদিসটি দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করছে যে, স্বপ্নে শয়তান বিভিন্ন আকারে আবির্ভূত হতে পারে এবং মানুষকে বিভ্রান্তির দিকে আমন্ত্রণ করতে পারে।

(খ) হাদিসটি উল্লেখ করছে যে, শয়তান রাসূলের (সঃ) প্রকৃত আকার অথবা চেহারা গ্রহণ করতে পারে না।

(গ) হাদিসটি আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করছে যে, স্বপ্নে রাসূলের (সঃ) আকার দেখা যেতে পারে।

যেহেতু যে সব সহচরদের রাসূলের (সঃ) চেহারা পরিচিত ছিল তাদের কাছে তিনি এই বক্তব্য পেশ করেছিলেন সেহেতু এর অর্থ দাঁড়ায় যে, কেউ যদি জ্ঞাত থাকে রাসূল (সঃ) ঠিক কি রকম দেখতে, সে যদি ঐ বর্ণনার মত সঠিক কাউকে স্বপ্নে দেখতে পায় তাহলে সে নিশ্চিত হতে পারে যে, আল্লাহ তার উপর রাসূলের (সঃ) দর্শন লাভের আশীর্বাদ বর্ষণ করেছেন। এর কারণ হ'ল আল্লাহ শয়তানকে রাসূলের (সঃ) প্রকৃত রূপ ধরে আবির্ভূত হবার ক্ষমতা দেননি। তবে এটার অর্থ এও যে, যাদের কাছে রাসূলের (সঃ) চেহারা পরিচিত নয় শয়তান তাদের স্বপ্নের মধ্যে আবির্ভূত হতে পারে এবং দাবি করতে পারে যে, সে আল্লাহর পয়গম্বর। সে তখন স্বপ্নাবিষ্টকে ধর্মীয় নব্যতা প্রবর্তনের পরামর্শ দেয়, অথবা তাকে বলে যে, সে আল্-মাহ্দী (প্রতীক্ষিত সংস্কারক)

---

২১৬. আল্-বুখারী এবং মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Al-Bukari, Arabic-English, vol 9., p. 104, no. 123 & Sahih Muslim, English Trans. vol. 4, p. 1225, no. 5635 and p.1226, no. 5639)

অথবা এমনকি পয়গম্বর ঈসা (যিশু) যিনি শেষ যুগে ফিরে আসবেন। স্বপ্নের উপর ভিত্তি করে ধর্মীয় নব্যতা প্রবর্তন (বিদা) শুরু করেছে বা এই ধরনের দাবি করেছে এমন ব্যক্তি বিশেষের সংখ্যা অগণিত। উল্লেখিত হাদিসটির নিহিতার্থ ভুলভাবে বোঝার কারণে লোকরা এই সব দাবি গ্রহণ করার প্রবণতায় বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত হয়। যেহেতু শরীয়াহ আইন (ইসলামি আইন) পূর্ণাঙ্গ, কাজেই স্বপ্নে রাসূল (সঃ) নতুন সংযোজন নিয়ে এসেছেন এই দাবি অবশ্যই মিথ্যা। এই ধরনের দাবি দু'টি বিষয়ের যে কোন একটির ইঙ্গিত করে, (১) হয় রাসূল (সঃ) তার জীবদ্দশায় ধর্মপ্রচারণা সমাপ্ত করতে পারেননি, অথবা (২) আল্লাহ উম্মাহর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলেন না এবং সেজন্য রাসূলের (সঃ) জীবদ্দশায় প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান করেননি। উভয় নিহিতার্থই মৌলিক ইসলামি তত্ত্বের বিরোধী।

জেগে থাকা অবস্থায় রাসূলের (সঃ) দর্শন লাভ অসম্ভব এবং কোনভাবেই কোন হাদিস দ্বারা সমর্থিত নয়। প্রকৃতপক্ষে আবিষ্ট অবস্থায় এই ধরনের যা কিছু দৃশ্যমান হয়, তার ফলাফল যাই হোক না কেন, সন্দেহাতীত তা শয়তানের অপচ্ছায়া। মিরাজের সময় আল্লাহ রাসূলকে (সঃ) পূর্বেকার কয়েকজন পয়গম্বরকে অলৌকিকভাবে দেখিয়েছেন এবং রাসূল (সঃ) তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন। যারা রাসূলকে (সঃ) জাগ্রত অবস্থায় দেখেছে বলে দাবি করে, প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদেরকে ঐ পর্যায়ে উন্নীত করার চেষ্টা করে। রাসূলকে (সঃ) আবিষ্ট অবস্থায় দর্শন অথবা অন্য কোন ভাবে ধর্মীয় যে কোন নতুন কিছু প্রাপ্তি (বিদাহ্) বহু হাদীসের মাধ্যমে নিষিদ্ধ ঘোষিত হবার কারণে ইসলাম ধর্মে সম্পূর্ণভাবে অগ্রহণীয়। উদাহরণ স্বরূপ, আয়েশা (রাঃ) উল্লেখ করেন যে, রাসূল (সঃ) বলেছেন, "*যে কেউ আমাদের ব্যাপারে (অর্থাৎ ইসলামের ব্যাপারে) এমন কিছু নুতন প্রবর্তন করবে যা ইসলামের মধ্যে নেই তা প্রত্যাখ্যান করা হবে।*"[২১৭]

২১৭. আল-বুখারী, মুসলিম এবং আবু দাউদ কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Al Bukari, Arabic English, vol. 3, p. 535, no.861, Sahih Muslim, English Trans. vol. 3, p. 931, no. 4266 and Sunan Abu Dawud, English Trans, vol. 3 p. 1294, no. 4589)

দশম অধ্যায় ঃ সন্ত (ওলি) পূজা

আল্লাহর অনুগ্রহ

মানুষের স্বভাবই হচ্ছে কোন কোন মানুষকে নিজের উপর স্থান দেয়া। সে তাদের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করে এবং নিজে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিবর্তে সে তাদের অনুসরণ করতে পছন্দ করে। আল্লাহ কিছু লোককে অন্যের থেকে বিভিন্নভাবে বেশী অনুগ্রহ করায় এই ধরনের চিন্তাধারা কাজ করে। সামাজিক ভাবে পুরুষকে নারীর উপর স্থান দেয়া হয়েছে ঃ

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

" পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ তাহাদের এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন।" (সূরা আন-নিসা ৪ ঃ ৩৪)

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

" নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা আছে।" (সূরা আল-বাকারা ২ ঃ ২২৮)

এবং কিছু লোককে অর্থনৈতিকভাবে অন্যের উপরে স্থান দেয়া হয়েছেঃ

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ

" আল্লাহ জীবনোপকরণে তোমাদিগের কাহাকেও কাহারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন।" (সূরা আন-নাহ্‌ল ১৬ ঃ ৭১)

আসমানী পথনির্দেশ দ্বারা বনি ইসরাইলীদের অবশিষ্ট মানবজাতি হতে বেশী অনুগ্রহ দেখানো হয়েছিল ঃ

يَابَنِي إِسْرَاءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ

"হে বনী ইসরাইল! আমার সেই অনুগ্রহকে স্মরণ কর যদ্দ্বারা আমি তোমাদিগকে অনুগৃহীত করিয়াছিলাম এবং বিশ্বে সবার উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছিলাম।" (সূরা আল-বাকারা ২ ঃ ৪৭)

স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের মাধ্যমে পয়গম্বরগণকে সকল মানবজাতির মধ্য থেকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছিল এবং একইভাবে আল্লাহ কিছু পয়গম্বরগণকে অন্যদের চেয়ে বেশী প্রাধান্য দিয়েছিলেন :

﴿ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ﴾

"এই রাসূলগণ, তাহাদের মধ্যে কাহাকেও কাহারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি।" (সূরা আল্-বাকারা ২ঃ ২৫৩)

তথাপি আল্লাহ অন্যান্য লোকদের উপর যে অনুগ্রহ দেখিয়েছেন আমাদের সে সব বস্তু কামনা করতে না করেছেন ঃ

﴿ ولاتتمنوا مافضل الله به بعضكم على بعض ﴾

"যদ্দ্বারা আল্লাহ তোমাদের কাহাকেও কাহারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন তোমরা তাহার লালসা করিও না।" (সূরা আন্-নিসা ৪ ঃ ৩২)

কারণ এই সব অনুগ্রহ বিরাট দায়িত্ব বহন করে এবং এগুলো এক ধরনের পরীক্ষা স্বরূপ। ঐ অনুগ্রহগুলি মানুষের চেষ্টা অর্জিত ফলাফল নয় বিধায় তা অহংকারের উৎস হওয়া উচিত নয়। ঐগুলি প্রাপ্তির জন্য আল্লাহ কোন পুরস্কার দেবেন না, যদিও আমরা কি ভাবে ঐগুলি ব্যবহার করেছি তার হিসাব দিতে হবে। সুতরাং, আল্লাহর রাসূল (সঃ) আমাদের উপদেশ দিয়েছেন," *যারা তোমাদের নীচে তাদের দিকে তাকাও এবং যারা উপরে তাদের দিকে নয়। এটা তোমাদের জন্য ভাল কারণ তাতে তোমাদের উপর বর্ষিত আল্লাহর অনুগ্রহ তোমরা অস্বীকার করবে না।*"২১৮

কোন না কোন প্রকারে একজনকে অন্যের উপরে স্থান দেয়া হয়েছে এবং প্রত্যেকেরই নির্দিষ্ট দায়িত্ব রয়েছে এবং তার জন্য সে দায়ী থাকবে। রাসূল (সঃ) বলেছেন, " *তোমরা প্রত্যেকেই এক একজন মেষপালক এবং প্রত্যেকেই তার মেষ পালের জন্য দায়ী।*"২১৯ এই দায়িত্বগুলি এই জীবনের পরীক্ষার জন্য

২১৮. আল্-বুখারী এবং মুসলিম উভয় কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Al-Bukhaaree, Arabic-English, vol. 8, p. 328, 497 & Sahih Muslim, English Trans. vol 4, p. 1530, no. 7070).

২১৯. আল্-বুখারী এবং মুসলিম উভয় কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Al-Bukhaaree, Arabic-English, vol. 3, p. 438, no. 730 & Sahih Muslim, English Trans. vol. 3, p. 1017, no 4496)

মৌলিক উপাদান। আমরা যদি আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য তাঁর উপর কৃতজ্ঞ হই এবং এর যুক্তিযুক্তভাবে প্রয়োগ করি তবেই আমরা কৃতকার্য হব: নতুবা ব্যর্থ হব। কিন্তু দায়িত্বের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা বোধ হয় অন্যান্য সকল সৃষ্টির উপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া। ফিরিশতাদের আদমকে সেজদা করার আল্লাহর আদেশের মাধ্যমে এই অনুগ্রহ পোক্ত করা হয়েছে। কাজেই দায়িত্ব দুই প্রকার ঃ

(ক) এটা ইসলাম গ্রহণ করার ব্যক্তিগত দায়িত্ব বহন করে ঃ আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ।

(খ) এটা পৃথিবীর সর্বত্র আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত করার দলগত অঙ্গীকারও বহন করে।

সুতরাং এই দায়িত্ব গ্রহণের সম্মতির কারণে আল্লাহর দৃষ্টিতে অবিশ্বাসীদের থেকে বিশ্বাসীরা পদমর্যাদায় অনেক শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ বলেছেন ঃ

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ﴾

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হইয়াছে; তোমরা সৎকার্যের নির্দ্দেশ দান কর, অসৎকার্যে নিষেধ কর এবং আল্লাহকে বিশ্বাস কর।" (সূরা আলে--ইমরান ৩ ঃ১১০)

তাকওয়াঃ

বিশ্বাসী সমাজে কিছু ব্যক্তি অন্যান্যদের থেকে উন্নততর পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি এবং এই উন্নততর পদমর্যাদা হচ্ছে ইমান, যা বিশ্বাসের শক্তি এবং গভীরতার সঙ্গে সংযুক্ত। একটি জীবন্ত বিশ্বাস তার ধারককে এমনভাবে চালনা করে যে আল্লাহ যা কিছুতে অখুশী হন সেগুলি থেকে ঢাল হিসাবে তাকে রক্ষা করে। আরবী ভাষায় এই ঢালকে "তাকওয়া" বলা হয়। একে বিভিন্নভাবে অনুবাদ করা হয়েছে যেমন " আল্লাহ ভীতি", " ধর্মানুরাগ" , এমনকি " স্রষ্টা-সচেতনতা"। তাকওয়া শব্দটি এই ধরনের আরও অনেক অর্থ বহন করে। আল্লাহ পরিষ্কার ভাষায় " তাকওয়ার" উন্নততর মর্যাদা সম্বন্ধে উল্লেখ করেন ঃ

﴿ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ﴾

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী।" (সূরা আল-হুজুরাত ৪৯ ঃ ১৩)

এখানে আল্লাহ্ বলছেন যে, একজন পুরুষের অথবা নারীর অন্যজনের থেকে সত্যিকার উচ্চতর পদমর্যাদা পাওয়ার একমাত্র মাপকাঠি হচ্ছে তাকওয়া। এই ধর্মানুরাগ এবং আল্লাহর ভয় মানুষকে " চিন্তাশীল প্রাণী" থেকে গ্রহের প্রশাসক (খলিফা) পর্যায়ে উন্নীত করে। একজন মুসলমানের জীবনে আল্লাহ ভীতির গুরুত্বের পরিসীমা নেই। আল্লাহ কোরআনে ২৬ বার তাকওয়া এবং এর থেকে উৎপন্ন শব্দের উল্লেখ করে তাকওয়াকে জীবন্ত বিশ্বাসের পিছনের চালিকা শক্তি বলে উল্লেখ করেছেন। তাকওয়াহ ছাড়া বিশ্বাস শুধু মুখস্থ করা অর্থহীন শব্দাবলি এবং "ন্যায়পরায়ণ" কার্যাদি শুধু ফাঁকা খোলস ও ভন্ডামি মাত্র। এই কারণে, জীবনের অন্যান্য সকল কর্ম থেকে ধার্মিকতা অধিক পছন্দনীয় । আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেছেন, " *একটি নারী বিবাহিত হয় চারটি কারণেঃ তার ধনসম্পদ, তার আভিজাত্য, তার সৌন্দর্য এবং তার ধার্মিকতা। ধার্মিকজনকে পছন্দ কর এবং কৃতকার্য হও"* ।২২০ একটি নারী যত সুন্দরী, ধনী, অবস্থা সম্পন্নই হোক না কেন, যদি সে ধার্মিক না হয়, তাহলে সে মর্যাদাহীন বংশের একটি ধার্মিক, কুৎসিৎ, গরীব নারী হতে নিকৃষ্টতর। বিপরীতটাও সত্য; রাসূল (সঃ) যেমন বলেছেন, " *যদি একজনের ধর্মীয় অনুশীলন তোমাকে সন্তুষ্ট করে, সে যদি তোমার কন্যাকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়, তা'হলে তার কাছে বিবাহ দেয়া উচিত হবে; নতুবা পৃথিবীতে অশান্তি ও ব্যাপক বিপর্যয় ঘটবে।"* ২২১

এক সময় বিলালকে উপহাস করে " কালো স্ত্রীলোকের পুত্র" বলে ডাকায় রাসূল (সঃ) আবু জরকে কঠোর তিরস্কার করে বলেছিলেন, " *দেখ, আল্লাহকে বেশী ভয় করা ছাড়া তুমি একজন বাদামি অথবা কালো রঙের মানুষ থেকে শ্রেষ্ঠ নও।"* এই উপলব্ধি ধাতস্থ করার জন্য আল্লাহর রাসূল (সঃ) বার বার চেষ্টা

---

২২০. আবু হুরায়রাহ কর্তৃক বর্ণিত এবং আল্-বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Al-Bukhaaree, Arabic-English, vol. 7, pp. 18-9, no. 27 & Muslim, Sahih Muslim, English Trans, vol. 2, p. 749, no. 3457)

২২১. আবু হুরায়রাহ কর্তৃক বর্ণিত এবং আত-তিরমিজি কর্তৃক সংগৃহীত।

করেছেন। এমনকি তাঁর মৃত্যুর কিছু পূর্বে বিদায় হজ্জে তিনি লোকদের সাম্প্রদায়িক পার্থক্যের অর্থহীনতা এবং তাকওয়ার বিশেষ গুরুত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

সবচেয়ে ধার্মিক ব্যক্তিবিশেষ সম্বন্ধে শুধু আল্লাহই অবগত। কারণ তাকওয়ার স্থান হ'ল অন্তরে। মানুষ শুধু বাহ্যিক কর্মকান্ড দ্বারা একজন অপর জনকে বিচার করতে পারে। তবে তা বিভ্রান্তিকর হ'তে পারে বা নাও হ'তে পারে। আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে পর্যাপ্তভাবে পরিষ্কার করেছেন ঃ

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَافِي قَلْبِهِ لا وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ ﴾

"মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে, পার্থিব জীবন সম্বন্ধে যাহার কথা-বার্তা তোমাকে চমৎকৃত করে এবং তাহার অন্তরে যাহা আছে সে সম্বন্ধে সে আল্লাহকে সাক্ষী রাখে। প্রকৃতপক্ষে সে কিন্তু ঘোর বিরোধী।"

(সূরা আল্-বাকারা ২ ঃ ২০৪)

সুতরাং, কোন ধার্মিক ব্যক্তিকে এমন পর্যায়ে ওঠানো উচিত না যা সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে। রাসূল (সঃ) তাঁর সহচরগণের (সাহাবাগণ) মধ্যে কয়েকজনকে এই জীবনেই সুনির্দিষ্টভাবে বেহেশত প্রাপ্তির সুসংবাদ দিয়েছিলেন।২২২ যা হোক এ ধরনের ঘোষণা ঐশী সংবাদের উপর ভিত্তি করে প্রদান করা হয়েছিল, তার অন্তর বিচার করার ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে নয়। উদাহরণস্বরূপ, যারা *বায়য়াহ আর্-রিদওয়ান* নামে আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি করে তাদের ব্যাপারে যখন রাসূল (সঃ) বলেন, "*যারা বৃক্ষের নীচে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছে তারা দোজখের আগুনে প্রবেশ করবে না*", ২২৩ তখন তিনি এ ব্যাপারে অবতীর্ণ হওয়া কোরআনের আয়াত নিশ্চিত করছিলেন ঃ

---

২২২. যাদের মধ্যে দশজনের নাম উল্লেখযোগ্য ঃ আবু বকর, উমর, ওসমান, আলী, তালহা, আয্-যুবাইর, সা'দ ইব্নে আবী ওয়াক্কাস, সাইদ ইব্নে যায়ীদ, আবদুর রহমান ইব্নে আওফ, আবু উবায়দাহ ইব্নে আল্-যার্রাহ (al-Aqeedah at-Tahaaweeyah পুস্তকের ৪৮৫-৭ পৃষ্ঠা দেখুন)।

২২৩. যাবির কর্তৃক বর্ণিত এবং মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Muslim, English Trans, vol. 3, p. 1034, no. 4576)

﴿ لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة ﴾

" মু'মিনরা যখন বৃক্ষতলে তোমার নিকট বায়'আত গ্রহণ করিল তখন আল্লাহ তাহাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন ......।" (সূরা আল্-ফাত্'হ ৪৮ ঃ১৮)

অনুরূপভাবে, রাসূল (সঃ) কয়েকজন দোযখবাসী হবে বলে উল্লেখ করেন, যাদেরকে সবাই জান্নাতবাসী বলে মনে করেছিলেন। ঐ সব বিচার ওহী ভিত্তিক ছিল। ইব্‌নে আব্বাস বলেন যে, ওমর ইব্‌নে আল্‌-খাত্তাব বলেছিলেন যে, *খায়বরের (যুদ্ধ) দিনে রাসূলের (সঃ) কয়েকজন সাহাবা এসে বললেন, " অমুক অমুক এবং অমুক অমুক শহীদ," কিন্তু তারা যখন একটি লোক সম্বন্ধে বলল, "অমুক শহীদ," তখন আল্লাহর রাসূল (সঃ) বললেন, " কোন ভাবেই নয়। আমি তাকে অসৎভাবে নেয়া (লুটের মালামাল থেকে) একটি আলখাল্লা পরিহিত অবস্থায় দোজখে দেখেছি।" আল্লাহর রাসূল (সঃ) তারপর বললেন, " ইব্‌নে আল্‌-খাত্তাব যাও এবং গিয়ে লোকদের মধ্যে তিন বার ঘোষণা দাও যে, কেবল মাত্র বিশ্বাসীরা বেহেশতে প্রবেশ করবে।"*[২২৪]

খৃস্টান ধর্মীয় ঐতিহ্য অনুসারে কিছু ব্যক্তি বিশেষকে বহুকাল ধরে তাদের কথিত আধ্যাত্মিক সিদ্ধি লাভের জন্য অতি প্রশংসা করে আসা হচ্ছিল। তাদের উপর অলৌকিক ঘটনা আরোপ করা হয়েছিল এবং "সন্ত" (Saint) মর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছিল। হিন্দু এবং বৌদ্ধ ঐতিহ্যে যে সব শিক্ষক আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার মই বেয়ে উপরে উঠেছে বলে মনে করা হ'ত এবং যারা অলৌকিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করত তাদের আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব নির্দিষ্ট করার জন্য তাদেরকে "গুরু", " অবতার" ইত্যাদি উপাধি দেয়া হ'ত। এই উপাধিগুলি পরবর্তীতে সেইসব তথাকথিত সাধুদেরকে ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী অথবা তাদেরকে দেবতা হিসাবে প্রার্থনা করার জন্য সাধারণ মানুষকে পরিচালিত করেছে।

ফলশ্রুতিতে, এই সব ধর্মীয় ঐতিহ্যে অনেক সাধক রয়েছে যাদেরকে জনগণ ভক্তি ভরে পূজা করে। অপরপক্ষে, ইসলাম এমনকি রাসূলের (সঃ)

---

২২৪. মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Muslim, English Trans, vol. 1, p. 65, no. 209).

মাত্রারিক্ত প্রশংসা করারও বিরোধিতা করে। রাসূল (সঃ) বলেছেন, *"খৃষ্টানরা যে রকম ঈসা ইবনে মরিয়ামকে প্রশংসা করত আমাকে ঐ রকম মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করিও না, আমি শুধু একজন দাস মাত্র। কাজেই আমাকে বরঞ্চ আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর বার্তাবাহক (রাসূল) বলে ডাক।"*২২৫

ওলি ঃ "সন্ত" (Saint)

আরবী "ওলি" (বহুবচন আউলিয়া) শব্দটি অনুবাদ করার জন্য সন্ত শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। যাদেরকে আল্লাহ তাঁর খুব ঘনিষ্ট বলে মনোনীত করেন তাদের জন্য ওলি শব্দটা ব্যবহার করেছেন। কিন্তু, আরও সঠিক অনুবাদ হ'ল "ঘনিষ্ঠ বন্ধু" কারণ শাব্দিক অর্থে ওলী হচ্ছে "মিত্র"। এমনকি আল্লাহ নিজেকে উল্লেখ করার জন্যও আয়াতে এই শব্দ ব্যবহার করেন ঃ

﴿ الله ولى الذين امنوا يخرجهم من الظلمت الى النور ﴾

"যাহারা বিশ্বাস করে আল্লাহ তাহাদের ওলি (অভিভাবক), তিনি তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া আলোকে লইয়া যান।"

(সূরা আল্-বাকারা ২ঃ ২৫৭)২২৬

তিনি শয়তানের উদ্দেশ্যেও ব্যবহার করেছেন, যেমন নিম্নোক্ত আয়াত ঃ

﴿ ومن يتخذ الشيطن وليا من دون الله فقد خسر خسرا نا مبينا ﴾

"আল্লাহর পরিবর্তে কেহ শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিলে সে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।"২২৭ (সূরা আন্-নিসা ৪ ঃ ১১৯)

---

২২৫. ওমর ইবনে আল-খাত্তাব কর্তৃক বর্ণিত এবং আল্-বুখারী এবং মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Al-Bukhari, Arabic-English, vol. 4, p. 435, no. 654).

২২৬. অনুরূপ আয়াত সমূহ ঃ
"আল্লাহ মু'মিনদের ওলি (অভিভাবক)।" (সূরা আলে -ইমরান ৩ ঃ ৬৮)
"উহারা কি আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে ওলি (অভিভাবক) রূপে গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু আল্লাহ, ওলি (অভিভাবক) তো তিনিই।" (সূরা আশ্-শূরা ৪২ ঃ ৯)
"জালিমরা একে অপরের বন্ধু, আর আল্লাহতো মুত্তাকীদিগের বন্ধু।" (সূরা জাছিয়া ৪৫ ঃ ১৯)

২২৭. অনুরূপ আয়াত সমূহ ঃ
"হে বনী আদম, শয়তান যেন তোমাদিগকে কিছুতেই প্রলুব্ধ না করে- যে ভাবে তোমাদিগের পিতামাতাকে সে জান্নাত হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিল।" (সূরা আল্- আ'রাফ ৭ ঃ ২৭)
"তাহারা আল্লাহকে ছাড়িয়া শয়তানকে তাহাদিগের ওলি (অভিভাবক) করিয়াছিল।" (সূরা আল্- আ'রাফ ৭ ঃ ৩০)

এই শব্দটি (ওলি) "ঘনিষ্ঠ আত্মীয়" অর্থও করা যায়, যেমন নীচের আয়াতেঃ

﴿ فقد جعلنا لوليه سلطنا فلا يسرف في القتل ﴾

" কেহ অন্যায়ভাবে নিহত হইলে তাহার ওলিকে (উত্তরাধিকারীকে) তো আমি উহা প্রতিকারের অধিকার দিয়াছি, কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে।" (সূরা বনী ইসরাঈল /আল্-ইসরা ১৭ঃ ৩৩)

মানুষের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বুঝাতেও কোরআনে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়, উদাহরণস্বরূপ :

﴿ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

" মু'মিনগণ যেন মু'মিনগণ ব্যতীত কাফিরদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে।" (সূরা আলে-ইমরান ৩ ঃ ২৮)[228]

কিন্তু যে প্রয়োগটি আমাদের সবচেয়ে উদ্বিগ্ন করে তা'হল "আউলিয়া-উল্লাহ", আল্লাহর ঘনিষ্ঠ বন্ধুগণ। কোরআনে আল্লাহ মানবজাতির মধ্যে কিছু ব্যক্তি বিশেষকে তাঁর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বলে মনোনীত করেছেন। তাঁর ওলিগণ সম্বন্ধে আল্লাহর বর্ণনা সূরা -আনফালের মধ্যে পাওয়া যাবে, যেখানে আল্লাহ বলেছেন ঃ

﴿ ان اولياؤه الا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون ﴾

" মুত্তাকীগণই উহার তত্ত্বাবধায়ক, কিন্তু তাহাদিগের অধিকাংশ ইহা অবগত নহে।" (সূরা আল্-আন্ফাল ৮ ঃ ৩৪)

---

২২৮ অনুরূপ আয়াত সমূহঃ

" তোমার নিকট হইতে কাহাকেও আমাদের ওলি (অভিভাবক) কর।" (সূরা আন-নিসা ৪ ঃ ৭৫)

" মু'মিনগণের পরিবর্তে যাহারা কাফিরদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তাহারা কি উহাদের নিকট শক্তি চায়?" (সূরা আন-নিসা ৪ ঃ ১৩৯)

" হে মু'মিনগণ! মু'মিনগণের পরিবর্তে কাফিরদিগের বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না।" (সূরা আন-নিসা ৪ ঃ ১৪৪)

" হে মু'মিনগণ ইহুদী ও খৃস্টানদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না, তাহারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু।" (সূরা আল-মায়িদা ৫ ঃ ৫১)

এবং সূরা ইউনুছে ঃ

﴿ الآ انّ اولياء الله لاخوفٌ عليهم ولاهم يحزنون ۞ الذين امنوا وكانوا يتقون ﴾

" জানিয়া রাখ। আল্লাহর বন্ধুদিগের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিত হইবে না। যাহারা বিশ্বাস করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে।"

(সূরা ইউনুছ ১০ ঃ ৬২, ৬৩)

আল্লাহ ব্যাখ্যা করেন যে "ওয়ালাইয়াহ" (স্বর্গীয় বন্ধুত্ব) এর মানদন্ড হ'ল ঈমান (বিশ্বাস) এবং তাকওয়া (ধর্মানুরাগ) এবং সকল সত্যিকার বিশ্বাসীগণ এই গুণাবলির অধিকারী।[২২৯] অজ্ঞ জনগণের মধ্যে "ওয়ালাইয়াহ'র" প্রধান মানদন্ড হ'ল অলৌকিক কার্য সম্পাদন করা, যেগুলিকে পয়গম্বরগণের অলৌকিক মুযিজাত থেকে পৃথক করার জন্য কারামাত বলা হয়। বেশীর ভাগই যারা এই মত পোষণ করে তাদের কাছে ঈমান এবং কারামত (কেরামতি) চর্চাকারীদের আমলের কোন গুরুত্ব নেই। সুতরাং কয়েকজন যাদেরকে "ওলি" বলে মনোনীত করা হয়েছে তারা নব্যতান্ত্রিক (খারেজী) বিশ্বাস ধারণ এবং অনুশীলন করে। ঠিক একইভাবে অন্যান্যরা সঠিক ইসলামি জীবন প্রথা পরিত্যাগ করেছে বলে জানা যায় এবং এমনকি কয়েকজন অশ্লীল আচার আচরণে বিজড়িত থাকে।

অবশ্য, আল্লাহ কোথাও তাঁর ওলি হবার জন্য অলৌকিক কাজ ঘটাতে হবে বলে উল্লেখ করেননি। সুতরাং সকল বিশ্বাসী যাদের ঈমান এবং তাকওয়া রয়েছে তারাই আল্লাহর ওলি এবং তিনি (আল্লাহ) তাদের ওলি। আল্লাহ নিজেই বলেছেনঃ

﴿ الله ولىّ الذين أمنوا ﴾

" যারা বিশ্বাসী আল্লাহ তাহাদিগের ওলি (অভিভাবক)।"

(সূরা আল- বাকারা ২ ঃ ২৫৭)

---

২২৯ Al Aqeedah at Tahaaweeyah p. 358

ফলস্বরূপ, বিশেষ কয়েকজন বিশ্বাসীকে আল্লাহর "আউলিয়া" মনোনীত করার জন্য মুসলমানদের অনুমতি প্রদান করা হয়নি। এ ধরনের পরিষ্কার ইসলামি বিধান থাকা সত্ত্বেও, তথাকথিত মুসলমান ওলিদের প্রাধান্য সুফি মহলের প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে পড়েছে। অনেকেই এদেরকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে। যোগ্যতার উর্দ্ধ ক্রমানুসারে তারা হ'ল ঃ আখিয়ার (পছন্দকৃত) যাদের সংখ্যা ৩০০, আবদাল (বিকল্পগণ) সংখ্যায় ৪০, ৭ জন আবরার (ধার্মিক), ৪ জন আওতাদ (খুঁটি), ৩ জন নুকাবা (প্রহরীরা), কুতুব (খুঁটি) যাকে তার সময়কার সবচেয়ে বড় ওলি বলে গণ্য করা হয়। তালিকার শীর্ষে ওলিদের প্রধান হ'ল "গাউথ" (গাউছ) (ত্রাণকারী) যাকে কোন কোন মহল বিশ্বাস করে যে, তিনি বিশ্বাসীদের গুনাহর কিছু অংশ নিজের কাঁধে নিতে সক্ষম। সুফী বিশ্বাস অনুযায়ী সর্বোচ্চ তিন শ্রেণীর ওলিগণ সালাতের সময় অদৃশ্যভাবে মক্কায় উপস্থিত হয়। গাউছ এর মৃত্যু হ'লে কুতুব তার স্থান দখল করে এবং এভাবে সবাই তালিকার উপরের দিকে উঠতে থাকে। প্রত্যেক শ্রেণীর সবচেয়ে পুণ্যাত্মা পরবর্তী উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হ'তে থাকে ।২৩০ এই সব বিশ্বাস খৃস্টীয় ধর্মের পৌরাণিক কাহিনী হ'তে ধার করা হয়েছে। যেমন, তসবিহ খৃস্টীয় জপমালা হ'তে এবং মিলাদ "ক্রিসম্যাস" (খৃস্টের জন্মোৎসব বা বড়দিন) হ'তে গ্রহণ করা হয়েছে।

ফা'না ঃ আল্লাহর সঙ্গে মানুষের একীকরণ

তথাকথিত নাম করা ওলিদের তালিকায় আল-হাল্লাজের মত লোকের নাম পাওয়া যায়। আল হাল্লাজকে তার " আনাল-হক্ক" অর্থাৎ "আমিই সত্য" এই ভয়ংকর ঘোষণার ঐশ্বরিক দাবীর মাধ্যমে খোলাখুলিভাবে স্বধর্মত্যাগ করার কারণে প্রকাশ্যে ফাঁসি দেয়া হয়েছিল। অথচ আল্লাহ বলেন ঃ

ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتٰى

" ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ সত্য এবং তিনিই মৃতকে জীবন দান করেন।"

(সূরা আল্-হজ্জ ২২ ঃ ৬)২৩১

---

২৩০ Encyclopedia of Islam, p. 629. See also Alee ibn Uthmaan at-Hujweeree, Kasf al-Mahjoob, trans by Nicholson, (London, Luzacre p. 1976), p. 214

বৌদ্ধ ধর্মের "নির্ভানা" (চরম অবস্থা প্রাপ্তি) নামের[২৩২] অনুরূপ একটি তত্ত্বের উপর বিশ্বাস করে এই উন্মাদগ্রস্ত আল হাল্লাজ এই ধরনের ঘোষণা দিয়েছিল। বৌদ্ধ ধর্মের চিন্তাধারার একটি শাখা অনুসারে, এই অবস্থায় আত্মকেন্দ্রিকতা অদৃশ্য হয়ে যায় এবং মানুষের আত্মা এবং সচেতনতা বিলুপ্ত হয়ে যায়।[২৩৩]

এই মতবাদ "মরমিবাদ" (mysticism) নামে পরিচিত একটি দর্শনের মূলভিত্তি রচনা করে। এই মতবাদ অনুযায়ী স্রষ্টার সঙ্গে মানবাত্মার একীভূত (মিলে যাওয়া) হওয়া সম্ভব এবং মানুষের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সেই একীকরণ অনুসন্ধান করা।[২৩৪] মরমিবাদের মূল খুঁজলে প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের লেখায় পাওয়া যায় যেমন "প্লেটোর আলোচনা সভা" (Plato's Symposium)। এই গ্রন্থে উল্লেখ আছে কি করে আরোহণের সিঁড়ির শক্ত এবং দুর্গম ধাপগুলি পার হয়ে অবশেষে স্রষ্টার সাথে মানবাত্মার একীকরণ অর্জন হয়।[২৩৫] একই ধরনের তত্ত্ব হিন্দু ধর্মের ব্রহ্মার (নৈর্ব্যক্তিক অসীম) সঙ্গে আত্মা (মানুষের আত্মার) অভিন্নরূপে মিলিত হওয়ার তত্ত্বের মধ্যেও পাওয়া যায়, যা অর্জন করা অথবা পুনর্জন্মের চক্র হ'তে মুক্তি পাওয়াই মানুষের চূড়ান্ত লক্ষ্য।[২৩৬]

---

২৩১. অনুরূপ আয়াত সমূহ :

"এই জন্য যে, আল্লাহ, তিনিই সত্য এবং উহারা তাঁহার পরিবর্তে যাহাকে ডাকে উহা তো অসত্য।" (সূরা আল-হজ্জ ২২ : ৬২)

"সেই দিন আল্লাহ তাহাদিগের প্রাপ্য প্রতিফল পুরাপুরি দিবেন এবং তাহারা জানিবে, আল্লাহই সত্য, স্পষ্ট প্রকাশক।" (সূরা আন-নূর ২৪ : ২৫)

"এইগুলি প্রমাণ যে, আল্লাহ সত্য এবং উহারা তাঁহার পরিবর্তে যাহাকে ডাকে, তাহা মিথ্যা"। (সূরা লুকমান ৩১ : ৩০)

২৩২. শব্দটি যার সংস্কৃত অর্থ "নির্বাপিত হওয়া" অর্থাৎ সকল জাগতিক মায়া [illegible] লুপ্ত হওয়া অথবা নরকভোগ হ'তে উদ্ধারপূর্বক স্বর্গবাসকে বুঝায়। যদিও এই শব্দটি হিন্দু বেদ শাস্ত্র (ভাগবৎগীতা এবং বেদ) হ'তে, এটি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বৌদ্ধ ধর্মের [illegible] সম্পৃক্ত। হিনায়ানা বৌদ্ধ ধর্মে যেখানে এই শব্দটিকে ধ্বংস এর সমতুল্য গণ্য করা হয় সেখানে মহায়ানা বৌদ্ধ ধর্মে এ শব্দকে স্বর্গসুখ এর অবস্থা বলে গণ্য করা হয়। (W.L Resse, Dictionary of Philosophy and Religion, New Jersey : Humanities Press, 1980, p. 393)

২৩৩. W.L Resse, Dictionary of Philosophy and Religion, New Jersey : Humanities Press, 1980, p. 72)

২৩৪. Mysticism গ্রীক শব্দ "Mystes" হ'তে আসা যার অর্থ "রহস্যময়তায় দীক্ষিত একজন"। শব্দটি গ্রীক রহস্যময় ধর্মগুলি হ'তে নেয়া হয়েছে যার অনুসারীরা mystes নাম বহন করত। (Dictionary of Philosophy and Religion, p. 374)

আধ্যাত্মিক খৃষ্টান আন্দোলনের মাধ্যমে ভ্যালেন্টিনাস (Valentinus, c 140 CE) এর মত গ্রীক মরমীবাদ ভাবধারা বিকশিত হয়, যা দ্বিতীয় শতাব্দিতে শীর্ষে পৌছায়। তৃতীয় শতাব্দিতে মিশরীয়- রোমান দার্শনিক প্লুটিনাস" (Plotinus, 205-270 CE) কর্তৃক এই সব ভাবধারা একত্রিত হয়ে নিওপ্ল্যাটোনিজম (neoplatonism) নামে একটি ধর্মীয় দর্শন সৃষ্টি হয়। খৃস্টীয় তৃতীয় শতাব্দিতে কিছু খৃষ্টান বৈরাগী ও সন্নাসীরা মিশরের মরুভূমিতে সরে গিয়ে খৃষ্টান ধর্মে সন্ন্যাস প্রথা প্রবর্তন করেছিল। তারা ঐ সময় আত্মকৃচ্ছ এবং আত্মত্যাগী ধ্যানমূলক আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে স্রষ্টার সঙ্গে একীকরণের নিওপ্ল্যাটোনিক তত্ত্ব অবলম্বন করেছিল।

" পাছোমিয়াস" (St. Pachomius, 290-346 CE) নামের খৃস্টান সাধক সন্ন্যাস জীবনের জন্য প্রথমে কিছু আইনকানুন প্রবর্তন করেছিলেন এবং মিসরের মরুভূমিতে নয়টি সন্ন্যাস-আশ্রম স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু নুরাসিয়ার "সাধক বেনেডিক" (St. Benedict of Nurasia, 480-547 CE) ইটালির মন্টে ক্যাসিনো (Monte Cassino) আশ্রমের জন্য বেনেডিকটিয় আইনকানুন রচনা করতে যেয়েই পাশ্চাত্যের সন্ন্যাস প্রথার প্রতিষ্ঠাতা বলে খ্যাতি লাভ করে।২৩৭ খৃষ্টান ধর্মের সন্যাসব্রতের এই মরমীবাদ পদ্ধতিগুলি অষ্টম শতাব্দী হতে মুসলমানদের কাছেও প্রকাশ পেতে শুরু করে যখন ইসলামি রাজ্যের সীমানা বিস্তারিত হয়ে মিশর, সিরিয়া এবং এর প্রধান আশ্রমগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে।২৩৮ ইসলামি শরিয়াহতে (ইসলামি আইন) সন্তুষ্ট না হয়ে একদল মুসলমান একটি অনুরূপ পদ্ধতি উদ্ভাবন করে এবং তার নাম দেয় "তরিকা" (পথ)। হিন্দুদের যেমন চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল ব্রহ্মার সঙ্গে একীভূত হওয়া এবং খৃস্টানদের

---

২৩৬. Dictionary of Religions, p. 68.

২৩৭. Dictionary of Philosophy and Religion, pp. 365-6 and 374.

২৩৮. " মুসলমান মরমিবাদের উপর লিখিত গ্রন্থাদির লেখকগণ প্রায়ই সুফীবাদের "পূর্ণধ্বংস" কে বৌদ্ধ ধর্মের "নির্বান বা নির্ভানা" এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। কিন্তু অন্যান্যদের মতে এই মতবাদ অপর্যাপ্ত কারণ বৌদ্ধ ধর্মের নির্ভান বা নির্বান স্রষ্টার উপর নির্ভরশীল নয় এবং এই তত্ত্ব অনুযায়ী মৃত্যুর পর আত্মার দেহান্তর ঘটে। অন্যদিকে মুসলমান মরমিবাদে, মৃত্যুর পরে আত্মার অন্য দেহে স্থানান্তরের কোন প্রশ্নই ওঠে না এবং ব্যক্তিগত ও সর্বদা উপস্থিত স্রষ্টার ধারণা বরাবরই প্রবল। [illegible] সম্বন্ধে মুসলমান কল্পনার উৎস বরং খৃস্টান ধর্মে খুঁজতে হবে। এই কল্পনার সহজ অর্থ হ'ল [illegible] ইচ্ছার কাছে ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছার পূর্ণ ধ্বংস, একটি চিন্তাধারা যা সকল খৃস্টান মরমিবাদের কেন্দ্রবিন্দু " (Shorter Encyclopedia of Islam, p. 98).

ছিল স্রষ্টার সঙ্গে একীকরণ ; এই উদ্ভাবিত তরিকার চূড়ান্ত লক্ষ্য হ'ল ফা'না এবং উসূল। "ফানা" হচ্ছে আত্মবিসর্জন এবং "উসূল" হচ্ছে এই জীবনে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং তাঁর সঙ্গে মানব আত্মার একীকরণ। ফানা এবং উসূল অর্জন করতে গিয়ে কতগুলি প্রাথমিক ধাপ পার হতে হয়-যার নাম দেয়া হয় মাকা'মাত (স্তর) এবং হালাত (অবস্থা)। মানুষের সাথে স্রষ্টার এই মিলনের জন্যে এক ধরনের আধ্যাত্মিক অনুশীলনও প্রণয়ন করা হয়েছিল । এই অনুশীলনে প্রায়ই মাথা এবং শরীর দুলিয়ে যিকির[২৩৯] করা হয় এবং এমনকি অনেক সময় এতে নৃত্যও জড়িত থাকে (যেমন ঘূর্ণ্যমান দরবেশের বেলায় দেখা যায়)। এসব অনুশীলনগুলি বলবৎ করার উদ্দেশ্যে পরস্পর সংযুক্ত কাহিনী দিয়ে এদের উৎপত্তি রাসূলের (সঃ) উপর আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু কোন সহীহ হাদিসের পুস্তকে এই দাবীর কোন নির্ভরযোগ্য সমর্থন নেই। এ সত্ত্বেও সময়ের সাথে সাথে অনেক তরিকার সৃষ্টি হয়েছে এবং খৃস্টান মরমিবাদের মত এই সব তরিকার নামকরণ করা হয়েছে তাদের প্রতিষ্ঠাতাদের নামে-যেমন কা'দেরী, চিশতী, নকশাবন্দী এবং তীযা'নী ইত্যাদি। এর পাশাপাশি এই সব তরিকার প্রতিষ্ঠাতাদের নামে বিপুল পরিমাণে লোককাহিনী এবং রূপকথার উৎপত্তি হয়। খৃস্টান ও সন্ন্যাসীদের যেরকম ভাবে তাদের বসবাসের জন্য বিশেষ ধরনের বিচ্ছিন্ন কাঠামো (আশ্রম) বেছে নেয়, সূফী গোষ্ঠিভুক্ত ব্যক্তিবর্গ যা'ওইয়াহ (শাব্দিক অর্থ ঃ নিভৃত স্থান) নামে অনুরূপ গৃহায়ণ প্রকল্প প্রতিষ্ঠিত করে।

সময়ের বিবর্তনে "আল্লাহর সঙ্গে একীকরণ" এই মরমি বিশ্বাস থেকে বিভিন্ন নব্যতান্ত্রিক মতাবলম্বী গোষ্ঠি প্রকাশ লাভ করে। উদাহরণস্বরূপ, বেশীর ভাগ তরিকা দাবি করে যে উসূল অবস্থায় পৌছালে আল্লাহকে দেখা যায়। যদিও যখন আয়েশা (রাঃ) রাসূল (সঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে মি'রাজে (উর্দ্ধাকাশে আরোহণ) আল্লাহকে দেখেছিলেন কি না, তিনি (সঃ) উত্তর দিয়েছিলেন যে, তিনি আল্লাহকে দেখেননি।[২৪০] ঐশী বাণী অবতীর্ণ করার সময় আল্লাহ তাঁর সত্তার কিছু অংশ একটি পাহাড়ের কাছে প্রকাশ করলে পাহাড় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে

২৩৯. সাধারণতঃ, যিকির এর অর্থ স্রষ্টার স্মরণ। কিন্তু মরমিবাদ গোষ্ঠির মধ্যে, স্রষ্টার নাম ও গুণাবলির একটানা পুনরাবৃত্তি উল্লেখ করত।

২৪০. মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Muslim, English Translation, vol. 1, pp 111-112, nos. 337, 339 and p. 113, no. 341)

ধূলায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এই ঘটনার মাধ্যমে আল্লাহ পয়গম্বর মুসাকেও (সঃ) দেখিয়েছিলেন যে তিনি বা অন্য কেউ এই জীবনে আল্লাহর দর্শন সহ্য করতে পারবে না।[২৪১] কতিপয় সূফী বিশেষ দাবি করে যে, উসূল অবস্থায় পৌছালে প্রত্যেকদিন পাঁচবার সালাতের বাধ্যবাধকতা আর অবশ্য করণীয় থাকে না। তাদের অনেকে পরামর্শ দেয় যে, রাসূল (সঃ) অথবা তথাকথিত আউলিয়াদের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা পৌঁছান যায়। অনেকে আবার আউলিয়াদের সমাধি ফলক ও কবরের চারপাশে তাওয়াফ[২৪২], পশু বলি এবং অন্যান্য ধরনের ইবাদতও শুরু করেছিল। আজকাল মিশরের জয়নাব এবং সাদ আল্-বাদওইর কবর, সুদানের মোহাম্মদ আহম্মদ (মাহদী) এর সমাধি -ফলক এবং ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের অগণিত আউলিয়া ও সাধকদের দরগাহের চতুষ্পার্শে লোকদের তাওয়াফ করতে দেখা যায়।

শরিয়াহকে দেখা হ'ত অজ্ঞ জনগণের উদ্দেশ্যে তৈরি করা বাইরের পথ হিসাবে, পক্ষান্তরে তরিকা ছিল বাছাই করা জ্ঞানালোক প্রাপ্ত গুটি কয়েকের জন্য গোপন পথ। এই মরমিবাদ (mystic) মতবাদ সমর্থন করার উদ্দেশ্যে কোরআনের আয়াতের অর্থ বিকৃত করে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তফছির (কোরান সম্পর্কিত মন্তব্য) প্রকাশ করা হয়। গ্রীক দার্শনিক চিন্তাচেতনার সাথে জাল হাদীস মিশিয়ে একগুচ্ছ অসত্য রচনা সৃষ্টি করা হয় যা অবশেষে জনগণের মধ্যে থেকে সত্যিকার ইসলামি ধ্যানধারণাকে হটিয়ে দেয়। বেশীর ভাগ পরিবেশে গান চালু করা হয় এবং তথাকথিত ধর্মীয় পরিবেশে নকল-আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা তীব্রতর করার মাধ্যম হিসাবে মারিজুয়ানার মত মাদকদ্রব্যও সেবন করতে দেখা যায়। এটাই সূফীদের আধুনিক বংশধরগণের অতীত যা মানুষের আত্মার সঙ্গে আল্লাহর একীকরণ যে সম্ভব সেই মিথ্যা ভূমিকার উপর সৃষ্টি হয়েছিল। ধার্মিক ব্যক্তিগণ যথা, আবদুল কা'দির আল্-জিলানী এবং অন্যান্য জন যাদের উপর কিছু তরিকা আরোপ করা হয় তারা পরিষ্কারভাবে স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্যের গুরুত্ব বুঝেছিলেন। দু'টি কখনো এক হ'তে পারে না, যেহেতু একটি আসমানী এবং চিরন্তন, অপর পক্ষে অন্যটি মানবিক এবং সসীম।

২৪১.সূরা আল্-আরাফ (৭ঃ ১৪৩)।

২৪২. একটি ধর্মীয় প্রার্থনা উপযোগী বস্তুর চতুর্দিক দিয়ে হাঁটা।

মানুষের সঙ্গে আল্লাহর একীকরণ

কিছুই আল্লাহর দৃষ্টি এড়ায় না সুতরাং, যারা একথা মনে রেখে কাজ করে তারাই জ্ঞানী। তারা সব সময় তাঁর উপস্থিতি অনুভব করে। তারা খুব সাবধানতার সঙ্গে সকল বাধ্যতামূলক (ফরজ) কার্যাদি সম্পন্ন করে। তারপর তারা অবশ্যম্ভাবী ত্রুটিসমূহ অগণিত সংখ্যক স্বতঃপ্রবৃত্ত (সুন্নত ও নফল) কার্যাদি দ্বারা পূরণ করতে চেষ্টা করে। এই সব স্বতঃপ্রবৃত্ত ধার্মিক কাজগুলি বাধ্যতামূলক দায়িত্বাদি (ফরজ) রক্ষা করতে সাহায্য করে। উদাহরণস্বরূপ, শারীরিক অথবা আধ্যাত্মিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়লে একজন তার ধর্মীয় দায়িত্ব পালনে শিথিল হয়ে যেতে পারে। তবে, যারা সুন্নত ও নফল অনুশীলনে অভ্যস্ত তারা এই অবস্থায় স্বতঃপ্রবৃত্ত অনুশীলন অবহেলা করলেও তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্বাদি অক্ষুণ্ন রাখার প্রবল সম্ভবনা থাকে। কিন্তু যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত কার্যাদির আত্মরক্ষামূলক বর্ম না থাকে এবং আত্মিক অলসতায় পড়ে তবে কিছু বাধ্যতামূলক দায়িত্বাদি ছেড়ে দেওয়ার অথবা অবহেলা করার ভয় থাকে। একজন সুন্নত ও নফল কার্যাদি দ্বারা যতই বাধ্যতামূলক বা ফরজ অনুশীলন পোক্ত করবে, ততই তার জীবন শরীয়াহ, সর্বশক্তিমান আল্লাহর অভিপ্রায় মেনে চলবে। আল্লাহ তাঁর রাসূল (সঃ) কে দিয়ে একটি হাদিসের মাধ্যমে এই তত্ত্বই পৌছে দিয়েছেনঃ "*সবচেয়ে প্রিয় বস্তু যার দ্বারা আমার দাস আমার নিকট আসতে পারবে তা হ'ল যা আমি তার উপর বাধ্যতামূলক (ফরজ) করেছি। আমার দাস স্বতঃপ্রবৃত্ত ধার্মিক কার্যাদি (ইবাদত) যত বেশী করতে থাকবে তত বেশী সে আমার নিকটবর্তী হবে যে পর্যন্ত না আমি তাকে ভালবাসব। আমি যদি তাকে ভালবাসি, আমি তার শ্রবণেন্দ্রিয় হব যা দিয়ে সে শোনে, দৃষ্টিশক্তি হব যা দিয়ে সে দেখে, হাত হব যা দিয়ে সে ধরে এবং তার পা হব যা দিয়ে সে হাঁটে। সে আমার কাছে যা চাবে তাই দেব এবং সে যদি আমার কাছে আশ্রয় চায়, আমি তাকে রক্ষা করব।*"[২৪৩]

আল্লাহর এই ওলি যা হালাল (আইন সম্মত) শুধু তাই শুনবে, দেখবে, ধরবে এবং তার দিকে চলবে। সেই সঙ্গে সকল হারাম (নিষিদ্ধ) এবং যে এই কাজ

---

২৪৩. আবু হুরায়রাহ কর্তৃক বর্ণিত এবং আল-বুখারী কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Al-Bukhari, Arabic English, vol. 8, pp. 336-7, no. 509).

হারামের দিকে নিয়ে যায় তা এড়িয়ে চলবে। এটাই হ'ল একজনের জীবন উৎসর্গ করার মত একমাত্র যোগ্য লক্ষ্য। যখন এই লক্ষ্য অর্জিত হবে মানুষ আল্লাহর দাস এবং পৃথিবীতে আল্লাহর দূত হিসাবে দ্বৈত ভূমিকার উৎকর্ষতা লাভ করবে। কিন্তু, হাদিসে যে পথ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে সে পথ ছাড়া অন্য কোন পথ অবলম্বন করলে এই লক্ষ্য সাধন হবে না। প্রথমে, সম্পূর্ণভাবে বাধ্যতামূলক কার্যাদি প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, তারপর নির্দিষ্ট করে দেয়া ইবাদতের স্বতঃপ্রবৃত্ত ধার্মিক কার্যাদি অটলভাবে এবং সুন্নাহ মোতাবেক সম্পন্ন করতে হবে। আল্লাহ তাঁর রাসূলের (সঃ) মাধ্যমে বিশ্বাসীদের এই ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদানের জন্য জোর দিতে বলেছেন ঃ

﴿ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ ﴾

" বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমাকে (মুহাম্মাদ) অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদিগকে ভালবাসিবেন।" (সূরা আলে-ইমরান ৩ ঃ ৩১)

সুতরাং, একমাত্র আল্লাহর রাসূলের (সঃ) নির্দেশাবলি (সুন্নাহ) অনুসরণ করে এবং সর্তকতার সঙ্গে ধর্মে সকল রকম নতুন বিষয়ের প্রবর্তন এড়িয়ে আল্লাহর ভালবাসা অর্জন করা যায়। এই অনুমোদিত বিধি নিম্নলিখিত হাদিসে রয়েছে যা রাসূল বর্ণনা দিয়েছেন বলে আবু নাজিহ উল্লেখ করেছেন, " *আমার সুন্নাহ এবং সঠিকভাবে পথ নির্দেশকারী খলিফাদের অনুসরণ কর। এটা মাড়ি দাঁত দিয়ে আঁকড়িয়ে ধর। এবং নতুন প্রবর্তন সম্বন্ধে সাবধান হও, কারণ সেগুলি সব প্রচলিত ধর্মমত-বিরুদ্ধ বিশ্বাস (বিদাহ্) এবং বিরুদ্ধ বিশ্বাস হ'ল ভুল পথ, যা দোজখের আগুনের দিকে চালিত করে।*"[২৪৪]

যে দৃঢ়ভাবে এই তত্ত্ব অনুসরণ করে সে আল্লাহ তাকে যা শুনাতে চান শুধুমাত্র তাই শোনে। কারণ ন্যায়পরায়ণের বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ বলেছেন ঃ

﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ﴾

---

২৪৪. আবু দাউদ এবং আত্-তিরমিজী কর্তৃক সংগৃহীত। (Sunan Abu Dawud, English Trans. vol. 3. p. 1294. no. 4590).

"এবং তাহাদিগকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে তখন তাহারা বলে, সালাম।"
(সূরা আল্-ফোরকান ২৫ ঃ ৬৩)

কোরআনের অন্য এক জায়গায় তিনি আরও বলেছেন ঃ

﴿ وقد نزل عليكم في الكتب ان اذا سمعتم ايت الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ﴾

" কিতাবে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন যে, যখন তোমরা শুনিবে, আল্লাহর আয়াত প্রত্যাখ্যাত হইতেছে এবং উহাকে বিদ্রুপ করা হইতেছে, তখন, যে পর্যন্ত তাহারা অন্য প্রসংগে লিপ্ত না হয় তোমরা তাহাদের সহিত বসিও না, অন্যথায় তোমরাও উহাদের মত হইবে।"

(সূরা আন্-নিসা ৪ ঃ ১৪০)

আল্লাহ তাকে যা শোনাতে চান তা শোনায় রূপকভাবে (metaphorically) আল্লাহ তার শ্রবণেন্দ্রিয় হয়ে যান। অনুরূপভাবে আল্লাহ তার দৃষ্টিশক্তি, হাত এবং পা হয়ে যান।

পূর্বে উল্লেখকৃত হাদিসের এটাই সঠিক ব্যাখ্যা যেখানে আল্লাহ বলেছেন যে তিনি মানুষের শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, হাত ও পা হয়ে যান। দুর্ভাগ্যক্রমে, অতীন্দ্রিয়বাদ এবং মরমিবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ আল্লাহর সঙ্গে একীকরণ মতবাদের (ফানা) সমর্থন হিসাবে এই হাদিসটির অপব্যাখ্যা করেছে।

রূহুল্লাহ ঃ আল্লাহর আত্মা

মানব আত্মার আল্লাহর সঙ্গে একীকরণের মত অতীন্দ্রিয়বাদ বিশ্বাসের সমর্থনের জন্য কোরআনের কিছু আয়াতের মিথ্যা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। নিম্নলিখিত আয়াত যেখানে আল্লাহ বলেছেন ঃ

﴿ ثم سواه ونفخ فيه من روحه ﴾

" পরে তিনি (আল্লাহ) উহাকে (আদম) করিয়াছেন সুঠাম এবং উহাতে রূহ ফুঁকিয়া দিয়াছেন।" (সূরা আস্-সাজদা ৩২ ঃ ৯)[২৪৫]

এবং

﴿ فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ ﴾

"যখন আমি উহাকে সুঠাম করিব এবং উহাতে আমার রূহ সঞ্চার করিব............।" (সূরা আল্-হিজ্র ১৫ঃ ২৯)

এই আয়াতগুলো ব্যবহার করে প্রমাণ করা হয় যে প্রত্যেক মানুষের শরীরের অভ্যন্তরে আল্লাহর কিছু অংশ বিদ্যমান আছে। আল্লাহর "আত্মার" অংশ যা তিনি আদমের মধ্যে সঞ্চারিত করেছিলেন তা আদমের সকল বংশধরগণ উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে বলে দাবী করা হয়। পয়গম্বর ঈসার প্রসঙ্গও ব্যবহার করা হয়েছে যার মায়ের সম্বন্ধে আল্লাহ বলেছেন ঃ

﴿ وَالَّتِىْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَجَعَلْنٰهَا وَابْنَهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴾

" ....যে নিজ সতীত্বকে রক্ষা করিয়াছিল, অতঃপর তাহার মধ্যে আমি আমার রূহ ফুঁকিয়া দিয়াছিলাম .....।" (সূরা আল্-আম্বিয়া ২১ ঃ ৯১) ২৪৬

এভাবে, মরমিবাদ বিশ্বাসীগণ বিশ্বাস করে যে মানুষের ভিতরের এই স্বর্গীয় চিরন্তন আত্মা যেখান হতে এসেছিল সেই উৎসের সঙ্গে পুণর্মিলনের জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা অনুভব করে। তবে তা সত্য নয়। ইংরেজী ভাষার মত আরবী ভাষায় অধিকারসূচক সর্বনামগুলির (আমার, তোমার, তার, আমাদের) কি প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে দুই ধরনের অর্থ হয়। ঐগুলি একটি স্বাভাবিক গুণ বা অধিকৃত সত্ত্ব বর্ণনা করতে পারে যা তার মালিকের একটি অংশ হ'তে পারে অথবা নাও পারে। উদাহরণস্বরূপ, পয়গম্বর মুসা (আঃ)কে আল্লাহর আদেশ

---

২৪৫. (সূরা সা'দ ৩৮ ঃ ৭২)
" যখন আমি উহাকে সুষম করিব এবং উহাতে আমার রূহ সঞ্চার করিব............।"

২৪৬. সূরা আত্-তাহরীম ৬৬ ঃ ১২
"...... যে তাহার সতীত্ব রক্ষা করিয়াছিল, ফলে আমি তাহার মধ্যে রূহ ফুঁকিয়া দিয়াছিলাম... "

﴿ واضمم يدك الى جناحك تخرج بيضآء من غير سوء ﴾

"..... তোমার হাত তোমার বগলে রাখ, ইহা বাহির হইয়া আসিবে নির্মল উজ্জ্বল হইয়া .... ।" (সূরা তাহা ২০ ঃ ২২)

উভয় "হাত" এবং "জামা" পয়গম্বর মূসার কিন্তু তার হাত হ'ল তার শরীরের একটি অংশ পক্ষান্তরে তার শার্ট তার শরীরের অংশ ছিল না। আল্লাহর গুণাবলি এবং সৃষ্টি সম্পর্কিত ব্যাপারও একই ধরনের ২৪৭

উদাহরণস্বরূপ, ঐশ্বরিক করুণার বেলায় আল্লাহ বলেন ঃ

﴿ والله يختص برحمته من يشآء ﴾

" আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা নিজ অনুকম্পার জন্য বিশেষরূপে মনোনীত করেন...... ।" (সূরা আল্-বাকারা ২ ঃ ১০৫)

আল্লাহর করুণা তাঁর গুণাবলির এবং তাঁর সৃষ্টির একটি অংশ নয়। অপরপক্ষে, তিনি সৃষ্টি করেছেন এই বিষয়ে জোর দেয়ার জন্য আল্লাহ অনেক সময় সৃষ্টিকৃত বস্তুকে "তাঁর" বলে উল্লেখ করেন। সৃষ্টির যে সকল উপাদানকে আল্লাহ বিশেষ সম্মানিত বলে গণ্য করেন, তাদের কথা বলতে গিয়ে তিনি তাদের তাঁর বলে উল্লেখ করেন। যেমন, পয়গম্বর সালিহ্-এর ছামুদ জাতির লোকদের পরীক্ষা করার জন্য প্রেরিত উষ্ট্রী সম্পর্কে পয়গম্বর সালিহ বলেছিলেন বলে আল্লাহ উদ্ধৃত করেন ঃ

﴿ هذه ناقة الله لكم اية فذروها تاكل فى ارض الله ﴾

" আল্লাহর এই উষ্ট্রী তোমাদিগের জন্য একটি নিদর্শন। ইহাকে আল্লাহর জমিতে চরিয়া খাইতে দাও...... ।" (সূরা আল্-আ'রাফ ৭ ঃ ৭৩)

ছামুদ জাতির কাছে নিদর্শন হিসাবে উষ্ট্রীটিকে অলৌকিকভাবে পাঠানো হয়েছিল এবং উষ্ট্রীটিকে তৃণক্ষেত্র ব্যবহার থেকে বঞ্চিত করার কোন অধিকার তাদের ছিল না কারণ সমগ্র জমিন আল্লাহর। অনুরূপভাবে, কা'বা সম্বন্ধে আল্লাহ পয়গম্বর ইব্রাহীম (আব্রাহাম) এবং ইসমাঈল (ঈশমায়েল) এর সঙ্গে অঙ্গীকার করেছিলেন ঃ

২৪৭. Tayseer Al-Azeez al-Hameed, pp. 84-5.

﴿ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ﴾

" ..... তাওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী, রুকু ও সিজ্‌দাকারীদের জন্য আমার গৃহকে পবিত্র রাখিতে আদেশ দিয়াছিলাম......।"

(সূরা আল্-বাকারা ২ঃ ১২৫)

এবং সৎকর্মশীলদের বিচার দিবসে আল্লাহ নির্দেশ দিবেন, "আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।" (সূরা আল্-ফজ্‌র ৮৯ ঃ৩০)

কাজেই জান্নাত যেমন আল্লাহর সৃষ্টি, আত্মা (রূহ) সম্বন্ধেও বলা যায় যে, এটা আল্লাহর একটি সৃষ্টি। কোরআনে আল্লাহ বলেন ঃ

﴿ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ۖ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا ﴾

" তোমাকে উহারা রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশ ঘটিত। এবং তোমাদিগকে সামান্য জ্ঞানই দেওয়া হইয়াছে।"

(সূরা আল্-ইস্‌রা/ বনীইস্‌রাঈল ১৭ ঃ ৮৫)

কোরআনের অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ

﴿ اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴾

" তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেন, 'হও, এবং উহা হইয়া যায়।" (সূরা আলে-ইমরান ৩ঃ৪৭)

এবং তিনি আরও বলেন ঃ

﴿ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴾

" তাহাকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, অতঃপর তাহাকে বলিয়াছিলেন, 'হও', ফলে সে হইয়া গেল।" (সূরা আলে-ইমরান ৩ ঃ ৫৯)

সকল সৃষ্টির জন্য আদেশ হ'ল, 'হও'। সুতরাং আত্মা আল্লাহর আদেশে সৃষ্টি হয়েছিল। ইসলাম স্রষ্টাকে অশরীরী আত্মা বলে গণ্য করে না যেমন খৃস্টান ধর্মের মত কিছু ধর্মে করে। তাঁর কোন শারীরিক সত্ত্বা নেই কিংবা তিনি একটি

আকারহীন আত্মাও নন। তাঁর মহিমার মানানসই সেই আকার আল্লাহর আছে যা কোন মানুষ কোনদিন দেখেনি অথবা কল্পনাও করেনি এবং যা শুধু বেহেশতের লোকদের (মানুষের সীমিত আওতায়) দৃষ্টিগোচর হবে।২৪৮ কাজেই আল্লাহ যখন হযরত আদম (আঃ) এর মধ্যে রূহ ফুঁকে দেয়ার কথা বলেন তখন তিনি অবশিষ্ট মানবজাতির তুলনায় আদমের বিশিষ্টতার উল্লেখ করেন। একইভাবে, কুমারী মরিয়ম (রাঃ) এর মধ্যে রূহ ফুঁকে দেয়ার কথার মাধ্যমে পয়গম্বর ঈসার জন্ম সম্পর্কিত বিভ্রান্তি পরিষ্কার করেন এবং তাঁর আত্মার প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করেন। এমনকি, ফুঁ দেবার কাজ তাঁর নিজের উপর আরোপ করার অর্থ, প্রকৃতপক্ষে, তাঁর ইচ্ছাশক্তি এবং সর্বোচ্চ ক্ষমতার একটি ব্যাখ্যা। কারণ ফেরেশতারাই বস্তুত মানুষের মধ্যে আত্মা প্রবেশ করায় এবং টেনে বের করে। এই বিষয়টি ইব্‌নে মাসু'দের নিম্নলিখিত হাদিস হ'তে সহজবোধ্য হবে যেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেছেন, " *মিলিতভাবে তোমার মাতৃগর্ভে চল্লিশ দিন তৈলাক্ত তরল পদার্থের আকারে, তারপর অনুরূপ সময় ধরে লিচের মত রক্ত পিন্ডের আকারে এবং আরও অনুরূপ সময় ধরে একটি গুচ্ছ মাংস আকারের মধ্য দিয়ে তোমার সৃষ্টি হয়। তারপর তার মধ্যে ফুঁ দিয়ে আত্মা ঢুকিয়ে দেবার জন্য একজন ফিরিশতা পাঠানো হয়।"* ২৪৯

এভাবে আল্লাহ তাঁর ফিরিশতাদের মধ্যে একজনকে দিয়ে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ফুঁ দিয়ে আত্মা ঢুকিয়ে দিয়েছেন। " তিনি ফুঁ দিলেন" এই কথা দিয়ে আল্লাহ প্রকৃতপক্ষে মনে করিয়ে দেন যে সৃষ্টির মধ্যে যা কিছু ঘটে তার জন্য তিনিই মুখ্য কারণ, যেমন তিনি বলেছেনঃ

﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾

" প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই সৃষ্টি করিয়াছেন তোমাদিগকে এবং তোমরা যাহা তৈরী কর তাহাও।" (সূরা আস্‌-সাফ্‌ফাত ৩৭ ঃ ৯৬)

---

২৪৮. এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানার জন্য এই পুস্তকের ১৩৬ পৃষ্ঠায় আল্লাহর দর্শন অধ্যায় দেখুন।

২৪৯. আল্‌-বুখারী এবং মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Al-Bukhari, Arabic-English, vol. 4, pp. 290-1, no. 430 & Sahih Muslim, English Trans, vol. 4, p. 1391, no. ৬৩৯০).

ঠিক বদর যুদ্ধ হবার প্রাক্কালে রাসূল (সঃ) এক মুষ্ঠি ধূলা কয়েকশত গজ দূরে সমবেত হওয়া শত্রু সৈন্যসারির দিকে ছুঁড়ে মেরেছিলেন, কিন্তু আল্লাহ অলৌকিকভাবে কিছু ধূলিকণা সকল শত্রু সৈন্যের চোখে পৌঁছে দেন। আল্লাহ রাসূল (সঃ) এর ব্যাপারে উল্লেখ করেন ঃ

﴿ وَمَارَمَيْتَ اِذْرَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى ﴾

" তুমি যখন নিক্ষেপ করিয়াছিলে তখন তুমি নিক্ষেপ কর নাই, আল্লাহ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।" (সূরা আল্-আন্ ফাল ৮ ঃ ১৭)

এভাবে, ঐ রূহকে তাঁর নিজের উপর আরোপ করে, আল্লাহ তাঁর সৃষ্ট আত্মাদের মধ্যে তাঁদের (পয়গম্বর আদম ও ঈসা (আঃ)) প্রতি বিশেষ সম্মান দেখিয়েছিলেন। তার মানেই এই নয় যে, আল্লাহর কাছে যে আত্মা রয়েছে তার থেকে একটি টুকরা ফুঁ দিয়ে পয়গম্বর আদম এবং পয়গম্বর ঈসার ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। এই বিষয়টির উপর আরও জোর দেবার জন্য আল্লাহ মরিয়মের কাছে তাঁর একজন ফিরিশতাকে " তার আত্মা " হিসাবে পাঠানোর বিষয় উল্লেখ করেন ঃ

﴿ فَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴾

" অতঃপর আমি তাহার নিকট আমার রূহকে পাঠাইলাম, সে তাহার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করিল।" (সূরা মরিয়াম ১৯ ঃ ১৭)

কোরআন একটি সম্পূর্ণ বিধান। এর আয়াতগুলি স্বব্যাখ্যামূলক এবং রাসূলের (সঃ) হাদীস এবং অনুশীলন (সুন্নাহ) আয়াতগুলির অর্থ আরও পরিষ্কার করে দেয়। যদি আয়াতগুলির বর্ণনা প্রসঙ্গ এবং পটভূমি থেকে আলাদা করে নেয়া হয় তাহলে সহজেই কোরআনের অর্থ বিকৃত করা যায়। যেমন, সূরা আল-মাঊনের চার নম্বর আয়াত বলে ঃ

﴿ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ﴾

"সুতরাং দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদিগের।"

(সূরা আল্-মাউন ১০৭ঃ ৪)

শুধু এই আয়াতটি কোরআন এবং ইসলামের সম্পূর্ণ বিরোধী। কারণ সমস্ত কোরআনে সালাতকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। যেমন, আল্লাহ বলেন ঃ

﴿ اِنَّنِیۡۤ اَنَا اللّٰہُ لَاۤ اِلٰہَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعۡبُدۡنِیۡ ۙ وَ اَقِمِ الصَّلٰوۃَ لِذِکۡرِیۡ ﴾

"আমিই আল্লাহ, আমার ব্যতীত কোন ইলাহ নাই ! অতএব আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম কর।" (সূরা তা'হা ২০ ঃ১৪)

তথাপি যারা সালাত আদায় করে এই আয়াত তাদের অভিশাপ দেয়। যাহোক, এই আয়াতের পরবর্তি আয়াত ব্যাপারটি পরিস্কার করে দেয় ঃ

﴿ الَّذِیۡنَ هُمۡ عَنۡ صَلَاتِهِمۡ سَاهُوۡنَ الَّذِیۡنَ هُمۡ یُرَآءُوۡنَ ۙ وَ یَمۡنَعُوۡنَ الۡمَاعُوۡنَ ﴾

" যাহারা তাহাদিগের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন, যাহারা লোক দেখানোর জন্য উহা করে, এবং গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোটখাট সাহায্য দানে বিরত থাকে।" (সূরা আল্-মাউন ১০৭ ঃ ৫-৭)

সুতরাং এই ক্ষেত্রে আল্লাহর অভিশাপ শুধু মুনাফিকদের সালাতের উপর যারা বিশ্বাসী হিসাবে ভাণ করে, সকল সালাত আদায়কারীদের উপর নয়। এ আয়াত, " *তারপর তিনি তাঁকে (আদমকে) গঠন করলেন এবং তাঁর ভিতরে তাঁর আত্মা ফুঁ দিয়ে ঢুকিয়ে দিলেন" এর আরও অর্থপূর্ণ অনুবাদ হ'ল,* " তারপর তিনি তাঁকে গঠন করলেন এবং তাঁর একজন আত্মাকে (পবিত্র) তার ভিতরে প্রবেশ করালেন।" ফলশ্রুতিতে, কোরআনে মানুষের অসৃষ্টিকৃত আত্মার উৎস আল্লাহর সঙ্গে তার পুনর্মিলনের আকুল আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কিত মরমীবাদ বিশ্বাসের কোন ভিত্তি নেই। ইসলামে আরবী শব্দ রূহ্ (আত্মা, বহুবচনে আরওয়াহ) এবং নফ্স (আত্মা, বহুবচনে আন্ফুস) এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, শুধুমাত্র যখন এটা শরীরের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে তখন তাকে নফ্স বলা হয়। কোরআনে আল্লাহ উল্লেখ করেন ঃ

﴿ اللّٰہُ یَتَوَفَّی الۡاَنۡفُسَ حِیۡنَ مَوۡتِہَا وَ الَّتِیۡ لَمۡ تَمُتۡ فِیۡ مَنَامِہَا ﴾

" আল্লাহই প্রাণ (আন্ ফুস) হরণ করেন জীবসমূহের তাহাদিগের মৃত্যুর সময় এবং যাহাদিগের মৃত্যু আসে নাই তাহাদিগের প্রাণও (তিনি হরণ করেন) নিদ্রার সময় ... ।" (সূরা আয্-যুমার ৩৯ ঃ ৪২)

রাসূল (সঃ) বলেছেন বলে উম্মে সালামাহ উল্লেখ করেন, " *অবশ্যই যখন আত্মা (রূহ) হরণ করা হয় চক্ষু তাকে অনুসরণ করে।*" ২৫০

সফল ন্যায়পরায়ণ আত্মাদের বেহেশতে ঢুকানো হবে, আল্লাহ যেমন বলেছেনঃ

﴿ يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴾

"হে প্রশান্ত চিত্ত" তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরিয়া আইস সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হইয়া, আমার বান্দাদিগের অন্তর্ভুক্ত হও, এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।" (সূরা আল্-ফাজ্র ৮৯ ঃ ২৭-৩০)

সুতরাং, পরিশেষে, সৎকর্মশীল মানুষের আত্মা সর্বশক্তিমানের সঙ্গে এক হয়ে যাবে না, বরং সসীম আত্মা হিসাবে সসীম শরীরের সঙ্গে এক হয়ে যতদিন আল্লাহ ইচ্ছা করবেন ততদিন বেহেশতের সুখ ভোগ করতে থাকবে।

---

২৫০. মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত। [Sahih Muslim, English Trans, vol. 2, p. 437, no. 2005].

একাদশ অধ্যায় ঃ কবর পূজা

মৃত্যুর পর বিশদ অনুষ্ঠান, শোভিত কবর ও সমাধি নির্মাণ এবং মৃতকে সম্মান দেখানোর লক্ষ্যে প্রশংসা ও ভক্তিমূলক উৎসব পালনের কারণে বহুবার ধর্মের মধ্যে বিরাট বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। যার ফলে, মানব জাতির বেশীর ভাগই কোন না কোন ধরনের কবর পূজার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছে। প্রকৃতপক্ষে, চীন দেশের অধিকাংশ অধিবাসীর (যারা সংখ্যায় মানবজাতির প্রায় এক চর্তুথাংশ থেকে এক তৃতীয়াংশ) ধর্মীয় অনুষ্ঠান কবর সম্পর্কিত এবং তাদের পূর্বপুরুষদের প্রতিনিধিত্ব বিষয়ক।[২৫১] হিন্দু, বৌদ্ধ এবং খৃষ্টান পুণ্যবান বা সাধু ব্যক্তিদের কবরগুলি তীর্থস্থান হিসাবে পরিণত হয়েছে যেখানে উপাসনার নামে, প্রার্থনা, পশুবলি এবং তীর্থযাত্রা ইত্যাদি ব্যাপকভাবে পালন করা হয়। সময়ের বিবর্তনে, মুসলমান শাসক ও জনগণ ইসলামের মূল দর্শন থেকে সরে এসে তাদের চারদিকের অনৈসলামি জাতিদের পৌত্তলিক প্রথা অনুকরণ করা শুরু করেছে। হযরত আলীর (রাঃ) মত সাহাবাগণের (রাসূলের (সঃ) সহচরবৃন্দের), আবু হানিফা ও ইমাম আল্-শাফীর মত প্রধান আইনজ্ঞগণ এবং জুনায়েদ ও আবদুল-কাদির আল্-জিলানীর মত সুফী হিসাবে আখ্যায়িত ওলিদের কবরের উপর বিরাট সৌধ নির্মাণ করা হয়েছে। সাম্প্রতিককালে এমনকি পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মত সামাজিক আন্দোলনের নেতা এবং তথাকথিত সুদানের মাহদীর কবরের উপরও সমাধি নির্মাণ করা হয়েছে। আজকাল বহু অজ্ঞ মুসলমান এই সব সমাধির চতুর্দিকে তাওয়াফ পালন করার জন্য বহুদূর ভ্রমণ করে। অনেকে এমনকি ঐ সমাধিগুলির ভিতরে এবং বাইরে প্রার্থনা করে এবং অন্যেরা জাবেহ (ধর্মীয় আচারের মাধ্যমে কোরবানী) এর মত

---

২৫১. চীনা ধর্মে এবং তাদের ঐতিহ্যবাহী সমাজে পূর্বপুরুষদের (Pai Tsu) গভীর শ্রদ্ধা করা তাদের একটি অতি প্রাচীন, অনড় এবং প্রভাবশালী বিষয়বস্তু। তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী, (Hun) অর্থাৎ আধ্যাত্মিক আত্মা এবং পো (P'o) অর্থাৎ অমার্জিত আত্মারা তাদের অব্যাহত অস্তিত্ব এবং সুখের জন্য তাদের বংশধরদের নৈতিক অর্থ, ধূপধুনা, খাদ্য এবং পানীয় উৎসর্গের উপর নির্ভরশীল। প্রতিদান হিসাবে, হুন আত্মা, একটি প্রেতাত্মা (Shen) হিসাবে, অতিপ্রাকৃত যোগাযোগের মাধ্যমে পরিবারের জন্য প্রভুত মঙ্গল আনতে পারে। সাধারণ ব্যক্তিদের বেলায় কেবলমাত্র তিন থেকে পাঁচ পুরুষ পর্যন্ত এই সম্পর্ক টিকে থাকে বলে গণ্য করা হয়। আত্মাগুলি তারপর আরও সাম্প্রতিক আত্মাদের দ্বারা স্থলাভিষিক্ত হয়।

("Ancestor cult. (Chinese). Dictionary of Religions. p. 38).

ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের জন্য কোরবানীর পশু নিয়ে আসে। যারাই কবরে প্রার্থনা করে তাদের বেশীর ভাগই এই ভ্রান্ত ধারণা বহন করে যে মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল তারা আল্লাহর এতই নিকটে যে তাদের আশেপাশে যে সব উপাসনার কাজ করা হয় সেগুলি আল্লাহ কর্তৃক গৃহীত হবার সম্ভাবনা বেশী। অর্থাৎ, যেহেতু এসব মৃত ব্যক্তিবিশেষরা আশীর্বাদ প্রাপ্ত, তাদের আশেপাশের সব কিছুও নিশ্চয় আশীর্বাদ প্রাপ্ত। তাদের সমাধি-ফলক এবং এমনকি যে জমির উপর ঐগুলি নির্মিত সেগুলির উপরেও নিশ্চয়ই আশীর্বাদ প্রবাহিত হচ্ছে। এই বিশ্বাসের কারণে কবর-পূজারীরা প্রায়ই অতিরিক্ত আশীর্বাদ লাভের জন্য কবরের দেয়ালে হাত মুছে শরীরের উপর বুলায়। তারা প্রায়ই কবরের আশেপাশের মাটি সংগ্রহ করে এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে যে যাদের কবর দেয়া হয়েছে তাদের উপর আশীর্বাদ আরোপের কারণে ঐ মাটির আরোগ্য করার বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে। শিয়া সম্প্রদায়ের কয়েকটি শাখার অনেকে কারবালায় ইমাম হোসেন যেখানে শহীদ হয়েছিলেন সেখানকার কাদা মাটি সংগ্রহ করে আগুনে সেঁকে ছোট ছোট ফলক তৈরী করে এবং সালাতের সময় সেগুলির উপর সিজ্‌দাহ করে।

মৃতের প্রতি প্রার্থনা ঃ

যারা কবর-পূজার সঙ্গে জড়িত তারা দুই ভাবে মৃতের প্রতি প্রার্থনা করে ঃ

১. কিছু লোক মৃতদের মধ্যস্থ হিসাবে ব্যবহার করে। ক্যাথলিকরা যেভাবে তাদের পাপ স্বীকারের জন্য পাদ্রীদের ব্যবহার করে তারা সেইভাবে মৃতদের কাছে প্রার্থনা করে । ক্যাথলিকরা তাদের পাদ্রীদের কাছে পাপ স্বীকার করে এবং পাদ্রীরা তাদের জন্য স্রষ্টার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। এভাবে, পাদ্রীরা মানুষ এবং স্রষ্টার মধ্যে দালাল হিসাবে কাজ করে।

প্রাক-ইসলামি যুগে আরবরাও তাদের মূর্তিদের একইভাবে ব্যবহার করত। আল্লাহ্ পৌত্তলিক আরবদের কথা উদ্ধৃত করে বলেন ঃ

﴿ مانعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ﴾

“আমরা তো ইহাদিগের পূজা এই জন্যই করি যে, ইহারা আমাদিগকে আল্লাহর সান্নিধ্যে আনিয়া দিবে।” (সূরা আয্-যুমার ৩৯ ঃ ৩)

মুসলমানদের মধ্যে কিছু কবর-পূজারী আছে যারা তাদের চাহিদা পূরণের আবেদন আল্লাহর কাছে পৌঁছে দেবার জন্য মৃতের কাছে প্রার্থনা করে। এই ধরনের কার্যকলাপ এই বিশ্বাসের উপর গড়ে উঠেছে যে সৎকর্মশীল মৃত ব্যক্তিরা তাদের থেকে আল্লাহর নিকটবর্তী এবং তারা মৃত্যুর পরেও যে কোন মানুষের অনুরোধ শুনতে এবং পূরণ করতে সক্ষম। এভাবে জীবিতদের অনুগ্রহ করার জন্য মৃত ব্যক্তি মধ্যস্থতাকারী মূর্তি হয়ে যায়।

২. অন্যেরা তাদের পাপের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করে সরাসরি মৃতদের কাছে প্রার্থনা করে। এই করতে যেয়ে তারা মৃত ব্যক্তিদের উপর (আত্-তাওয়াব) আল্লাহর গুণাবলী আরোপ করে। কারণ একমাত্র আল্লাহ অনুশোচনা প্রাপ্তির যোগ্য এবং একমাত্র তিনিই পাপ মার্জনা করতে সক্ষম (আল-গফুর)। তাদের প্রথা এবং ক্যাথলিকদের প্রথার মধ্যে জোরালো মিল রয়েছে। যেমন, কিছু হারালে তা পাবার জন্য ক্যাথলিকরা থেবসের সন্ত এন্থোনীর (Saint Anthony of Thebes) কাছে প্রার্থনা করে।২৫২ একই ভাবে সন্ত জুড থাড্ডাইস (St. Jude Thaddaeus) হ'ল অসাধ্য সাধনের রক্ষক এবং দূরারোগ্য রোগের চিকিৎসা, অসম্ভাব্য বিবাহ অথবা অনুরূপ ব্যাপারে মধ্যস্থতার জন্য তার কাছে প্রার্থনা করা হয়।২৫৩

১৯৬৯ সাল পর্যন্ত যদি কেউ ভ্রমণে বের হ'ত তখন তারা তাদের পাহারা দেবার জন্য পর্যটকদের রক্ষক সেইন্ট ক্রিষ্টোফারের কাছে প্রার্থনা করত। তারপর ১৯৬৯ সালে পোপের আদেশে তার নাম সন্তদের তালিকা হতে বাদ হয়ে গেলে নিশ্চিত হওয়া গেল যে সে কল্পিত ছিল।২৫৪ সাধারণ খৃষ্টানগণ পয়গম্বর যিশুকে স্রষ্টার অবতার হিসাবে গণ্য করে। বেশীর ভাগ খৃস্টানরাই স্রষ্টার পরিবর্তে যিশুর কাছে প্রার্থনা করে। সারা বিশ্বে বহু অজ্ঞ মুসলমান রয়েছে যারা একই কায়দায় রাসূলের (সঃ) প্রতি তাদের ইবাদত চালিত করে। ইসলাম

---

২৫২. The World Bank Encyclopedia, (Chicago; World Book, Inc. 1987), vol. 1, p. 509)

২৫৩. The World Bank Encyclopedia, (Chicago; World Book, Inc. 1987), vol. 11, P. 146)

২৫৪. The World Bank Encyclopedia (Chicago; World Book, Inc. 1987), vol. 3, p. 417)

এই উভয় পদ্ধতিকেই সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করে এবং এই শিক্ষা দেয় যে, একজন মারা গেলে বারযাখ নামে একটি ব্যাপ্তির মধ্যে প্রবেশ করে যেখানে তার কার্যাদি শেষ হয়ে যায়। সে জীবিতদের জন্য কোন কিছু করতে অক্ষম, যদিও তার কর্মফল জীবিতদের উপর প্রভাব ফেলতে পারে এবং অব্যাহতভাবে তার জন্য পুরস্কার অথবা শাস্তি অর্জন করতে পারে। আবু হুরায়রাহ (রাঃ)বর্ণনা দেন যে আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেছেন, " *যখন একজন মারা যায়, তিনটি ভাল কাজ ছাড়া তার (ভাল) কার্যাদির সমাপ্তি ঘটেঃ মঙ্গল অব্যাহত থাকে এধরনের দান, জনগণের জন্য মঙ্গলকর জ্ঞান এবং সৎকর্মশীল সন্তানাদি যারা তার জন্য প্রার্থনা করে।*"২৫৫ রাসূল (সঃ) অনেক জোর দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন যে তাঁর সঙ্গে যতই ঘনিষ্টতা থাকুক না কেন এ জীবনে তিনি কারোরই কোন মঙ্গল করতে সক্ষম নন। তাঁর অনুসারীদের বলার জন্য কোরআনে আল্লাহ তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

﴿ قُلْ لَّآ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ۚ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوٓءُ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾

" বল, আল্লাহ যাহা ইচ্ছা করেন তাহা ব্যতীত আমার নিজের ভাল-মন্দের উপরও আমার কোন অধিকার নাই। আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানিতাম তবে তো প্রভুত কল্যাণই লাভ করিতাম এবং কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করিত না। আমি তো শুধু মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য সতর্কবাণী ও সুসংবাদবাহী।" (সূরা আল্-আ'রাফ ৭ ঃ ১৮৮)

সাহাবী আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বর্ণনা দিয়েছেন যে, যখন "তোমার নিকট-আত্মীয়বর্গকে সর্তক করিয়া দাও" এই আয়াতটি২৫৬ রাসূলের (সঃ) উপর নাজিল করা হয়েছিল তখন তিনি বলেছিলেন, " *হে কোরায়েশগণ, আল্লাহর কাছ থেকে মুক্তি নিশ্চিত কর (ভাল কাজ করে)। হে আবদুল মুত্তালিবের ছেলেরা, আল্লাহর বিপক্ষে আমি কোনভাবেই তোমাদের সাহায্য করতে পারি না; হে*

২৫৫. মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Muslim, English Trans, vol. 3, p. 867, no. 4005).

২৫৬. (সূরা আশ্ -শূরা ২৬ ঃ ২১৪)

আমার (চাচা) আব্বাস ইব্‌নে আবদুল মুত্তালিব, আল্লাহর বিপক্ষে আমি কোনভাবেই আপনাকে সাহায্য করতে পারি না; হে আমার (চাচি) ছাফিয়াহ, আল্লাহর বিপক্ষে আমি কোনভাবেই আপনাকে সাহায্য করতে পারি না; হে ফাতিমা, মোহাম্মাদের কন্যা, আমার কাছে যা ইচ্ছা চাও, কিন্তু আমার কাছে এমন কিছুই নেই যা তোমাকে আল্লাহর বিপক্ষে সাহায্য করতে পারে ।"[২৫৭]

অন্য আর এক সময়, সাহাবাদের মধ্যে একজন রাসূলের (সঃ) কাছে তার বক্তব্য এই উক্তি দিয়ে শেষ করলেন, যে "আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন এবং আপনার যা ইচ্ছা তাই করবেন।" রাসূল (সঃ) তৎক্ষণাৎ তার ভুল শুধরে বললেন, " *তুমি কি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ করলে ?" বল, "আল্লাহ এককভাবে যা ইচ্ছা করেন এটা তাই ।"*[২৫৮] রাসূলের (সঃ) কাছে প্রার্থনা করার এইভাবে পরিষ্কার বাধা থাকা সত্ত্বেও বহু মুসলমান শুধু তাই করে না বরঞ্চ তারা বিভিন্ন আউলিয়াদের কাছেও প্রার্থনা করে। "মরমীবাদীদের" (সূফীদের) একটি খারেজী দাবী হল, 'রিজাল আল্‌-ঘাইব্' নামে নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক আউলিয়াদের (গায়েবী জগতের মানুষ) দ্বারা মহাজাতিক শৃঙ্খলা রক্ষিত হয়। যখন তাদের মধ্যে পবিত্র একজন মারা যায়, তৎক্ষণাৎ একজন বদলি তার স্থান পূরণ করে। আউলিয়াদের ক্রম-উচ্চ শ্রেণীবিভাগের শীর্ষে রয়েছে "কুতুব" (মেরু অথবা পৃথিবীর অলৌকিক মেরুদন্ড), অথবা "গাউস" (বিপদ হ'তে উদ্ধারকারী)। আবদুল -কাদির আল্‌-জিলানীকে (মৃ ১১৬৬ খৃঃ) জনপ্রিয় ভাবে *আল্‌-গাউস আল্‌-আধ্‌হাম (গউছ-ই-আযম)*, সাহায্যের সর্বোৎকৃষ্ট উৎস, হিসাবে উল্লেখ করা হয় এবং দুর্যোগের সময় অনেকে তার কাছে সাহায্য চেয়ে বলে, " *ইয়া, আবদুল-কা'দির আঘিতাব*" (হে আবদুল কা'দির আমাকে রক্ষা কর)। এই ধরনের সন্দেহাতীত শির্‌ক-এর ঘোষণা প্রায়ই শোনা যায়- যদিও মুসলমানগণ প্রতিদিন অন্তত সতের বার তাদের নামাজে আবৃত্তি করে **ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাইন**-আমরা

---

২৫৭. মুসলিম এবং আল্‌-বুখারী কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Muslim, English Trns, vol. 1, p. 136, no. 402 & Sahih Al-Bukhari, Arabic-English, vol. 4, pp. 478-9. nos. 727 and 728).

২৫৮. আহমদ কর্তৃক সংগৃহীত।

কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং কেবল তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।"

উপরে বর্ণিত উভয় পদ্ধতির প্রার্থনাতেই গুরুতর শিরক্ জড়িত, যা ইসলাম সর্তকভাবে বিরোধিতা করে; তথাপি উভয় পদ্ধতিই কোন এক ভাবে আজকালকার মুসলমানদের ধর্মীয় আচারের মধ্যে নিঃশব্দে ঢুকে পড়তে সক্ষম হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾

"তাহাদিগের অধিকাংশ আল্লাহতে বিশ্বাস করে, কিন্তু তাঁহারা শরীক করে।" (সূরা ইউসুফ ১২ ঃ ১০৬)

রাসূল (সঃ) -ও এ ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছেন। আবু সাঈদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সঃ) বলেন, "*ইঞ্চি ইঞ্চি, গজ গজ করে তোমরা তোমাদের পূর্বসূরীদের প্রথা অনুসরণ করবে; এমনকি যদি তাদেরকে একটি টিকটিকির গর্তে প্রবেশ করতে হয়ে থাকে, তোমরাও তাদের অনুসরণ করবে।" যখন রাসূলকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল তিনি কি ইহুদী এবং খৃষ্টানদের উদ্দেশ্য করে বললেন, (মুসলমানরা কি ইহুদী এবং খৃষ্টানদের অনুসরণ করবে?) তিনি উত্তর দিলেন, "তারা নয়ত অন্য কারা?"* ২৫৯

থ'বানও উল্লেখ করেন যে, রাসূল (সঃ) বলেছেন, "*শেষ প্রহর আসবে না যতক্ষণ না আমার জাতির একদল মূর্তি পূজা করে।*"২৬০ *এবং আবু হুরায়রাহ উল্লেখ করেন যে, তিনি (সাঃ) বলেছেন, "শেষ প্রহর আসবে না যতক্ষণ না দজ্ গোষ্ঠির মহিলারা আল্-খালাসা*২৬১ *মূর্তির*২৬২ *মন্দিরের চতুর্দিকে তাদের নিতম্ব না নাড়াবে (যখন তারা পদব্রজে তা প্রদক্ষিণ করবে)।"* সুতরাং মুসলমানদের ইসলামি দৃষ্টিকোণ হতে ধর্মের উৎস এবং এর ঐতিহাসিক পর্যায় সম্বন্ধে একটি

---

২৫৯. আল্-বুখারী এবং মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Al-Bukhari, Arabic-English Trans, vol. 9, pp. 314-5, no. 422 & Sahih Muslim, English Trans, vol. 4, p. 1403, no. 6448).

২৬০. আবু দাউদ, ইব্‌নে মাযাহ এবং আত্-তিরমীজি। (Sunan Abu Dawud, English Trans, vol. 3, pp. 1180, no. 4239).

পরিষ্কার ধারণা থাকা অপরিহার্য। এই সব আচারের সঠিক প্রসঙ্গ তখন সহজে বোঝা যাবে এবং তাদের উপর ইসলামি রায় খুব পরিষ্কার হবে।

ধর্মের বিবর্তনমূলক মডেল

বেশীর ভাগ সমাজ বিজ্ঞানী (Social Scientists) এবং নৃবিজ্ঞানীগণ (Anthropologists) ডারউইনের বিবর্তন প্রক্রিয়া তত্ত্বের প্রভাবে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে প্রাচীন কালের মানুষের প্রকৃতির শক্তির উপর দেবত্ব আরোপের মাধ্যমে ধর্ম শুরু হয়েছে।[২৬৩] তাদের মতে, প্রাচীন কালের মানুষ বিদ্যুৎ-চমকানো, বজ্রপাত, আগ্নেয়গিরি, ভূমিকম্প ইত্যাদির মত প্রকৃতির মহান এবং বিধ্বস্তকারী শক্তি দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে সেগুলিকে তারা অতি প্রাকৃত (Supernatural) সত্ত্বা হিসাবে কল্পনা করেছিল। ফলে, তারা যেভাবে তাদের দলপতি অথবা শক্তিশালী গোষ্ঠির সাহায্য চাইত সেভাবে ঐসব শক্তিকে প্রশমিত করার উপায় উদ্ভাবনের পথ খুঁজে ছিল। এভাবে প্রার্থনা এবং পশুবলির মত প্রাচীনকালের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ক্রমবিকাশ ঘটে। উত্তর আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের, যারা নদী, জঙ্গল ইত্যাদির আত্মা আছে বলে বিশ্বাস করত, তাদের ধর্মের এই বিবর্তন প্রক্রিয়ার মডেলের প্রাথমিক ধাপকে উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে।[২৬৪] এ পর্যায়ে, তারা দাবি করে যে প্রত্যেক ব্যক্তির একদল ব্যক্তিগত দেবতা ছিল। যখন পরিবার গঠিত হওয়া শুরু হয় পারিবারিক দেবতাগণ ব্যক্তিগত দেবতাদের স্থান দখল করল। এই ধাপের উদাহরণ হিসাবে ভারতের হিন্দুদের বহু ঈশ্বরবাদের উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে প্রত্যেক

---

২৬১. আল্-বুখারী এবং মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Al-Bukhari, Arabic-English, vol. 9, p. 178, no. 232 & Sahih Muslim, English Trans, vol. 4, p. 1506, no. 6944).

২৬২. Ibn Atheer, An-Nihaayah fee Ghareeb al-Hadeeth wa al-Athar, Beirut : al-Maktabah al-Islaameeyah, 1963, vol. 1, p. 64.

২৬৩. ডেভিড হিউম (David Hume, 1711-76) তাঁর লিখিত প্রকৃতিদত্ত ধর্মের ইতিহাস (Natural History of Religion) নামের বইতে এই তত্ত্ব উপস্থাপনের জন্য থমাস হবসকে (Thomas Hobbes, 1588-1679) অনুসরণ করেছেন। (Dictionary of Religions, p. 258).

২৬৪. Dictionary of Philosophy and Religion, pp. 16, 193.

পরিবারের নিজস্ব দেবতা আছে। অর্থনৈতিক প্রয়োজন এবং টিকে থাকার সংগ্রামের পরিণতি হিসাবে পরিবার সম্প্রসারিত হয় এবং গোত্রের উদ্ভব হয়। পালাক্রমে গোত্রের দেবতা পুরাতন পারিবারিক দেবতাদের স্থান দখল করে। প্রত্যেক প্রজন্মের সঙ্গে সঙ্গে গোত্র ক্রমে ক্রমে বড় হতে থাকে এবং পারিবারিক দেবতাদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে।

পরিণামে দুই ঈশ্বরবাদের আবির্ভাব হয়, যার মধ্যে সকল অতি-প্রাকৃত শক্তিগুলি মঙ্গলের জন্য একজন এবং অমঙ্গলের জন্য একজন, এই দুইজন প্রধান দেবতার মধ্যে সীমিত করা হয়। বিবর্তন মতবাদীদের মতে, এই অবস্থার উদাহরণ পাওয়া যায় পারস্য দেশের যুরাষ্ট্রীয়দের ধর্মে। পারস্য দেশীয় সংস্কারক, যারাথুসত্রা (Zarathustra, গ্রীক ভাষায় Zoroaster) এর আবির্ভাবের পূর্বে পারস্যবাসীরা প্রকৃতি আত্মা, গোত্রীয় আত্মা এবং পারিবারিক আত্মায় বিশ্বাস করত বলে মনে করা হয়। নৃবিজ্ঞানীগণের মতে যুরাষ্ট্রের সময় গোত্রীয় দেবতারা সংখ্যায় হ্রাস পেয়ে দু'টিতে দাঁড়ায় ঃ আহুরা মাজদা, যে তাদের মতে, পৃথিবীতে সব মঙ্গল সৃষ্টি করেছে এবং আংগ্রা মানিউ, যে সব অমঙ্গল সৃষ্টি করেছে।২৬৫ গোত্র যখন জাতিদের জন্য পথ ছেড়ে দিল তখন পর্যায়ক্রমে গোত্রীয় দেবতারা জাতীয় ঈশ্বরের জন্য পথ ছেড়ে দিল এবং এককত্বের দর্শনের সৃষ্টি হল বলে অনুমান করা হয়। পুরাতন বাইবেলে ইসরাইলীয়দের ঈশ্বরকে জাতীয় স্বতন্ত্র সত্তা হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে, যে তাদের শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ইসরাইলীয়দের তার পছন্দনীয় সন্তান বলে উল্লেখ করা হয়। খৃস্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীতে মিশরীয় শাসক আখেনাতেন (Akhenaten), যিনি চতুর্থ আমেনহোটেপ (Amenhotep IV) বলেও পরিচিত ছিলেন, তাঁকেও ধর্ম সম্পর্কিত বিবর্তনবাদের প্রমাণ স্বরূপ উদাহরণ দেয়া হয়। যখন মিশরের জনগণের প্রচলিত বিশ্বাস ছিল বহু-ঈশ্বরবাদে সেই সময় তিনি রা (Ra) নামে ঈশ্বরের এককত্বের প্রার্থনার প্রচলন করেন এবং সেই ঈশ্বরকে সূর্যের চাকতির দ্বারা প্রতীকায়িত করেন।২৬৬

২৬৫. Dictionary of Religions, pp. 28 & 42.
২৬৬. Dictionary of Philosophy and Religion, p. 143.

সুতরাং, সমাজবিজ্ঞানী এবং নৃবিজ্ঞানীদের মতে ধর্মের কোন স্বর্গীয় ভিত্তি নেই। এটা শুধু প্রাচীনকালের লোকদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাবের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা কুসংস্কারের বিবর্তন মাত্র। তারা বিশ্বাস করে যে শেষ পর্যন্ত, যখন বিজ্ঞান প্রকৃতির রহস্য উদঘাটন করতে সক্ষম হবে, তখন ধর্ম বিলুপ্ত হবে।

ধর্মের অধঃপতিত মডেল

ধর্ম সম্বন্ধে ইসলামি মতবাদ এবং এর ক্রমবিকাশ পূর্ববর্তী মতামতের সম্পূর্ণ বিপরীত। এটি অধঃপতন (স্বধর্মচ্যুতি) এবং নবজন্মলাভের একটি প্রক্রিয়া এবং বিবর্তনের প্রক্রিয়া নয়। মানুষের যাত্রা শুরু হয় আল্লাহর এককত্বের দর্শন দিয়ে। কিন্তু সময়ের সাথে বিভিন্ন ধরনের বহু-ঈশ্বরবাদে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। এটা কখনো ছিল দ্বি-ঈশ্বরবাদ, কখনো ত্রি-ঈশ্বরবাদ এবং কখনো সর্বেশ্বরবাদ। স্রষ্টা পৃথিবীর সকল জাতি এবং উপজাতির কাছে পয়গম্বর পাঠিয়েছিলেন তাদেরকে পুনরায় আল্লাহর এককত্বের দর্শনের সরল পথে ফিরিয়ে আনার জন্য। কিন্তু, কালক্রমে তারা বিপথে চলে যায় এবং পয়গম্বরদের শিক্ষা পরিবর্তন করা হয়, নতুবা হারিয়ে যায়। এই বাস্তবতার প্রমাণ এই ঘটনায় পাওয়া যায় যে, যে সব আদিম গোত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে তাদের সকলেই একজন সর্বোচ্চ সত্তায় বিশ্বাসী ছিল। বিবর্তনবাদ তত্ত্ব হিসাবে ধর্মের ক্রমবিকাশ যে পর্যায়েই থাকুক না কেন, বেশীর ভাগ লোকই অন্যান্য সকল দেবতা অথবা আত্মার উর্দ্ধে একজন সর্বোচ্চ স্রষ্টায় বিশ্বাস করে। মধ্য-আমেরিকার মায়াদের[২৬৭] স্রষ্টা-ঈশ্বর ইত্ যামানা (Itzamana) থেকে সিয়েরা লিওন মেন্ডেদের (Sierra Leone Mende)[২৬৮] সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা এন্‌গিউ (Ngewo) এবং হিন্দু ধর্মের অসীম[২৬৯] ব্রহ্মা থেকে প্রাচীন শহর ব্যবিলনের মন্দিরের[২৭০] সর্বোচ্চ ঈশ্বর "মারদুক" কে দেখলে সর্বোচ্চ সত্তা পরিষ্কারভাবে দৃষ্ট হয়। এমনকি যুরাষ্ট্রীয়দের দ্বি-ঈশ্বরবাদে মঙ্গলের ঈশ্বর আহুরা-মাজদার (Ahura Mazda) স্থান, আংগারা মানিউ (Angra Manyu) থেকে উর্দ্ধে। এবং তাদের বিশ্বাস অনুসারে যে দিন

২৬৭. Dictionary of Religions, p. 93.
২৬৮. উক্ত পুস্তকের ২১০ পৃষ্ঠা।
২৬৯. উক্ত পুস্তকের ৬৮ পৃষ্ঠা।
২৭০. উক্ত পুস্তকের ২০৪ পৃষ্ঠা।

আহুরা মাজদা পরাজিত করবে আংগারা মানিউকে সেদিন হবে বিচারের দিন। সুতরাং আহুরা-মাজদা তাদের সত্যিকারের সর্বোচ্চ ঈশ্বর।[২৭১] বিবর্তনবাদের মডেল অনুসারে এরকম হওয়া উচিত নয়, কারণ এককত্বের বিশ্বাস যা বহু ঈশ্বরবাদ থেকে উৎপত্তি হয়েছে তা কখনও সর্বপ্রাণবাদের সঙ্গে সহ-অবস্থান করতে পারে না। তবে মাত্র একজন সর্বোচ্চ সত্তার ধারণা বেশীর ভাগ ধর্মেই আছে। সৃষ্টির বিভিন্ন অংশের উপর স্রষ্টার গুণাবলি অরোপ করে জনগণ পয়গম্বরদের আল্লাহর এককত্বের দর্শনের শিক্ষার পথ হ'তে সরে গিয়েছিল।

অধঃপতনের (স্বধর্মচ্যুতি) সত্যতার অন্য আর একটি প্রমাণ দেখতে পাওয়া যায় এককত্ববাদী ইহুদি ধর্ম হতে বহু-ঈশ্বরবাদী খৃষ্টীয় ধর্মের ঐতিহাসিক ক্রান্তিকালে। যিশুর শেখানো এককত্বের দর্শনের অধঃপতন হয়ে দ্বৈতবাদের উদ্ভব হল। দ্বৈতবাদ অনুযায়ী যিশু পিতা-ঈশ্বর ছিলেন না, স্বর্গীয় পুত্র ছিলেন। গ্রীকরাও এ্যনাক্সাগোরাস (Anaxagoras) থেকে এরিষ্টোটল পর্যন্ত প্রচারিত দর্শনে যিশুকে লোগস (Logos) হিসাবে চিহ্নিত করেছিল।[২৭২] পরবর্তিকালে, এর আরও অধঃপতন হয়ে রোমানদের মধ্যে ত্রি-ঈশ্বরবাদ হয় যারা সরকারিভাবে ত্রিত্ব (Trinity) মতবাদ অনুমোদন করেছিল।[২৭৩] অবশেষে রোমান ক্যাথলিক গির্জায় পুরোপুরিভাবে বহু ঈশ্বরবাদের সূচনা হয় যখন যিশুর মা মেরী ও অনেকগুলি তথাকথিত সন্তদের উপর মানুষ ও প্রভুর মধ্যে মধ্যস্থতা করার এবং মানুষের নিরাপত্তা প্রদানের ক্ষমতা আরোপ করা হয়। একই ভাবে, আমরা যদি শেষ পয়গম্বর রাসূল (সঃ) কর্তৃক আনীত ইসলামের খাঁটি এবং চূড়ান্ত ধর্মীয় শিক্ষার দিকে দৃষ্টিপাত করি এবং বর্তমান কালের বহু মুসলমানদের বিশ্বাসের সঙ্গে তুলনা করি তাহলে আমরা তাদের বিশ্বাস এবং আচারেরও একই রকম অবক্ষয় দেখি।

---

২৭১. উক্ত পুস্তকের ২৮ পৃষ্ঠা।

২৭২. এই দার্শনিকগণের মত হিসাবে নাউস (Nous) ছিল বিশ্বে অশরীরী প্রণোদিত মতবাদ অন্যদিকে লোগস (Logos) ছিল এর দৈহিক প্রকাশ। (Dictionary of Philosophy and Religion, p. 314).

২৭৩. কাপ্পাডোসিয়ানগণ (Cappadoceans) কর্তৃক ত্রিত্ববাদ সূত্র বা ফরমুলা প্রণীত হয় এবং ৩৮১ সনে রোমান কনস্ট্যানটিনোপলের (Constantinople) আইন পরিষদ কর্তৃক তা অনুমোদিত হয়। এ মতবাদ অনুযায়ী স্রষ্টা একজন, কিন্তু বাহ্যিকভাবে পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা এই তিন জনের মধ্যে বিদ্যমান। (Dictionary of Philosophy of Religions, p. 586).

সময়ের বিবর্তনে ইসলামের খাঁটি এককত্বের দর্শনের অবক্ষয় হয়েছে। বিভিন্ন মতবাদের বা ফেরকার উদ্ভব হয়েছে, সে সব ফেরকার মাধ্যমে রাসূল (সঃ), তাঁর বংশধরগণ এবং এর পাশাপাশি পরবর্তী প্রজন্মদের মধ্য হতে ধার্মিক এবং অধার্মিক ব্যক্তিবিশেষদের উপর আল্লাহর গুণাবলি আরোপ করে আউলিয়া হিসাবে মনোনীত করা হয়েছে।

ডারউইনের (Darwin) জৈব বিবর্তন মতবাদ অনুযায়ী জীবনের শুরু এবং বিকাশ একটি এ্যমিবা-সদৃশ (amoeba-like) এককোষী প্রাণীসত্তা হ'তে। এইসব অবিভক্ত জীবনের আকার পরবর্তিতে টিকে থাকার সংগ্রামে ক্রমবর্ধমানভাবে যৌগিক আকারে প্রকাশিত হয়। এই তত্ত্ব যদি সরাসরি ধর্মের বিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হত, তাহলে, প্রকৃতপক্ষে, অধঃপতন (স্বধর্মচ্যুতির) মডেলকে সমর্থন করত। কারণ অধঃপতন (স্বধর্মচ্যুতির) মডেল প্রস্তাব দেয় যে এককত্বের মত সহজ আকারে ধর্ম শুরু হয়েছিল কিন্তু সময়ের বিবর্তনে ধর্ম ক্রমেই জটিল আকারের মূর্তিপূজায় পরিবর্তন হয়ে যায় এবং এর সারল্য হারিয়ে ফেলে। বিভিন্ন কালে এবং জনপদে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর নির্ভর করে দ্বি-ঈশ্বরবাদ, ত্রি-ঈশ্বরবাদ (ত্রিত্ব), বহু-ঈশ্বরবাদ এবং সর্বেশ্বরবাদ বিস্তার লাভ করে।

শির্কের শুরু

আল্লাহর এককত্বের দর্শন যা পয়গম্বর আদম (আঃ) থেকে শুরু হয়েছিল তা থেকে মানব জাতির মধ্যে প্রথমে বহু-ঈশ্বরবাদ কি ভাবে রাস্তা করে নিল, রাসূল (সঃ) সে বিষয়ে স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্নভাবে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। রাসূলের (সঃ) সাহাবাগণ সূরা নূহ-এর ২৩ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যায় যে চিত্রের বর্ণনা দেন সেখানে আল্লাহ পয়গম্বর নূহ (Noah) এর লোকদের একমাত্র স্রষ্টার ইবাদত করার জন্য আমন্ত্রণ জানানোর প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

﴿ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴾

" এবং, (তারা পরস্পরকে) বলিয়াছিল, "তোমরা কখনও পরিত্যাগ করিও না তোমাদিগের দেব্‌দেবীকে; পরিত্যাগ করিও না ওয়াদ, সুওয়া, ইয়াগুছ, ইয়া'উক ও নাস্‌র-কে।" (সূরা নূহ ৭১ ঃ২৩)

কোরআনের এই আয়াতের উপর মন্তব্য করে ইব্‌নে আব্বাস বলেন, "এগুলি নূহের জাতির মূর্তি যা সময়কালে আরবদের মধ্যে প্রবেশ করেছে। দাওমাতুল-যানদাল এলাকার কালব গোত্রের দেবতা হয় "ওয়াদ্", হুধাইয়াল গোত্র কর্তৃক " সূওয়া" গ্রহণ করা হয়, সাবার নিকটবর্তী জারফের ঘুতাইফ গোত্র কর্তৃক "ইয়াগুছ" গ্রহণ করা হয়, হামদান গোত্র কর্তৃক " ইয়া'উক" গ্রহণ করা হয় এবং " নাস্‌র" হয়ে যায় হিমইয়ারা গোত্রের ধূল-কালা[২৭৪] শাখার দেবতা। নূহ-এর জনগণের মধ্যে সৎকর্মশীল লোকদের নামানুসারে এসব মূর্তিদের নামকরণ করা হয়েছিল। এ সব সৎ লোকরা মারা গেলে তাদের নামানুসারে মূর্তি বানানোর জন্য শয়তান লোকদের উৎসাহিত করল। সৎকর্মশীলতার স্মারক হিসাবে ঐসব মূর্তিগুলিকে তাদের দেখা সাক্ষাৎ করার জনপ্রিয় স্থানগুলিতে স্থাপন করা হয় এবং ঐ প্রজন্মের কেউ মূর্তিগুলি পূজা করেনি। তবে, ঐ প্রজন্মের মৃত্যুর পর আস্তে আস্তে মূর্তিগুলি স্থাপনের উদ্দেশ্য বিস্মৃত হয়ে গেল। (তখন শয়তান তাদের বংশধরদের কাছে এসে বলল যে, তাদের পূর্বপুরুষরা মূর্তিগুলি পূজা করত কারণ তাদের কারণেই বৃষ্টিপাত হ'ত। বংশধরগণ প্রতারণার শিকার হল এবং মূর্তিগুলির পূজা করা শুরু করল।)[২৭৫] পরবর্তী বংশধরগণ তাদেরকে পূজা করা অব্যাহত রাখল।"[২৭৬]

আমাদের পূর্বপুরুষগণের খাঁটি এককত্বের দর্শনে বিশ্বাসের ভিতর মূর্তিপূজা এবং বহু-ঈশ্বরবাদ কি প্রক্রিয়ায় ঢুকে পড়েছিল তা রাসূলের (সঃ) এ দুইজন বিশিষ্ট সাহাবাগণ আয়াতটির তফসীর প্রদানের মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে চিত্রিত করেছেন। এটা অধঃপতন (স্বধর্মচ্যুতির) মডেল দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে, পূর্বপুরুষ পূজার ঐতিহাসিক উৎস চিহ্নিত করে এবং ইসলাম কেন মানুষ এবং প্রাণীর আকারকে মূর্তি বা চিত্রকর্মের মাধ্যমে চিত্রিত করা দৃঢ়ভাবে বিরোধিতা করে

---

২৭৪. ইয়েমেনের হিমাইয়ারা বংশীয় একজন রাজা। (Muhammad ibn MandHoor, Lisaan al-Arab, Beirut : Daar Saadir, n.d, vol. 8, p. 313)
২৭৫. মুহাম্মাদ ইব্‌নে কায়েসের বর্ণনা হ'তে আত্-তাবারী কর্তৃক সংগৃহীত।
২৭৬. আল-বুখারী কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Al-Bukhari, Arabic-English, vol. 6, pp. 414-5, no. 442).

তারও ব্যাখ্যা করে । পয়গম্বর মূসা (আঃ)-কে প্রদত্ত আল্লাহর দশটি বিধান এবং পুরাতন বাইবেলেও প্রতিমূর্তি নিষিদ্ধ করা হয় ঃ

"তোমরা নিজেদের জন্য কোন খোদাই করা প্রতিমূর্তি তৈরী করবে না অথবা আসমানের উর্দ্ধে অথবা মাটির নীচে অথবা মাটির নীচের পানিতে যা কিছু বিদ্যমান তার সদৃশ কিছু তৈরী করবে না ।"[২৭৭]

গ্রীক-রোমান চিন্তাধারার সংমিশ্রণে পয়গম্বর যিশুর শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে বিকৃত না হওয়া পর্যন্ত আদি খৃষ্টধর্ম এই মনোভাব বজায় রেখেছিল। এই পরিবর্তনের ফলে মূর্তি তৈরীর হিড়িক পড়ে গেল, যার মধ্যে ধর্মযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী যোদ্ধা, সন্ত, ধর্ম সংস্কারক, মেরী, যিশু এবং এমনকি স্বয়ং স্রষ্টাকেও চিত্রায়িত করা হল।[২৭৮]

যারা চিত্রকর্ম করে ও মূর্তি নির্মাণ করে তাদের এবং তার পাশাপাশি যারা ঐগুলি প্রদর্শনের জন্য ঝুলিয়ে রাখে, তাদের সম্পর্কে শেষ পয়গম্বর রাসূল (সঃ) সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে, আল্লাহ পরবর্তী জীবনে তাদের চরম শাস্তি দিবেন। রাসূলের (সঃ) স্ত্রী আয়েশা বিনতে আবু বকর বলেন, " একদিন রাসূল (সঃ) আমাকে দেখতে এলেন এবং আমার নিভৃত কক্ষটি পাখাওয়ালা ঘোড়ার ছবি বিশিষ্ট একটি উলের পর্দা দিয়ে ঢাকা ছিল। পর্দাটি দেখে তাঁর মুখের রং পরিবর্তন হয়ে গেল এবং তিনি বললেন, " হে আয়েশা, যারা আল্লাহর সৃষ্টি করা কাজের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে তারা কিয়ামতের দিনে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি পাবে। তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে এবং তারা যা সৃষ্টি করেছিল সে গুলির মধ্যে প্রাণ আনতে বলা হবে।" রাসূল (সঃ) আরও বলেন, " *যে সব বাড়ীতে ছবি এবং মূর্তি রয়েছে সে সব বাড়ীতে ফেরেশতারা কখনই প্রবেশ করে না।"* তখন

---

২৭৭. Exodus : (খৃঃপূ ১৩০০ অব্দে মিশর থেকে ইসরাইলিয়দের দলবদ্ধ প্রস্থান) 20 : 4.

২৭৮. নিছিয়া (Nicea) র দ্বিতীয় আইনপরিষদ (৭৮৭ খৃঃ) ঈশ্বরে বিশ্বাসের চিহ্ন হিসাবে সরকারীভাবে প্রতিমা বানানোর অনুমোদন দিয়েছিল। তাদের মতে, যেহেতু স্বর্গীয় লোগস (Logos অর্থ শব্দ) সম্পূর্ণরূপে মানবীয় যিশুখৃষ্টে পরিণত হয়েছিল সেই কারণে তাকে চিত্রিত করা যায়। (Dictionary of Religions, p. 159)

আয়েশা বললেন, "কাজেই আমরা (পর্দাটি) কেটে টুকরা টুকরা করে ফেললাম, এবং এর থেকে একটা বা দুটা বালিশ বানালাম।"২৭৯

সৎকর্মশীল ব্যক্তিকে অতিরিক্ত প্রশংসা করা

পয়গম্বর নূহের লোকদের সময়কালের উপরে বর্ণিত গল্প সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় যে সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের অতিরিক্ত ভালবাসা ও প্রশংসা করা মূর্তিপূজা করার একটি ভিত্তি রচনা করে।২৮০ বৌদ্ধ এবং খৃষ্টান ধর্মে বুদ্ধ এবং যিশুর প্রতিমূর্তির উপাসনা, অতিভক্তি থেকে মূর্তিপূজার শুরুর একটি পরিষ্কার দৃষ্টান্ত। অতিরিক্ত প্রশংসা করার মধ্যে নিহিত বিপদের কারণে রাসূল (সঃ) তাঁর সাহাবাগণ এবং সাধারণভাবে সকল মুসলমানদের তাঁর অতিরিক্ত প্রশংসা না করতে আদেশ দিয়েছেন। ওমর ইব্‌নে আল্‌-খাত্তাব বর্ণনা দেন যে রাসূল (সঃ) বলেছিলেন, "খৃষ্টানরা যেভাবে মরিয়মের পুত্রের করেছিল ঐভাবে আমার অতিরিক্ত প্রশংসা করিও না। আমি একজন দাস মাত্র, কাজেই (আমাকে উল্লেখ কর) আবদুল্লাহ ওয়া রাসূলুহ (আল্লাহর দাস এবং তাঁর বার্তাবাহক) হিসাবে।"২৮১

যেহেতু, যেগুলি পয়গম্বর ও সন্তদের কবর বলে বিশ্বাস করা হত তার উপর প্রার্থনার স্থান তৈরী করা ঐ সময়কার খৃষ্টান ও ইহুদীদের প্রথা ছিল, রাসূল (সঃ) ঐ প্রথাকে অভিশাপ দিয়েছেন। ইসলাম যে সম্পূর্ণভাবে এই ধরনের মৃত ব্যক্তির পূজা বিরোধী এটা পরিষ্কার ভাবে বোঝানোর জন্য এবং সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের অতিরিক্ত প্রশংসা করা থেকে সাবধান করার জন্য, ভবিষ্যতে যারা অনুরূপ কাজ করবে রাসূল (সঃ) তাদেরও অভিশাপ দিয়েছেন।

---

২৭৯. আল্‌-বুখারী এবং মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Al-Bukhari, Arabic-English, vol. 7, p. 542, no. 838 and pp. 545-6, no. 844 & Sahih Muslim, English Trans, vol. 3, p. 1158, no. 5254).

২৮০. Tayseer al-Azeez al-Hameed, p. 311.

২৮১. আল্‌-বুখারী এবং মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Al-Bukhari, Arabic-English, vol. 4, p. 435, no. 654).

রাসূলের (সঃ) স্ত্রী উম্মে সালামাহ[২৮২] ইথিওপিয়ায় একটি গির্জার দেয়ালে ছবি দেখেছিলেন বলে একবার রাসূলের (সঃ) কাছে উল্লেখ করেন। রাসূল (সঃ) বললেন " *তাদের লোকদের মধ্যে একজন সৎকর্মশীল ব্যক্তি মারা গেলে তারা তার কবরের উপর উপাসনার স্থান তৈরী করে এবং তার উপর ঐ ধরনের ছবি আঁকে। তারা আল্লাহর দৃষ্টিতে সৃষ্টির সবচেয়ে খারাপ ব্যক্তি।*"

রাসূল (সঃ) যখন তাঁর মৃত্যুশয্যায় তখন উম্মে সালামাহ গির্জা সম্বন্ধে এই কথা উল্লেখ করেন এবং রাসূলের (সঃ) "*সৃষ্টির সবচেয়ে খারাপ ব্যক্তি*" হিসাবে ঐ গির্জার নির্মাণকারীর বর্ণনা দেয়া থেকে বোঝা যায় তাদের ঐ আচার মুসলমানদের জন্য কঠিনভাবে নিষিদ্ধ। তাদেরকে এত কঠোরভাবে অভিশাপ দেবার কারণ হল এই যে তাদের এই আচার অনুশীলন হচ্ছে মূর্তিপূজার দুই প্রধান উৎস (১) কবর সাজান এবং (২) চিত্র তৈরী।[২৮৩] পয়গম্বর নূহের সময়ের প্রতিমার গল্প থেকে এটাই সুস্পষ্ট যে, উভয় কাজই নিশ্চিতভাবে শিরক-এর পথ প্রদর্শন করে।

কবর সংক্রান্ত বিধিনিষেধ

ইন্তেকালের পূর্বে কবর পূজাই শেষ বিষয় যে সম্পর্কে রাসূল (সঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন- এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, এই প্রথা তাঁর উম্মতের জন্য কঠিন পরীক্ষা হবে। ইসলামের গঠনাত্মক বছরগুলিতে রাসূল (সঃ) এমন কি তাঁর অনুসারীদের জন্য কবর পরিদর্শন নিষিদ্ধ করেছিলেন এবং তাদের মধ্যে তৌহিদ (আল্লাহর এককত্বে বিশ্বাস) দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত ঐ নিষেধাজ্ঞা বলবৎ রাখেন। রাসূল (সঃ) বলেছিলেন বলে উল্লেখ রয়েছে,

২৮২. উম্মে সালামাহ-এর নাম ছিল হিন্দ বিনতে আবী উমাইয়াহ এবং তিনি কোরায়েশ উপজাতিভুক্ত ছিলেন। তিনি এবং তাঁর স্বামী আবু সালামাহ কোরায়েশ পৌত্তলিকদের ধর্মগত নির্যাতন হতে রক্ষা পাবার জন্য ইথিওপিয়ায় আশ্রয় নেন এবং পরবর্তিতে রাসূল (সঃ) যখন মদীনায় হিজরত করেন তখন তাঁরাও মদীনায় হিজরত করেন। হিজরতের পর চতুর্থ বৎসরে তাঁর স্বামীর ইন্তেকাল হলে, রাসূল (সঃ) তাঁকে বিবাহ করেন। উম্মে সালামাহ তাঁর সময়কার মহিলাদের মধ্যে সবচেয়ে শিক্ষিতা মহিলা ছিলেন এবং রাসূলের (সঃ) সময়ের পর থেকে ৬৮৪ খৃস্ট (৬২ হিজরী) তাঁর ইন্তেকাল পর্যন্ত তিনি ইসলামি আইন শিক্ষাদান অব্যাহত রাখেন। (Ibn al-Jawzee, Sifah as-Safwah, Cairo: Daar al-Waee, 1st ed. 1970, vol. 2, pp. 40-2).

২৮৩. আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত এবং আল-বুখারী ও মুসলিম উভয় কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Al-Bukhari, Arabic-English, vol. 1, p. 251, no. 419 and vol. 2, p. 238, no. 426 & Sahih Muslim, English Trans, vol. 1, p. 268, no. 1076).

" *আমি তোমাদেরকে কবর পরিদর্শন নিষেধ করতাম, কিন্তু এখন তোমাদের পরিদর্শন করা উচিত কারণ তারা পরবর্তী জীবনকে মনে করিয়ে দেয়।*"২৮৪ কবর ভ্রমণের অনুমতি দিলেও পরবর্তী প্রজন্মে এটা কবর-পূজায় অবনতি এড়াবার জন্য রাসূল (সঃ) কবর পরিদর্শনের উপর কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন।

(ক) কবর পূজার পথে একটি প্রতিবন্ধকতা হিসাবে (নিয়ত যাই থাকুক না কেন) কবরস্থানে আনুষ্ঠানিক প্রার্থনা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। আবু সাঈদ আল্-খুদ্রী বর্ণনা দেন যে, রাসূল (সঃ) বলেছিলেন," *কবরস্থান এবং শৌচাগার ব্যতীত জমীনের সকল স্থানই মসজিদ (ইবাদতের স্থান)।*"২৮৫ ইব্নে ওমরও বর্ণনা দেন যে, রাসূল (সঃ) বলেছেন " *তোমাদের বাড়িতে সালাত আদায় কর, তাকে কবরস্থান বানিও না।*"২৮৬ পরিবারের কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য ঘরে নফল (স্বেচ্ছাপ্রণোদিত) নামাজ বা সালাত আদায় করার সুপারিশ করা হয়। যদি সেখানে সালাত আদায় করা না হয় তাহলে ঐস্থান কবরের মত হয়ে যায়, কারণ কবরে সালাত আদায়ের অনুমতি নেই। যদিও কবরস্থানে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা শিরক নয়, তবুও শয়তানের প্ররোচনায় অজ্ঞ লোকেরা মনে করে নিতে পারে যে, কবরস্থানে প্রার্থনা করা হয় মৃতের প্রতি। ফলে মূর্তিপূজার এই পথ চূড়ান্তভাবে বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। যেমন এক সময় দ্বিতীয় খলিফা ওমর ইব্নে আল-খাত্তাব রাসূলের (সঃ) অপর এক সাহাবীকে একটি কবরের কাছে সালাত আদায় করতে দেখে চিৎকার করে তাঁকে বললেন, "কবর, কবর।"২৮৭

২৮৪. বুরাইদাহ ইব্নে আল্-হুসাইব কর্তৃক বর্ণিত এবং মুসলিম, আবু দাউদ, আন্-নাসায়ী, আহমদ এবং আল্-বায়হাকী কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Muslim, English Trans, vol. 2, pp. 463-4, no. 2131, & Sunan Abu Dawud, English Trans, vol. 2, p. 919, no. 3229).

২৮৫. আত্-তিরমিজী, আবু দাউদ এবং ইব্নে মা'জা কর্তৃক সংগৃহীত। (Sunan Abu Dawud, English Trans, vol. 1, p. 125, no. 492).

২৮৬. আল্-বুখারী এবং মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Al-Bukhari, Arabic-English, vol. 2, p. 156, no. 280 and vol. 1, p. 376 no. 1704).

২৮৭. আল্-বুখারী কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Al-Bukhari, Arabic-English, vol. 1, p. 251, no. 48). এই হাদিসগুলি আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করে যে, কবরস্থানে সালাত আদায় করার ব্যাপারে রাসূলের (সঃ) নিষেধাজ্ঞার কারণ কবরকে ধর্মীয়ভাবে অপবিত্র (নাজিস) মনে করা নয়। পয়গম্বরগণের কবর পবিত্র, কারণ রাসূলের (সঃ) মতে, আল্লাহ জমীনকে তাদের শরীর ক্ষয় করতে অনুমতি দেননি। সুতরাং রাসূল (সঃ) ইহুদী এবং খৃষ্টানদের অভিশাপ দিয়েছিলেন তাদের পয়গম্বরদের কবরকে প্রার্থনার স্থান বানিয়ে শিরক করার কারণে, এবং ঐ এলাকার অপবিত্রতার জন্য নয়। (Tayseer al-Azeez al-Hameed, p. 328).

(খ) দ্বিতীয় যে কাজটি রাসূল (সঃ) নিষিদ্ধ করেন তাহল ইচ্ছাকৃত ভাবে কবরের দিকে হয়ে প্রার্থনা করা। কারণ পরবর্তিতে অজ্ঞ লোকেরা এই ধরনের কাজকে স্বয়ং মৃতদের প্রতি উদ্দেশ্য করে প্রার্থনা করা বলে ধরে নিতে পারে। আবু মারথাদ আল্-ঘানাবী বর্ণনা দেন যে, রাসূল (সঃ) বলেছিলেন, *"কবরের দিকে লক্ষ্য করে সালাত আদায় কর না অথবা ঐ গুলির উপর বস না।"* [২৮৮]

(গ) কবরস্থানে কোরআন পড়ার অনুমতি নেই। কারণ রাসূল (সঃ) অথবা তাঁর সাহাবাগণ পড়েছেন বলে কোন প্রমাণ নেই। বিশেষ করে রাসূলের (সঃ) স্ত্রী আয়েশা যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন কবরস্থানে যেয়ে কি পড়তে হবে, তিনি সালাম (শান্তির সম্ভাষণ) এবং প্রার্থনা করতে বলেছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁকে আল্-ফাতিহা পড়তে বলেননি। [২৮৯] আবু হুরায়রাহ আরও বর্ণনা দেন যে, রাসূল (সঃ) বলেছিলেন ঃ

---

২৮৮. মুসলিম, আবু দাউদ, আন্-নাসাঈ এবং ইবনে মা'জা কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Muslim, English Trans, vol. 2, p. 460, no. 2122 & Sunan Abu Dawud, English Trans, vol. 2 p. 917, no. 3223). । এমনকি তাদের প্রতি লক্ষ্য করে দু'য়াও (অনানুষ্ঠানিক প্রার্থনা) এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, কারণ রাসূল (সঃ) বলেছিলেন যে দু'য়া হল ইবাদত। (আল্-বুখারীর আল্-আদাব আল্-মুফ্রাদ পুস্তক হতে, আবু দাউদ, আত্-তিরমীজি এবং ইব্নে মা'জা কর্তৃক সংগৃহীত ; Sunan Abu Dawud, English, Trans, vol. 1, p. 387, no.1474).। যে দিক লক্ষ্য করে সালাত আদায় করা হয় (কিব্লা অর্থাৎ মক্কার দিকে) সেদিক লক্ষ্য করে দু'য়া করা উচিত।

টীকাঃ

এটা লক্ষ্য করতে হবে যে, ইসলামে জানাযার কাজ কবরস্থানে করা হয় না, বরং সালাত আদায়ের নির্দিষ্ট স্থানে (যেখানে বড় সমাবেশ সম্ভব) অথবা মসজিদে সম্পন্ন করা হয়। অধিকন্তু, যেহেতু মৃত দেহ সরাসরি ইমামের সম্মুখে রাখা হয়, সেহেতু জানাযার নামাজে রুকু অথবা সেজদা নেই। এতে কেউ এই ধারণা পোষণ করতে পারে না যে, সালাত মৃতের প্রতি করা হচ্ছে এবং শুধু মৃতের জন্য নয়। সালাতের শব্দ ব্যবহার এ ব্যাপারটি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে।

২৮৯. Nasir ad-Deen al-Albaanee, Ahkaam al-Janaaz, (Beirut : al-Maktab al-Islaamee, 1st ed, 1969), p. 191. দু'য়ার পাঠ্যবস্তু নিম্নরূপ ঃ

<< السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله

المستقدمين منا والمستاخرين وانا ان شاء الله بكم لا حقون >>

"আস্-সালামু 'আলা আহলিদ্-দিয়ারী মিনাল্-মু'মিনিন ওয়াল্-মুসলিমীন ইয়ারহামুল্লাহু আল্-মুস্তাক্দিমীনা মিন্না ওয়াল-মুস্তাখীরিনা ওয়া ইন্না ইন্শা আল্লাহু বিকুম লা'হিকুন"।

"তোমাদের গৃহকে কবরস্থান বানিও না কারণ যে গৃহে সূরা আল্-বাকারা পড়া হয় শয়তান সে গৃহ থেকে পালিয়ে যায়।"[২৯০]

এই ধরনের বর্ণনা কবরস্থানে কোরআন না পড়ার ইঙ্গিত বহন করে। গৃহে কোরআন পাঠ করা উৎসাহিত করা হয়েছে এবং গৃহকে কবরস্থানে পরিণত করা (যেখানে কোন কোরআন পাঠ করা উচিত নয়) নিষিদ্ধ করা হয়েছে।[২৯১]

(ঘ) রাসূল (সঃ) কবর চুনকাম করা, তাদের উপর কাঠামো নির্মাণ[২৯২], তাদের উপর লেখা[২৯৩] অথবা মাটির উচ্চতা হতে উপরে উঠানো নিষেধ করেছেন। তিনি আরও শিখিয়েছেন যে, কবরের উপর নির্মিত যে কোন কাঠামো ভেঙ্গে ফেলতে হবে এবং কবর মাটির সাথে মিলিয়ে ফেলতে হবে।[২৯৪]

আলী ইব্‌নে আবি তালেব (রাঃ) বর্ণনা দেন যে, তিনি কোন মূর্তি দেখলেই তা ধ্বংস করার জন্য রাসূল (সঃ) আদেশ দেন। আলী (রাঃ) আরো বলেন,

---

বিশ্বাসীগণ এবং এই গৃহে বসবাসরত মুসলমানদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক। যারা আমাদের পূর্বে বিদায় নিয়েছে এবং যারা আমাদের অনুসরণ করবে তাদের উপর আল্লাহ্ করুণা বর্ষণ করুন। এবং আমরা আল্লাহর ইচ্ছায় তোমাদের সঙ্গে যোগদান করব। (Sahih Muslim, English Trans. vol. 2, pp. 461-2 no. 2127).

২৯০. মুসলিম, আত্-তিরমীজি এবং আহমদ কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Muslim. English Trans. vol. 1, p. 377 no. 1707).

২৯১. কবরস্থানে সূরা ইয়াছিন পড়ার কোন হাদিস নেই এবং মৃত্যু শয্যায় শায়িত ব্যক্তির উপর এই সূরা পড়ার হাদিস নির্ভরযোগ্য নয় (জয়ীফ)। Ahkaam al-Janaaiz, p.11 and p.192 ftn ২ পুস্তক দেখুন।

২৯২. যাবির কর্তৃক বর্ণিত এবং মুসলিম ও আবু দাউদ কৃর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Muslim. English Trans. vol. 2, p. 459 no. 2116 & Sunan Abu Dawud, English Trans, vol. 2, pp. 216-7, nos. 3217 & 3220).

২৯৩. যাবির কর্তৃক বর্ণিত এবং আবু দাউদ ও আন্-নাসায়ী কৃর্তৃক সংগৃহীত। Sunan Abu Dawud, English Trans. vol. 2, p. 216, nos. 3217 & 3219).

২৯৪. যাবির কর্তৃক বর্ণিত এবং মুসলিম আবু দাউদ ও আন্-নাসায়ী কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Muslim, English Trans. vol. 2, pp. 459-60, no. 2116 & Sunan Abu Dawud, English Trans. vol. 2, p. 216, nos. 3219).

যে সব কবর আশেপাশের জমীন থেকে হাতের তালুর প্রশস্থতার চেয়ে উঁচু সেগুলিও রাসূল (সঃ) সমান করে দিতে আদেশ দিয়েছিলেন।২৯৫

(ঙ) রাসূল (সঃ) কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করেছেন। রাসূলের (সঃ) স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) উল্লেখ করেন যে, যখন আল্লাহর রাসূলের (সঃ) ইন্তেকালের সময় হয়ে আসে, তখন তিনি তাঁর মুখমন্ডলের উপর তাঁর ডোরা কাটা আলখাল্লা টেনে দিয়ে বলেছিলেন, *"আল্লাহর অভিশাপ পড়ুক ইহুদী এবং খৃষ্টানদের উপর যারা তাদের পয়গম্বদের কবরকে প্রার্থনার স্থান বানিয়েছে।"* ২৯৬

---

২৯৫. মুসলিম, আবু দাউদ, আন্-নাসায়ী এবং আত্-তিরমীজি কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Muslim, English Trans. vol. 2, p. 459, no. 2115 & Sunan Abu Dawud, English Trans, vol. 2, pp. 914-15, nos. 3212).
এই হাদিসের বিষয়বস্তু আবু আল্-হাইয়াজ আল্-আসাদী কর্তৃক বর্ণিত যেখানে তিনি বলেছেন যে, আলী ইব্‌নে আবি তা'লিব তাঁকে বলেছেন, " *আমাকে আল্লাহর রাসূল (সঃ) যে ভাবে পাঠিয়েছিলেন আমি কি আপনাকে সে ভাবে পাঠাব ? ঘরের ভিতরের প্রতিটি মূর্তি অথবা ছবি এবং সকল উত্তোলিত কবরকে সমান করে দিতে*"।
টীকা ঃ
অনেক মুসলমান দেশে মানুষ এই হাদিসগুলি ভুলে গিয়ে অন্য দেশের অনুকরণে কবরস্থানগুলির উপর বিভিন্ন ধরনের কাঠামো নির্মাণ করে রেখেছে। মিশরের মত কিছু দেশে কবরস্থানগুলি সুন্দরভাবে রাস্তা নিরূপণ করা শহরের মত মনে হয়। মৃতকে সংরক্ষণ করার জন্য নির্মিত অনেক সমাধি ঘরবাড়ির মত এবং এমনকি কয়েক জায়গায় গরীব পরিবার সেগুলি ভেঙ্গে তাদের ভিতরে স্থায়ী আবাস বানিয়েছে। এই হাদিস এবং এর অনুরূপ আরও হাদিসের উপর ভিত্তি করে শুধু সাধারণ সমাধি-ফলকই নয় বরং ভারতের তাজমহল, পাকিস্তানের করাচীতে অবস্থিত পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর কবরের উপর নির্মিত সমাধি, সুদানের তথাকথিত মাহদি এবং মিশরের সাইদ আল্-বাদাবীর কবরের উপর নির্মিত জাঁকজমকপূর্ণ সমাধি ধ্বংস করে ফেলা উচিত। এই ধরনের বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এই সব মাজার ও সমাধির খাদেমদের (তত্ত্বাবধায়কদের) ভূমিকা ও কাজকর্মও বিলুপ্ত হবে। এই সব খাদেমরা সেইসব অসহায় এবং অজ্ঞ মানুষদের দান ও সাহায্যের উপর বেঁচে আছে যারা মনে করে খাদেমদের প্রতি উদার হলে কবরের আওলিয়ার কাছ থেকেও ভাল সাহায্য পাওয়া যাবে।

২৯৬. আল্-বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ এবং দারীমি কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Al-Bukhari, Arabic -English, vol. 1, p. 255, no. 427 ; Sahih Muslim, English Trans. vol. 1, p. 269, no. 1082 & Sunan Abu Dawud, English Trans. vol. 2, p. 917, no. 3221).

(চ) কবর পূজা বন্ধ করার জন্য রাসূল (সঃ) এমনকি তাঁর নিজের কবরের চতুর্দিকেও বাৎসরিক অথবা মৌসুমি সমাবেশ নিষিদ্ধ করেছেন। আবু হুরায়রাহ বর্ণনা দেন যে, তিনি (সঃ) বলেছিলেন, "*আমার কবরকে ঈদ (উৎসবের স্থান) অথবা তোমাদের গৃহকে কবরস্থান বানিও না এবং তোমরা যেখানেই থাক আমার জন্য আশীর্বাদ (আল্লাহর) চাও, কারণ তা আমার কাছে পৌছাবে।*"[২৯৭]

(ছ) রাসূল (সঃ) কবর পরিদর্শন (জিয়ারত) করার উদ্দেশ্যে যাত্রায় বের হওয়া নিষিদ্ধ করেছেন। অন্যান্য ধর্মে এই ধরনের প্রথা পৌত্তলিক তীর্থযাত্রার ভিত্তি রচনা করে। আবু হুরায়রাহ এবং আবু সাঈদ আল-খুদরী উভয়ে বর্ণনা দিয়েছেন যে, আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেছিলেন," *মসজিদুল হারাম (মক্কার কা'বা), রাসূলের মসজিদ এবং আল্-আক্সা মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করিও না।*"[২৯৮] একদা আবু বস্‌রা আল্-গিফা'রী এক ভ্রমণ থেকে ফিরে আসার সময় আবু হুরায়রাহর সঙ্গে দেখা হলে আবু হুরায়রাহ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তিনি কোথা থেকে এলেন। আবু বস্‌রা উত্তর দিলেন যে, তিনি আত্-তুর (at-Toor) থেকে আসছেন যেখানে তিনি সালাত আদায় করেছেন। আবু হুরায়রাহ বললেন," *তুমি রওয়ানা দেবার আগে যদি আমি তোমাকে ধরতে পারতাম। কারণ আমি আল্লাহর*

---

২৯৭. আবু দাউদ এবং আহমদ কর্তৃক সংগৃহীত। (Sunan Abu Dawud, English Trans. vol. 2, p. 542-3, no. 2037).
যদি রাসূলের (সঃ) কবরের চতুর্দিকে বাৎসরিক সমাবেশ নিষিদ্ধ হয়, তাহলে তথাকথিত আউলিয়াদের কবরের উপরে নির্মিত সমাধি অথবা মাজারে বিবিধ কারণে (যেমন, জন্মদিন) বিশাল সমাবেশ এবং উৎসব ইসলামের শিক্ষার সম্পূর্ণ বাইরে। চতুর্থ খলিফা আলী কর্তৃক প্রদত্ত বর্ণনা অনুযায়ী রাসূল (সঃ)-এর আদেশ অনুসারে সমাধি ও মাজার শুধু ধ্বংস করাই নয়,এ ধরনের ধর্মীয় উৎসবও বন্ধ করে দেয়া উচিত।

২৯৮. আল্-বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ এবং আত্-তিরমিজী,আন্-নাসায়ী এবং ইব্‌নে মা'জা কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Al-Bukhari, Arabic -English, vol. 2, p.157, no. 281 ; Sahih Muslim, English Trans, vol. 2, p. 699, no. 3218 & Sunan Abu Dawud, English Trans. vol. 2, p. 540, no. 2028).

রাসূলকে (সঃ) বলতে শুনেছি, 'তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের জন্য ভ্রমণ করিও না .... ।"[২৯৯]

কবরকে ইবাদতের স্থান গণ্য করা ঃ

ইব্‌নে মা'সুদ বর্ণনা দেন যে রাসূল (সঃ) বলেছেন, "*মানবজাতির মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট তারা যারা শেষ দিনে (কেয়ামতের আগে) জীবিত থাকবে এবং যারা কবরকে ইবাদতের স্থান করে নেয়।*"[৩০০] যুন্দুব ইব্‌নে আব্‌দিল্লাহ বর্ণনা দেন যে, রাসূলের (সঃ) মৃত্যুর পাঁচদিন পূর্বে তিনি (আবদিল্লাহ) তাঁকে (সঃ) বলতে শুনেছেন, "*তোমাদের পূর্ববর্তিগণ তাদের পয়গম্বরদের কবরকে প্রার্থনার স্থান করে নিয়েছিল। কবরকে ইবাদতের স্থান বানিও না। কারণ আমি অবশ্যই তা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছি।*"[৩০১] পূর্বেকার হাদিসগুলি হ'তে রাসূল (সঃ) যে কবরকে ইবাদতের স্থান করতে নিষিদ্ধ করেছেন সেটা পরিষ্কারভাবে বুঝার পর, "*কবরকে ইবাদতের স্থান গণ্য করা*" এই শব্দসমষ্টি দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে তার সঠিক সংজ্ঞা নিরূপণ করা প্রয়োজন। আরবী ভাষায় এই শব্দসমষ্টির তিন ধরনের সম্ভাব্য অর্থ অনুমান করা যেতে পারেঃ

(১) *একটি কবরের উপরে অথবা কবরের দিকে মুখ করে সালাত আদায় অথবা সেজদা করা ঃ* ইব্‌নে আব্বাস বর্ণিত হাদিসে কবরের উপর সালাত আদায় স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ, যে হাদিসে রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "*কবরের দিকে হয়ে অথবা তার উপরে সালাত আদায় কর না।*"[৩০২] পূর্বে উল্লেখিত আবু মারথাদ কর্তৃক বর্ণিত হাদিসেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

---

২৯৯. আহমদ এবং আত-তাইয়ালাসী কর্তৃক সংগৃহীত এবং আল্-আলবানী কর্তৃক সহীহ্ (নির্ভরযোগ্য) হিসাবে চিহ্নিত। আহকাম আল্-জানায়ীজ (Ahkaam al-Janaa'iz) পুস্তকের ২২৬ পৃষ্ঠা দেখুন।

৩০০. আহমদ কর্তৃক সংগৃহীত।

৩০১. মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Muslim. English Trans. vol. 1. p. 269. no. 1083).

৩০২. আত-তাবারাণী কর্তৃক সংগৃহীত।

(২) *একটি কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ অথবা মসজিদের ভিতরে কবর স্থাপনঃ* উম্মে সালামাহর হাদিস অনুসারে কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ নিষিদ্ধ। এই হাদিসে রাসূল (সঃ) ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, যারা কবরের উপর ইবাদতের স্থান নির্মাণ করে তারা আল্লাহর দৃষ্টিতে নিকৃষ্টতম সৃষ্টি। " *যারা তাদের পয়গম্বরদের (সঃ) কবরকে মসজিদ করে নেবে আল্লাহ যেন তাদের অভিশাপ দেন,*" আয়েশা কর্তৃক রাসূলের (সঃ) এই শেষ হাদিসের ব্যাখ্যা অনুসারে মসজিদে কবর স্থাপনও নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।৩০৩ রাসূলের (সঃ) এই শেষ বক্তব্যের উপর ভিত্তি করেই আয়েশা (রাঃ) রাসূলকে(সঃ) মসজিদে কবর দেবার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন।

(৩) যে মসজিদের ভিতর কবর আছে তাতে নামাজ বা সালাত আদায় করা ঃ কবরের উপর মসজিদ নির্মাণের নিষেধাজ্ঞার স্বাভাবিক পরিণতি হল কবরের উপর নির্মিত মসজিদে প্রার্থনা নিষিদ্ধ করা। একটি রাস্তা নিষিদ্ধ করা হলে, রাস্তার শেষ মাথায় যা অবস্থিত তাও অপরিহার্যভাবে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, রাসূল (সঃ) বাঁশী এবং তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্র *(মা'আযীফ)* নিষিদ্ধ করেছেন। আবু মা'লিক আল্-আশআ'রী উল্লেখ করেন যে তিনি রাসূলকে (সাঃ) বলতে শুনেছেন, " *আমার অনুসারীদের মধ্যে কিছু লোক থাকবে যারা অবিবাহিত অবস্থায় যৌন-সহবাস এবং ব্যভিচার করা, রেশমের কাপড় পরা (পুরুষদের জন্য), মাদকদ্রব্য গ্রহণ এবং বাদ্যযন্ত্র (মা'আযীফ) ব্যবহার করা অনুমোদন (হালাল) করবে।*"৩০৪ কাজেই বাদ্যযন্ত্র নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে বাদ্যযন্ত্র বাজানো এবং শোনাও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। অনুরূপভাবে, কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ নিষিদ্ধ করার কারণ এই নয় যে, মসজিদ নির্মাণ করা একটা খারাপ কাজ; বরং কবরের উপর নির্মিত মসজিদে সালাত আদায় করাই প্রকৃতপক্ষে নিষিদ্ধ।

---

৩০৩. আল্-বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ এবং আহমদ কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Al-Bukhari: Arabic -English, vol. 1, p.235, no. 427 and vol. 2, p. 232, no. 414; Sahih Muslim, English Tran s, vol. 1, p. 269, no. 1082 & Sunan Abu Dawud, English Trans. vol. 2, p. 917, no. 3221).

৩০৪. আল্-বুখারী কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Al Bukhari, Arabic -English, vol. 7, p.345, no. 494) (B)

কবরসহ মসজিদ

কবরসহ মসজিদ দু' ধরনের হতে পারে ঃ

(ক) কবরের উপর নির্মিত মসজিদ, এবং

(খ) একটি মসজিদ যার ভিতর মসজিদ নির্মাণের পরে একটি কবর দেয়া হয়েছে।

স্বাভাবিকভাবেই সালাত আদায়ের ব্যাপারে ঐগুলির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কবরের প্রতি সম্মান দেখানো উচিত, কিন্তু একইভাবে কবরকে উদ্দেশ্য করে নামাজ পড়া হারাম। যাহোক, উৎসের উপর ভিত্তি করে এ ধরনের মসজিদের সংশোধন করার প্রক্রিয়া ভিন্ন হয় ঃ

(১) কবরের উপর যদি মসজিদ বানানো হয় তবে সেই মসজিদ ভেঙ্গে ফেলতে হবে এবং ঐ কবরের উপর কোন কাঠামো থাকলে তাও ধ্বংস করতে হবে। কারণ শুরুতে এ ধরনের মসজিদ একটি কবর ছিল এবং তাকে তার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে হবে।

(২) যে মসজিদের ভিতর পরে কবর স্থাপন করা হয়েছে সেই মসজিদ থেকে কবর সরিয়ে ফেলতে হবে। এক্ষেত্রে শুরুতে এই মসজিদ কবরখানা ছিল না, কাজেই একে তার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিতে হবে।

রাসূলের (সঃ) কবর

মদীনায় রাসূলের (সঃ) মসজিদের অভ্যন্তরে তাঁর কবরের উপস্থিতিকে অন্য মসজিদে মৃতদেহ স্থাপন অথবা কবরের উপর মসজিদ নির্মাণের ন্যায্যতা প্রতিপাদনের জন্য যুক্তি বা কারণ হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না। রাসূল (সঃ) তাঁর মসজিদের অভ্যন্তরে তাঁকে সমাহিত করার আদেশ দেন নাই, তাঁর সাহাবাগণও তাঁর কবর মসজিদের অভ্যন্তরে করেননি। রাসূলের (সঃ) সাহাবাগণ বিচক্ষণভাবে রাসূলকে (সঃ) স্থানীয় কবরস্থানে দাফন করা এড়িয়ে গিয়েছেন এই ভয়ে যে, পরবর্তী প্রজন্ম যাতে তাঁর কবরের অতিরিক্ত অনুরাগী না হয়ে পড়ে। ঘাফরাহ-এর মুক্তিপ্রাপ্ত দাস উমর বর্ণনা দেন যে, যখন সাহাবাগণ রাসূলকে (সঃ) দাফন করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সমবেত হয়েছিলেন

তখন একজন বলেছিলেন, "তিনি যেখানে সালাত আদায় করতেন চলুন আমরা তাঁকে সেখানে দাফন করি।" আবু বকর উত্তর দিয়েছিলেন," তাঁকে পূজা করার জন্য মূর্তি বানানো থেকে আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন।" অন্যেরা বলেছিলেন,"চলুন আমরা তাঁকে আল্-বাকীতে (মদীনার একটি কবরস্থান) দাফন করি যেখানে মুহাজিরিনদের (মক্কা থেকে সে সব মুসলমান মদীনায় এসেছিলেন) কবর দেয়া হয়েছে। আবু বকর উত্তর দিয়েছিলেন, " অবশ্যই, রাসূলকে (সঃ) আল্-বা'কীতে দাফন করা ঘৃণার্হ কারণ কিছুলোক তাঁর কাছে আশ্রয় নেবার চেষ্টা করতে পারে যা একমাত্র আল্লাহর অধিকার। সুতরাং যদি আমরা তাঁকে কবর স্থানে দাফন করি, আমরা সাবধানতার সঙ্গে তাঁর কবর পাহারা দিলেও আল্লাহর অধিকার ধ্বংস করব।" তখন তারা জিজ্ঞাসা করল, " ইয়া আবু বকর, আপনার অভিমত কি?" তিনি উত্তর দিলেন "আমি আল্লাহর রাসূলকে (সঃ) বলতে শুনেছি, *যেখানে পয়গম্বরদের মৃত্যু হয়েছে সেখানে দাফন করা ব্যতীত আল্লাহ তাঁর কোন পয়গম্বরের জীবন নেননি।*" তাদের মধ্যে কয়েকজন বললেন, "আল্লাহর শপথ, আপনি যা বললেন তা শ্রুতিমধুর এবং বিশ্বাসযোগ্য।" তখন তারা রাসূলের (সঃ) শয্যার (আয়েশার গৃহে) চতুর্দিকে লাইন টানলেন এবং যেখানে তাঁর বিছানা ছিল সেখানেই কবর খনন করলেন। আলী, আল-আব্বাস, আল্-ফাদী এবং রাসূলের (সঃ) পরিবার তার দেহ দাফন করার জন্য প্রস্তুত করলেন।৩০৫

আয়েশার ঘর একটি দেয়াল দ্বারা মসজিদ হ'তে পৃথক করা ছিল এবং এর একটি দরজা দিয়ে রাসূল (সঃ) সালাত পরিচালনার জন্য মসজিদে ঢুকতেন। রাসূলের (সঃ) কবরের থেকে তাঁর মসজিদের পৃথকীকরণ সম্পন্ন করতে সাহাবাগণ এই প্রবেশপথ বন্ধ করে দিলেন। ফলে, তাঁর কবর পরিদর্শনের একমাত্র পথ হ'ল মসজিদের বাইরে হতে।

দ্বিতীয় খলিফা ওমর এবং তৃতীয় খলিফা ওসমানের সময়ে মসজিদের সম্প্রসারণ হয়। কিন্তু উভয়েই আয়েশার অথবা রাসূলের (সঃ) অন্য কোন স্ত্রীর

---

৩০৫. ইব্‌নে যান্‌জু'য়াহ কর্তৃক সংগৃহীত এবং তাহ্‌ধীর আস্-সাজিদ (Tahdheer al-Saajid) হ'তে আল-আল্‌বাণী কর্তৃক উদ্ধৃত। (Tahdheer al-Saajid Beirut : al-Maktab al Islamee. 2nd ed. 1972. pp. 13-4).

ঘর অন্তর্ভুক্ত করা সাবধানতার সঙ্গে এড়িয়ে যান। রাসূলের (সঃ) স্ত্রীদের ঘরের দিকে সম্প্রসারণ করলে স্বাভাবিকভাবেই রাসূলের (সঃ) কবর মসজিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেত। তবে যে সব সাহাবাগণ মদীনায় ছিলেন[৩০৬] তাদের ইন্তেকালের পর, খলিফা আল্‌-ওয়ালিদ ইব্‌নে আবদুল-মালিক (শাসনকাল ৭০৫-৭১৫ খৃঃ) প্রথম পূর্ব দিকে মসজিদ সম্প্রসারণ করেন। তিনি আয়েশার ঘর মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করেন কিন্তু রাসূলের (সঃ) অন্যান্য স্ত্রীদের ঘর ভেঙ্গে ফেলেন। আল্‌-ওয়ালিদের গভর্ণর, উমর ইব্‌নে আবদুল আজিজ সম্প্রসারণ কাজ করেছিলেন বলে উল্লেখ আছে।

যখন আয়েশার ঘর মসজিদের আন্তর্ভুক্ত করা হয় তখন এর চারদিকে গোল করে উঁচু দেয়াল নির্মাণ করা হয় যাতে মসজিদের ভিতর হতে তা আদৌ না দেখা যায়। পরবর্তিকালে, ঘরের দুই উত্তর কোণ হ'তে আরও দু'টি অতিরিক্ত দেয়াল এমনভাবে নির্মাণ করা হয় যাতে তারা পরস্পর ত্রিভুজাকারে মিলিত হয়। সরাসরি যাতে কেউ কবরের সম্মুখীন না হতে পারে তা বন্ধ করার জন্য এটা করা হয়েছিল।[৩০৭]

অনেক বছর পর, মসজিদের ছাদের সঙ্গে সবুজ গম্বুজ সংযোজন করা হয় এবং সরাসরি রাসূলের (সঃ) কবরের উপরে স্থাপন করা হয়।[৩০৮] পরবর্তিতে কবরটিকে দরজা ও জানালা বিশিষ্ট পিতলের খাঁচা দ্বারা পরিবেষ্টিত করা হয় এবং কবরের দেয়াল সবুজ কাপড় দ্বারা আবৃত করা হয়। রাসূলের (সঃ) কবরের চতুর্দিকে প্রতিবন্ধকতা স্থাপন করা সত্ত্বেও এখনও এই ভ্রান্তি সংশোধন করার প্রয়োজন রয়েছে। কেউ যাতে ঐ কবরের দিকে হয়ে নামাজ আদায় করতে না পারে অথবা মসজিদের অভ্যন্তর হ'তে সেটিকে না দেখতে পারে সেজন্য আবারও দেয়াল উঠিয়ে মসজিদ হ'তে কবরকে আলাদা করা উচিত।

---

৩০৬. জাবীর ইবনে আবদিল্লাহ ছিলেন শেষ সাহাবী যিনি মদীনায় ইন্তেকাল করেন। তিনি ৬৯৯ খৃঃ খলিফা আবদুল-মালিক এর শাসন আমলে (শাসনকাল ৬৮৫-৭০৫ খৃঃ) ইন্তেকাল করেন।

৩০৭. আল-কুরতুবী কর্তৃক বর্ণিত এবং তাইসির আল্‌-আজীজ আল্‌-হামিদ (Tayseer al-Azeez al-Hamid) পুস্তকের ৩২৪ পৃষ্ঠা হ'তে উদ্ধৃত।

৩০৮. সুলতান কালাউন আস-সালাহি ১২৮২ খৃঃ কক্ষের উপরে প্রথম গম্বুজ নির্মাণ করেন এবং ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে সুলতান আবদুল হামিদের আদেশ অনুসারে তাকে প্রথম সবুজ রং করা হয়। (দেখুন. Ali Hafiz. Chapters from the History : Jeddah : Al Madina Printing and Publication Co. 1st ed. 1987. pp. 78-9).

রাসূলের (সঃ) কবরে সালাত আদায়

একমাত্র রাসূলের (সঃ) মসজিদ ছাড়া অন্য কোন কবর বিশিষ্ট মসজিদে সালাত আদায় করা নিষেধ। রাসূলের (সঃ) মসজিদে নামাজ পড়ার ব্যাপারে যে সব গুণাবলীর বর্ণনা রয়েছে আর কোন কবর বিশিষ্ট মসজিদের ব্যাপারে তার উল্লেখ পাওয়া যায় না।৩০৯ রাসূল (সঃ) নিজেই এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলেছেন,*"তিনটি মসজিদ ব্যতীত ভ্রমণে যেও না ঃ আল্‌-মসজিদ আল-হারাম,আল্‌-মসজিদ আল্‌-আকসা এবং আমার মসজিদ।"* ৩১০ *তিনি আরও বলেন, "আমার মসজিদের এক রাকাত সালাত পড়া, আল্‌-মসজিদ আল্‌-হারাম ব্যতীত অন্যত্র ১০০০ রাকাত সালাতের থেকে উত্তম।"*৩১১ *এমনকি তিনি তাঁর মসজিদের এক অংশের বিশেষ তাৎপর্য সম্পর্কে বলেছেন," আমার ঘর এবং আমার মিম্বরের (খুৎবার স্থান) এর মধ্যস্থ এলাকায় বেহেঁশতের বাগান গুলির*৩১২ *একটি বাগান রয়েছে।"*

যদি রাসূলের (সঃ) মসজিদে নামাজ পড়া মাকরূহ (অপছন্দনীয়) হ'ত তাহলে তাঁর মসজিদে ইবাদতের গুণাবলী বাতিল হয়ে যেত এবং অন্যান্য মসজিদের সমকক্ষ হ'ত। যেমন সাধারণভাবে বিশেষ কিছু সময়ে নামাজ পড়া নিষিদ্ধ হলেও নফল নামাজ ছাড়া যদি অন্য কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থেকে থাকে (যথাঃ জানাজার নামাজ) তবে সালাত আদায় করা যায়। একইভাবে, ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যের কারণেই রাসূল (সঃ)-এর মসজিদে নামাজ পড়ার অনুমোদন আছে।৩১৩ এবং, আল্লাহ না করুন, "আল্‌-মসজিদ আল্‌-হারা'ম" অথবা "আল্‌-মসজিদ আল্‌-আক্‌সা" তে যদি একটি কবর দেয়া হ'ত, তবে তা সত্ত্বেও মসজিদ দু'টির বিশেষ সৎ গুণের জন্য এবং আল্লাহর দৃষ্টিতে সম্মানযোগ্য স্থান হওয়ার জন্য তাদের মধ্যে সালাত আদায় অনুমোদন যোগ্য হ'ত।

৩০৯. পয়গম্বর ইসমাইল এবং তাঁর মা অথবা অন্য কোন এক পয়গম্বরকে" হুজর ইসমাইল" নামে কা'বার উন্মুক্ত এলাকায় কবর দেয়া হয়েছে বলে যে গল্পের প্রচলন আছে তার কোন সত্যতা নেই।

৩১০. আবু হুরায়রাহ কর্তৃক বর্ণিত এবং আল্‌-বুখারী, মুসলিম এবং আবু দাউদ কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Al-Bukhari, Arabic-English, vol. 2, p. 157, no. 281 ; Sahih Muslim, English Trans, vol. 2, p. 699, no. 3218 & Sunan Abu Dawud, English Trans, vol. 2, p. 699, no. 3218).

৩১১. আল্‌-বুখারী, এবং মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Al-Bukhari, Arabic-English, vol. 2, p. 157, no. 282 ; & Sahih Muslim, English Trans, vol. 2, p. 697, no. 3209).

৩১২. আল্‌-বুখারী, এবং মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Al-Bukhari, Arabic-English, vol. 3, pp. 61-2, no. 112 ; & Sahih Muslim, English Trans, vol. 2, p. 696, no. 3204).

৩১৩. Tahdheer as-Saajid, pp. 196-200

উপসংহার

আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় সত্যিকার ঈমান পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে যে ভাবে বর্ণনা দেয়া হয়েছে সেভাবে শির্‌ক মুক্ত তৌহিদের উপর ভিত্তি করে হতে হবে। যারা স্রষ্টার সঙ্গে অংশীদার সংযুক্ত করে তারা যত দৃঢ়ভাবেই আল্লাহতে তাদের বিশ্বাস ঘোষণা দিক অথবা যত দক্ষতা এবং যুক্তির সঙ্গেই তাদের আচার ব্যাখ্যা করুক না কেন তারা আসলে এক ধরনের মূর্তিপূজা বা অবিশ্বাস করে। আধ্যাত্মিক, বৌদ্ধিক এবং ব্যবহারিকভাবে মানুষের জীবনের সকল দিকে আল্লাহর এককত্ব বজায় রাখতে হবে। স্রষ্টার পগম্বরগণ যে আল্লাহর এককত্বের দর্শন প্রচার করেছিলেন তা শুধুমাত্র দার্শনিকভাবে মূল্যায়নকৃত অথবা আবেগ তাড়িত একটি তত্ত্ব নয় বরং মানুষের অস্তিত্বের জন্য সর্বশক্তিমান স্রষ্টা, আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণের একটি অবিচ্ছেদ্য পরিকল্পনা। মানুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্যের মধ্যেই এই সত্যতার তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। আল্লাহ বলেন ঃ

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾

"আমি জিন এবং মানুষকে শুধু আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি।"

(সূরা আয-যা'রিয়াত ৫১ ঃ ৫৬)

তবে, মানুষ সৃষ্টি স্বয়ং আল্লাহর নিখুঁত গুণাবলির একটি প্রকাশ। তিনি সৃষ্টিকর্তা (আল্-খালিক) এবং সুতরাং অস্তিত্বহীনতা হ'তে মানুষের অস্তিত্ব আনা হয়েছিল। তিনি সবচেয়ে দয়ালু (আর-রহমান) এবং তাই মানুষকে পৃথিবীর সুখ মঞ্জুর করেছেন। তিনি সর্ব-জ্ঞানী (আল্-হাকিম) এবং তাই যে সব বস্তু এবং কার্যাদি মানুষের জন্য ক্ষতিকর সেগুলি নিষিদ্ধ করে যেগুলি নয় সেগুলির অনুমতি দিয়েছেন। তিনি সবচেয়ে ক্ষমাশীল (আল্-গফুর) এবং তাই যারা আন্তরিক অনুশোচনায় তাঁর দিকে ফিরে তিনি তাদের ক্ষমা করে দেন। আবু আইয়ুব এবং আবু হুরায়রাহ উভয়ে বর্ণনা দেন যে রাসূল (সাঃ) বলেছিলেন, " *তোমরা যদি গুনাহ না করতে তাহলে আল্লাহ তোমাদের অস্তিত্বের পরিসমাপ্তি ঘটাতেন এবং এমন এক জাতি আনতেন যারা পাপ করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইত এবং আল্লাহ তাদের মাফ করে দিতেন।*"[৩১৪]

---

৩১৪. মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত। (Sahih Muslim, English Trans. vol. 4, pp. 1436-7, no. 6620-22).

অনুরূপভাবে, আল্লাহর ইচ্ছায়, মানুষ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে অন্যান্য সকল স্বর্গীয় গুণাবলির প্রকাশ ঘটেছে। স্রষ্টাকে প্রার্থনা করা মানুষের নিজের মঙ্গলের জন্যই, কারণ মানুষের প্রার্থনার আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই। স্রষ্টাকে প্রার্থনা করার মধ্যে দিয়ে মানুষ বস্তুগত এবং আধ্যাত্মিক উভয় মঙ্গলের সকল দিক উপলব্ধি করে এবং ক্ষণস্থায়ী এই পার্থিব পথযাত্রার শেষে তার নিজের জন্য স্বর্গসুখের চিরস্থায়ী বাসস্থান অর্জন করে। ফলে, আসমানী জীবন ব্যবস্থা ইসলাম মানুষের প্রতিটি কর্মকে, তা যত তাৎপর্যহীন অথবা নিরসই মনে হোক না কেন, ইবাদতের কাজে পরিণত করে। যতক্ষণ পর্যন্ত নিম্নের দু'টি মৌলিক শর্ত প্রতিপালিত হয় ঃ

(১) একমাত্র স্রষ্টার সন্তুষ্টির জন্যই সচেতন ভাবে কাজ করতে হবে

(২) আল্লাহর রাসূলের (সঃ) সুন্নাহ মোতাবেক এটা করতে হবে

মানুষের সমস্ত জীবন সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর কাজের ভিতর প্রবেশ করতে পারে। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

﴿ قُلْ اِنَّ صَلاَتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴾

" **বল, 'আমার সালাত, আমার ইবাদত, আমার জীবন ও আমার মরণ জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশ্যে।"** (সূরা আল্‌-আন্‌'আম ৬ঃ১৬২)

তবে, একমাত্র তৌহিদের জ্ঞান এবং স্রষ্টার শেষ পয়গম্বর মোহাম্মদ ইব্‌নে আব্‌দিল্লাহ (সঃ) এর শেখানো পদ্ধতি অনুসারে সচেতনভাবে মানুষ ঐ পর্যায়ে পৌছাতে পারে।

অতএব, সকল আন্তরিক ঈমানদার পুরুষ এবং নারীর কর্তব্য তার সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা এবং পরিবার, গোষ্ঠি অথবা জাতির সঙ্গে তার আবেগপূর্ণ বন্ধন এক পাশে সরিয়ে রেখে বিশ্বাসের ভিত্তি তৌহিদ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা। কারণ, একমাত্র এই জ্ঞানের প্রয়োগেই মানুষ নাজাত (মুক্তি) অর্জন করতে পারে।

হাদিস সমূহের তালিকা

হাদিস	পৃষ্ঠা

হাদিস	পৃষ্ঠা

হাদিস	পৃষ্ঠা

হাদিস	পৃষ্ঠা

হাদিস	পৃষ্ঠা

লেখকের প্রামাণিকতা, সংস্করণ, প্রকাশনা সম্বন্ধীয় পঠন-পাঠন
(BIBLIOGRAPHY)

Abdul-Wahhaab, Sulaymaan ibn, Tayseer al-'Azzeez al-Hameed, (Beirut : al-Maktab al-Islaamee, 2nd ed., 1970).

Albaanee, Naasirud-Deen al-, Silsilah al-Ahaadeeth as-Saheedah, (Kuwait: ad-Daar as-Salafeeyah and Amaan: al-Maktabah al-Islaameeyah, 2nd. ed., 1983), vol. 4.

............, Ahkaam al-Janaai'z, (Beirut: al-Maktab al-Islaanee, 1st ed., 1969).

..........., Mukhtasar al-Uloo, (Beirut: al-Maktab al-Islaamee, 1st ed., 1981)

............, Sahih Sunan at-Tirmidhee, (Riyadh: Arab Bureau of Education for the Gulf States, 1st ed., 1988).

..........., Tahdheer as-Saajid, (Beirut: al-Maktab al-Islaamee, 2nd ed, 1972.

Ali, A. Yusuf, The Holy Qur'an (Trans), (Beirut: Daar al-Qur'aan al-Kareem, n.d.)

Arberry, A.J., Muslim Saints and Mystics, (London: Routledge and Kegan Paul, 1976).

Ash'aree, Abul-Hasan 'Alee al, Maqaalaat al-Ilsaameeyeen, (Cairo: Maktabah an-Nahdah al-Misreeyah, 2nd ed., 1969).

Asqalaanee, Ahmad ibn Alee Ibn Hajar al-, Tahdheeb at-Tahdheeb, (Hyderabad, 1325-7).

Ashqar, 'Umar~al.al-'Aqeedah fee Allaah, (Kuwait: Maktabah al-Falash 2nd ed., 1979)

Baghdaadee, Abdul-Qaahir ibn Taahir al-Al-Farq bain al-Firaq, (Beirut: Daar al-Mairfah, n.d.)

Bayhaqee, Ahmad ibn al-Husain al-Kitaab al-Asmaa was-Sifaat, (Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmeeyah, 1st ed., 1984).

Cowan, J. M., The Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic, (New York: Spoken Language Services Inc., 3rd ed., 1976).

Essien-Udom, E.U., Black Nationalism. (Chicago: University of Chicago Press, 1962).

Ghunaimaan, Abdullaah Aal, Sharh Kitaab at-Tawheed min Saheeh al-Bukhaaree, (Madeena: Maktabah ad-Daar, 1985).

Gibb, H. A.R., Shorter Encyclopedia of Islam, (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1953).145

Hafiz, Ali, Chapters from the Hisftory of Madina, (Jeddah: Al Madina Printing and Publication Co., 1st ed., 1987).

Hasan, Ahmad, Sunan Abu Dawud, (English Trans.) (Lahore: Sh. Muhammad Ashraf Publishers, 1st ed., 1984).

Hinnells, John, Dictionary of Religions, (England: Penguin Books, 1984).

Hitching, Frances, The Neck of the Giraffe, (New York: Ticknor and Fields, 1982).

Holy Bible, Revised Standard Version (Nelson, 1951)

Hujweeree,'Alee ibn 'Uthmaan al-Kash al-Mahjoob, Trans, by Nicholson, (London: Luzac, rep. 1976)

Ibn Abil-Ezz al-Hanafee, Sharh al-'Aqeedah at-Tahaaweeyah, (Beirut: al-Maktab al-Islaamee, 8th ed., 1984).

Ibn Atheer, An-Nihaayah fee Ghareeb al-Hadeeth wa al-athar, (Beirut: al-Maktabah al-Islaameeyah, 1963).

Ibn al-Jawzee, Sifah as-Safwah, (Cairo: Daar al-Wa'ee, 1st ed., 1970).

Ibn Hanbal, Ahmad, Ar-Radd'alaa al-Jahmeeyah, (Riyadh: Daar al-Liwaa, 1st ed., 1977).

Ibn Taymeeyah, Ahmad, at-Tawassul wal-Waseelah, (Riyadh: Daar al-Iftaa. 1984).

Johnson-Davies, Denys, An-Nawawiis Forth Hadith, (English Trans.), (Damascus, Syria: The Holy Koran Publishing House, 1976).

Khan, Muhammad Muhsin, Sahih Al-Bukhari, (Arabic-English), (Riyadh: Maktabah ar-Riyaad al-Hadeethah, 1981).

Khoemeini, Aayatullah Musavi al-, al-Hukoomah

al-Islaameeyah, (Beirut: at-Talee'ah Press, Arabic ed., 1979).

Lane, edward William, Arabc-English Lexicon, (Cambridge, England: Islamic Texts Society, 1984).

MandHoor, Muhammad ibn, Lissa al-A'rab, (Beirut: Daar Saadir, n,d.)

Muhammad, Elijah, Our Savour Has Arrived, (Chicago:Muhammad's Temple of Islam no. 2, 1974).

Muzaffar, Muhammad Rida al- Faith of Shi'a Islam, (USA: Muhammadi Trust of Great Britain and Northern Ireland, 2nd ed., 1983).

Philips, Abu Ameenah Bilal, Ibn Taymeeyah's Essay on the Jinn, (Riyadh: Tawheed Publications, 1989).

Rahimuddin, Muhammad, Muwatta Imam Malik (English Trans.), (Lahore: Sh. Muhammad Ashraf. 1980).

Readers Digest Great Encyclopedic Dictionary, (New York: Funk & Wagnalls Publishing Company, 10th ed., 1975)

Reese, W.L., Dictionary of Philosophy and Religion, (New Jersey: Humanities Press, 1980).

Rizvi, Sayed Saeed Akhatar, Islam, (Teheran: A Group of Muslim Brothers, 1973).

Shahrastaanee, Muhammad ibn Abdul-Kareem ash,- Al-Milal wan-Nihal, (Beirut: Daar al-Marifah, 2nd ed., 1975).

Siddiq, Abdul Hamid, Sahih Muslim (English Trans.), (Lahore: Sk. Muhammad Ashraf Publishers, 1987).

Tabaree, Ibn Jareer at-, Jaami al-Bayaan an Taweel al-Quraan, (Egypt: al-Halabee Publishing Co., 3rd ed., 1968).

Wakeel, Abdur-Rahmaan al-, Haadhihee Heya as-Soofeeyah, (Makkah: Daar al-Kutub al-Ilmeeyah, 3rd ed., 1979).

Wilson, Colin, The Occult, (New York: Random House, 1971).

Ziriklee, Khairuddeen az,- al'-A'laam, (Berut: Daar al-Ilm lil-Malaayeen. 7th ed., 1984).

বইটি

এই বইটিতে আল্লাহর এককত্বের আদি ইসলামি দর্শনের বিশদ ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে কারণ ইহা বিশ্বাস এবং গভীর ধর্মীয় অনুভূতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। বইতে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেরও আলোচনা করা হয়েছে যেখানে আল্লাহর এককত্বের দর্শনে বিশ্বাস (তৌহিদ) হয় বাতিল হয়ে গেছে নতুবা পৌত্তলিক প্রতিমা পূজকদের ধারণার সাথে আপোষ করেছে যাকে যৌথভাবে শিরক বলা হয়। এই কাজের অদ্বিতীয়তা শুধুমাত্র বিষয়টির সাবলিল এবং জটিলতা মুক্ত ইংরেজী রচনার মধ্যেই নয় বরং আদি ধর্মতাত্ত্বিক বিষয়াদির আধুনিক উপস্থাপনাও নিহিত রয়েছে।

"আমি 'তৌহিদের মূলসূত্রাবলী' (**The Fundamentals of Tawheed**) বইটি অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ হিসাবে পেয়েছি, এবং আমার মতে এই বইটি নিঃসন্দেহে মুসলমান এবং অমুসলমান পাঠকদের ইসলামি বিশ্বাসের ভিত্তি সম্পর্কে অতি পরিষ্কার ধারণা দেবে। অধিকন্তু, শির্ক-এর বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যামূলক প্রসঙ্গাদি, আপত্তিকর পৌত্তলিক প্রতিমাপূজা সম্বন্ধীয় বিশ্বাস এবং আচার অনুষ্ঠান যা পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্মে এমনকি মুসলমান জগতের বহু অংশেও যে বিদ্যমান, সে সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা দেয়।

ঘালিব ইংকারস, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক, সউদী গেজেট, ১৯৯১।

মূল লেখক

আবু আমিনাহ বিলাল ফিলিপস্ যামাইকায় জন্মগ্রহণ করেন কিন্তু কানাডায় বড় হন যেখানে তিনি ১৯৭২ সনে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি আরবী ভাষায় ডিপ্লোমা সমাপ্ত করেন এবং ১৯৭৯ সনে মদীনার ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামি শিক্ষার কলেজে (উসুল আদ্-দ্বীন) স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ১৯৮৫ সনে রিয়াদ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ অব এডুকেশন-এ ইসলামে ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষা সমাপ্ত করেন এবং ১৯৯৪ সনে যুক্তরাজ্যের ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ হতে ইসলামি ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে পিএইচডি সমাপ্ত করেন। তিনি দশ বৎসর যাবৎ রিয়াদের বেসরকারী বিদ্যালয়গুলিতে ইসলামি শিক্ষা এবং আরবী ভাষায় শিক্ষকতা করেছিলেন এবং গত তিন বৎসর ধরে তিনি ফিলিপাইনের মিন্দানাও-এর কোটাবাটো শহরের শরীফ কাবুনসুয়ান ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের (**Sharif Kabunsuan Islamic University in Cotabato City Mindano**) ইসলামি বিভাগের এম, এড শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিচ্ছেন। ১৯৯৪ সন হতে তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাতের (**U.A.E**) দুবাইতে ইসলামিক ইনফরমেশন সেন্টার (**Islamic Information Centre in Dubai**) এবং সারজাহ-এর ডিপার্টমেন্ট অফ ফরেন ল্যাংগুয়েজ (**Department of Foreign Languages at Dar al-Fatah Islamic Press In Sharjah, U.A.E**) প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং পরিচালনা করছেন।

লেখকের প্রকাশিত কাজের মধ্যে **Ibn Taymeeah's Essay on Jinn, The Devils Deception and Arabic Calligraphy in Manuscript** ইত্যাদির অনুবাদ রয়েছে। তিনি **Polygamy in Islam** পুস্তকের সহ-লেখক এবং **Evolution of Islamic Law, Tafseer Soorah al-Hujuraat, the Ansar Cult, Fundamentals of Tawheed, Salvation Through Repentance, Islamic Studies Book 1, 2 & 3, Hajj and Umrah according to Qur'an and Sunnah, Islamic Rules on Menstruation, Arabic Reading & Writting Made Easy, Arabic Grammar Made Easy, The True Message of Jesus Christ, Funeral Rites in Islam, Usool at-Tafseer, and The Exorcist Tradition in Islam** ইত্যাদি পুস্তক সমূহের রচয়িতা।